WRITERS BUILDINGS

উপক্রমণিকা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।—

ঈশ্বর যে আছেন, তাহা মনুষ্য সহজ জ্ঞান সরল ভাবে ব্যবহার করিলে, নিশ্চয়ই জানিতে পারে। ইহা জানিবার জন্য অনেক স্পষ্ট প্রমাণ আছে;—

১ম। জগতের অস্তিত্ব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

ক। আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহাদি চক্ষে দৃষ্ট এবং পৃথ্বীতলে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থ স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইতেছে। এই সকল পদার্থ কি চিরকাল ছিল? কখনই নয়; এক সময়ে ইহাদের আরম্ভ হইয়াছে; ইহার সম্বন্ধে আমাদের সহজ জ্ঞান, এই উত্তর দিতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, মনুষ্য হঠাৎ বা আপনা আপনি হয় না, কিন্তু এক মনুষ্য অন্য মনুষ্য হইতে জন্ম পায়; আরো মনুষ্যসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং বলিতে হয়, বহুকাল পূর্ব্বে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প ছিল, তবে এমন এক সময় ছিল, যে সময় একমাত্র আদি পিতা ও মাতা ছিলেন। পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্য জাতির শরীর, আকার, প্রকার, ভাষা ও স্বভাব দেখিয়া, স্বীকার করিতে হয় যে, মনুষ্য জাতি এক আদি পিতা ও

মাতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই আদি পুরুষ ও স্ত্রী কোথা হইতে হইল? তাহারা কি হঠাৎ আপনা আপনি হইল? না; কারণ কোন বস্তুই আপনা আপনি হইতে পারে না। এখন ত হয় না; তবে তখনও হইতে পারে নাই। কারণ, প্রকৃতির নিয়ম অপরিবর্ত্তন। তবে কি সেই আদি পুরুষ ও স্ত্রী অনাদি কাল হইতে ছিল? তাহাও হইতে পারে না; কারণ, যদি অনাদি কাল হইতে ছিল, তবে চিরকাল থাকিল না কেন? যদি তাহারা উৎপত্তির বিষয়ে কাহারও অধীন বা বশীভূত ছিল না, তবে চিরকাল থাকিবার বিষয়ে স্বাধীন নয় কেন? মনুষ্য কষ্ট, দুঃখ, পীড়া ও মৃত্যুর অধীন; তবে স্বীকার করিতে হয় যে, মনুষ্য যেমন চিরকাল আপনাকে রক্ষা করিতে পারিল না, তেমনি আপনার উৎপত্তি আপনি করিতে পারে নাই ও অনাদি কাল হইতে ছিল না। তাহাদের পূর্ব্বে একটী অনাদি ও সর্ব্বশক্তিমান কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা কিছু না হইতে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। সেই অনাদি সর্ব্বশক্তিমান কারণ ঈশ্বর।

খ। আকাশের পক্ষিগণ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? এখন আমরা দেখিতে পাই একটী পক্ষী স্বজাতীয় অন্য জীব অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়। তবে প্রথমে পাখী ছিল, না ডিম ছিল? এই স্থলে আমাদের সেই বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক নহে। আমরা আমাদের সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারি যে সেই আদি পক্ষী বা

ডিম্ব আপনা আপনি হইতে পারে নাই বা চিরকাল ছিল না। কিন্তু এক অনাদি সর্ব্বশক্তিমান কারণ যদি তাহাদিগকে অসত্তা হইতে সৃষ্টি না করিতেন, তবে সেই প্রথম পক্ষী কি ডিম্ব হইতে পারিত না। সেই অনাদি সর্ব্বশক্তিমান কারণ ঈশ্বর।

গ। পৃথিবীতে যত প্রকার উদ্ভিদ আছে, তাহাদের উৎপত্তি কি প্রকারে হইল? এখন বৃক্ষ বীজ হইতে ও বীজ বৃক্ষ হইতে জন্মে। কিন্তু সেই আদি বৃক্ষ বা বীজ কোথা হইতে হইল? তাহা কি চিরকাল ছিল বা আপনা আপনি হইল? না, তাহা হইতে পারে না। তবে সেই আদি বৃক্ষ বা বীজের একটী অনাদি সর্ব্বশক্তিমান কারণ স্বীকার করিতে হয়। সেই অনাদি সর্ব্বশক্তিমান কারণ ঈশ্বর।

ঘ। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু ইত্যাদি অচেতন পদার্থ কি চিরকাল ছিল বা আপনা আপনি উৎপন্ন হইল? তাহা হইতে পারে না। অচেতন পদার্থের আকার প্রকার পরিবর্ত্তনীয় সুতরাং পরাধীন। যদি পরাধীন, তবে উৎপত্তির বিষয়েও পরাধীন স্বীকার করিতে হয়। কাহার অধীন? একটী অনাদি সর্ব্বশক্তিমান কারণের। সেই সর্ব্বশক্তিমান অনাদি কারণ ঈশ্বর।

২য়। গ্রহাদিগণের গতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

ক। কোন বস্তু আপন গতিদাতা বিনা অনবরত

নিয়ম মতে আপন গুণে চলিতে পারে না। আমরা দেখিতে পাই পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণ ও নক্ষত্র মণ্ডল এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না, বরং অনবরত একই ভাবে ও একই নিয়মে চলিতেছে ও ঘুরিতেছে। ইত্যাকার বৃহৎ পদার্থ কে চালায়? তাহারা কি আপন ইচ্ছায় ও আপন গুণে চলিতে আরম্ভ করিল? না; তাহা হইতে পারে না। তাহারা যদি আপন ইচ্ছায় ও আপন গুণে গতিবিশিষ্ট হইল; তবে এখন কেন আপন গুণে স্থগিত হয় না? যদি গতির বিষয় পরাধীন নয়, তবে গতিরোধ করণের বিষয় পরের অধীন কেন? এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সকল বৃহৎ পদার্থ কোন বিষয়ে স্বাধীন নয়, গতির বিষয় স্বাধীন নয়, গতিরোধের বিষয়েও স্বাধীন নয়। সুতরাং গতির বিষয় যে রূপ, গতিরোধের বিষয়ও সেই রূপ অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইল। কে এই প্রকার বৃহৎ বস্তু সৃষ্টি করিলেন ও তাহাদিগকে গতি দিতে পারিলেন? যিনি পারিলেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, ঈশ্বর।

খ। গ্রহাদির গতি নিত্য; সুতরাং বলিতে হয়, যে যাঁহার শক্তিতে উৎপত্তি ও শক্তি প্রাপ্ত হইল, তাঁহার শক্তিতে ও তাঁহার অধীনে এখনও গতি করিতেছে। নচেৎ তাহাদের গতি অবশ্যই স্থগিত হইত। দেখ, একটী ভাঁটা বল পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলে, অল্পক্ষণ পরে তাহা স্থগিত হয়; কেননা বায়ু ও অন্যান্য বস্তুদ্বারা বাধা পায়। কিন্তু নক্ষত্র ও গ্রহ মণ্ডল অনবরত গতি করিতেছে, তবে

স্বীকার করিতে হয় যে, এক সর্ব্বশক্তিমান কারণ আছে, তাহা দ্বারাই তাহারা চালিত হইতেছে। সেই সর্ব্বশক্তিমান কারণ ঈশ্বর।

গ। গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি নিয়মিত। গ্রহ নক্ষত্রাদি এত বৃহৎ যে ঘুরিবার সময় যদি পরস্পর আঘাতিত হয়, তবে পৃথিবীর বিনাশ হয়। কিন্তু তাহারা অচেতন পদার্থ হইলেও, এমন সুন্দর নিয়মে নির্ব্বিরোধে গতি করে যে, একটী নক্ষত্র বা গ্রহ অন্যটীর সহিত আঘাতিত হয় না। এই অদ্ভুত নিয়মের কর্ত্তা কে? ঈশ্বর ভিন্ন আর কে হইতে পারে?

৩য়। প্রকৃতির অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ও নিয়ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। বিনা ব্যবস্থায় কোন সৌন্দর্য্য বা সুনিয়ম হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃতি মধ্যে অসীম জ্ঞান যুক্ত নিয়ম পালিত হইতেছে ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে।

ক। সূর্য্য দ্বারা পৃথিবীর বহুল উপকার হইতেছে। তাহার উত্তাপ, আলোক, উর্ব্বরতা শক্তিদান প্রভৃতি গুণ আছে। সূর্য্য অগ্নিগর্ভ পদার্থ হইলেও, তাহা ঈদৃশ বুদ্ধি সহ পৃথিবী হইতে নিয়মিত দূরে স্থাপিত হইল যে, তাহা দ্বারা পৃথিবী দগ্ধীভূত হয় না, অথচ উচিতমত আলোক ও উত্তাপ পায়। সূর্য্য কি আপন বুদ্ধিতে এইরূপ করিল? কখনই না; ইহা অচেতন পদার্থ সুতরাং বুদ্ধিহীন। তবে কি এই ব্যাপার অমনি হইল? না;

কারণ অমনি কি? কিছু নয়, একটী শব্দ মাত্র। একটা সুন্দর ঘড়ী বা অট্টালিকা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বস্তু কি অমনি হইতেছে? কখন না; তবে পৃথিবীর অদ্ভুত বিধি ও সৌন্দর্য্য কোন একটী অদ্ভুত বুদ্ধি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল। সেই অসীম বুদ্ধি ঈশ্বর।

খ। কে পৃথিবীর সমুহ জল সমুদ্রে একত্রিত করিলেন, অথচ তাহার স্থিতির একটী সীমা নিরূপিত করিয়া দিলেন, যেন সে পৃথিবীকে জলমগ্ন না করে? কেই বা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদির দ্বারা দিন ও রাত্রি বিভাগ করিলেন? আর কেই বা শীতল ও উষ্ণ বায়ু দ্বারা ঋতু পরিবর্ত্তনের নিয়ম স্থির করিলেন? অবশ্য কোন একটী ক্ষমতাপন্ন ও অসীম বুদ্ধি ইহা করিতেছেন। সেই ক্ষমতা ও অসীম বুদ্ধি ঈশ্বর।

গ। মনুষ্যের শরীরের এমন কি, তাহার অতি ক্ষুদ্রতম প্রত্যঙ্গে কত অদ্ভুত ক্ষমতা ও বুদ্ধি বিশিষ্ট নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়; তরু, লতা, তৃণাদির উৎপত্তির নিয়ম, তাহাদের আকার, প্রকার, বর্ণ ইত্যাদি গুণ কি আশ্চার্য্য নয়? কীট পতঙ্গের আকার, প্রকার ও স্বভাবে অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধি সম্পন্ন নিয়ম প্রকাশ পায়। অনুবীক্ষণের সাহায্যে তাহাদের একটীকে নিরীক্ষণ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই ক্ষুদ্রতম প্রাণীর সুখ স্বচ্ছন্দতা ও জীবন রক্ষার্থে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার তাহা অর্থাৎ মুখ, চোক, অন্ত্র, রক্ত-বিন্দু প্রভৃতি সকলই আছে, সেই রক্তের অসংখ্য বিন্দু, বাষ্প, ও জলীয় অংশ আছে; সেই

জলীয় অংশও অসংখ্য অংশ বিশিষ্ট; আর এই ক্ষুদ্রতম জলীয় অংশে অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী দৃষ্ট হয়। আঃ কি আশ্চর্য্য! কি অসীম ক্ষমতা! অতএব যিনি এই সকল প্রাণী ও তাহাদের শরীরে এইরূপ অদ্ভুত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহারই অসীম বুদ্ধি ও ক্ষমতা স্বীকার করিতে হয়। সেই অসীম বুদ্ধি ও ক্ষমতা ঈশ্বর। সকল বস্তু ও প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্ব প্রধান, তাহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা সামান্য নয়, তথাচ সকল মনুষ্য একত্রিত হইয়া, আপন আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া, এমন কি, কিছু না হইতে একটী গাছের পাতা, কিম্বা একবিন্দু জল, কি মৃত্তিকা সৃষ্টি করিতে পারে না।

ঘ। ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর আকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইলেও, তাহাদের প্রাণ রক্ষার্থে যে যে যন্ত্রের আবশ্যক তাহা সকল প্রাণীতেই একই ভাবে আছে; আরো প্রাণী সমূহের কঙ্কাল পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে, সকলই একই নিয়মে ও একই গঠনে গঠিত; অতএব স্বীকার করিতে হয়, যে সকলেরই এক সৃষ্টিকর্ত্তা কিম্বা এক ঈশ্বর সকল প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন।

৪র্থ। মনুষ্যের আন্তরিক জ্ঞান ও বিবেক ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

ক। হঠাৎ ভয় পাইলে, না কোন ভয়ানক আপদ বিপদে পড়িলে, মনুষ্য মাত্র উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া "আ পরমেশ্বর রক্ষা কর।" বলিয়া উঠে। কেন করে? কারণ

এই যে আমাদের স্বাভাবিক আন্তরিক জ্ঞান ঊর্দ্ধস্থিত এক জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে, যাঁহার নিকট উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে একজন পূর্ব্বতন মহা পণ্ডিত বলিয়াগিয়াছেন যে, মনুষ্যের উক্তরূপ সাহায্য প্রার্থনায় প্রমাণ দেয় যে, মনুষ্য মাত্র স্বভাবতঃ খ্রীষ্টীয় অর্থাৎ সত্য ঈশ্বর সেবক।

খ। কে আপন বিবেকের সত্য অথচ ন্যায্য বিচার এড়াইতে পারে? তুমি ভাল কর, কি মন্দ কর, কে তোমার মনোমধ্যে এই আন্তরিক ও নিগূঢ় শব্দ জন্মায়? মনুষ্যের কুপ্রবৃত্তি অনেকবার এই ন্যায্য বিচার ও শব্দ চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা পায় বটে, কিন্তু একেবারে পারে না। অনেকে এই শব্দ শুনিতে চায় না, আর না শুনিতে শুনিতে উক্ত শব্দ হীনবল হইয়া পড়ে, ও প্রায় নীরব হইয়া যায়; কিন্তু একেবারে যায় না, মধ্যে মধ্যে বিশেষরূপে বিপদ ও মরণ কালে বিবেকের এই শব্দ অর্থাৎ ন্যায্য বিচার পুনঃ সজীব ও প্রবল হইয়া উঠে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিক তিরস্কার করে ও যন্ত্রনা দেয়। তবে বল দেখি, কে মনুষ্যের অন্তরে এই সত্য ও ন্যায্য বিচারক রাখিয়াছেন? কি পিতা মাতা? না সমাজ? না বিদ্যাশিক্ষা? ইহারা না। অনেক স্থলে পিতা মাতা, সমাজ, ও বিদ্যাশিক্ষা বিবেকের শিক্ষার বিপরীতে শিক্ষা ও আদর্শ দেয়। তবে ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন ব্যক্তিতে অনুসন্ধান করিতে হইবে, যিনি মনুষ্যের অন্তরে এই সত্য ও ন্যায্য বিচারক বসাইয়া রাখিয়াছেন।

বাস্তবিক বিবেকদাতা হইতেছেন ঈশ্বর, তিনি সকল বিষয়ের অদ্বিতীয় ব্যবস্থাদাতা, তিনি আপন সৃষ্টি বস্তু মনুষ্যকে কি ভাল কি মন্দ বুঝাইয়া দেন; তাঁহাতেই আমাদের গতি ও জীবন ও সত্তা।

৫ম। মনুষ্যজাতির সম্মতি ও ইতিহাস ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

ক। জাতি সমূহ যখন একই বিষয়ের সমান যুক্তি দেয় ও তাহাতে সমভাবে বিশ্বাস করে, তখন বলিতে হয় যে, সেই যুক্তি ও বিশ্বাস সত্য ও অভ্রান্ত। আর ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সম্প্রতি সকল কালের ও সকল দেশের লোক জগতের একজন সর্ব্বোপরিস্থ সৃষ্টি ও রক্ষাকর্ত্তা স্বীকার ও বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে ও তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া থাকে। তাঁহার সত্তা ও আন্তরিক গুণ, তাঁহার প্রকাশ্য ইচ্ছা ও বাক্য জানিতে অনেকে ভুল করিয়া থাকে বটে, কিন্তু কেহই তাঁহার অস্তিত্ব ভুলিতে ও অস্বীকার করিতে পারিল না, পারিবেও না। বহুকাল পূর্ব্বে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত প্লেতো সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, মনুষ্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করুক, সে প্রাচীর বেষ্টিত কি প্রাচীর শূন্য নগর, এবং বিদ্যা, কবিত্ব, ও ব্যবসায় বিহীন এবং স্বাধীন কিংপরাধীন জাতি ও দেশ দেখিতে পাইবে; কিন্তু ঈশ্বরের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা নৈবেদ্যহীন জাতি কি দেশ দেখিতে পাইবে না।

খ। যে কোন দেশের ইতিহাস পাঠ করা যায়,

তদ্দেশীয় লোকদিগের ঐশ্বরিক জ্ঞান, সেবা, বলি উৎসর্গের নিয়মাবলি ও বিবরণ পাওয়া যায়। সর্ব্ব প্রাচীন ইতিহাস বেত্তা ইস্রায়েল বংশের ইতিহাস রচক, মোশী ঈশ্বর এবং তাঁহার পূজা ও বলির বিষয় সুস্পষ্ট ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও, কেবল মানবজাতির ইতিহাস দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব ও নির্ব্বোধের কর্ম্ম; ইহাতে সপ্রমাণ হয়, যে প্রকৃত নাস্তিক থাকিতে পারে না; কার্য্যে নাস্তিকেরা অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাইলেও, ঈশ্বর না থাকার মত কার্য্য করে। তাহারা কি প্রকার লোক? এমন সন্তানের মত, যে সন্তান আপন পিতা মাতাকে স্বীকার করিলেও, তাঁহাদিগকে উচিৎ মতে সম্ভ্রম করে না। পাগল ভিন্ন আর কেহই যুক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বরীয় ক্রোধ স্বর্গ হইতে সেই সকল মনুষ্যদের যাবতীয় অধার্ম্মিকতা ও অন্যায়তার উপরে প্রকাশিত রহিয়াছে, যাহারা অন্যায় রূপে সত্যের প্রতিরোধ করে। যেহেতু ঈশ্বরের বিষয়ে যাহা জানিবার, তাহা তাঁহাদের অন্তরে প্রকাশিত রহিয়াছে, কারণ ঈশ্বর তাহাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ জগতের সৃষ্টি অবধি তাঁহার অদৃশ্যভাব অর্থাৎ তাঁহার অনাদি অনন্ত শক্তি ও ঐশীগুণ সৃষ্ট বস্তুতে বুদ্ধি

বিবেক দ্বারা সুস্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে, সুতরাং তাহাদের কিছুমাত্র আপত্তি করিবার উপায় নাই। যেহেতু ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া, তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া, তাঁহার মহিমা না করিয়া ও কৃতজ্ঞ না হইয়া, অলীক তর্কজালে জড়িত হইল, যাহাতে তাহাদের অবিবেচক হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। জ্ঞানী বলিয়া, আপনাদের পরিচয় দিতে দিতে, তাহারা মূঢ় হইয়া গেল, তাহারা নির্বিকার ঈশ্বরের মহিমাকে বিকারী মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সরিসৃপাদি জীবগণের প্রতিমায় আরোপ করিল। এই হেতু ঈশ্বর তাহাদের অন্তঃকরণের কুকামনা দেখিয়া, তাহাদিগকে এমন অশুচিতা পঙ্কে পতিত হইতে দিলেন যে, তাহাদের শরীর পরস্পরের দ্বারা দুষিত হইল, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া, মিথ্যাকে গ্রহণ করিল, এবং স্রষ্টার পরিবর্ত্তে সৃষ্ট বস্তুকে সেবা ও পূজা করিয়া, সেই স্রষ্টাকে অবহেলা করিল, যিনি চিরকালই ধন্য।”

৬ষ্ঠ। ঈশ্বরের গুণাবলীঃ—

আমরা সহজ জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা সকল বস্তুর আদি কারণ অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারিলাম। এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়, ঈশ্বর কে, তাঁহার স্বভাব কি, গুণ কি ইত্যাদি?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানুষিক বুদ্ধির অসাধ্য। ঈশ্বর কে, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিবার জন্য এইমাত্র উপায় আছে, হয় আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে হয়, না হয় ঈশ্বরের মুখ হইতে শিখিতে হয়।

প্রথমতঃ আমরা ঈশ্বর হইতে পারি না কিন্তু ঈশ্বর আমাদের নিকটে আপনার বিষয় যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই জানিতে পারি। ঈশ্বর কি মনুষ্যের নিকট আপনার বিষয় কিছু প্রকাশ করিয়াছেন? হাঁ; তিনি আপনার বিষয় অনেক প্রকাশ করিয়াছেন আর আমরা সেই প্রকাশ্য বাক্যের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছি। তথাচ সহজ জ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা তাঁহার প্রধান প্রধান গুণ ও উপাধির বিষয় কথঞ্চিত জানিতে পারা যায়।

১ম। ঈশ্বর স্বয়ম্ভু, অনাদিঅনন্ত।

আমরা দেখিয়া আইলাম যে, ঈশ্বর সকল বস্তুর আদি কারণ, তবে তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কারণ নাই, আর কাহার নিকট হইতে আপনার আদি বা উৎপত্তি পান নাই। তিনি আপনি আপনার আদি ও উৎপত্তি, এই কারণে তাঁহাকে স্বয়ম্ভু ও অনাদি বলা যায়। তিনি যখন আপন আদি ও উৎপত্তির বিষয়ে কাহারও অধীন হন নাই, সুতরাং থাকিবার বিষয়েও কাহারও অধীন নন। অতএব তিনি চিরকাল থাকিবেন, এই হেতু তাঁহাকে অনন্ত বলা যায়।

২য়। ঈশ্বর অপরিবর্দ্ধন।

ঈশ্বর কোন বিষয়ে কাহার অধীন না হওয়াতে, যেমন ছিলেন, তেমন আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। তিনি কাল, ক্ষয়, হ্রাস, বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন বিষয়ে কাহারও অধীন নন; অথবা তাঁহার নিজের কোন

কিছুর আরম্ভক করে না; তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঈশ্বরেতে কোন বিষয়ের পরিবর্ত্তন নাই। সুতরাং তাঁহাকে অপরিবর্ত্তন বলিতে হয়।

৩য়। ঈশ্বর নিঃশরীর অর্থাৎ নিরাকার ও আত্মামাত্র।

আকার কিম্বা শরীর কাহাকে বলে? ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, ভিন্ন ভিন্ন অংশ বা পদার্থ সম্বলিত বস্তুকে আকার বা শরীর বলা যায়। রক্ত, মাংস, অস্থি, প্রভৃতি পদার্থ সম্বলিত চেতন বা অচেতন বস্তুকে শরীর বলা যায়। আকারের বা শরীরের অস্তিত্বের নিমিত্ত অধিক অংশের আবশ্যক; সেই অংশগুলি অপর হইতে প্রাপ্ত; সেই অংশগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া, অন্য একটী আকার বা শরীর উৎপন্ন করে। সুতরাং সেই অংশগুলি যেরূপ পরিবর্ত্তনশীল ও পরিবর্ত্তনের অধীন সেইরূপ শরীরও পরিবর্ত্তনের অধীন। বাস্তবিক আমরা যে আকার বা শরীর দেখি, সকলই পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু ঈশ্বরেতে এই প্রকার নাই; তিনি সকল বস্তুর আদি কারণ; তিনি স্বয়ম্ভু; তাঁহার অস্তিত্ব কোন বস্তু বা বস্তুর অংশে সম্বলিত নয়। সুতরাং ঈশ্বরেতে আকার বা শরীর নাই; থাকাই অনাবশ্যক বরং অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর নিঃশরীর, নিরাকার অথচ জ্ঞানে সম্বলিত আত্মা। ঈশ্বরেতে জ্ঞান ও বুদ্ধি আছে; যেহেতু তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধির কর্ম্ম করিয়াছেন। আর তিনি নিরাকার আত্মা

মাত্র; এই হেতু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না, স্পর্শ করিতে পারি না।

৪। ঈশ্বর গুণে অসীম।

তিনি সকল সদ্‌গুণের আধার, সকল বস্তুর আদি কারণ, তাঁহা অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই, তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই, সুতরাং কেহ তাঁহার গুণ সীমাবিশিষ্ট করিতে পারে না অতএব তিনি গুণে অসীম। আরো ঈশ্বরের ক্রিয়া কলাপে অনেকানেক গুণ দেখা যায়, তিনিই সেই সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বর সকল সদ্‌গুণের আধার।

৫। ঈশ্বর অতি পবিত্র।

ঈশ্বরে সকল সদ্‌গুণ ও ক্ষমতা আছে, সুতরাং তিনি কোন দোষ কি পাপ, কি অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারেন না; কারণ পাপ বা অন্যায় করা ক্ষমতার নয়, কিন্তু দুর্ব্বলতার ফল। ঈশ্বরেতে কোন দুর্ব্বলতা নাই, সুতরাং ঈশ্বর অতি পবিত্র।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান।

ঈশ্বর গুণেও ক্ষমতায় অসীম; কারণ তিনি কোন বিষয়ে কাহারও অধীন নন, অতএব তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরও অসম্ভব ও অসংগত কিছু করিতে পারেন না; কারণ কোন অসংগত বিষয় চিন্তা করাও নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

৭ম । ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও সীমা রহিত ।

ক। ঈশ্বর সমভাবে ও সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যেক স্থানে অবস্থান করিতেছেন, বরং বস্তু ও স্থান ছাড়াও তিনি বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু মনে ভাবিতে হয় না যে, বায়ু যেমন সকল স্থানে আছে, ঈশ্বরও সেইমত সকল স্থানে আছেন। বায়ু সকল স্থানে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু বায়ুর যে অংশ এক স্থানে আছে, তাহা অন্য স্থানে নাই। ঈশ্বর আত্মামাত্র হওয়াতে, তাঁহার কোন অংশ নাই; সুতরাং তিনি যেস্থানে, আছেন, সেই স্থানে সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে আছেন। আত্মার দৃষ্টান্তে, ইহার কিঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে।

দেখ, মনুষ্য শরীরে একমাত্র আত্মা আছে; সেই আত্মা শরীরের প্রত্যেক অংশে সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে আছে। আত্মা মাথায় আছে, কি হাতে আছে, কি পায়ে আছে, এমন কথা বলা যায় না। আত্মার এক অংশ মাথায়, দ্বিতীয় অংশ হাতে, তৃতীয় অংশ পায়ে, এমন কথা বলা যায় না। আত্মা শরীরে অর্থাৎ শরীরের প্রত্যেক অংশে সম্পূর্ণরূপে ও সমভাবে বর্ত্তমান আছে। ঠিক এই ভাবেই বলা যায় যে, ঈশ্বর সকল স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

খ। ঈশ্বর যদ্রূপ সকল স্থানের, সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ তিনি তৎসমুদয় রক্ষাও করিতেছেন। তিনি না থাকিলে, বা রক্ষা না করিলে, কোন বস্তু থাকিতে পারে না। এই নিমিত্তও ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলা যায়।

গ। বস্তু বা স্থান দ্বারা সীমাবিশিষ্ট হওয়া দুর্ব্বলতার

লক্ষণ। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, স্বয়ম্ভু, অনাদি; এই নিমিত্ত তিনি বস্তু বা স্থান দ্বারা সীমাযুক্ত হইতে পারেন না। তিনি যেরূপ বস্তু ও স্থানে ব্যাপ্ত আছেন, সেই রূপ বস্তু ও স্থান ছাড়াও বর্ত্তমান আছেন। তিনি বস্তু ও স্থান সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে ও সমভাবে সর্ব্বব্যাপী। অতএব বলিতে হয়, ঈশ্বর সীমা রহিত।

৮ম। ঈশ্বর একমাত্র।

ক। যাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণ যুক্ত কিম্বা যাঁহার অপেক্ষা বড় আর কেহ নাই, তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায়। এই প্রকার সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বাপেক্ষা বড় এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর এক ভিন্ন দুই হইতে পারেন না।

খ। জগতের বস্তুর উৎপত্তি, গতি, নিয়ম ইত্যাদি বিষয় পরীক্ষা করিলে, দেখা যায় যে, সমস্তই এক বুদ্ধিতে ও এক নিয়মানুসারে চলিতেছে। অতএব যদ্রূপ একমাত্র সৃষ্টি কর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, তদ্রূপ একমাত্র নিয়ন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর যে একমাত্র, ইহা স্বীকার্য্য।

৯ম ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

ক। সৃষ্ট বস্তুতে নানাবিধ জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্ট বস্তু সকল ইত্যাকার গুণ কাহার নিকটে পাইল? নিশ্চয়ই, তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর হইতে। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর জ্ঞানের আধার।

খ। ঈশ্বর সর্ব্বগুণ যুক্ত, তিনি অনাদি অনন্ত; সুতরাং ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয় সমভাবে এবং

সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছেন। তাহাতে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়।

১০ম। ঈশ্বর স্বাধীন।

ঈশ্বর অপেক্ষা বড় আর কেহই নাই, সুতরাং তিনি কাহারও অধীন নন। তিনি যাহা ও যেমন ইচ্ছা করেন, তাহা ও তেমনই করিতে পারেন। সুতরাং ঈশ্বরকে অসীম রূপে স্বাধীন স্বীকার করিতে হয়।

১১শ। ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা।

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, কারণ তিনি অসত্তা হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন করিয়াছেন।

১২শ। ঈশ্বর রক্ষাকর্ত্তা।

ঈশ্বরকে রক্ষাকর্ত্তা বলা যায়, কারণ তিনি সকল বস্তু রক্ষা করেন।

১৩শ। ঈশ্বর ন্যায়বান শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্তা।

কারণ তিনি সকল বস্তুকে, একটা নিয়ম পালন করাইতেছেন, আর মনুষ্যকেও বিশেষ রূপে আপন আজ্ঞা পালন করিতে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তাহাকে তাহার কর্ম্মানুসারে প্রতিফল দিবেন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও পবিত্র হওয়াতে, তাঁহার আজ্ঞা পালনকারীদিগকে পুরস্কার এবং লঙ্ঘনকারীদিগকে শাস্তি না দিতে পারেন না; এই নিমিত্ত তাঁহাকে ন্যায়বান শাসনকর্ত্তা ও বিচারকর্ত্ত বলা যায়।

ঈশ্বর কে? সহজ জ্ঞান ও সরল বুদ্ধি সংক্ষেপে এই

উত্তর দিতে পারে;—সম্পূর্ণরূপে, সর্ব্বগুণযুক্ত যে, নিরাকার আত্মা, সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহারই নাম ঈশ্বর।

৭ম। মনুষ্যের বিষয়।

১ম। মনুষ্য কে।

জ্ঞান যুক্ত আত্মা ও শরীর বিশিষ্ট প্রাণীকে মনুষ্য বলা যায়। জগতের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্ব প্রধান। কারণ মনুষ্য শারীরিক ও আত্মিক অদ্ভুত গুণ যুক্ত হওয়াতে, তদ্দ্বারা অপরাপর প্রাণী ও বস্তু সমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে ও আপন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে জানিতে এবং প্রেম ও সেবা করিতে পারে।

মনুষ্যের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য গুণ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রাণীর মত, তাহার সুন্দর মুখ অধঃদিকে অর্থাৎ মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি না করিয়া, স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধে অর্থাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। আকাশ অর্থাৎ স্বর্গই যে তাহার চির বাসস্থান, ইহা যেন স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারে, এই নিমিত্ত তাহার শরীর স্বভাবতঃ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং তাহার মুখ স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করেণ তাহার দুই চক্ষু কপালের নীচে চক্ চক্ করে; এবং তদ্দ্বারা তাহার আন্তরিক গুপ্ত চিন্তা ও মনের ভাব প্রকাশ পায়। তাহার দুই কর্ণ; কর্ণ দ্বারা সকল প্রকার শব্দ শুনিতে পায়। তাহার মুখ

দিয়া, তাহার আন্তরিক চিন্তা, শোক, কি দুঃখের শব্দ উচ্চারণ করিয়া, প্রকাশ করিতে পারে। তাহার দুইটী হাত; হাত দিয়া, নানাবিধ অদ্ভুত কর্ম্ম করে। দুইপা; পা দিয়া, যথা ইচ্ছা, যাইতে পারে। আঃ! মনুষ্য শরীরের সৌন্দর্য্য যে কত দূর, তাহা কে প্রকাশ করিতে পারে?

মনুষ্য শরীরের এত সৌন্দর্য্য ও গুণ কেন? আত্মা থাকাতে। যখন আত্মা শরীর হইতে পৃথক কৃত হয়, তখন শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আত্মার গুণে মনুষ্য জ্ঞান, বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি ও ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ প্রাপ্ত হয়। এই সকল গুণ প্রযুক্ত, মনুষ্য সকল সজীব ও নির্জ্জীব পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২য়। মনুষ্যের আত্মা কি প্রকার?

ক। আত্মা নিরাকার বস্তু অর্থাৎ অংশ বা আকার যুক্ত বস্তু নয়। তাহার কার্য্য দ্বারা, তাহার এই গুণ প্রকাশ পায়; কারণ আত্মা দ্বারা, ভাল কি মন্দ, ন্যায় কি অন্যায়, সম্ভব কি অসম্ভব, সত্য কি মিথ্যা ইত্যাদি আত্মিক অপদার্থিক বিষয় বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে আত্মাকেও আত্মিক, অপদার্থিক বস্তু স্বীকার করিতে হয়; কারণ আত্মা আকার বিশিষ্ট বস্তু হইলে, ইত্যাকার আত্মিক বিষয় বুঝিতে পারিত না।

খ। আত্মার বিচার শক্তি আছে। সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব বুঝিতে ও জানিতে পারে। এক স্থানে, ধূম দেখিয়া বলিতে পারে, ঐ স্থানে অগ্নি আছে; আকার যুক্ত বস্তু এ প্রকার বিচার করিতে পারে না।

গ। আত্মা নানা বিধ এবং অসংখ্য বিষয় স্মরণে রাখিতে পারে। পদার্থিক ও আকার বিশিষ্ট বস্তু এ প্রকার কার্য্য করিতে পারে না।

ঘ। আত্মা ইন্দ্রিয়ের ভ্রান্ত বিচারের বিপক্ষেও সত্য বিচার করিতে পারে। জলের মধ্যে একটী সরল বাঁশ থাকিলে, তাহা বক্র দেখায়; কিন্তু আত্মার বলে, বুদ্ধি নিশ্চয় বলিতে পারে, ঐ বাঁশ বক্র নয়। জলের মধ্যে যে কেন বক্র দেখা যায়, সে তাহা বুঝিতে পারে। আকার বিশিষ্ট পদার্থ, কখন এরূপ বিচার করিতে পারে না।

ঙ। যে যে বস্তু ও বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের অধিকারে আইসে না, যথা বিদ্যা, মান, অপমান, শোক, দুঃখ ইত্যাদি অপদার্থিক বিষয়। আত্মার গুণে ইচ্ছা, উক্ত বিষয় গুলি ভাল বাসে বা আকাঙ্খা করে, অথবা অবজ্ঞা বা ঘৃণা করে অতএব ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মনুষ্যের আত্মা নিরাকার; কারণ যেরূপ কার্য্য, সেই রূপ কারণ।

৩য়। আত্মা স্বাধীন অর্থাৎ আপন ইচ্ছা ও মনোমত সকল কার্য্য করিতে, বা না করিতে পারে; দুইটীর মধ্যে একটী মনোনীত করিয়া, অপরটী ত্যাগ করিতে পারে। অথবা দুইটীই মনোনীত বা পরিত্যাগ করিতে পারে। শরীর পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু আত্মা কখনই পরাধীন হইতে পারে না, সে সতত আপন ইচ্ছা মত করিতে পারে।

ক। আমরা যে স্বাধীন, আমাদের আন্তরিক জ্ঞানই ইহার অকাট্য প্রমাণ দিতেছি। আমরা যদি বসিয়া

থাকি, যখন ইচ্ছা, উঠিতে পারি, কারণ ইচ্ছা করিলেই উঠিতে পারি। কোন একটী ব্যবস্থার অধীন হইলেও, তাহা পালন করিলেও পারি, কিম্বা ইচ্ছা পূর্ব্বক লঙ্ঘন করিলেও পারি ; ইহার বিরুদ্ধে, কেহ কোন বাধা দিতে পারে না। দুই তিনজন একজনের শরীর আবদ্ধ করিতে পারে, কিন্তু সহস্র সহস্র লোক একত্র হইলেও, এক জনের ইচ্ছা বলেতে পরাস্ত করিতে পারে না।

খ। মনুষ্যের ইচ্ছা যদি স্বাধীন না হয়, তাহা হইলে শাস্তি কি পুরস্কার, ন্যায় কি অন্যায়, ভাল কি মন্দ এই সকল কথার কোনই অর্থ থাকে না। আমি ভাল করিলাম, পুরস্কারের যোগ্য হইয়াছি ; মন্দ করিলাম, শাস্তির যোগ্য হইয়াছি, লোক এই কথা বলে কেন? কারণ সে সেই কার্য্য স্বাধীন ইচ্ছায় করিল। জল স্বভাবতঃ নীচের দিকে যায় ; কিন্তু কেহ সেই জলকে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য বলেনা ; কেন? কেননা তাহা স্বাধীন নয়, তাহা স্থগিত হইতে পারে না ; তাহাকে স্বভাবের নিয়মানুসারে চলিতে হয়। কিন্তু মনুষ্য আপন আত্মার বলে, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে। অতএব মনুষ্যের আত্মাকে স্বাধীন স্বীকার করিতে হয়।

৪র্থ। মনুষ্যের আত্মা অমর।

ক। মনুষ্যের আত্মা অমর অর্থাৎ মৃত্যুর অধীন নয় ; শরীর মরিবে, কিন্তু আত্মা মরিবে না। মরণ কাহাকে বলে? শরীর হইতে আত্মার পৃথক হওন ; তখন শরীরের মরণ হয় অর্থাৎ শরীরের অংশগুলি পৃথক কৃত

হইয়া পড়ে; পরিণামে ধ্বংস হয়। আত্মা নিরাকার অর্থাৎ তাহার কোন অংশ নাই। অতএব তাহার মৃত্যু হইতে পারে না।

খ। শরীর হইতে মনুষ্যের আত্মার উৎপত্তি হয় না; সুতরাং বিনা শরীরে থাকিতে পারে; এবং আপন চিন্তা, বিচার, প্রেম, সুখ ভোগ ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে; কারণ আত্মার উৎপত্তি শরীর হইতে নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে হয়। ঈশ্বর মনুষ্যের শরীর সজীব করিবার নিমিত্ত অসত্তা হইতে, জ্ঞান বিশিষ্ট নিরাকার আত্মার সৃষ্টি করেন। আত্মা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে শরীরে থাকিয়া, তাহাকে সজীব করে এবং তাহারই সাহায্যে আপন কার্য্য সমাধা করে, কিন্তু সেই কার্য্য করিবার নিমিত্ত, শরীর নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়; সুতরাং আত্মা শরীর হইতে পৃথক কৃত হইলেও, সেই সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে।

গ। আমাদের আত্মা একটী সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং অনবরত তাহার অন্বেষণ করিতেছে। কিন্তু এই পৃথিবীতে কখনই সিদ্ধ ও সম্পূর্ণ সুখ পাইবে না। কিন্তু মরণের পর পাইতে, প্রকৃত প্রত্যাশা করে। সৎ লোক মাত্রেই বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর তাহাকে সুখী করিবেন; সেই ব্যক্তি, এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই ঈশ্বর হইতে পাইল। ঈশ্বর আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় বিফল হইতে দিবেন না; সুতরাং তিনি মনুষ্যের আত্মা ধ্বংস করিবেন না।

ঘ। সকল দেশের ও সকল সময়ের, কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল লোকই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, শরীরের মৃত্যু হইলে, আত্মার মৃত্যু হয় না, বরং আত্মার নিমিত্ত একটী পুরস্কার বা শাস্তির স্থান আছে। অতএব মনুষ্যের আত্মা যে অমর ও নিত্য ইহা স্বীকার্য্য।

আপত্তি। কোন কোন হিন্দু পণ্ডিত বলিয়া গিয়েছেন যে, মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের অংশ। কেননা মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের ন্যায় অমর, স্মরণ শক্তি বিশিষ্ট, নিরাকার, ইত্যাদি।

উত্তর। মনুষ্যের আত্মার উল্লিখিত গুণ সমূহ থাকিলেও, তাহা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারে না। কেননা,—

ক। ঈশ্বরের গুণ সমূহ অসীম ও অপ্রাপ্ত; কিন্তু মনুষ্যের আত্মার যে কএকটী গুণ আছে, তাহা সীমা বিশিষ্ট ও অন্য হইতে প্রাপ্ত; অতএব এই এই গুণ, ঈশ্বরের গুণ নয়। ঈশ্বর যেমন অংশহীন, তেমনই তাঁহার গুণের অংশ নাই। গুণের অংশ না থাকাতে, তাহা অন্যকে প্রদান করিতে পারে না, আর যদি প্রদান করেন, তাহা হইলে, সম্পুর্ণ রূপে প্রদান করিবেন। অতএব মনুষ্যের আত্মার গুণ সীমা যুক্ত হওয়াতে, তাহার আত্মা ঈশ্বরের অংশ হইতে পারেনা।

খ। ঈশ্বর নিরাকার আত্মামাত্র হওয়াতে, তাঁহাতে অংশ নাই, সুতরাং মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের অংশ নয়।

গ। যদি ঈশ্বরের অংশ থাকিত, আর মনুষ্যের আত্মা তাঁহার একটী অংশ হইত, তাহা হইলে, ঈশ্বরের যে যে গুণ যে পরিমাণে আছে, মনুষ্যের আত্মারও

সেই সেই গুণ, সেই পরিমাণে থাকিত। কারণ বস্তুর এক অংশে যে যে গুণ, যে পরিমাণে আছে, অন্য অংশে সেই সেই গুণ, সেই পরিমাণে থাকিবে। অতএব ঈশ্বর যেমন অনাদি অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি, মনুষ্যের আত্মাও সেইরূপ হইত। কিন্তু মনুষ্যের আত্মাতে এই প্রকার গুণ দেখা যায় না, বরং তাহাতে যে যে গুণ আছে, তৎসমুদয় দুর্ব্বলতা, পরিবর্ত্তন, হ্রাস, বৃদ্ধি প্রভৃতি দোষের অধীন। অতএব মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের অংশ বলা অযুক্তির কথা। ঈশ্বর যদ্রূপ জগতের যাবতীয় বস্তুকে অসত্তা হইতে সৃষ্টি করিলেন, তদ্রূপ তিনি মনুষ্যের আত্মাকেও আপন স্বভাব হইতে নয়, কিন্তু অসত্তা হইতে বাহির করিয়া, মনুষ্যের শরীরের সহিত সংযুক্ত করেন। ঈশ্বর জগতের প্রত্যেক বস্তু যে যে উদ্দেশে সৃষ্টি করিলেন, সেই সেই উদ্দেশে প্রত্যেক বস্তুতে বিশেষ গুণ, ব্যবস্থা ও অবস্থা প্রদান করিয়াছেন, এইভাবে তিনি মনুষ্যের আত্মাকে বুদ্ধি, ইচ্ছা, অমরতা ও স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ প্রদান করিয়াছেন। অতএব স্বীকার করিতে হয় যে, মনুষ্যের আত্মা ও তাহার গুণ সকল, ঈশ্বরের বস্তু বটে, কিন্তু তাঁহার অংশ নয়।

দৃষ্টান্ত জন্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অনেক প্রকার যন্ত্র যথা বাষ্পীয় রথ, বাষ্পীয় পোত তাড়িত বার্ত্তা বহ, ঘড়ী ইত্যাদি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, আপন বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু তাহার নির্ম্মিত কোন যন্ত্র বা যন্ত্র সমূহ, কি তাহার বা তাহার বুদ্ধির অংশ

বা সেই ব্যক্তি বলা যাইতে পারে? কখন না, বরং তাহার বুদ্ধি ও ক্ষমতার কার্য্য বলা যায়। তবে কেমন করিয়া ঈশ্বরের অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য কর্ম্ম যে জাগতিক বস্তু, প্রাণী, মনুষ্য, ও তাহার আত্মা কে ঈশ্বরের অংশ বলিতে পারি?

৮ম ঈশ্বরের প্রতি মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

মনুষ্যের অস্তিত্ব, শরীর, আত্মা, ও গুণাদি যাহা কিছু আছে, সমস্তই ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত। অতএব ঈশ্বরকে আপন স্রষ্টা, প্রভু, ও দাতা বলিয়া তাঁহাকে পূজা, সেবা ও প্রেম করা তাহার কর্ত্তব্য।

উল্লিখিত কর্ত্তব্য আপন শরীর ও আত্মা দিয়া সমাধা করিতে হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ দিয়া, যেমন তাঁহাকে প্রেম সেবা ও পূজা করিতে হয়, তেমনই অন্য একটী বিশেষ রীতি দ্বারা উক্ত প্রেম, বিশ্বাস ও অধীনতা প্রকাশ্য রূপে স্বীকার করা যায়।

এই সমুদয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম আন্তরিক ভাবে ও প্রকাশ্য রূপে পালন করাই ধর্ম্ম।

অতএব সকলেই ধর্ম্ম পালন করিতে বাধ্য।

ঈশ্বরকে সম্যকরূপে প্রেম, সেবা ও পূজা করিতে গেলে, কোন কোন বিশেষ ক্রিয়া কর্ম্ম ভাবে করিতে হয়, যেন ঈশ্বর সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট হইতে পারেন। এই প্রকার প্রেম ও পূজার কার্য্য দ্বারা ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে সন্তুষ্ট করাই সত্য ধর্ম্ম।

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আপন বুদ্ধি মতে

ঈশ্বরকে প্রেম ও পূজা করা যায় না; অর্থাৎ ধর্ম্ম মাত্রেই ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু কেবল সত্য ধর্ম্ম দ্বারা সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর আমাদের পিতা ও কর্ত্তা, আমরা তাঁহার সন্তান ও সেবক। সেবক কি করিয়া, আপন প্রভুকে তুষ্ট করিতে পারে? আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া, না কর্ত্তার ইচ্ছা ও আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া? অবশ্যই কর্ত্তার ইচ্ছা ও আজ্ঞানুসারে কার্য্য ও সেবা করিলে কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইবেন। এই প্রকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে, আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও আজ্ঞা মতে তাঁহার সেবা এবং তাঁহাকে প্রেম ও পূজা করিব, তখন ঈশ্বরকে নিশ্চই সন্তুষ্ট করিব; এবং তাঁহার নিকট হইতে পুরস্কারও পাইব। কিন্তু যদি আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছামতে করি, তাহা হইলে, ঈশ্বরের সেবা ও ধর্ম্ম পালন করিলাম, মনে ভাবি বটে, কিন্তু সেই সেবা ও ধর্ম্ম পালনে ঈশ্বর তুষ্ট হন না, কারণ তাহা আমাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছামতে হয়। যে দাস আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছামতে আপন প্রভুর সেবা করে, সেই দাস আপন কর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, যতই কষ্ট স্বীকার ও শ্রম করুক না কেন, তাহাকে উত্তম দাস বলা যায় না, তাহার প্রভু তাহাকে বেতন দিবেন না, বরং তাহার সেবা অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে দূরীকৃত করিবেন। তদ্রূপ যাহারা আপনাদের বুদ্ধি ও ইচ্ছামতে ঈশ্বরের সেবা করে, তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে না, সুতরাং পুরস্কারে বঞ্চিত হইয়া শাস্তি পাইবে। অতএব সত্য ধর্ম্ম জানিতে ও পালন করিতে সকলেই বাধ্য।

মনুষ্যের নিমিত্ত সত্য ধর্ম্মের আবশ্যক।

আজ কাল বহুতর শিক্ষিত হিন্দু স্বীয় জন্মভূমী ভারতবর্ষে নানাবিধ ধর্ম্ম দেখিয়া, আপনাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, অথচ কোন নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না, এবং সত্য ধর্ম্মের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ থাকিয়া, কেবল অসার সাংসারিক সুখ ভোগের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিমান প্রাণীর উপযুক্ত নহে। মনুষ্যের নিমিত্ত একটী ধর্ম্মে বরং সত্য ধর্ম্মে থাকা আবশ্যক। ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য, মনুষ্য নহে। তবে মনুষ্য কাহাকে বলে? শরীর ও বুদ্ধিযুক্ত আত্মা বিশিষ্ট যে প্রাণী আপনাকে এই পৃথিবীর বাসোপযোগী করিবার নিমিত্ত যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পান্ন করে, সেই মনুষ্য।

মনুষ্যের প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? সে যাঁহা হইতে প্রাণ, জীবন, গতি শক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি আদি পাইয়াছে, তাঁহার প্রতি তাহার যে ব্যবহার, তাহাই প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সে এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম গুলি আপনার সৃষ্টি কর্ত্তার, হিতৈষীর, ও ঈশ্বরের প্রতি করিতে বাধ্য। তাঁহার প্রতি যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা না করাই তাঁহা হইতে পৃথক কৃত হওয়া, তাঁহাতে সংযুক্ত না থাকা ও তাঁহাকে বিযুক্ত করা। কিন্তু মনুষ্য ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত থাকিবার, তাঁহার হইবার, ও তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। এইগুলি না করিলে, মনুষ্য যে উদ্দেশে সৃষ্ট হইল, তাহা বিফল হয়, সুতরাং সে আর মনুষ্য না থাকিয়া, সম্ভব

পর যার পর নাই অধম প্রাণী হইয়া পড়ে, ও ঈশ্বরের প্রতি যার পর নাই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

স্বজাতীয়ের প্রতিও মনুষ্যের কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। যে মনুষ্যের ধর্ম্ম নাই, সে লোক সমাজে থাকিয়া, কি প্রকারে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিবে? তবে কি প্রেমের অনুরোধে? না। তবে কি যাথার্থিকতার অনুরোধে? তাও না। ধর্ম্ম না থাকিলে, সে প্রবঞ্চনা করিবে; সে স্বার্থের নিমিত্তই শ্রম করিবে এবং মানব মণ্ডলী হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবে। ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য, মনুষ্য নহে; কেননা মনুষ্য সমাজ বদ্ধ হইয়া বাস করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইল; সুতরাং ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য, লোক সমাজ রক্ষা ও তাহা সজীব রাখিবার নিমিত্ত নহে, কিন্তু নিপাত করিবার নিমিত্তই শ্রম করে। অতএব ধর্ম্ম বিহীন মনুষ্য যে ন্যায়বান, যাথার্থিক, দয়ালু, সৎ ইত্যাদি হইতে পারে এটী ভ্রম; তাহা কখনই হইতে পারে না; কেবল ধর্ম্মই ইত্যাকার গুণকে সজীব রাখে। যে স্থানে ধর্ম্ম নাই, সে স্থানে সাধারণতঃ কেবল কপটতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি বাস করে। লোক সমাজ স্থায়ী রাখিবার নিমিত্ত ধর্ম্মই এক মাত্র উপায়। ধর্ম্মই মনুষ্যকে ঈশ্বরের ও তাহার স্বজাতীয়ের অর্থাৎ অন্যান্য মনুষ্যের সহিত বান্ধিয়া রাখে।

এতদ্ভিন্ন তাহার নিজের প্রতিও মনুষ্যের কতগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে; কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্ম-বিহিনে আপনার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মও পালন করে না। সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে না, সে আপনার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আনয়ন

করে না, সে অনন্ত তাঁর নিমিত্ত শ্রম করে না, সে ধর্ম্মগুণে আপনার আত্মাকে সুশোভিত করে না, সে আপন রিপু শাসন করে না, সে পরিত্রাণের পথে গমন করে না, কিন্তু অনন্ত বিনাশের পথে ধাবিত হয়। যাহার ধর্ম্ম নাই, সে মনুষ্য ই নহে, কেননা সে আপনার জীবন সিদ্ধ না করিয়া, তাহা চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট করে ; সে সত্য সুখ পাইবার নিমিত্ত নহে, কিন্তু ইহলোকে ও পরলোকে দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিবার নিমিত্তই আপনার জীবন অতিপাত করে।

সংক্ষেপে ধর্ম্ম সুখ শান্তির উৎসই, সর্ব্ব ধর্ম্ম গুণ নিঃশ্বাসক, সর্ব্ব প্রধান উত্তেজক মূল বিষয়, মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের জীবন ও স্ফূর্ত্তিদাতা, বিবেক সবলকারক ও অজ্ঞেয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালনের মনস্থে বিবেক সঞ্জীবক এবং নিঃস্বার্থ ও বিশুদ্ধ প্রেম উদ্ভাবক, স্বীয় উদ্দেশ্যাভিমুখে চিন্তা শক্তির পরিচালক হওয়াতে, তাহা একটী পূর্ণ অবয়ব প্রাণীকে সিদ্ধতায় পরিণত করিবার জন্য যে সম্পূর্ণতা, সামঞ্জস্য, ও শোভা আবশ্যক তাহাকে তৎসমুদয় প্রদান করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম না থাকিলে, মনুষ্য প্রকৃত সুখ পাইতে পারে না ; অনেকে এই বিষয়ে প্রবঞ্চিত হইয়াছে। যদি সমগ্র মানব জাতিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "মনুষ্যগণ, তোমরা কি অন্বেষণ করিতেছ ?" তাহা হইলে পৃথিবীর চারি প্রান্ত হইতে, সকলই এক বাক্য হইয়া, বলিয়া উঠিবে " সুখ।" পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "কোথায় সুখের অন্বেষণ করিতেছ ?" প্রত্যেকে আপন আপন মনানুযায়ী কোন না কোন অনিত্য বস্তুর নাম উল্লেখ করিবে, কিন্তু তাহাদের সকলেরই ভুল হইয়াছে।

লোভী স্বর্ণ ও রৌপ্যে, উচ্চাভিলাষী জাগতিক মান সম্ভ্রমে বা আপনার ও অন্যের সমাদরে, ভোগাভিলাষী ইহ জীবনের সুখ স্বচ্ছন্দে, কিম্বা মাংসের কামনার তৃপ্তিতে অথবা জাগতিক আমোদ প্রমোদে, এবং বিদ্যার্থী বিদ্যাতে সুখের অন্বেষণ পায় না। প্রকৃত জ্ঞান অত্যন্ত হিতকারী বটে, কিন্তু অনেক সময় ইহা সাতিশয় বিপদ জনক ও সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। যাঁহা হইতে সকলই নির্গত হয়, যদি জ্ঞান তাঁহার দিকে মনকে উত্তোলন করে, তবে ইহা হিতকারী হয়। আর যদি ইহা মনকে ঈশ্বরের দিকে উত্তোলন না করিয়া, পৃথিবীতে লিপ্ত করে, এবং কেবল বাহ্য বস্তুর বিষয় চিন্তা করে, তখন এই জ্ঞান বিপদ জনক ও সাংঘাতিক হইয়া পড়ে। যাবতীয় বিদ্যার মধ্যে কেবল একটী আবশ্যক। সেই বিদ্যা যাহার আছে, সে অন্যান্য লোক অপেক্ষা মূর্খ হইলেও, প্রকৃত শিক্ষিত; আর যাহার সেই বিদ্যা নাই, সে অত্যন্ত শিক্ষিত হইলেও, মূর্খ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যে জ্ঞান দ্বারা সত্য ঈশ্বর কে, তাঁহার ইচ্ছা কি, তাঁহার আজ্ঞা কি, কোন্ পথ দিয়া গেলে, তাঁহাকে পাওয়া যাইবে, কি উপায়ে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হওয়া যাইতে পারে, ইত্যাদি জানা যায়, কেবল সেই জ্ঞান আবশ্যক।

অনুমান কর, একটী যুবক ও যুবতী ঈশ্বরকে জানে ও বিশ্বস্ততা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা, আজ্ঞা পালন, তাঁহাকে নিত্য বর্ত্তমান জ্ঞান ও ভক্তি করিয়া থাকে। যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "তোমরা কিসের অন্বেষণ করিতেছ?" তাহারা বলিবে "সুখের।" "তোমরা কি সুখের

অন্বেষণ পাইয়াছ ?” “হাঁ, পাইয়াছি।” “কোথায় পাইলে?” “সত্য ঈশ্বরের জ্ঞানে, তাঁহার সেবায়, তাঁহার আজ্ঞা পালনে, ও তাঁহাকে প্রেম করাতে।” তাহারাই প্রকৃত অনুসন্ধান পাইয়াছে। বাস্তবিক সত্য ঈশ্বরের জ্ঞানে, তাঁহার সেবায়, ও তাঁহার আজ্ঞা পালনে সুখ আছে। অন্যত্র সুখের অন্বেষণ করা অসার। যাবতীয় পার্থিক বিষয়ে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু আত্মা হয় না; আত্মা ঈশ্বরের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, আর ইহা ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

এই সত্য সপ্রমাণ হেতু, একটী দৃষ্টান্ত কথা বলি শুন। পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন, এই পুস্তকে যত দৃষ্টান্ত কথায় উল্লেখ করিলাম, সকল গুলিই সত্য, কোনটা উপন্যাস নহে।

দিনেমাডদিগের রাজা কানিউট্ ইংলণ্ড জয় ও নরোয়ে দেশ শাসন করিতে চেষ্টা করেন; তিনি এই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেও, তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। তিনি বাল্যকালে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা পাওয়াতে, তাঁহার আত্মা অপর একটী বাসনায় প্রজ্বলিত হইতেছিল, তাহা কোন পার্থিব বিষয়ে তৃপ্ত হইবার নহে। যুদ্ধে জয় লাভ, রাজ্য বৃদ্ধি ও পারিষদবর্গের চাটুকায় তাঁহাকে তৃপ্ত বা সুখী করিতে পারে নাই। যে ভাবী জীবনে তাঁহার অমর আত্মার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে, তিনি সেই দিকে মোননিবেশ করিলেন। তিনি ইংলণ্ড জয় করিয়া, ইংরাজ জাতির যে যে ক্ষতি করিয়াছিলেন, এখন তাহার প্রতিকারের চেষ্টা পাইলেন। তিনি আপন জীবনের শেষ ছয় বৎসর খ্রীষ্টীয়ের যোগ্য কার্য্য করিয়া যান।

কতকগুলি গৃহাশ্রম নির্ম্মাণ, মঠাদি চলিবার জন্য বৃত্তি দান ও ধর্ম্ম সঙ্গীত আগার সংস্থাপন করিয়া, আপন পূর্ব্ব অপকারের প্রতিকার করিলেন ও স্বীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, পার্থিব বিষয়ে আত্মাতৃপ্ত বা সুখী হয় না।

অধিকন্তু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের তুল্য আর কিছুই অধিক ক্ষণ ভঙ্গুর নহে। বর্ত্তমান জীবন কি? চিরকালের নিমিত্ত অন্তর্হিত একটী দর্শন মাত্র। ইহা আমাদের আশার প্রতিকূলে চরমাবস্থা প্রাপ্ত হয়! পোলণ্ড রাজ্যের নৃপতি কসিমির স্বীয় পারিষদবর্গের সহিত ভোজনে বসিয়া, পানার্থে পান পাত্র উত্তোলন মাত্র প্রাণত্যাগ করিলেন; এই রূপে তাঁহার জন্য দর্শন শেষ হইল। বোহেমিয়ার রাজা লাদিস্ লাউস্ অষ্টাদশ বৎসর বয়সে ফ্রান্সের রাজকুমারীর সহিত বিবাহ জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার জন্য দর্শন শেষ হইল। এই জগৎ একটী নাট্যশালা সদৃশ; এক বংশ যায়, অন্য বংশ আইসে! পৃথিবীর অধিবাসী দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইতেছে; এক বংশ জগৎ ত্যাগ করিয়া, অন্য জগতে যাইতেছে, এবং অন্য বংশ আসিয়া, তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে; জগতের এই ভাব।

জাগতিক বিষয়ের অনিত্যতা ধ্যান করিয়া, সাধু ফ্রান্সিস বোর্জিয়া সংসার হইতে পৃথক হইয়া, ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। যৎকালে ৫ম চার্লস সম্রাট্ মহাসমারোহ পূর্ব্বক তোলেদো নগরে সভা করিয়া বসিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার পুণ্যবতী

রাজ্ঞী ইসেবেল্লার মৃত্যু হয়। গ্রানেদায় তাহার মৃত দেহ সমাধিস্থ করণের প্রস্তাব হইলে, ফ্রান্সিস ও তাঁহার পত্নী উক্ত শবাধার সহ প্রহরী স্বরূপ যাইতে আদিষ্ট হইলেন। তাঁহারা গ্রানেদায় উপনীত হইলে, উক্ত শবাধার তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বুঝিয়া দিবার সময় তাহাদিগকে শপথ পূর্ব্বক বলিতে হইল যে, এই মৃত দেহ ইসেবেলা রাজ্ঞীর। সীস নির্ম্মিত শবাধার উদ্‌ঘাটিত হইল ও ইসেবেলার মুখাবরণ সরাইয়া দেওয়া গেল। তৎকালে মৃত রাজ্ঞীর মুখশ্রী এমনই কুৎসিত ও কদাকার দেখা গেল যে, কেহই তাহা চিনিতে পারিল না, এবং সেই সময় তাহা হইতে এমন একটী দুর্গন্ধ নির্গত হইল যে, উপস্থিত লোকদের কেহ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সরিয়া গেল। ফ্রান্সিস ডিউক মৃত রাজ্ঞীর মুখ চিনিতে না পারাতে, এইটী মৃত ইসেবেলা রাজ্ঞীর শব, তাহা বলিয়া তাঁহার শপথ করা, কঠিন হইয়াছিল; কিন্তু ইহাই মৃত ইসেবেলার দেহ বলিয়া শপথ করিলেন, যেহেতু তিনি ও তাঁহার ভার্য্যা শব সহ আসিয়াছেন, আর পথি মধ্যে কেহ উক্ত শবাধার উদ্‌ঘাটিত করে নাই। মৃত ইসেবেলার বিরূপ মুখশ্রী দেখিয়া, তাঁহার মনের এত দূর বিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সতত বলিতেন "সেই তেজস্বর চক্ষু কই? আর মুখশ্রীর সেই রূপ মাধুরী ও কান্তিই বা কোথায়? আপনি কি সেই আর্য্যা ইসেবেলা? আপনি কি আমার সম্রাট্ পত্নী, আমার কর্ত্রী?" এই ভাব তাঁহার চিত্তে প্রস্তরাঙ্কিতের ন্যায় মরণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া ছিল। বোর্জিয়া তত্রস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে

পরাধারের ভার অর্পণ পূর্ব্বক অপরাহ্নে পূজাঘর হইতে আপন বাসায় ফিরিয়া গেলেন এবং স্বীয় কুঠরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সমস্ত রাত্রি চক্ষের পাতা বন্ধ করিলেন না, গৃহের মেজিয়ায় পতিত থাকিয়া, অশ্রু বিসর্জন পূর্ব্বক কেবল এই কথা বলিলেন, "হে আমার আত্মন, আমি এই পৃথিবীতে কিসের অন্বেষণ করিতেছি? আমি আর কত দিন ছায়ার অনুগমন করিব ও ব্যগ্রতাসহ তাহা ধরিতে চেষ্টা পাইব? যিনি এতদ্রূর সুন্দরী, যিনি সম্রাট্ মহিষী, ও সম্ভ্রান্তা ছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার কি দশা হইল? যে মৃত্যু কিরীট শোভনীর প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার করিল, সে আমাকেও আঘাত করিতে, আপন হস্ত বাড়াইতেছে। ভাল, যাহাতে সে আমাকে আঘাত করিতে না পারে, তাহা করা অর্থাৎ মরণ কালে ঈশ্বরে সজীব থাকিবার নিমিত্ত, এখন জগৎ সম্বন্ধে মরা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়?"

তিনি একান্ত মনে আপনার ত্রাণকর্ত্তার নিকট নিবেদন করিলেন, যেন তিনি তাঁহার আত্মা প্রদীপ্ত, তাঁহাকে তাঁহার দুরাদৃষ্টের অন্ধকারময় কূপ হইতে উদ্ধার ও আপন সার্ব্বসামর্থ প্রসাদদ্বার সাহায্য করেন; তাহাতে তিনি আপনার প্রভুকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেবা করিয়া, মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিবেন। পরদিন বড় গৃজায় অর্চ্চনা ও মিসাবলি হইলে পর, সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক আবিলাবাসী পবিত্র যোহন পাদ্রি অন্ত্যেষ্টীক্রিয়া সম্বন্ধে একটী সুন্দর 'বক্তৃতা' করিলেন; তিনি এই বক্তৃতায় জাগতিক আমোদ প্রমোদের অসারতা, প্রবঞ্চনা, ও

অস্থিরতা দেখাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন যে, মরণান্তে এ সকলই বিফল হইবে, এবং আকাশে নির্ম্মিত দুর্গের বিপর্যায় ঘটিবে। অনন্তর তিনি মৃত্যুর পরক্ষণেই অনন্ত সুখ বা দুঃখের আগমন ব্যাখ্যা করিলেন, আর বলিলেন যে, যাহারা মৃত্যুকালে বিশেষ হিতকারী বিষয়ের অবমাননা করে, তাহাদের তুল্য উন্মাদ আর দ্বিতীয় নাই।

উক্ত যোহন পাদ্রির উপদেশ শুনিয়া ফ্রান্সিসের এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে সংসার ত্যাগ করাই বিধেয়। সেই দিন অপরাহ্ণে, তিনি যোহন পাদ্রিকে ডাকাইয়া, আপনার মনের ভাব খুলিয়া বলিলেন। উপদেশক মহাশয় তাঁহার মতে মত দিয়া বলিলেন, আপনার পক্ষে রাজসভা ত্যাগ করিয়া, বিশেষ ভক্তি সহকারে ধর্ম্মের প্রতি মন দেওয়া ভাল; কেননা রাজসভায় আত্মার বহুবিধ আপদ বিপদ সম্ভবে। ফ্রান্সিস তদ্দণ্ডে রাজসভা ত্যাগ করিতে, দৃঢ় মনস্থ করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাঁহার অগ্রে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়, তবে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন।

এই অদ্ভুত মন পরিবর্ত্তন ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে; সাত বৎসর পর, তাঁহার ভার্য্যা এলিয়েনর পীড়া প্রযুক্ত বহু দিন শয্যাগত থাকিয়া, প্রাণ ত্যাগ করেন। তখন ফ্রান্সিসের বয়স ছত্রিশ বৎসর; তিনি এখন সংসার হইতে এককালে পৃথক্ হইয়া, যেশুইট সমাজের সন্ন্যাসী হইলেন; এবং এমন ভাবে জীবন যাপন করিলেন যে, মরণান্তে তিনি সাধুদিগের মধ্যে গণ্য হইলেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জগতের সকল বিষয়ই অসার; আর সত্য ঈশ্বরের সেবা, স্বর্গীয় ধন লাভ ও অমরাত্মা রক্ষা করা সর্ব্ব প্রধান জ্ঞান। আত্মা হারাণর তুল্য দুরাদৃষ্ট আর নাই।

—o—

পরিত্রাণের আবশ্যকতা।

আত্মা হারাণর তুল্য দুরাদৃষ্ট আর নাই; কেননা মরণ কালে যদি আমরা আত্মা হারাই, তবে আমাদের সবই গেল; আর যদি আত্মা রক্ষা করি, তবে অনন্ত স্বর্গীয় সুখ পাইতে পারি, তাহাতে আমাদের জাগতিক আর যে কোন ক্ষতি হউক না কেন, তাহাতে আমাদের কিছু আসে যায় না, স্বর্গ লাভই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যদি আমরা আত্মা হারাইয়া, পৃথিবীর সমস্ত ধন, মান, সুখ লাভ করি, তাহাতে আমাদের লাভ কি? কেননা আমরা যদি আত্মাহারাইয়া নরকে পতিত হই, তবে আমরা অনন্ত কালের জন্য অসুখী হইব। কেবল একটী বিষয়—আত্মার পরিত্রাণ আবশ্যক। এই পৃথিবীতে বিদ্বান ও ধনী হওয়া এবং মান পদমর্য্যাদা লাভ করা ততো নয়, কিন্তু আত্মার রক্ষা নিতান্ত আবশ্যক; যেহেতু স্বর্গ লাভ না হইলে, নরকে পতিত হইতে হইবে, মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান নাই, হয় পুরস্কৃত না হয় দণ্ডিত হইতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে এই পৃথিবীর জন্য সৃষ্টি করেন নাই,

বা এই পৃথিবীতে ধনী, মানী, ও সুখী হইবার জন্য আমাদের জীবন রক্ষা করেন না; কিন্তু আমরা যেন ইহ জীবনে তাঁহাকে জানি, তাঁহার সেবা করি, এবং অন্তিমে অনন্ত গৌরব লাভ করি, এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন ও আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন।

সমস্ত জগৎ লাভ করিয়া, আত্মা হারাইলে, লাভ কি? সাধু ইগ্নাসিয়ুস এই বচন ধরিয়া, সাধু ফ্রান্সিস যাবিয়ার প্রভৃতি বহুতর ভদ্র যুবককে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। উক্ত ইগ্নাসিয়ুস পারিসের যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, যাবিয়ারও সেই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন। ইগ্নাসিয়ুস যাবিয়ারের বহুতর উৎকৃষ্ট গুণ দেখিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরের সেবায় আনয়ন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। একদিন তিনি যাবিয়ারকে বলিলেন, "যাবিয়ার তুমি কাহার সেবা করিতেছ? তুমি জগতের সেবা করিতেছ, জগৎ প্রবঞ্চক, সে যাহা অঙ্গীকার করে, তাহা পূর্ণ করে না; আর যদিও আপনার কথা রাখে, তাহার দত্ত মঙ্গল কতদিন থাকিবে? তাহা কি আমাদের বর্তমান জীবন অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হইবে? তুমি যদি তোমার আত্মার পরিত্রাণ করিতে না পার, তবে তোমার মৃত্যুর পর তাহাতে কি ফল দর্শিবে?" তৎকালে যাবিয়ারের মন জাগতিক মান মর্য্যাদা ও উচ্চাভিলাষে পূর্ণ থাকাতে, ইগ্নাসিয়ুসের বাক্যের কোন ফল হইল না। তিনি মধ্যে মধ্যে যাবিয়ারকে ধর্ম্ম ত্রাণকর্তার এই বচন শুনাইতেন; "যদি মনুষ্য সমস্ত জগৎ লাভ করিয়া, আপন

আত্মা হারায়, তবে ইহাতে কি ফল দর্শিবে?" যাবিয়ার প্রথমতঃ ইগ্নাসিয়ুসের পরামর্শ তুচ্ছ করিতেন, এবং তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ঠা ও তপস্যা দেখিয়া, উপহাস করিতেন; পরিশেষে তিনি আপন নিজের কথা ধ্যান করিতে, আরম্ভ করিলেন। তিনি খ্রীষ্টের উক্ত বচন আপনার প্রতি খাটাইয়া বলিলেন, ভাল, আমি যদি আমার বড় হইবার আশা পূর্ণ করিয়া, শেষে জগতের আপদ বিপদের মধ্যে আপন আত্মাহারাই, তবে আমার কি ফল হইবে? এই চিন্তা তাঁহার চিত্তে এতদূর অঙ্কিত হইল যে, তিনি ঐশ্বরিক প্রসাদে উত্তেজিত হইয়া, ইগ্নাসিয়ুসের শিক্ষাধীন হইলেন এবং ভারতবর্ষ ও যাপানের প্রেরিতের কার্য্যে দীক্ষিত হইলেন এবং ঈদৃশভাবে জীবন যাপন করিলেন যে, শেষে তিনি সাধুদিগের মধ্যে গণ্য হইলেন।

কিন্তু দুর্ভাগা জাগতিক লোকেরা কেমন নির্ব্বোধ! তাহারা এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান জীবনে যে সকল ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন ও যে সকল সমারোহ প্রদর্শন করে, মৃত্যুকালে তাহাতে তাহাদের কি লাভ হইবে? মরণ কালে ইহলোকের স্বপ্ন শেষ হইবে, তখন তাহারা অনন্ততার জন্য কোন সংস্থান দেখিতে পাইবে না। এই পৃথিবীস্থ মহল্লোকদিগকে অর্থাৎ যে সকল রাজরাজেশ্বর জাগতিক ধন, মান, বিষয় সম্পত্তি, আমোদ প্রমোদ লাভ করিয়া, এখন নরকে আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা জগতে যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলে, এখন তাহার কি আছে? তাহারা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিবে, " কিছুই নাই,

কিছুই নাই।” জগতে যে সকল মান, সম্ভ্রম, ও সুখ সম্ভোগ এবং মহা সমারোহ ও জাঁক জমক করিয়াছিলে, এখন তাহার কি আছে? তাহারা হাহাকার করিয়া কহিবে, “কিছুই নাই, কিছুই নাই।”

আত্মা হারাণের তুল্য দুরাদৃষ্ট আর নাই; কেন না আত্মা একবার হারাইলে, তাহা আর লাভ করা যায় না। মনুষ্যের মরণ একবার; যদি মনুষ্যের মরণ দুইবার হইত, তাহা হইলে, সে প্রথমবার আত্মা হারাইয়া, দ্বিতীয়বার তাহা উদ্ধার করিত। কিন্তু মনুষ্যের মরণ একবার বই হয় না, সুতরাং একবার হারাইলে, তাহা অনন্ত কালের জন্য হারাণ হয়। ইহার তুল্য ভুল আর নাই, কেন না ইহার প্রতিকার নাই। অন্য অন্য ভ্রমের প্রতিকার হইতে পারে; যদি মনুষ্য এক পক্ষে, বিষয় সম্পত্তি হারায়, অন্য পক্ষে, তাহা লাভ করিলেও পারে; যদি কেহ আপন মর্য্যাদা হারায়, তবে সে তাহা পুনঃ লাভ করিলেও পারে; যদি মনুষ্য আপন প্রাণ হারায়, আর আত্মা রক্ষা করে, তবে তাহার কেবল প্রাণ নয়, সকলই রক্ষা পায়। কিন্তু আত্মা একবার হারাইলে, তাহা আর কোন প্রকারে উদ্ধার করা যায় না। অনিত্য জাগতিক মঙ্গল হারাইবার বিষয় কোন কথাই হইতে পারে না, কিন্তু স্বর্গ হারাণ ও নরকে কষ্ট ভোগ করা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

এই ভাবনায় ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনেরি, মৃত্যু কালে, হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অসৎ রাজা ইংলণ্ড রাজ্য

হইতে সত্য ধর্ম্ম উঠাইয়া দিয়া, একটী মিথ্যা ধর্ম্ম অর্থাৎ প্রটেষ্টাণ্ট নামে খ্যাত ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। তিনি যে এক জন কামুক ও নিষ্ঠুর রাজা ছিলেন, তাহা কাহার অবিদিত নাই। তিনি আসন্ন কালে, আপন গতজীবনের কদাচার স্মরণ করিয়া, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পারিষদ্বর্গকে বলিয়াছিলেন, "মিত্রগণ, আমরা সকলই হারাইয়াছি।" তিনি এই কার্য্য প্রযুক্ত চির কালের জন্য, আপনার রাজপদ, ধন, মান, সুখ, জীবন, আত্মা সকলই হারাইলেন।

পূর্ব্বকালে বড় বড় লোকে, আমোদ প্রমোদ জন্য, আপন আপন সভায় এক এক জন বোকা রাখিতেন। অনেক রাজ পুরুষ, আপন সভায় এক জন বোকা রাখিয়া, তাহাকে একটী লাঠি দিয়া বলিলেন, তুমি তোমাপেক্ষা অধিক বোকা কোন লোক পাইলে, তাহাকে এই আশাটী দিও। কিয়দ্দিনান্তর উক্ত রাজ পুরুষ সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত হইয়া, মুমূর্ষ প্রায় হইলেন। একদিন উক্ত বোকা রাজ-পুরুষকে দেখিতে গেলে, তিনি বলিলেন, সত্বরই আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব। তাহাতে সেই বোকা তাহাকে কহিল, "কোথায় যাইবেন?" "পরলোকে।" "ফিরিবেন কবে? মাসেকের মধ্যে?" "না।" "তবে কবে?" "কখনই ফিরিব না।" "আপনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানকার জন্য কোন কিছুর যোগাড় করিয়াছেন?" "হায়! কিছুই করি নাই।" তখন সেই বোকা তাহাকে কহিল, "কি! কিছুই করেন নাই? তবে আমার এই আশাটী আপনি লন। আপনি যেখানে চির-

কালের জন্য যাবেন, আর যে স্থান হইতে কখন ফিরিবেন না, সেখানকার জন্য কিছুই করেন নাই? আমার এই আশা নন; আমি এতদুর বোকা নই।"

৮ম হেনেরি রাজার বিদ্বান্ ও ধর্ম্মিষ্ঠ চ্যান্‌সেলার টমাস মুর আপন প্রভু অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি আপন রাজাকে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রধান; স্বীকার না করাতে, প্রাণে দণ্ডিত হন। তিনি মরণাগ্রে আপন পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তাঁহার পত্নী লুইজা অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আপন রাজার কথা মতে চল, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ ক্ষান্ত হইবে, আর তুমি আপন জীবন রক্ষা করিবে। নির্ভীক ধর্ম্ম স্বীকারক প্রত্যুত্তর করিলেন, "লুইজা, আমি ত বৃদ্ধ, আর কত দিন বাঁচিব?" লুইজা কহিলেন, "আর কুড়ি বৎসর ত।" তখন মুর সাহেব কহিলেন, "আঃ! নির্ব্বোধ নারি, আমি কি এই কষ্টকর কুড়ি বৎসরের জন্য, আমার অনন্তকাল স্থায়ী সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, আমাকে চিরকালের নিমিত্ত দণ্ডিত করিব?"

আঃ! বুদ্ধিমান্ ও সুখী টমাস, কাথলিক ধর্ম্মের নিমিত্ত, তোমার প্রাণ গেল বটে, কিন্তু তোমার অমর আত্মা রক্ষা পাইল ও তুমি অনন্ত সুখের গৃহে প্রবেশ করিয়াছ। তুমি যদি তোমার ধর্ম্ম অস্বীকার করিতে, তাহা হইলে, তুমি তোমার অনুপযুক্ত রাজার অনন্ত যন্ত্রণার সহভাগী হইতে।

অনেকে কোন্ ধর্ম্ম সত্য, কোন্ ধর্ম্ম মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, হতাশ হইয়া পড়ে; এবং কোন ধর্ম্মে মন না দিয়া, নাস্তিকের মত কার্য্য করে। যখন আত্মা রক্ষা

করাই বিশেষ প্রয়োজন, তখন তাহা রক্ষা জন্য, বিশেষ যত্নবান হওয়া, সকলেরই কর্ত্তব্য। আমরা যেন সত্য ধর্ম্ম জানিতে পারি, এই হেতু পাপের পথ হইতে দূর থাকিব, ও প্রত্যহ এই প্রার্থনা করিব;—

হে যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি কর্ত্তা ও রক্ষা কর্ত্তা সত্য ঈশ্বর, তুমি আমার অপরিচিত হইলেও, কৃপা পূর্ব্বক আমার প্রার্থনা শুন। হে দীপ্তির উদ্ভই, ও যাবতীয় জ্ঞানের কর্ত্তা, নিবেদন করি, প্রসন্ন হইয়া, তোমার জ্ঞানালোক দ্বারা আমার বুদ্ধিশক্তি প্রদীপ্ত এবং পাপ ও মূর্খতার অন্ধকার, আমার হৃদয় হইতে দূর কর। স্মরণ কর, আমি বাস্তবিকই তোমার, কিন্তু তোমার অযোগ্য সৃষ্টি বস্তু; আমার প্রতি দয়া কর। তোমাকে ও যে ধর্ম্মে তোমাকে পাওয়া যায়, সেই ধর্ম্ম জানিতে, আমার বুদ্ধি শক্তি সতেজকর; এবং আমাকে এমন সাহায্য দেও, যেন আমি তোমার আদেশ অনুসারে তোমার সেবা করিয়া, মরণান্তে তোমার অনন্ত সুখের সহভাগী হইতে পারি। আমেন্।

উক্ত পরামর্শ মতে কার্য্য করিলে, বিশেষ ফল দর্শিবে। এই সম্বন্ধে একটী বিবরণ বলি শুন; কৈসরিয় নগরে কর্ণেলিয় নামে, এক জন ইতালীয় শত সেনাপতি ছিলেন; তিনি দেব পূজকের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিলেও, ঈশ্বরকে ভয়, দরিদ্র দিগকে ভিক্ষা দান, ও ঈশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি দর্শন পাইলেন, ঈশ্বরের একটী দূত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "কর্ণেলিয়।" তিনি ভয়ে ভীত হইয়া কহিলেন, "কি আজ্ঞা, প্রভো।" তখন সেই

দূত তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার প্রার্থনা ও ভিক্ষা দান সকল স্মরণীয়রূপে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল; আর এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠাইয়া, পিতর নামে বিখ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাইয়া আন; সে সমুদ্র তীরস্থ শিমোন নামে এক চামারের বাটীতে প্রবাস করিতেছে। তোমার যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সে তোমাকে বলিবে।" দূত তাহাকে এই সকল কথা বলিয়া, প্রস্থান করিলে, তিনি আপন বাটীর দুই জন দাস, ও ঈশ্বর ভয়কারী এক জন সেনাকে ডাকাইয়া, ও সকলই বুঝাইয়া দিয়া, যাফোতে পাঠাইলেন। তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, পিতরের বাসার অনুসন্ধান করিল; এই পিতর যীশু খ্রীষ্টের প্রথম শিষ্য। তাহারা তাঁহার নিকট তাহাদের আগমনের আদ্যোপান্ত বিবরণ জ্ঞাত করিলে, তিনি তাহাদিগকে সেই দিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতে বলিলেন। পর দিন প্রাতেঃ, পিতর তাহাদের সহিত কর্ণেলিয়ের বাটীতে গেলেন। কর্ণেলিয় আপন জ্ঞাতি কুটুম্ব লইয়া, পিতরের অপেক্ষায় ছিলেন।

পিতর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের নিমিত্ত, আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন" তখন কর্ণেলিয় কহিলেন, অদ্য চারি দিন হইল, আমি এত বেলা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া, তৃতীয় প্রহর বেলা নিজ গৃহ মধ্যে প্রার্থনা করিতেছিলাম, এমন সময়ে, দেখুন, তেজোময় বস্ত্রপরিহিত এক পুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "কর্ণেলিয়, তোমার প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণগোচর হইল, এবং তোমার দান সকল তাঁহার স্মরণ হইল। অতএব যাফোতে লোক পাঠাইয়া, পিতর নামে

বিখ্যাত যে শিমোন, তাহাকে ডাকাইয়া আন; সে সমুদ্রে তীরে শিমোন নামে এক চামারের বাটীতে প্রবাস করিতেছে। তাহাতে আমি আপনকার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলাম; আর আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। অতএব প্রভু আপনাকে যে সকল আদেশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার জন্য আমরা সকলে আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত আছি।"

তখন পিতর কহিলেন, "আমি ঠিক এই কার্য্যে বুঝিলাম ঈশ্বর মুখাপেক্ষা করেন না। কিন্তু যাবতীয় জাতির মধ্যে, যে তাঁহাকে ভয় করত ধর্ম্মাচরণ করে, সে তাঁহার গ্রাহ্য হয়। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্ট (যিনি সকলের প্রভু) দ্বারা শান্তি ঘোষণা করিয়া, ইস্রায়েল সন্তানদের নিকট, বাক্য প্রেরণ করিয়াছেন, যোহন কর্ত্তৃক বাপ্তিস্মের ঘোষণা হইলে পর, যে কথা গালীল অবধি সমুদয় যিহুদিয়াতে ব্যাপিয়া গেল, সে সকল তোমরা জান, তাহা নাসরতীয় যীশুর কথা; ঈশ্বর কিরূপে তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও প্রভাবে অভিষিক্ত করিলেন; তিনি চারিদিকে ভ্রমণ করত উপকার করিতেন, এবং দিয়াবল দ্বারা উপক্রত সকলকে সুস্থ করিতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আর তিনি যিহুদিদের জনপদে ও যিরূশালমে যাহা যাহা করিয়াছেন, আমরা সেই সকলের সাক্ষী, লোকেরা তাঁহাকে বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া বধ করিল। তৃতীয় দিবসে ঈশ্বর তাঁহাকে উত্থাপন করিলেন, এবং প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন; সকল লোকের প্রত্যক্ষ, এমন নয়, কিন্তু পূর্ব্বে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত সাক্ষীদের প্রত্যক্ষ, মৃতদের মধ্য হইতে তাঁহার পুনরুত্থান হইলে পর, তাঁহার সহিত ভোজন পান করিয়াছি যে আমরা,

আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে দিলেন। আর তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্ত্তা রূপে ঈশ্বরের নিরূপিত ব্যক্তি, এই কথা লোকদের নিকটে ঘোষণা করিতে, ও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আমাদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ এমন সাক্ষ্য দিতেছেন যে, যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহারা সকলে তাঁহার নামে পাপের মোচন পায়।" পরে পিতর তাহাদিগকে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইতে আজ্ঞা দিলেন। অনন্তর পিতর যেন, তাহাদের সহিত কিছু দিন থাকেন, তাহারা এমত বিনতি করিল। প্রেঃ ক্রিঃ ১০ অধ্যায়।

উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, দেব পূজক লোকও যদি পাপ ত্যাগ করিয়া, দয়ার কার্য্য ও ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে, তবে তিনি আপন দূত প্রেরণ পূর্ব্বক তাহাকে আপন সত্য ধর্ম্ম দেখাইয়া দেন।

——০:০:০——

১ম অধ্যায়।

হিন্দু দেবগণের বংশাবলীর ব্যাখ্যা।

আমরা প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, হিন্দু ধর্ম্ম সত্য কি না, আর এই ধর্ম্ম ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত হইল, কি না।

বেদ অনুসারে হিন্দুদিগের আদিম ধর্ম্ম শিক্ষা ঈশ্বরের একত্ব; আর তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে, কেহ কেহ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের আরাধনা করা বিহিত, এবং তাহাদের আশ্রয় ও অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্ত, তাহাদের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। আধুনিক হিন্দু ধর্ম্ম, বেদের মত নহে; বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের বিষয় ব্যাখ্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

মনুর পর হিন্দু ধর্ম্মের যে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে;—

একত্ব মতের আর আদর নাই।

কোন কোন দেবতা অনাদৃত হইয়া, তৎপদে অন্যান্য দেবতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনুষ্য দেবতা বলিয় পূজিত হইতেছে।

মহত্তর জাতির বিভাগ হইয়াছে; কোন কোন দেবতাকে কোন কোন দেবতা অপেক্ষা উচ্চ পদান্বিত করা হইয়াছে।

একটী বিশেষ দেবতায় বিশ্বাস করা ধ্যান, উপস্থা, ও পুণ্য কর্ম্ম অপেক্ষা ফলদায়ক।

বেদের রীতি আদি উঠাইয়া দিয়া, পূজার নিমিত্ত অন্য রীতি প্রচলিত হইয়াছে; মুনি ঋষিদিগের মতই প্রবল। এই রূপে বেদের এক ঈশ্বর বাদী মত, যাহার মধ্যে অন্যান্য আকারের মত ছিল, তাহা উঠিয়া গিয়া, সেই স্থলে বহু ঈশ্বরবাদী মত ও ঘোর পৌত্তলিক মত প্রবল হইয়াছে। তথাচ হিন্দুগণ স্বীকার করেন যে, পরম শ্রেষ্ঠ একজন আছেন, তাঁহা হইতে আর সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, বা তাহারা তাঁহারই সত্ব; কেননা প্রধান প্রধান হিন্দু সম্প্রদায়ের মত এই যে, বিশ্বমণ্ডল ও ঈশ্বর একই। কিন্তু হিন্দুগণ এত দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে যে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন, তাহাদের সংখ্যা তেত্রিশ কোটী, কিন্তু নিম্নলিখিত সতেরটী সর্ব্ব প্রধান ও প্রায় যাবতীয় হিন্দু তাহাদিগকে স্বীকার ও পূজা করিয়া থাকে; যথা—

১। ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা;

২। বিষ্ণু, রক্ষাকর্ত্তা;

৩। শিব, সংহারকর্ত্তা; তাহাদের সমতুল স্ত্রীদেবতা

৪। সরস্বতী;

৫। লক্ষ্মী;

৬। পার্ব্বতী, অথবা দুর্গা, ভবানী, কালী ইত্যাদি

৭। ইন্দ্র, মেঘ ও স্বর্গদেব;

৮। বরুণ, জলদেব;

৯। পবন, বায়ুদেব;

১০। অগ্নি;

১১। যম, নরক দেব ও মৃতগণের বিচারপতি;

১২। কুবের, ধনদেব;

১৩। কার্ত্তিক, রণদেব;

১৪। কাম, লম্পটতার দেব;

১৫। সূর্য্য;

১৬। সোম, চন্দ্রদেব;

১৭। গণেশ, ইনি যাবতীয় বাধা নাশক, যাবতীয় গৃহের প্রবেশ পথে অধিষ্ঠিত থাকেন, এবং হিন্দুগণ আপনাদের সমুদয় কার্য্যের আরম্ভে, তাহার সাহায্য যাচ্ঞা করে, এতদ্ভিন্ন হিন্দুগণ গ্রহ, নক্ষত্র, ও নদ নদী বিশেষ রূপে গঙ্গা নদীকে দেবী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে।

হিন্দুগণ প্রথমোক্ত তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে ত্রয়ময় জ্ঞান করে; যদিও অনেক স্থলে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ তিন জন দেখা যায়, তাহা হইলেও, উক্ত তিন দেবের একত্ব স্বীকৃত হয়, কেননা প্রাচীন হিন্দু মত অনুযায়ী সকল দেবতা পরম পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র।

ব্রহ্মাকে মনুষ্য শ্রেষ্ঠে এক জন শ্রেষ্ঠ বলিয়া, সম্মানিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রায়ই তাহারে পূজা প্রচলিত নাই, এবং ভারতের মধ্যে প্রায় কোন স্থানেই তাহার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না; পৃথক্ আকারে তাহার পূজা এক কালে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুগণ দৈনিক

প্রার্থনার সময়, তাহার নাম উচ্চারণ করেন।

তাহার পত্নী সরস্বতী বিদ্যা ও বাক্‌পটুতার দেবী হওয়াতে, তাহার পূজা প্রচলিত আছে।

হিন্দু মাত্রেই বিবিধ আকারে, বিষ্ণু ও শিবের পূজা করে। বিষ্ণুর ও শিবের বহুতর ভক্ত আছে; বিষ্ণুর ভক্তগণ বিষ্ণুকে, ও শিবের ভক্তগণ শিবকে, পরম পুরুষ জ্ঞানে সম্মান করে।

বিষ্ণু সুন্দর যুবা পুরুষের আকারে গঠিত হয়; মধ্যে মধ্যে একত্রে তাহার দশ অবতার চিত্রিত হয়। রাম ও কৃষ্ণের অবতার যে, তাহাদের আদি পিতা বিষ্ণুর অপলোপ করিয়াছে, কেবল তাহা নহে, কিন্তু শিব, সূর্য্য ও গণেশ ভিন্ন অপরাপর পূর্ব্বতন পঞ্চ ভূতের পূজাও রহিত করিয়াছে।

শিব, সূর্য্য ও গণেশ বিষ্ণুর প্রধান অবতার, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্র মতে, বিষ্ণুর অসংখ্য আবির্ভাব (অবতার) স্বীকৃত হয়; অন্যেরা এই সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, বিষ্ণুকে আপনাদের গ্রাম্য নায়ক বা পবিত্র বিশিষ্ট লোকের আকারে উপস্থিত করে।

বিষ্ণুর ভার্য্যা লক্ষ্মীর কোন মন্দির নাই; লক্ষ্মী ধন সম্পত্তির দেবী হওয়াতে, লোকে সতত তাহার সম্মান করিয়া থাকে, সে স্মরণ পথের অতীত হইবার বিষয় নহে।

পুরাণ মতে শিব ভূত, প্রেত লইয়া, মত্ত অবস্থায় উলঙ্গ হইয়া; আলু থালু কেশে, চিতার ভস্ম অঙ্গে লেপন পূর্ব্বক, মৃত মনুষ্যের মস্তকের খুলি ও অস্থি মালা গলায় দিয়া; চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং কখন হাস্য ও কখন

রোদন করে। এই আকারে কখন তাহাকে তিন চক্ষু বিশিষ্ট ও হস্তে একটী ত্রিশূল শোভা পাইতে দেখা যায়। কখন কখন দেখা যায়, সন্ন্যাসীর ন্যায় জটা যুক্ত হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

শিবের স্ত্রী পার্ব্বতী বা কালী সর্ব্বত্র পূজিত, এবং মধ্যে মধ্যে ভীম মূর্ত্তিতে চিত্রিত হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে, তাহারে একটী ব্যাঘ্রোপরি আরোহণ করিয়া, সুন্দরী যুবতীর আকারে, জনৈক দৈত্য বিনাশোদ্যতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বিশেষ রূপ বঙ্গে, তাহাকে কৃষ্ণবর্ণা, ভীম মূর্ত্তি, রক্তার্দ্র, এবং সর্প ও নরমুণ্ড ভূষিতা দেখা যায়, আকারটী দেখিলে বোধ হয়, ইনি ক্রোধের অবতার। পূর্ব্বে কালীর উদ্দেশে নরবলী অর্পিত হয়; কালী রক্ত পিপাসু। এখনও কালীঘাটে তাহার উদ্দেশে, মাসে ন্যূনকল্পে সহস্র পাঁটা বলি হইয়া থাকে। কালী উপাসকগণ ভৈরবী চক্র করিয়া, গোপনে যারপর নাই ঘৃণ্য ও লজ্জাস্কর কার্য্য করিয়া থাকে। আর কয়েক শ্রেণীর কালী উপাসক সন্ন্যাসীগণ কাম রিপু পূর্ণ করিবার জন্য, যার পর নাই গর্হিত কার্য্য করে, অথচ তাহা দুষ্য জ্ঞান করে না।

অপরাপর দেবগণের মধ্যে গণেশ ও সূর্য্যের সম্মান সর্ব্ব সাধারণে করিয়া থাকে। গণেশ ও সূর্য্যোপাসকগণ ইহাদিগকে অন্যান্য দেবতাপেক্ষা অধিক মান্য করে; ইহাদের উভয়েরই পৃথক্ পৃথক্ মন্দির ও বিশেষ প্রকারের পূজার পদ্ধতি আছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষে গণেশের স্বতন্ত্র

মন্দির আছে, শিব ভিন্ন আর কোন দেবতার তত নাই। সূর্য্য দেবকে রথে অরোহণ পূর্ব্বক রশ্মি বেষ্টিত দেখা যায়।

গণেশের আকার লম্বোদর ও হস্তি মুণ্ডের ন্যায় মুখাকৃতি বালক সদৃশ।

ইদানীং অপরাপর নয়টী দেবতার কোন মন্দির দৃষ্ট হয় না, অনুমান হয় পূর্ব্বকালে ছিল। কোন কোন দেবতার বার্ষিক পূজা হয়, তৎকালে তাহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়, এবং তাহাদের পূজা হইলে পর, তাহাদিগকে জলে বিসর্জ্জন দেয়। আর কতকগুলির নাম পূজার সময় উচ্চারিত হয়। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের সমাদর অধিক হওয়ার সম্ভব।

অসুরগণ দেবকুল জাত, তাহারা আপনাদের বৈরী-গণের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিলে পর, নির্গুণ হইয়া, অন্ধকারে পতিত হইল। তাহাদের এক জনের নাম মহিষাসুর; এই নাম অনুসারে দক্ষিণ ভারতবর্ষে মহিসুর রাজ্যের নাম করণ হইয়াছে।

দৈত্যগণ এক শ্রেণীর উপদেবতা; তাহারা পরাক্রান্ত দল বল সংগ্রহ করিয়া, দেবতাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল।

রাক্ষসগণ বৃহদ্কায় ও হিংস্রক প্রাণী; তাহাদের মধ্যে লঙ্কার রাজা রাবণ বিখ্যাত; তিনি রামের ভার্য্যা সীতাকে হরণ করেন, তাহাতে রাম তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, তাঁহার রাজ্য নষ্ট করেন।

পিশাচ এক প্রকার প্রেত উপদেবতা, তাহারা পরাক্রমে রাক্ষসদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নিম্ন শ্রেণীস্থ পিশাচেরা ভূত নামে খ্যাত; ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোক ভূত বিশ্বাস করে।

পল্লি মাত্রেই দুই একটী উপদেবতা পূজিত হয়; তাহারা গ্রামের রক্ষক বা অত্যাচারী। তাহারা গ্রামস্থ কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা। এই সকল উপদেবতার কোন মন্দির বা বিশেষ মূর্ত্তি নাই, মাটির ঢিপি করিয়া, তাহাদের পূজাদি হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ এই সকল উপদেবতার মধ্যে অনেকগুলি শূদ্র জাতির উপাস্য দেবতা, কালেতে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে, তিন শ্রেণীর উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—শৈব অর্থাৎ শিব উপাসক, বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণু উপাসক, শাক্ত অর্থাৎ শক্তি উপাসক। শক্তি দেবীগণ।

এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন নামে আর দুই সম্প্রদায়ের হিন্দু আছে; বোধ হয়, এই দুইটী সম্প্রদায় হিন্দু ধর্ম্ম জাত। এই দুই মত হিন্দু ধর্ম্ম-শিক্ষার সমতুল। তন্মতাবলম্বীগণ জীবের প্রতি বিশেষ মমতা প্রকাশ করে, এবং পুনর্জন্মে তাঁহাদের বিশ্বাস আছে, অর্থাৎ তাহাদের মতে দুষ্টদিগকে শুচি করিবার নিমিত্ত, বহুবিধ নরক এবং সৎ লোকদিগের সুখ শান্তির জন্য অনেক স্বর্গ আছে।

বৌদ্ধ মতের সহিত হিন্দু মতের যেমন ঐক্য, তেমনি পার্থক্য আছে। বাস্তবিক পূর্ব্বতন বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, এক কালে অস্বীকার করিত; আর কেহ কেহ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও, তিনি যে বিশ্বস্রষ্টা ও পালক

তাহা স্বীকার করিল না। প্রাচীন নাস্তিকেরাও বলিত যে, পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই অনাদি অনন্ত নহে। উৎপাদিকা শক্তি প্রতি পদার্থেরই আছে, যদিও সময়ে সময়ে, বিশ্ব ধ্বংশ হয়, কিন্তু কালেতে তাহা পুনঃ উদ্ভূত হয়, এই কার্য্য হেতু, অন্য কাহারও সাহায্য সাপেক্ষ নয়।

বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের বহুতর অবতার স্বীকার করে; কিন্তু শেষ সপ্ত অবতার, বিশেষ রূপে শেষ অবতার গৌতম বা সাক্য মুনিকে বিশেষ সমাদর করে; গৌতম পূজা ও নীতির বিশেষ বিশেষ নিয়ম করিয়াগিয়াছেন। আর যদিও বহুকাল হইল, তিনি সর্ব্বোত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাচ তিনি এখনও ধর্ম্ম বিষয়ে জগতের মস্তক এবং তাহার নিরূপিত কাল পঞ্চ সহস্র বৎসর এই ভাবে থাকিবে।

জৈন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্ম মতের মধ্যবর্ত্তী মত। জৈনেরা বৌদ্ধদিগের ন্যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তাঁহার কার্য্য অস্বীকার, পদার্থের অনাদি অনন্ততা বিশ্বাস ও নরদেবতার পূজা করে, প্রাণীর জীবন নাশ বিষয়ে সন্দিগ্ধ চিত্ত, পরম্পরাগত যাজক কুল স্বীকার করে না, বেদ ঈশ্বরের শাস্ত্র বলে না, বলি অস্বীকার করে, অগ্নির পূজা করে না, এবং বুদ্ধ দেব হিন্দু ধর্ম্ম হইতে যে নির্ব্বাণ মুক্তির মত বাহির করিয়াছেন, তাহাতে আস্থা করে।

প্রায়ই জৈনদিগের মন্দির বৃহৎ ও সুদৃশ্য। তাহাদিগের একটী মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির গুজরাটের উত্তর দিকস্থ আবু পর্ব্বতোপরি বিদ্যমান আছে। এল্লোরা,

নাসিক ও অন্যান্য স্থানে জৈনদিগের সুপ্রশস্ত গৃহ আছে; মহিসুরের অন্তঃপাতী চনরাইপত্তনের নিকটবর্ত্তী শ্রাবণ বেল্গোলায়, প্রস্তর খোদিত গোমতেশ্বরের একটী বৃহদাকার মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, সেই মূর্ত্তিটী চল্লিশ হস্ত উচ্চ। এই প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৩,৫০০ ফিট উচ্চ গিরি শৃঙ্গোপরি স্থিত হইয়া, উত্তর দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছে, সুতরাং অনেক দূর হইতে, তাহা দৃষ্ট হয়। তাহার মুখাকৃতি বুদ্ধের সদৃশ, মস্তকের কেশ গুচ্ছ হ্রস্ব ও কুঞ্চিত, কিন্তু কর্ণ দীর্ঘ ও বৃহৎ। মূর্ত্তিটীর অঙ্গ সৌষ্ঠব সুন্দর, কেবল পদ দুইটী খর্ব্ব, একটী পদ্ম পুষ্পোপরি চরণ দুইটী রহিয়াছে। মূর্ত্তিটীর উভয় পার্শ্বে যেন, উইয়ের ঢিবি হইয়াছে, ও লতা সমূহ বেষ্টন পূর্ব্বক, উরু ও বাহুর উপরে উঠিয়া, ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে এই অনুমান হয় যে, অনেক জৈন বহুকাল কঠোর তপস্যায় বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই মূর্ত্তির তলভাগে যে সন ও তারিখ আছে, তাহাতে এই জানা যায় যে, চামণ্ড রায় এই মূর্ত্তিটী খ্রীষ্টের জন্মের ষাইট বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এখন শালগ্রাম, লিঙ্গ ও পুণ্ড্র (তিলক) বিষয় কিছু বলা আবশ্যক; এই চিহ্নগুলি হিন্দুদিগের মধ্যে বড়ই প্রচলিত।

কোন কোন হিন্দু গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক রাত্রিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একটি বিখ্যাত বেশ্যার বাটীতে মাংসের কামনা পূর্ণ করিতে যায়। তৃদেবের অহিতাচারে বেশ্যাটীর প্রাণ বিয়োগ ঘটে। পরে সে গুন্ডকীনদী হইয়া

জন্ম গ্রহণ করে ও তৃদেবের জন্ম দেয়। তাহাতে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু শালগ্রাম বিগ্রহ এবং শিব শিবলিঙ্গ আকারে জন্মিল। হিরণ্যগর্ভ অর্থ স্বর্ণ অণ্ড বা জরায়ু; শালগ্রাম বিগ্রহ ছিদ্রযুক্ত চক্রাকার প্রস্তর, তাহা বিষ্ণুর আদর্শ রূপে অনুমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বেশ্যা গৃহের ক্রিয়া কলাপ প্রযুক্ত গন্ধকী নদীর তীরে, এই দুই প্রকার শিলা খণ্ড থাকে। এই সমস্ত শিলা খণ্ডের মধ্যে যে গুলি বড়, তাহার মূল্য অধিক। শিবলিঙ্গ বা শিবের লিঙ্গ, এক প্রকার কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর; কেহ কেহ এই প্রস্তর খণ্ড রূপার কবচের মধ্যে রাখিয়া, কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করে। কিন্তু লিঙ্গ প্রায় স্ত্রী পুরুষের সহযোগ আকারেই দেখা যায়; হিন্দুদিগের শিবমন্দিরে উপস্থিত হইলে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কারণেই নিম্নে প্রকাশিত দুইটী উপকথার সৃজন হইয়াছে।

এক সময় শিব কামাতুর হইয়া, কতিপয় ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হয়, ও তাহাদের পত্নীদিগের সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করে। ঋষিগণ বাটী আসিয়া, শিবের ঈদৃশ বিগর্হিত কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে অভিশাপ দেয়, তাহাতে তাহার লিঙ্গ খসিয়া পড়িল; কিন্তু পার্ব্বতী তাহা উঠাইয়া লইয়া, স্বস্থানে যোড়া লাগাইয়া দেয়।

অপর এক দিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কতিপয় ঋষি শিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, কৈলাশ পর্ব্বতে গমন করে। তৎকালে শিব তাহাদের আদুর অভ্যর্থনা না করিয়া, স্ত্রী সহবাস সুখে মত্ত থাকে। তাহাতে ব্রহ্মা ও

তাহার সমভিব্যাহারী অপরাপর দেব ইত্যাকার নির্লজ্জ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে অভিশাপ দিয়া চলিয়া যায়। শিব ও পার্ব্বতী লজ্জায়, দেহ পরিত্যাগ করিয়া, লিঙ্গাকারে জন্ম গ্রহণ করিল।

এই লিঙ্গ কাহিনী যতই লজ্জাস্কর হউক না কেন, অধিকাংশ হিন্দু, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও স্নানের পর ও আহারের পূর্ব্বে এই লিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। লিঙ্গ দেব আপন শরীরে গোময় লেপন করিতেন বলিয়া, বহুতর শৈব গোময় ভস্ম আপনাদের ললাটে ধারণ করে।

বৈষ্ণবেরা ললাটে তৃপুণ্ড্র ধারণ করে, তাহার মধ্যের রেখাটী পীত বা রক্ত বর্ণ অপর দুইটী শ্বেত বর্ণ, আর কখন কখন একটী মাত্র রেখা ধারণ করে। পুণ্ড্র বা তিলক যে ভাবেই হিন্দুগণ ললাটে ধারণ করে, ইহা একটী লজ্জাজনক বিষয়, কেননা ইহাতেও রতিসম্ভোগ বুঝায়। যে ধর্ম্মে ইত্যাকার লজ্জাস্কর বিষয় করিতে আদেশ করে, সেই ধর্ম্মকে কেবল মিথ্যা বলিয়া, ক্ষান্ত থাকিতে পারি না, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, স্বয়ং নরকাধিপতী এই বিষয় শিক্ষা দিতে পারে।

২য় অধ্যায়।

বেদের পরীক্ষা।

বেদ হিন্দুদিগের আদি ধর্ম্ম গ্রন্থ; ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত রিগ্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ। হিন্দুরা বলে যে, স্বয়ং ব্রহ্মা এই গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন। আর ইহা অতি প্রাচীন; কিন্তু অধুনাতন বিদ্বান ভারতবাসিগণ স্বীকার করেন যে, চারি খণ্ড বেদের মধ্যে রিগ্‌বেদই অধিক প্রাচীন, আর ইহা যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে, পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে পঞ্চ শতাব্দীর মধ্যে, কোন সময়ে লিখিত হইয়াছে; এইরূপ গণনাতে দেখা যায় যে, ইহা যিহুদীয় ব্যবস্থাবিৎ মোশীর মৃত্যুর পর লিখিত, কেননা মোশী যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ১৫৮৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। ভারত-পণ্ডিত মণ্ডলী আরো স্বীকার করেন যে, বেদ চতুষ্টয় বিশেষ রূপে রিগ্বেদ অনেকবার সংগৃহীত হয়। যে যে পণ্ডিত বেদ সংগ্রহ করিয়াগিয়াছেন, তাঁহারা ব্যাস নামে খ্যাত, শেষ সংগ্রহ কর্ত্তা বা ব্যাসের নাম কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, তিনি খ্রীষ্টের জন্মের পর একাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

বেদের টীকা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, সূত্র, ও উপনিষদ খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।

পুরাণও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেক পুরাণে পাঁচ পাঁচটী বিষয় অর্থাৎ সৃষ্টি; জগতের বিনাশ ও নূতনীকরণ; দেবতা ও বীরদিগের বংশাবলী; মনুদিগের রাজত্ব কাল; ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের ক্রিয়া কলাপ লিখিত আছে। পুরাণ অষ্টাদশ খণ্ড; এই পুরাণ গুলি বেদের তুল্য, ইহা সময়ে সময়ে, সংগৃহীত ও রচিত হইয়াছে। শেষ বেদ সংগ্রাহক বা ব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সম্ভবতঃ একাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরাণ সংগ্রহ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রণেতা গৌতম যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ৫৪৫ কি ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন।

মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র বা মনুর ব্যবস্থা, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দী হইতে, খ্রীষ্টের জন্মের পর সপ্তম শতাব্দী অবধি এই সময়ের মধ্যে লিখিত হইল।

হিন্দু বিজ্ঞান অর্থাৎ ষড়দর্শন খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে উদ্ভূত হইল। কপিল মুনির সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, গৌতমের ন্যায়, কনাদের বৈশেষিক, জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা, বেদব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত এই ছয়টী ষড়দর্শন।

হিন্দু ধর্ম্ম সংস্কারক শঙ্করাচার্য্য, রামানুজচারী, ও মাধবাচার্য্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক। শঙ্করাচার্য্য ৬৭৭ কি ৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে, রামানুজচারী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং মাধবাচার্য্য ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্য স্মার্ত্ত সম্প্রদায়ের প্রণেতা, তিনি শৈব মতের সৃষ্টি কর্ত্তা। তিনি তুঙ্গ নদীর বাম উপকূলবর্ত্তী শৃঙ্গেরি

নামক স্থানে একটী মঠ স্থাপন করিয়া, আপনার জীবনাতি-পাত করেন। বহু দেব আরাধনাই তাঁহার বেদান্ত মত, এবং তাহার মূল অদ্বৈত শিক্ষা অর্থাৎ বিশ্বমণ্ডল ও পরম আত্মার সহিত কোন বিভিন্নতা নাই।

রামানুচারী বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতি সাধক, তাঁহার মতে বিষ্ণুই ব্রহ্মা, তিনি সমস্ত জগতের পূর্ব্বে ছিলেন, তিনি সকলের আদি কারণ ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি আরো বলেন যে, পরম আত্মা সৃষ্টির অর্থাৎ বিশ্বের বা পদার্থের কারণ ও কার্য্য। ঈশ্বর স্বীয় সৃষ্টি বস্তুর হিতার্থে, সময়ে সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিলেন অর্থাৎ অবতার হইলেন। তাঁহার মত বিশিষ্টাদৈত বা গুণ সমূহের সহিত একত্বের মত নামে খ্যাত।

বেদ প্রতিবন্ধক গুহাসুরের বিনাশ এবং বেদবদ বা অদ্বৈত মত সম্বন্ধে বেদবচন অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের একত্ব মত স্থাপন জন্য হরীহর অর্থাৎ হরী বা বিষ্ণু এবং হরী বা শিব মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কদালুরে অর্থাৎ হরিদ্বার ও তুঙ্গভদ্র নদীদ্বয়ের সংযোগ স্থলে, এই সম্বন্ধে অঙ্কিতাক্ষর পাওয়া যায়।

রামানুজচারী মহিসুর রাজ্যের অন্তঃপাতী মেলুকোটে আপনার প্রধান মঠ স্থাপন করেন।

মাধবাচার্য্য মাধব ব্রাহ্মণদিগের সম্প্রদায় স্থাপন করেন; তিনিও হিন্দু ধর্ম্মের কিছু কিছু রূপান্তর করেন অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকার সত্বেও বিষ্ণু ও শিবের আরাধনার সামঞ্জস্য করিলেন।

শেষে লিঙ্গায়ত নামক শৈব সম্প্রদায় সংস্থাপন বাসব ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে আপন মত পরিব্যাপ্ত করিলেন।

হিন্দুদিগের বৈদিক গ্রন্থ সমূহ ও তাহাদের বিজ্ঞান পুস্তক সকল কোন্ সময়ে লিখিত হইল, তাহা এক প্রকার মোটামটি জানা যায়; কেননা তাহার মধ্যে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহার সহিত খ্রীষ্টীয়দের ধর্ম্ম পুস্তক ও হিন্দুদের ধর্ম্ম গ্রন্থ বিশেষ রূপে মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সহিত অনেক সামঞ্জস্য দেখা যায়। তৃতীয় রাজাবলির দশম অধ্যায়ের বাইশ পদে লেখে "সমুদ্রে হীরমের জাহাজের সহিত রাজারও (শলোমনেরও) তর্শীশগামী জাহাজ ছিল; সেই তর্শীষের জাহাজ তিন বৎসরান্তে একবার স্বর্ণ ও রূপা, হস্তিদন্ত ও বানর ও ময়ূর লইয়া আসিত।" অনেকের জ্ঞানে এই তর্শীশ ভারত ভূমি। এই শলোমন রাজা খ্রীষ্টের জন্মের ৯৬২ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। পারস্যাধিপতি দারা রাজা (৫২৩-৪৮৬ পূঃ খ্রীঃ অং) সিন্ধু নদীর পশ্চিম পার্শ্ব ভূভাগ জয় করেন। বহু সংখ্যক য়িহুদিয় ৭২১ পূঃ খ্রীঃ অং শলমনৎসর রাজা, এবং ৬০৬ পূঃ খ্রীঃ অং নবুখৎনিৎসর রাজা কর্ত্তৃক বন্দি হইয়া নীত হয়, এবং সমগ্র এসিয়ার মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ভারত ও অন্যান্য দেশে বসতি করে।

খ্রীষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে, প্রেরিত থোমা এদেস হইতে ভারতবর্ষের দক্ষিণে যাইয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত করেন। পরে মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী মালিয়াপুর আধুনিক সেণ্টটমাস নামে খ্যাত স্থানে সাক্ষ্যমর হইলেন।

নবম শতাব্দীতে, ইংলণ্ডের রাজা মহানুভব আলফ্রেড্ ভারতবর্ষে, সাধুথোমার সমাধি মন্দিরে উপঢৌকন সহ দূত প্রেরণ করেন। কোস্মাস্ ইন্দিকোপ্লেউস্তেস বলেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে উদুপির সমীপবর্ত্তী কালিয়ানাতে এক জন খ্রীষ্টীয় বিশপ ছিলেন; আমরা দেখিতে পাই, ক্রাঙ্গানোরের প্রথম খ্রীষ্টীয় উপনিবেশীরা নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে, আপনাদের প্রধানকে, আপনারা মোনোনীত করিত, কিন্তু কোচিন রাজার প্রধান্য স্বীকার করিত। মাদ্রাজের নিকটবর্ত্তী উপপর্ব্বতে এবং ত্বিবাঙ্কোরের অন্তঃপাতী কোট্ট্যায়ামে বাহ্লবি রাজবংশের যে সকল অঙ্কিতাক্ষর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, তথায় সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে খ্রীষ্টীয়দের বসতিছিল।

ভারতের যে যে স্থানে, খ্রীষ্টীয়দের বসতি ছিল, সেই সকল স্থানেই, হিন্দু ধর্ম্ম সংশোধকগণ উদ্ভূত হইয়াছিলেন; যথা শঙ্করাচার্য্য ক্রাঙ্গানোরের, রামানুজচারী মাদ্রাজের, এবং মাধবাচার্য্য উদুপির সমীপবর্ত্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রমাণ না থাকিলেও, সুন্দর রূপে বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণ ভারতের বেদান্তিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পার্সীদিগের হইতে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিজ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর বুর্ণেল সাহেব বলেন যে, স্বদেশ হিতৈষী হিন্দুগণ কিছুতেই স্বীকার করিতে চাছে না যে, তাহাদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান হইতে আপনাদের মতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, অথচ তাহারা বৈদিক সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কোন

ইতিহাস দেখাইতে পারে না। আর ইদানীং তাহাদের মধ্যে, যে সকল ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচলিত আছে, বেদের ও বৌদ্ধের সময়, সেই সকল শিক্ষা যে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

জনৈক ফরাসি পণ্ডিত বলেন যে, খ্রীষ্টীয়েরা হিন্দুদিগের দেশে থাকাতে, হিন্দু পণ্ডিতগণ অতি সহজে খ্রীষ্টীয় শিক্ষকদের হইতে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিয়া, ঈশ্বর বা পরম আত্মার, মানব আত্মার, মানব অদৃষ্টের, জগৎ সৃষ্টির, মানব জাতির আদিম শ্রুত বাক্যের বিষয়, খ্রীষ্টীয়দের হইতে লইয়াছে। পূর্ব্বতন হিন্দু পণ্ডিতগণ উপরোক্ত বিষয় গুলি সম্বন্ধে এক কালে অজ্ঞ ছিলেন, আর এই সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তি ও অসংলগ্নতা পূর্ণ।

বেদ যে ঈশ্বরদত্ত ও তাহা যে ঈশ্বরের শক্তিতে লিখিত হইয়াছে, তাহা কোন ক্রমে স্বীকার করা যাইতে পারে না; নিম্নে তাহার কএকটী কারণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ম। হিন্দুগণ বলিয়া থাকে, ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারি খণ্ড বেদ নির্গত হইয়াছে। পরে সপ্রমাণিত হইবে যে, ব্রহ্মার ছয়টী ঐশ্বরিক গুণ না থাকে, তিনি কোন ক্রমে ঈশ্বর হইতে পারেন না। ব্রহ্মা ঐশ্বরিক গুণ বিবর্জ্জিত হওয়াতে, তিনি যে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ঐশ্বরিক পুস্তক বলা যাইতে পারে না।

২য়। হিন্দুদিগের মতে বশিষ্ঠ মুনি, ভৃগু, ও অপরাপর ঋষি বেদের মধ্যে, বহুতর বচন যোগ দিয়াছেন। এই

বশিষ্ট. এক জন বেশ্যার পুত্র, আর তিনি স্বীয় শত্ত্ব পুত্রকে অভিশাপ দিয়া জাতিপাত করেন। আর ভৃগু ঋষি আপনার মাতার শিরচ্ছেদন করেন। ব্যাস বেদের নিদর্শন পত্র সমূহ সংগ্রহ করিয়া, বর্ত্তমান আকারে চারি খণ্ডে বেদ প্রকাশ করেন। এই ব্যাসের উৎপত্তি অতি জঘন্য, তাঁহার জননী জনেক কামাতুর ঋষির সহিত ভ্রষ্ট হইয়া, তাহাকে গর্ভে ধারণ করেন। ব্যাস আপন পিতা মাতার অনুকরণ করিয়া, বিচিত্র বীর্য্যের বিধবা পত্নী দুইটী ও তাহাদের একটী দাসীর সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করেন। অতএব যাহাদের উৎপত্তি অপবিত্র ও যাহারা নিজে কদাচারী, তাহাদের সংগৃহীত গ্রন্থ কিরূপে ঐশ্বরিক গ্রন্থ হইতে পারে?

৩য়। বেদের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মগীত ও প্রার্থনার উল্লেখ আছে, সেই গুলি পূর্ব্বতন ঋষিগণ সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, জল, অগ্নি, আকাশ ও কোন কোন রাজার উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক হিন্দুদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উল্লেখ প্রায় দেখা যায় না। শিব অর্থাৎ মঙ্গল, এই শব্দের ব্যবহার বেদের মধ্যে দেখা যায় কেবল রুদ্র নামের বিশেষণের ন্যায়। ইহাতে এই অনুমান হয় যে, কালেতে হিন্দু ধর্ম্মের ও দেবগণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অতএব ইহা স্বীকার্য্য যে, হয় ত বেদ মিথ্যা, না হয় আধুনিক হিন্দু ধর্ম্ম ভ্রান্ত। আরো দেখা যায় যে, বেদোক্ত গীত ও প্রার্থনা গুলি ঋষিগণ স্বয়ং রচনা করিয়া গিয়াছেন। যদি প্রকৃতই ঋষিগণ

বিরচিত হয়, তবে তাহা ব্রহ্মার মুখ বিনর্গত বাক্য বলা যাইতে পারে না।

চারিখণ্ড বেদের মধ্যে অথর্ব্ব নামে এক খণ্ড আছে। এই অথর্ব্ব খণ্ডে নরবলি, যাদু, টোটকা, তন্ত্র মন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়; এমন কি হিন্দুগণ এই খণ্ডটী দেখাইতে লজ্জিত হইয়া, হয় ত তাহা গোপন করিয়াছে, না হয় তাহা নষ্ট করিয়াছে, কেন না সেই খণ্ড আর দেখা যায় না। কোন কোন হিন্দু গ্রন্থকর্ত্তা লেখেন, হয় গ্রীব দৈত্য বেদ চতুষ্টয় হরণ করিলে, বিষ্ণু মৎস্য অবতার হইয়া, তিন খণ্ড উদ্ধার করিলেন, কিন্তু চতুর্থ খণ্ডটী আর পাইলেন না। অতএব হিন্দুগণ এখন আর বলিতে পারে না যে, তাহাদের চারি খণ্ড বেদ আছে।

অন্য তিন খণ্ড বেদের মধ্যে বহুতর মিথ্যা কথা থাকাতে, ব্রাহ্মণগণ তাহা গোপন করার মানসে বলে যে, শূদ্র ও অপরাপর লোকের বেদ পাঠ করিতে নাই; তাহা পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ মস্তক বিদীর্ণ হয়। এই কথা কেমন ভয় প্রদর্শক ও রহস্য জনক, কেন না বাবিয়ার রেমান্দ, গোয়েরেঁস, উইলিয়ম জোন্স, কালেব্রুক, হীরেন, উইণ্ডিসম্যান, মাক্সমুল্লার, ইবার্ন্‌স প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের ত কিছুই হয় নাই। উক্ত পণ্ডিতগণ বেদের মধ্যে বহুতর নির্বুদ্ধিতার, মিথ্যা ও পরিহসনীয় গল্প দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে এই স্থলে কএকটী উদাহরণ লিখিত

হইতেছে। যজুর্ব্বেদ লেখে, প্রথম নারী আপন স্বামীর সঙ্গম এড়াইবার নিমিত্ত, স্ত্রী পশুদিগের আকার ধারণ করে, তাহাতে প্রথম নর সেই সেই পশুর পুরুষ আকার ধারণ করিলে, তাহাদের সহ যোগে পৃথিবীতে যাবতীয় পশুর উৎপত্তি হইল।

সামবেদে লেখে, এক সময় প্রাধান্য লইয়া, জীবন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহ বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহারা মীমাংসা জন্য, প্রজাপতির (সৃষ্টিকর্ত্তার) নিকট উপস্থিত হইল। তাহাতে প্রজাপতি বলিলেন, যে, যাহা না থাকিলে শরীর বাঁচে না, তাহাই প্রধান। তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি দেহ হইতে, বৎসরেক জন্য প্রস্থান করিল, পরে এক এক জন ফিরিয়া আসিয়া দেখে, শরীর আছে; তখন তাহারা একে একে শরীরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাদের বিহনে কি ভাবে রহিলে? শরীর কহিল, আমি তোমাদের অবর্ত্তমানে বোবা, কালা, অন্ধ হইয়া রহিলাম। শেষে জীবন দেহ হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও শরীর আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অপারক বুঝিয়া, জীবনকে থাকিতে অনুনয় বিনয় করিল, এবং তাহার প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক বলিল, জীবন অভাবে কিছুই হইতে পারে না।

ঋগ্বেদে লেখে, এক সময়, বশিষ্ঠ মুনি চুরি করিবার অভি-প্রায়ে, একটী প্রার্থনা উচ্চারণ করেন, যেন গৃহ রক্ষক কুক্কুরটী চীৎকার না করে। ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে, ইত্যাকার হাস্যস্কর কাহিনী থাকা কি সম্ভবে?

বেদের শিক্ষা এই পরব্রহ্ম লোক সমূহের উৎপাদক, আর প্রাণী মাত্র তাঁহা হইতে নির্গত অংশ; পরম আত্মা জগৎ সৃষ্টি ও উদ্ধার জন্য ভূদেব উৎপন্ন করিলেন; পরব্রহ্মের ধ্যান সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, মনুষ্যগণ তাঁহাকে দেখিতে পায় না বলিয়া, ভূদেবের ও অন্যান্য তেত্রিশ কোটী দেবতার মূর্ত্তি অবশ্য নির্ম্মাণ ও তাঁহাদের পূজা এবং পঞ্চভূতের আরাধনা করিবে। যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে পর ব্রহ্ম নামে সত্য ঈশ্বরকে স্বীকার করিলেও, তাঁহাকে সম্মান না করিয়া, সৃষ্টি প্রাণীকে পূজা করিতে বলে, সেই ধর্ম্ম শাস্ত্রকে (বেদকে) ঐশ্বরিক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা, নির্ব্বোধের কার্য্য; এই ধর্ম্মকে বহু ঈশ্বর আরাধনার ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলা যাতে পারে?

বেদের এই বচন সম্পূর্ণ অলীক যে, অগ্নি সূর্য্যের, সূর্য্য চন্দ্রের, এবং চন্দ্র বৎসরের জন্ম দিয়াছে।

বেদের মধ্যে বহুতর ভ্রম ও অসঙ্গত বিষয় থাকিলেও, মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের কথা মতে, যদি কোন ব্রাহ্মণ সমস্ত ঋগ্বেদ অধ্যয়ন ও কণ্ঠস্থ করে, তবে সে এত দূর পবিত্র হয় যে, সে ভূলোকের সমস্ত জীব জন্তু হত ও চণ্ডালের সহিত ভোজন করিলেও অশুচি হয় না।

মহাভারতে নানাবিধ আদিরস ঘটিত শিক্ষা ও কাহিনী পূর্ণ হইলেও, হিন্দুগণ তাহাও পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া, সমাদর করিতে, লজ্জা বোধ করে না।

পাদ্রি জে গালেট সাহেব পুরাণ সম্বন্ধে যে কএকটী কথা বলিয়াছেন, আমরা এই স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে

বাধ্য হইলাম। তাঁহার কথা মতে, পুরাণই আধুনিক হিন্দু ধর্ম্ম গ্রন্থ; এক একটী পুরাণ, এক একটী হিন্দু ধর্ম্ম পোষক; এবং প্রত্যেক পুরাণ, তদুপাসক সম্প্রদায়ীদের বিবিধ কাহিনী পূর্ণ; পুরাণের কোনটাই সম্পূর্ণ নহে এবং তাহা একটী বিশ্বাস সূত্রে পরিণত করা, তাহার উদ্দেশ্য নহে। তথাচ হিন্দুমাত্রই তাহা অবিসম্বাদিত ঐশ্বরিকত্ব পূর্ণ বলিয়া, স্বীকার করিয়া আসিতেছে। পুরাণই যখন আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের মূল, তখন ইহা যে বৈপরীত্য ও অনিয়ম পূর্ণ হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

হিন্দুধর্ম্মের বিষয় এই মাত্র উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, ইহার কাহিনী সকল অসঙ্গততা ও আতিশয্যে পরিপূর্ণ। গ্রীক প্রভৃতি অপরাপর দেবপূজক জাতির দেবগণ অতিশয় ক্ষমতা ও পরাক্রম বিশিষ্ট হইলেও, তাহাদের ক্রিয়া কলাপ মনুষ্যের ন্যায় ছিল; কিন্তু তাহাদের পদ-মর্য্যাদা ও বিক্রম প্রায় প্রায় সিদ্ধ। তদ্বিপরীতে হিন্দু দেব দেবী সকল মানুষিক রিপু বিশিষ্ট হইলেও তাহাদের আকার, প্রকার, ও স্বভাব অদ্ভুত। তাহা নানা বর্ণের, ও নানা আকারের; কোনটা রক্তবর্ণ, কোনটা পীতবর্ণ, কোনটা কৃষ্ণবর্ণ; কোনটা চতুর্মুখ, কোনটা দশভূজা। আর অধিকাংশ চতুর্ভুজ। এই সকল দেব দেবী অল্পে ক্রুদ্ধ, আরবার বিনা কারণে, ক্ষান্ত হইয়া থাকে। যে দেবতা এক সময়, দৃষ্টিপাত মাত্রে শত্রু সমূহকে নিপাত করিল, সেই দেবতাকে অন্য সময়ে নিজ কার্য্য সাধন জন্য, শত সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিতে ও পরিণামে অকৃতকার্য্য হইতে দেখা যায়।

তৃদেবের পরাক্রম সমতুল ও অসীম হইলেও, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায় না; কেননা এক সময়ে, তাহাদের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, শিব ব্রহ্মার একটী মস্তক ছেদন করিলেন। অন্যান্য দেবতা এই তৃদেবের বা এক জন অন্য জনের বশীভূত নহে। ইন্দ্র স্বর্গের রাজা, অথচ অন্যান্য দেবোপরি তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই। কারণ হিন্দুদিগের প্রত্যেক সম্প্রদায়, আপনাদের অভিষ্ট দেবতার প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছে; হিন্দুগণ যখন পুরাণ মাত্রই ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, তখন একটার বিবরণ, অন্যটা হইতে ভিন্ন ভাবের হইলে কি হয়, হিন্দু মাত্রেই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

হিন্দু ধর্ম্মের বলির ও তপস্যার অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি এক জন কঠোর তপস্বী অভিশাপ দিয়া, ঈশ্বরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। যার পর নাই দুষ্ট ও অধার্ম্মিক মনুষ্য তপস্যা দ্বারা, এ তদুর করিতে পারে যে, দেবগণের উপর একাধিপত্য লাভ করিতে পারে, তদ্দারা আপনার অভিষ্ট সাধন করিয়া লইতে পারে, এবং তাহাদের স্বর্গরাজ্য হরণ করিয়া, তাহাদের উপর রাজত্ব করিতে পারে। জনেক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রকে অভিশাপ দেওয়াতে, তাহাকে বিড়ালের আকারে মর্ত্তে আসিতে হইল। মৃত্যুর অধিপতি যম, ইন্দ্রের ন্যায় অপরাধ করাতে, তাহাকে ক্রীতদাসের আকারে মর্ত্তে আসিতে হইল।

ইত্যাকার বহুতর উদাহরণ দ্বারা, স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণগণ আপনাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি ও স্বার্থ সাধন জন্য এই সকল গল্প রচনা করিয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মের একটী অসাধারণ ভাব এই যে, দেবগণের জীবন কাল সীমা বিশিষ্ট। এক মন্বন্তর অর্থাৎ ৭১ যুগ পরে, এই বিশ্ব জগত লোপ পাইবে। তৃত্বময় ও অপরাপর দেবগণ আর থাকিবে না, কেবল অনাদি কারণ একা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিবেন। যুগযুগান্তর পরে, তিনি পুনঃ আপন শক্তি ব্যবহার করিবেন, তাহাতে পুনরায় মনুষ্য ও দেব দেবী উৎপন্ন হইয়া, জগৎ পূর্ণ করিবে।

ফার্গাসন সাহেব, আধুনিক হিন্দুদিগের বহু দেবের বিষয় বলেন যে, অধুনাপ্রাচীন অস্থরিয়া রাজ্যে, যে যে বিষয়ের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের যাবতীয় ভাব সেই দেশে ছিল। বিষ্ণুর বাহন ও অনুচর গড়ুর; অস্থরীয় রাজ্যে সেই প্রকার একটী খোদিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ সেইটী অর্মজদ্। অস্থরীয় দেব দাগোন নামক মৎস্য দেব, হিন্দুদেব বিষ্ণুর মৎস্য অবতার। তথায় নরসিংহ মূর্ত্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়। মহিষাস্থরেব মূর্ত্তির এই মাত্র বিভিন্নতা, বৃষের শরীরে নর মস্তক না হইয়া, মনুষ্যের শরীরে বৃষের মস্তক হইয়াছে।

ফার্গাসন সাহেবের কথা মতে, দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণ বা আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান পারস্য বা তন্নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্থান, আর পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা এই কথা স্বীকার করিয়া থাকে।

আধুনিক হিন্দুগণ বিশেষ রূপে বঙ্গবাসীগণ হিন্দু ধর্ম্মের ভ্রমের বিষয় অজ্ঞ নহে; কিন্তু ইউরোপীয় জাতির প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ভাব থাকাতে, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ

করিতে অনিচ্ছুক। শিক্ষিতদিগের কল্পনা এই যে, এক ঈশ্বর, আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে মনে ধারণ করিতে অক্ষম হওয়াতে, তাঁহার এক একটী গুণ, এক এক আকারে প্রকাশ করিয়া, সেই পরম ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকি। যথা ঈশ্বরের ক্রোধ কালী, তাহার শক্তি দশভুজা দুর্গা ইত্যাদি। ইহাই বঙ্গে সংশোধিত হিন্দু ধর্ম্ম নামে খ্যাত।

৩য় অধ্যায়।

হিন্দুগণের পূজ্য দেবতাগণের পরীক্ষা।

আমরা পূর্ব্ব আধ্যায়ে বলিলাম যে, শিক্ষিত হিন্দুগণের কল্পনা মতে, তাহারা ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ আকারে পূজা করিয়া থাকে। আমরা এই অধ্যায়ে দেখিব যে তাহা নয়, কিন্তু তাহারা তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা করে। সকল দেবের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলা দুরূহ ব্যাপার, আর বর্ত্তমানে, তাহা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; তবে ভারতের অধিকাংশ হিন্দু, যে যে প্রধান দেবতার পূজা করে, এখন তাহাই দেখা যাইবে। হিন্দুরাই স্বীকার করে যে ঐশ্বরিক ব্যক্তির নিম্ন লিখিত কএকটী গুণ থাকা আবশ্যক। যথা—

স্বয়ম্ভু নাস্তশরীরম্,
সমস্ত শুভরূপিণাম্;

সর্ব্ব ব্যাপ্তম্, সর্ব্বেশম্,
নিদানম্, ত্বাংনমাহাম্।

এই শ্লোকের পদগুলি বিভক্ত করিলে, এই রূপ অর্থ হয়;—

১। স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ যে সত্য ঈশ্বর অপনাপনি আছেন, তাঁহার পিতা কি মাতা নাই।

২। অনাদি, যাঁহার আদি নাই, যিনি অনাদি কাল হইতে আছেন

৩। অশরীরম্, যিনি শরীর বিহীন, কিম্বা যাহার শরীর ও আকার প্রকার নাই।

৪। সমস্ত শুভ রূপিণাম, যাঁহাতে সমস্ত শুভ ও সিদ্ধি আছে।

৫। সর্ব্বব্যাপ্তম্, যিনি সকল স্থানে ব্যাপ্ত অর্থাৎ বিদ্যমান আছেন

৬। সর্ব্বেশম্ নিদানম্, যিনি সকলের ঈশ অর্থাৎ প্রভু এবং নিদান

৭। "ত্বাং নমাহাম, তাঁহাকে নমস্কার করি। অর্থাৎ যাহার উক্ত গুণ সকল আছে, সেই মহাজনকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূজা করি; আর যাহার এই সকল গুণ নাই, তাহাকে পূজা করি না, ও করিও না।

এখন দেখা যাউক, হিন্দু ঈশ্বরগণের এই সকল গুণ আছে কি না।

১। হিন্দুদিগের তৃময় স্বয়ম্ভূ নহে, কেন না পুরাণে তাহাদের বিবিধ জন্ম কাহিনী দেখা যায়। শাক্তদিগের

মতে, আদি শক্তি একটী দেবী আর তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর বা শিবকে জন্ম দিল; অনন্তর উক্ত আদিশক্তি কামাতুরা হইয়া, উক্ত তৃদেবকে পতি রূপে গ্রহণ করিল।

আমরা পদ্মপুরাণে এই শ্লোকটী দেখি;—

আদিশক্তি ময়ম বীজম্
বীজ শক্তি ময়ম শিবম্
শিব শক্তি ময়ো বিষ্ণুম্
সর্ব্বম্ বিষ্ণু ময়ম জগৎ।

এই শ্লোকের অর্থ এই, আদিশক্তি একটীবীজ উৎপন্ন করিল, এই বীজ শিবের, শিব বিষ্ণুর, এবং বিষ্ণু জগতের জন্ম দিল।

আর কেহ কেহ বলে, আদি শক্তি তিনটী ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্বত্রয় হইতে তৃময়েব জন্ম হইল।

বরাহ পুরাণ মতে, আদিশক্তি তৃময় হইতে জন্মিয়া, এক কালে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কালী হইল।

ভাগবদ্গীতায় লেখে, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভি হইতে জন্মিল।

নারদ পুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মা নারায়ণের দক্ষিণ, বিষ্ণু তাঁহার বাম, এবং শিব তাঁহার মধ্য হইতে জন্মিল।

লিঙ্গ পুরাণ বলে, শিব একটী ডিম্ব হইতে জন্মিল, অনন্তর সে আকার ধারণ করিয়া সরস্বতী সহ ব্রহ্মাকে আপন দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে এবং লক্ষ্মী সহ বিষ্ণুকে আপন বাম পার্শ্ব হইতে জন্ম দিল।

মার্কণ্ড পুরাণে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মা লক্ষী হইতে, শিব কালী হইতে, এবং বিষ্ণু সরস্বতী হইতে জন্মিল।

তৃদেবের উৎপত্তির বিষয় নিয়ে প্রকাশিত লজ্জাজনক কাহিনী উল্লেক করিয়া, আর যাহা যাহা আছে, তাহা বর্ণনা করিতে ক্ষান্ত হইলাম।

তৃদেবের তিনজন তিনটী ব্রাহ্মণের আকার ধারণ করিয়া, অত্রি মুনির সতী পত্নী অনসূয়া দেবীর বাটীতে যাইয়া ভিক্ষা প্রার্থী হয়। তিনি তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইলে, তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা অন্য ভিক্ষা চাহি না, তোমাকে একবার উলঙ্গ দেখিতে কামনা করি। অনসূয়া দেবী এই কথায় লজ্জিত হইয়া, তাহাদের উপর পবিত্র জল ছিটাইয়া দিলে, তাহারা শিশুর আকারে পরিণত হইল। পরে অত্রিপত্নী তাহাদের তিন জনকে ক্রোড়ে লইয়া, স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। অপরাপর দেবতা এই সংবাদে শঙ্কিত হইয়া, অনসূয়া দেবীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তৃদেবের উদ্ধার জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তির বিষয় যতই বিপরীত কথা থাকুক না কেন, তাহাদের যে আরম্ভ ছিল, তাহার স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রহ্মার পরমায়ু শত বর্ষ, বিষ্ণুর দ্বি শত, ও শিবের তৃশত বর্ষ। ইহাতে দেখা যাইতেছে, তাহাদের আদি ছিল, তাহারা স্বয়ম্ভু নহে, সুতরাং তাহাদিগকে ঈশ্বর বলা যায় না।

তৃদেবের আদি ও অন্ত থাকাতে, তাহাদিগকে অনাদি অনন্ত বলা যায় না, সুতরাং তাহারা প্রকৃত ঈশ্বর নহে।

তৃদেব বা হিন্দুদেব প্রচলিত তৃমূর্ত্তি শব্দ অনুসারে

তাহারা নিঃশরীর হইতে পারে না; কারণ মূর্ত্তিঅর্থ শরীর এবং ত্রিমূর্ত্তি অর্থ তিন শরীর। এতভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব যদি নিঃশরীর হয়, তবে তাহাদের স্ত্রী, পুত্র, ও কন্যা থাকিতে পারে না, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আইলাম যে, তাহাদের তাহা ছিল।

৪। তাহাদিগকে কোন রূপে সিদ্ধ বলা যাইতে পারে না, কেননা আমরা দেখিলাম, তাহারা কামাতুর হইয়া, সর্ব্ববাদী সম্মত কুকার্য্য অর্থাৎ গন্ধক নাম্নী বেশ্যার সহবাস সুখ সম্ভোগ ও অনসূয়া দেবীকে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিল, এবং আদি শক্তি জননীর পতি হইল।

৫। যখন তাহারা শরীরী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন তাহাদিগের এক স্থানে, অবস্থিতি সম্ভব, কেননা এক শরীর একই সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহারা সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না।

৬। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব যাবতীয় পদার্থের কর্ত্তা হইতে পারে না, তাহা হইলে অনসূয়া দেবী কি প্রকারে তাহাদিগকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর আকারে পরিণত ও তাহাদিগকে আপনার অধীনে রাখিতে সক্ষম হইল? এমন কি শেষে নিকৃষ্ট দেব গণের অনুনয় বিনয়ে তাহাদের মুক্তি হইল। অপিচ বেদের না না স্থানে লিখিত আছে, পরব্রহ্ম নামে এক জন সর্ব্বেশ্বর আছেন, তিনি সকল সৃষ্ট পদার্থের, দেবগণের, এবং ত্রিমূর্ত্তিরও জন্ম দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন করিতেছেন। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব পর ব্রহ্মের সৃষ্টি প্রাণীর মধ্যে নিকৃষ্ট।

অতএব আমরা বলিতে পারি যে, সত্য ঈশ্বরের যে ছয়টী গুণ থাকা আবশ্যক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সেই গুণ গুলির কোনটীও ছিল না; সুতরাং তাহারা ঈশ্বর হইতে পারে না। আর তাহারা যে যে প্রকার কুকার্য্য করিল, তাহাতে তাহারা পূজা পাওয়া দূরে থাকুক, সম্মানও পাইতে পারে না। তাহাদের চরিত্র দোষ এতদূর মন্দ যে, তাহারা মনুষ্যের নিকট সমাদর পাইতে পারে না; তাহা আমরা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

ব্রহ্মা প্রথমে পঞ্চ মস্তক হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এই কারণে তাহাকে পঞ্চমুখ ব্রহ্মা বলিত; ব্রহ্মা পঞ্চানন অর্থাৎ শিব সদৃশ ছিল। পরে ব্রহ্মা আপন পুত্র বধু শিব-ভার্য্যা পার্ব্বতীর সহিত ব্যভিচার করিলে, আপনার একটী মস্তক হারাইল। শিব স্বীয় পত্নী পার্ব্বতীকে তাহার এই অবিশ্বস্ততার কার্য্য হেতু তিরস্কার করিলে, সে আপন দোষ স্বীকার করিল বটে, কিন্তু ছলনা করিয়া বলিল, আমি ব্রহ্মাকে পঞ্চমস্তক দেখিয়া, ভ্রম ক্রমে তাহাকে আপন স্বামী জ্ঞান করিয়াছিলাম। এই কথাতে, ভবিষ্যতে যেন এই রূপ ভ্রম আর না হয়, এই কারণে শিব ব্রহ্মার একটী মস্তক ছেদন করিল; তদবধি ব্রহ্মা চতুর্মুখ নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। অন্য এক সময় ব্রহ্মা আপন কন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া, কামাতুর হইল, এবং আপন কন্যাকে মৃগীর আকার বিশিষ্টা করিয়া, ও আপনি মৃগের আকার ধারণ পূর্ব্বক, তাহার সহিত সঙ্গম করিল। হিন্দুদিগের কোন কোন শাস্ত্র মতে, ব্রহ্মা এই অস্বভাবিক

অপরাধ হেতু, কোন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় না, ও কোন প্রকার পূজা পায় না। আর কোন কোন শাস্ত্র মতে, ভৃগু মুনি সত্যলোকে ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, ব্রহ্মা তাহাকে যথা বিহিত সম্মান না করাতে, তাহার অভিশাপে, কোন মন্দিরে, স্থান বা কাহারও নিকটে, পূজা পায় না।

হিন্দু শাস্ত্র মতে, ব্রহ্মা সত্যলোকে থাকিয়া সৃষ্টি করিতেছে, দান করিতেছে, ও প্রত্যেক মনুষ্যের ললাটে, তাহার অদৃষ্টের কর্ম্মফল নিরুপন করিতেছে। রাম প্রভৃতি কএকজনকে অমর করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্বীয় মস্তক, শিবের আক্রোশ হইতে, রক্ষা করিতে পারিল না, আর সেই মস্তক লাভ জন্য অদ্যাবধি তপস্যা করিতেছে।

ব্রহ্মা প্রথম মনুষ্যকে সৃষ্টি করণ কালে, তাহাকে এক পদ বিশিষ্ট করে, কিন্তু এক পায়ে গমন করা অসাধ্য দেখিয়া, তাহাকে আর দুইটী পা প্রদান করিল, তাহাও অসুবিধা হইল দেখিয়া, তাহাকে দুই পদ বিশিষ্ট করিল।

মনুষ্য নির্ম্মাণ কালে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিতে দেখিলে, এই বিশ্বাস হয় যে, ব্রহ্মা সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ নহে, সুতরাং ঈশ্বর বলিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত এবং পূজা, বলি প্রভৃতি পাইবার যোগ্য নহে।

বিষ্ণুর চরিত্রের বিষয় উল্লেক করিতে গেলে, লজ্জাশীলতা রক্ষা করা দুরূহ। বিষ্ণুর দুই স্ত্রী থাকিলেও,

সে বহুতর স্ত্রীলোকের সহিত ব্যাভিচার দোষ করে। এক সময়ে, তাহার ভার্য্যা লক্ষ্মী শুনিতে পাইল যে, তাহার স্বামী একটী ব্যাধ কন্যার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, তাহাতে সে ক্রোধান্বিত হইয়া, দ্বারপালকে দিয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল। বিষ্ণু কৃষ্ণের আকারে অনেক কুকার্য্য করে। প্রায় সকল পৌরাণিকের মত এই যে, প্রতিবেশী গোপিনীদিগের ক্ষীর ননী চুরি করা তাহার অভ্যাস ছিল।

এক সময়ে, গোপিনীগণ তাহার শাস্তির জন্য তাহাকে ধরিয়া, তাহার পালক মাতা যশোদার নিকট লইয়া যায়। তাহাতে যশোদা হাতে যষ্টি লইয়া বলিল, "কৃষ্ণ, সত্যই কি তুমি ননী চুরি করিয়া খাইয়াছ?" সেই সময় কৃষ্ণ অপহৃত ননী লিপ্ত হাত চাটিতে চাটিতে কহিল, "কৈ আমি ত তাহা জানি না।"

যশোদার তিরস্কার ও প্রহারে কৃষ্ণের চরিত্র সংশোধিত না হইলে, গোপিনীগণ তাহাকে চুরি করিতে ধরিয়া, উচিত মত শাস্তি দিবার নিমিত্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিছু দিন পর, তাহারা তাহাকে চুরি করিতে ধরিয়া, একটী প্রস্তরের উদূখলের গায়ে বান্ধিয়া যশোদাকে ডাকিয়া পাঠাইল, তাহাতে যশোদা ও গোপ-বালকগণ তাহাকে এমন প্রহার করিল যে, সে তাহাতে কান্দিয়া ফেলিল।

তাহার এমনি কুঅভ্যাস ছিল যে, সে কোন স্ত্রীলোককে একা পাইলে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইত এবং সুযোগ

পাইলে, বলেতে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিত। শিশুপালের কথা মতে, তাহার সপ্ত ভার্য্যা থাকিলেও, ষোল হাজার গোপিনী তাহার উপপত্নী ছিল। সে আপন জ্ঞাতী কংশ ও আপন মাতা দৈবকী প্রভৃতি বিস্তর লোককে বধ করে। তাহার কদাচারের বিষয় অধিক কি বলিব, তাহার আপন মাতুল আয়ান ঘোষের পত্নীর সহিত তাহার প্রসক্তি ছিল।

একদা শিশুপাল রাজা অপরাপর রাজন্যবর্গের সমক্ষে এই রূপে তাহার তিরস্কার করে, "নরঘাতক, ইতর লোকেরাও জানে যে, নারী হত্যা মহাঅপরাধ, কিন্তু তুই ইহা জানিয়া শুনিয়া, একটী নারীকে, সে কে? না তোর জননী, যে তোকে আপন স্তন্যে প্রতিপালন করিল, তুই তাহাকে বধ করিয়াছিস্। তোর মত পামর হইতে, কি কোন ভাল কার্য্যের আশা করা যাইতে পারে? আমি ত তোর দোষ স্পষ্টাক্ষরে দেখাইয়া দিতেছি; তুই যদি সচ্চরিত্র ও সুশীল হইতিস, তবে কি কখন নীরব হইয়া থাকিতিস্? তুই উত্তর না করিলেও, কি উপস্থিত লোকেরা নীরব থাকিবেন? আমার কথা সত্য জানিয়া, উপস্থিত লোকেরা অবাক হইয়াছেন; আর তোরও মুখ হইতে কথা সরিতেছে না, তুই চিত্রার্পিতের মত হইয়া গিয়াছিস্। (মহাভারত সভাপর্ব্ব।)

কৃষ্ণ শিশুপালের ভৎসনার প্রত্যুত্তর করিতে না পারিয়া, ক্রোধান্বিত হইল; পরে সময় ক্রমে, ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিল।

কৃষ্ণের চরিত্র যার পর নাই লজ্জাস্কর হইলেও, হিন্দুগণে নানা অশ্লীল পদ্য ছন্দে, তাহার ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ঈদৃশ দুরাত্মাকে যে হিন্দুগণ দেবতা বলিয়া সম্মান করে, এ কি আশ্চার্য্যের বিষয় নয় ?

বিষ্ণু বরাহের আকার ধারণ করিয়া, হিরণ্য কশ্যপের উদর বিদীর্ণ করিয়া, তাহাকে বধ করে। সে শূকরী দিগের প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে, তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়া, বহুতর শূকর শূকরীর জন্ম দেয়, ও তাহাদের প্রতিপালনেই ব্যাস্ত থাকে। ভাল, একি ঈশ্বরের কার্য্য ? হিন্দুগণ বিষ্ণুর বাহন গড়ুরের উপাসনা করিয়া থাকে; তবে তাহারা বিষ্ণুর তনয় শূকরের উপাসনাও করিতে পারে। যদি তাহারা বলে যে, শূকরের পূজা করা অতি জঘন্য, তবে বিষ্ণু বরাহের আকার ধারণ ও শূকরীদের সহিত সঙ্গম করিল কেন ? ইহা সর্ব্ব সাধারণের স্বীকার্য্য যে, যাহারা ইত্যাকার কাহিনী লিখিয়া গিয়াছে, তাহারা আপনাদের ঈশ্বরের যার পর নাই অবমাননা করিয়াছে।

বিষ্ণু রামাকারে অবতীর্ণ হইলে, লঙ্কাধিপতি রাবণ তাহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করে। রাম আপন পত্নী সীতাকে উদ্ধার করিতে, আপনাকে অক্ষম জ্ঞান করিয়া, বানর ও তাহাদের প্রভু হনুমানের সাহায্য প্রার্থনা করে। সীতার উদ্ধারের পর, রাম সীতাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল; কিন্তু লক্ষণের বিস্তর অনুনয় বিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাতে বিরত হইল। সীতার গর্ভে তাহার ঔরস জাত যমজ পুত্র, জন্মে; রাম না জানিয়া, তাহাদের সহিত

যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল। পরে সরয়ূ নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করে। এই সকল গল্পে রামের শক্তির ও পরাক্রমের অভাব দেখা যায়, ইহাতে এই প্রতীতি জন্মে যে, তাহাতে ঐশ্বরিক সামর্থের কিছু মাত্র ছিল না।

একদা বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দৈত্যগণকে কামে জর জর করিয়া তুলিলে, তাহারা পরস্পর বিবাদ করিয়া হত হইল।

আমরা বিষ্ণুতে কোন ঐশ্বরিক গুণ নহে, কিন্তু ইতর জন্তুর নিষ্ঠুরতা, কাম রিপু, লাম্পট্য দোষের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই।

বিষ্ণু মনোমথের অর্থাৎ কামের জন্মদাতা হওয়াতেও কোন সম্মান পাইতে পারে না। লোকের অন্তরে অশুচিতা জন্মানই কামের কার্য্য। কামের পত্নী রতী অর্থাৎ বলবতী রমণেচ্ছা কামিনী। কাম এতদূর নির্লজ্জ ও অশ্লীল যে, শিব ধ্যানে নিমগ্ন হইলে, তাহার শরীরে, কামের উত্তেজনা করিতে, লজ্জা বোধ করে নাই। শিব কামের ঈদৃশ বিগর্হিত ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে দগ্ধ ও ভস্মসাৎ করিল। যদি কামের পিতা বিষ্ণু প্রকৃতই বিশ্বরক্ষক হইত, তবে অগ্রে আপন পুত্রকে রক্ষা করিত। হিন্দুগণ কামদেবের পর্ব্বাহে নানা জঘন্য কার্য্য করিয়া থাকে। ভাল কামের কার্য্য দেবোচিত বা নারকির কার্য্য?

এখন শিবের চরিত্রের বিষয় কিছু দেখা যাউক। তাহার অনেক পত্নী থাকিলেও, সে বিস্তর নারীকে ভ্রষ্ট করে। বেশ্যালয়ে গমন জন্য, তাহার ভার্য্যা তাহাকে

অনেকবার ভৎসনা করিয়াছিল। একদা শিব শঙ্খকারকের বেশে, এক গৃহস্থের বাটী যাইয়া, সেই বাটীর সাত ভগ্নীর সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করে, পরে তাহাকে তাহাদিগকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিলে, শিব তাহাকে দেখিয়া উন্মত্ত হইলে, কি কুকার্য্য না করিল; এই সম্মিলনে হরিহরের জন্ম হইল। আমরা কাব্য বিশেষে দেখিতে পাই, শিব বিষ্ণুর ন্যায় বরাহ আকার ধারণ করিয়া, বিস্তর শূকর শূকরীর জন্ম দিয়াছিল। এই সকল বিবরণ পাঠ করিলে, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি শিবকে এক জন ঐশ্বরিক পুরুষ বলিতে পারে?

শিব নিজে সংহার কর্ত্তা, অথচ বুদ্ধির দোষে বর্ম্মাসুরের হাত এড়াইতে পারে নাই। বর্ম্মাসুর ঐশ্বরিক পুরুষ শিবের উদ্দেশে, মহা তপস্যা আরম্ভ করিল, তাহাতে শিব তাহাকে দর্শন দিয়া কহিল, তুমি কোন্ বর প্রার্থনা কর? সে কহিল, আমি যাহার মস্তকে হাত দিব, সে যেন ভস্ম হইয়া যায়। শিব তথাস্তু বলিয়া, সেই বর দিল। তখন বর্ম্মাসুর প্রাপ্ত বর খাটাইয়া দেখিবার নিমিত্ত, শিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; শিব প্রাণের ভয়ে, একটী ফুলের ভিতরে আশ্রয় লইল। ইত্যাবসরে দেবগণ আর কোন উপায় না দেখিয়া, বিষ্ণুর আরধনা করিলে, বিষ্ণু একটী সুন্দরী রমণীর আকার ধারণ করিল, ও বর্ম্মাসুরকে দিয়া, তাহার আপন মস্তকে হাত দেওয়াইলে, সে ভস্মসাৎ হইল। তখন ঈশ্বর শিব নিভৃত স্থান হইতে নির্ভয়ে বাহির হইয়া আইল।

ত্রিপুরাসুরও শিব প্রভৃতি ঈশ্বরগণকে বিস্তর কষ্ট দিয়াছিল। গৃৎসমুদ মুনি ঐশ্বরিক ধ্যানে নিমগ্ন ছিল; এক দিন, সে চক্ষু উন্মোচন করিয়া দেখে, একটী পরম রূপবান বালক তাহার সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার পোষ্য পুত্র হইতে, নিবেদন করিতেছে। গৃৎসমুদ বালকটীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, তাহাকে নিগূঢ় ওঁম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে শিখাইলে, এবং আপন বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, গণেশের ধ্যান করিতে প্রেরণ করিল। বহুদিন পরে, গণেশ তাহাকে দেখা দিয়া, বর প্রার্থনা করিতে বলিল। তাহাতে সে বলিল, আমি যেন ত্রিলোক জয় করিতে পারি, আর শিবের অস্ত্র ভিন্ন আর কোন অস্ত্র যেন আমার শরীর ভেদ করিতে না পারে, তিনটী সুপ্রসিদ্ধ নগর অর্থাৎ একটী লৌহের, দ্বিতীয়টী রৌপ্যের, ও তৃতীয়টী স্বর্ণের নগর অধিকার করিতে পারি, আর এই পৃথিবী ত্যাগ করিলে, যেন ঈশ্বরত্বে লীন হইতে পারি। গণেশ সেই বরই দিল। এই অদ্ভুত বালকের নাম ত্রিপুরাসুর। এই ত্রিপুরাসুর ইন্দ্রকে জয় করিল; দেবোদ্দেশে দত্ত মনুষ্যদের বলি ও নৈবেদ্য বন্ধ করিলে, দেবতারা অনাহারে মুমূর্ষ প্রায় হইল। গণেশ আপন প্রতিজ্ঞামতে ত্রিপুরাসুরের নিমিত্ত, তিনটী নগর নির্ম্মাণ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে ময়দানব (অপর নাম ত্রিপুরাসুর) ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বাসস্থান অধিকার করিয়া রহিল। শিব গণেশের উদ্দেশে তপস্যা আরম্ভ করিলে, গণেশ তাহাকে দেখা দিয়া, তাহাদের

শত্রুপরি জয়লাভ করিতে, বর প্রদান করিল। দেবগণ শিবের সহিত যোগ দিয়া, ময়দানবকে পরাজয় ও তাহার তিন নগর অগ্নিবাণে ভস্মসাৎ করিল।

আমরা বিঘ্নেশ্বরের বিবরণ মধ্যেও শিবের দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই। শিবের পুত্র বিঘ্নেশ্বর, বিঘ্নার্থক ঘা গণেশের চারি হস্ত ও দীর্ঘ উদর থাকাতে, তাহাকে কিম্ভূত কিমাকার দেখাইত। তাহার ভ্রাতা অশ্বিনী কুমার ঈর্ষাপরবশ হইয়া, তাহার মস্তক ছেদন করে। ঈশ্বর শিব ইহাতে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া, তাহার প্রতি-কারের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল; পরে সে এই পরামর্শ পাইল যে, উত্তরাভিমুখে প্রথমে যে প্রাণী দেখিতে পাইবে, তাহারই মস্তক ছেদন করিয়া, গণেশের শরীরোপরি বসাইয়া দিবে। শিব প্রথমবার উত্তর দিকে, একটী হস্তী দেখিতে পাইয়া, তাহার মুণ্ড কর্ত্তন পূর্ব্বক বিঘ্নেশ্বরের দেহোপরি বসাইয়া দিল। গণেশ যতই কুরূপ ও বদাকার হউক না কেন, সে আপন পিতা মাতাকে বলে যে, সে আপন জননী পার্ব্বতী তুল্যা সুন্দরী কন্যা, না পাইলে, বিবাহ করিবে না। সে অদ্যাবধি পার্ব্বতীর তুল্যা কন্যার অন্বেষণে আছে। এই কারণে হিন্দুগণ তাহার মূর্ত্তি নদী, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি যে যে জলাশয়ের নিকট স্ত্রীলোকেরা যাতায়াত করে, তথায় স্থাপন করে, যেন গণেশ তথায় আগত কোন সুন্দরীকে দেখিয়া, তাহাকে মনোনীত করে। বিঘ্নেশ্বর আপন মস্তক রক্ষা ও মনোমত ভার্য্যা পাইতে না পারিলেও, হিন্দুরা তাহার শক্তিতে দৃঢ়

বিশ্বাস করিয়া, তাহার মূর্ত্তির আরাধনা করে। হিন্দুগণ যাবতীয় কর্য্যে বিঘ্নবিনাশের কারণে, তাহার সাহায্য যাচ্ঞা করে; বিবাহেচ্ছুক পুরুষ সুন্দরী কন্যার কারণে, তাহার নিকট নিবেদন করে, এমন কি বিবাহের কবচোপরি তাহার কুৎসিত আকার পর্য্যন্ত ধারণ করে।

এই প্রকার অদ্ভুত ও অসমর্থ দেবতার উপাসনা করা কি মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিমান প্রাণীর উচিৎ?

এখন আমরা অপরাপর দেবতার দোষ গুণের বিচার করিতে চেষ্টা পাইব। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবগণের মধ্যে কশ্যপ ও অদিতী পুত্র ইন্দ্র সর্ব্বপ্রধান। তাহার বাসস্থান স্বর্গ; তথায় তাহার বহুতর অপসরা ও সেবাদাসী আছে। এক সময় অসুরগণ উর্ব্বশী নাম্নী তাহার একটী সেবাদাসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, উর্ব্বশী সাহায্য হেতু উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ আপনাদিগকে অসুরগণের অসমকক্ষ জ্ঞানে, উর্ব্বশীকে উদ্ধার করিতে কোনই চেষ্টা পাইল না। পুরুরবাঃ রাজা আসিয়া, উর্ব্বশীকে অসুরগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন; তাহাতে ইন্দ্র পরমাহ্লাদিত হইয়া, সুখ সম্ভোগার্থে তাহারে উর্ব্বশীকে দান করিল। উর্ব্বশীর গর্ভে ও উক্ত রাজার ঔরষে, নিকীসার পিতা অযুবের জন্ম হয়। মহাভারতের কথা মতে, এই অযুব শতক্রু যজ্ঞ করিয়া, ইন্দ্রের রাজ্য হরণ করে, কিন্তু মুনিগণের বিরাগ ভাজন হইলে, ইন্দ্রপুরী হারাইল, সুতরাং ইন্দ্র আপন রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইল।

ইন্দ্র গৌতম মুনির ভার্য্যা অহল্যাকে ভ্রষ্ট করিল; গৌতম তাহা স্বচক্ষে দেখিলে, ইন্দ্র বিড়ালের আকার ধারণ করিয়া, পলায়ন করিল। তথাচ উক্ত মুনি তাহাকে অভিশাপ দিলে, সেই হইতে তাহার দেহ সহস্র স্ত্রী যোনিতে পূর্ণ হইল।

কোন ব্যক্তি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, পাছে আরবার তাহাকে রাজ্যচ্যুত করে, ইন্দ্র এই আশঙ্কায় শতক্রু যজ্ঞকারীদের যজ্ঞের অশ্ব হরণ করে, ও সেই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মায়। বিশ্বামিত্র মুনি তাহার রাজ্য লইবার নিমিত্ত, তপস্যা আরম্ভ করিলে, ইন্দ্র তাহার তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য, আপনার সেবাদাসী মেনকাকে পাঠাইয়া দিয়া, তাহাকে তাহার সহিত পাপ করায়। আর এক সময়, আপন পুত্র অর্জ্জুনকে পাপাসক্ত করিবার নিমিত্ত, আপনার অপসরাগণকে আদেশ করিয়াছিল। (মহাভারত)

ইন্দ্র অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে; আর সে আপনার পূর্ব্ব কথিত কার্য্য হেতু, ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য নহে।

এখন হিন্দু দেবীদের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। হিন্দুগণ যে সকল দেবীর পূজা করে, তাহারা বেশ্যা অপেক্ষা অধম ও অপকারিণী; তাহাদের স্বভাব চরিত্রের বিষয় আলোচনা করিলে, তাহাদিগকে নারকী অপেক্ষা মন্দ বলিয়া জ্ঞান হয়। শিবের পত্নী কালী মহামারী প্রভৃতির উৎপাদিকা; আর বেশ্যা, দস্যু, মাদক দ্রব্য সেবনকারীদিগের উপাস্য দেবী। কে না জানে,

দস্যুগণ অমাবস্যা রাত্রিতে, কালীর পূজা করিয়া, ডাকাতি করিতে বহির্গত হয়। কালী উপাসকগণ ভৈরবী চক্রের সময়, একটী যুবতীকে উলঙ্গ করিয়া রাখিয়া, ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া মদ্যপানে মত্ত হয়। আর যে সকল লম্পট কোন দৃঢ় ব্রতী নারীর সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিতে কামনা করে, তাহারা অমাবস্যা রাত্রিতে, শ্মশানে যাইয়া, কালীর উপাসনা করে। এইটী ঈশ্বরীয় কার্য্য, না স্বয়ং নারকীর কার্য্য? এই বিষয় শুচিতাপ্রিয় হিন্দুগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন। ছিন্নমস্তা দেবীর মূর্ত্তি দেখিলেই ঘৃণা জন্মে। রতী ও কামদেব সম্ভোগ সুখে লিপ্ত, আর ছিন্নমস্তা দেবী তদুপরি উলঙ্গ হইয়া ও বিকট আকার ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই দেবীর উপাসনায় মনে শুচিতার, না কামের আবির্ভাব হয়? ইহাতেও কি এই সকল অলীক দেব দেবীর প্রতি হিন্দুগণের ঘৃণা জন্মে না।

শেষে হিন্দু দেব দেবীগণের জন্ম থাকাতে, তাহারা আপনা আপনি নিত্যজীবী হইতে পারে না; তাহাদের শরীর থাকাতে, তাহারা নিঃশরীর হইতে পারে না; তাহারা সর্ব্ব প্রকার পাপে লিপ্ত থাকাতে, পবিত্র হইতে পারে না; তাহাদের পৃথক পৃথক রাজ্য যথা সত্য লোক, বৈকুণ্ঠ, কৈলাশ, স্বর্গ প্রভৃতি থাকাতে, সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না; তাহাদের নিজের আদি থাকাতে, তাহারা যাবতীয় সৃষ্টি পদার্থের আদি কারণ হইতে পারে না; সংক্ষেপে তাহারা কাম, ক্রোধ, হিংসা,

ভোগাভিলাষ প্রভৃতি অসদ্ প্রবৃত্তি এবং দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, বিঘ্ন, শাস্তি, প্রহার, রোগ, শোক, প্রভৃতির বশবর্ত্তী হওয়াতে, তাহারা কোন ক্রমে ঈশ্বর এই নাম পাইবার যোগ্য নহে; ঈশ্বরের অর্থই যাবতীয় সিদ্ধির আতিশয্য ও মন্দতা বিবর্জ্জিত।

কোন কোন হিন্দু বলে, দেবতাদিগের দোষ, দোষ নহে; তাহারা সকলই করিতে পারেন। এই কথা যুক্তি সিদ্ধ নহে; প্রথমতঃ মনুষ্য মাত্রেরই এই জ্ঞান যে, ঈশ্বরকে যাবতীয় গুণ ও সিদ্ধির আদর্শ হইতে হয়। তবে হিন্দু দেবতাগণ কেন আপনাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেও দোষী হইবে না? দ্বিতীয়তঃ হিন্দুগণ বলিয়া থাকে, ঈশ্বর ধার্ম্মিকের পুরস্কার ও অধার্ম্মিকে শাস্তিদাতা; তিনি পুণ্যবান দিগকে স্বর্গে গ্রহণ ও পাপীদিগকে নরকে নিক্ষেপ করেন। তবে কদাচারী ঈশ্বর কি প্রকারে কদাচারী ব্যক্তিকে নরকে নিক্ষেপ করিতে পারে? তৃতীয়তঃ মনুষ্যগণ পাপাচার ঘৃণা করে, আর পাপাচারী ব্যক্তি যে পরিমাণে ধন, মান, ও পদমর্য্যাদায় উন্নত হয়, সে সেই পরিমাণে লোকের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য হয়। সাধারণ লোকের যে পাপ ও পাপাচরণ দূষ্য, মুনি ঋষিগণের সেই পাপ ও পাপাচরণ অপেক্ষাকৃত দূষ্য, আর ঈশ্বরগণের সেই পাপ ও পাপাচরণ আরও কত অধিক দূষ্য। দীপ্তির সহিত অন্ধকারের অবস্থান যেমন অসঙ্গত, সত্য ঈশ্বরের সহিত পাপ থাকাও সেই প্রকার অসঙ্গত।

একই সময়ে বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব অসঙ্গত। প্রথমতঃ

ঈশ্বর অশেষ, বহু ঈশ্বর হইলে কেহই অশেষ বা অনন্ত হইতে পারেন না; কেন না একের যাহা আছে, অন্যের তাহা না থাকা সম্ভব, সুতরাং এক জন অন্য জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর সর্ব্বেশ্বর, তাঁহা হইতে সকলেরই উৎপত্তি হইল; যদি বহু ঈশ্বর থাকেন, তবে একের উৎপত্তি অন্য হইতে, সুতরাং সেই ঈশ্বর সর্ব্ব প্রধান হইতে পারেন না। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; যদি বহু ঈশ্বর থাকেন, তবে কেহই সর্ব্বশক্তিমান হইতে পারে না। জাগতিক নিয়মের সামঞ্জস্য দৃষ্টে, এক ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই প্রতীতি জন্মে, এক বাটীতে দুই কর্ত্তা থাকিলে, কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটে, কেন না এক জন যাহা বলে, অন্য জন তাহার বিপরীত বলিতে পারে; আর যদি তাহা না বলে, তবে একজন অন্য জনকে প্রধান বলিয়া সম্মান করে। সুতরাং এক ঈশ্বর থাকাই সম্ভব, আর কাথলিকেরা সেই ঈশ্বরকে পুজা করিয়া থাকে।

ইহা সত্য বটে, একজনে যে কার্য্য করে, অনেকে সেই কার্য্য করিলে, স্বল্পে হইতে পারে; কিন্তু তাহা ঈশ্বরের পক্ষে খাটে না, কেন না ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান, তাঁহার কিছুই অসাধ্য নহে। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা অনায়াসে মুহুর্ত্ত মধ্যে করিতে পারেন।

আমরা মন্দাক উপনিসদে দেখিতে পাই, হিন্দুদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যদিগের ঈশ্বরের একত্বের ও আস্তিকতার জ্ঞান ছিল। যথা, "বাস্তবিক কেবল এক (আত্মা) ঈশ্বর পরমাত্মা আছেন, তিনি বিশ্বের প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা; অর্থাৎ সর্ব্ব প্রধান জন.........কেবল ঈশ্বরের (আত্মার)

ভজনা কর, কেবল ঈশ্বরকে (আত্মাকে) জান; এবং অপরাপর প্রসঙ্গ পরিত্যাগ কর।”

বেদের অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে ঈশ্বর ব্রহ্মা নামে খ্যাত, কিন্তু ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম নামে নহে। একটী গ্রন্থে লিখিত আছে, “ব্রহ্ম অনাদি অনন্ত, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জন, আপনাকে সুখে ও আনন্দে ব্যক্ত করেন।”

আধুনিক হিন্দুদিগের এক ঈশ্বরের জ্ঞান থাকিলেও, তাহারা এক ঈশ্বরের পূজা পরিত্যাগ করিয়া, নানা মিথ্যা দেব দেবীর পূজা করে। এই সম্বন্ধে রেবেরেণ্ড গ্যারেট্ সাহেব বলেন,

“বেদে ঈশ্বর বিষয়ক মত সত্য ধর্ম্ম বলিয়া, শিক্ষা দিয়াছে, এই ধর্ম্মের মধ্যে অন্যান্য আকারের অর্চ্চনা দেখিতে পাওয়া যায়, এখন সেই বিশ্বাস উঠিয়া গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে বহু দেব দেবীর অরাধনা ও প্রতিমা পূজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুগণ এক ঈশ্বরের আরাধনা ভুলিয়া যায় নাই বটে; কিন্তু পণ্ডিতগণ ভিন্ন আর কাহাকেও তদ্বিষয় চিন্তাও করিতে দেখা যায় না।

“বেদ প্রণেতাগণের পঞ্চভূত ও প্রকৃতির শক্তির অপর পারস্থ প্রকৃত ঈশ্বরের জ্ঞান ছিল, আর যদিও এই জ্ঞান ব্যাপ্ত করা তাহাদের ঐকান্তু বাসনা ছিল, তথাচ তাহারা জন সাধারণের বিশ্বাস বজায় রাখিবার মানসে, কিছুই করেন নাই; কিন্তু হয়ত তাঁহারা দেশ ব্যাপ্ত প্রচলিত প্রথার অনুরোধে, কিম্বা যাজকদিকের লাভ হেতু, প্রতিমা পূজা ঐশ্বরিক শক্তির চিহ্ন, বলিয়া

থাকিতে দিলেন; আর প্রকৃত ঈশ্বরের পূজার পদ্ধতি বা তাঁহার কোন মন্দির নিরূপিত করিলেন না। হায়! মানুষিক দুর্ব্বলতা হইতে আর কিসের প্রত্যাসা করা যাইতে পারে? অস্পষ্ট ও ইন্দ্রিয় বোধক ধর্ম্ম নিগূঢ় মহৎ গুণযুক্ত ধর্ম্মোপরি প্রবল হইল। প্রাচীন বহু দেব দেবীর পূজা প্রবল রহিল, পরে বীর-পুরুষগণ ঈশ্বরের পদ, মর্য্যাদা অপহরণ করিয়া, তাহারাই ঈশ্বর বলিয়া, পূজিত হইতে লাগিল।"

এই দেশে জাতি প্রথা এত দূর প্রবল এবং ব্রাহ্মণগণ অপরাপর জাতিকে এতদূর বশে রখিয়াছে যে, কোন কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি দেব দেবীর ভজনা পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বশক্তিমান এক ঈশ্বরের পূজা করেন, তবে তাঁহার জাতিপাত হয়, এবং সমাজিক যতদূর কষ্ট মনুষ্যের প্রতি সম্ভবে, তাঁহাকে ততদূর কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

হিন্দুধর্ম্ম পরীক্ষায় এই সিদ্ধান্ত হয়;—

১। হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা; এই ধর্ম্মে মনুষ্যাদি যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টি ও রক্ষা কর্ত্তা সত্য ঈশ্বরের পূজা ও সেবা হয় না।

২। হিন্দুগণ সত্য ঈশ্বরের পূজা ও সেবা ত্যাগ করাতে, তাহারা কোন ক্রমে স্বর্গ লাভ করিতে পারে না; কিন্তু তাহারা অনন্ত কাল জন্য নরকে দণ্ডিত হইবে।

৩। যদি হিন্দুগণ আত্মিক লাভ ও আত্মার পরিত্রাণের

বাসনা করে, তবে তাহাদিগের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, রোমন কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করা অবশ্যক। আমরা এই ধর্ম্মের বিষয় পর অধ্যায় প্রকাশ করিব।

তৃতীয় অধ্যায়।

কাথলিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা।

কাথলিক ধর্ম্মের শিক্ষা এই ;—সত্য ঈশ্বর আমাদের আদি পিতা মাতা আদম ও হবাকে নির্দোষ অবস্থায় সৃষ্টি করিয়া, এদন নামক একটী উদ্যানে রাখেন। উক্ত উদ্যান পৃথিবীর মধ্যে যাব পর নাই সুখময় স্থান ছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐ উদ্যানে কিছু দিন রাখিয়া, তথা হইতে উঠাইয়া লইয়া, স্বর্গে মহা সুখে রাখিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাহাদের সৃষ্টি কালে, তাহাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করেন; তাহারা উক্ত স্বাধীন ইচ্ছা বলে, ঈশ্বরের বাধ্য বা অবাধ্য হইতে সক্ষম ছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐ উদ্যানস্থ একটী বৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করেন, আর বলেন যে, তোমরা এই বৃক্ষের ফল খাইলে, অনন্ত মৃত্যু-যোগ্য হইবে।

অনৈক ভ্রষ্ট দূত * তাহাদের সুখ-দ্বেষী হইয়া, তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইল। একদা সে সর্পের আকার ধারণ করিয়া, এদন উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং হবাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক ঐ নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাইতে, শঠতা পূর্ব্বক প্রবৃত্তি দিল। পরে হবা স্বেচ্ছায় সেই ফল খাইল ও আপন স্বামীকে দিলে, সেও তাহা খাইল। এই রূপে তাহারা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়াতে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দণ্ড ভোগী হইল। তাহারা এক জন অন্য জনের গায়ে, দোষ ফেলিতে চেষ্টা করিলেও, কোন ফল হইল না। ঈশ্বর তাহাদিগকে উক্ত সুখময় স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন; তাহারা লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া, অতি কষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিল। আর ঈশ্বর স্থির করিলেন যে; তাহারা যে ধূলিতে নির্ম্মিত হইল, পুনঃ সেই ধূলিতে লীন হইবে; এবং তাহারা যত দিন আপনাদের পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করিবে, তত দিন তাহারা, কি তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাহাদের এই পাপ হেতু, জগতের যাব পর নাই অহিত হইল, আর তাহাদের দুঃখ কষ্টের সীমা থাকিল না। ঈশ্বর তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিলেন যে, কাল সম্পূর্ণ হইলে, নারীর গর্ভজ সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবে অর্থাৎ অনৈক নারীর গর্ভে এক জন ত্রাণকর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং যে দাবল সর্পের

* ৮ম অধ্যায় ১৮শ বিচ্ছেদ দেখ।

আকার ধারণ করিয়া, নারীকে প্রবঞ্চিত করিল, তাহার উপর জয় লাভ করিবেন।

এই রূপে মানব জাতির মূলে পাপ জন্মিল; আর পাপচারী নর কুল জন্মিয়া, জগৎ পূর্ণ করিল। শেষে এই পাপাচারী বংশ এতদূর অসৎ হইয়া উঠিল যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে সংহার না করিয়া, থাকিতে পারিলেন না। যে সকল সৃষ্টি প্রাণী নোহ, নামক জনৈক ন্যায়বানের জাহাজে রক্ষা পাইল না, ঈশ্বর তাহাদের সকলকে একটী মহা জল প্লাবন দ্বারা ধ্বংশ করিলেন। সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে আট জন মাত্র রক্ষা পাইল; তাহারা পৃথিবীকে আর বার প্রজাবন্ত ও বহু বংশ করিল; এই নূতন বংশ পূর্ব্বতন লোক অপেক্ষা বড় একটা ভাল ছিল না। শত বর্ষের মধ্যে লোক সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে, তাহারা এক স্থানে বসতি করিতে পারিল না। অনন্তর তাহারা যেন মহাজলপ্লাবন দ্বারা আর বার বিনিষ্ট না হয়, এই কারণে তাহারা স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক গগণভেদী একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঈশ্বর তাহাদের দর্প চূর্ণ হেতু, তাহাদের ভাষার, ভিন্নতা জন্মাইয়া দিলেন, তাহাতে তাহারা আর পরস্পর পরস্পরের কথা বুঝিতে না পারিয়া, দেশ দেশান্তরীকৃত হইল।

এই সকল লোক আপনাদের গোষ্ঠীপতির নিকট আর না থাকাতে, পাপাচারে মুগ্ধ ও অজ্ঞানতারূপ অন্ধকারে বেষ্টিত হওয়াতে, আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তাকে

বিস্মৃত হইয়া, কল্পিত দেব-দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তিন শত বৎসরের মধ্যে তাহারা ঘোর পৌত্তলিকতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; কেবল এবরের বংশের কাহার কাহার মধ্যে সত্য ধর্ম্মের জ্ঞান ছিল। নোয়ার দশম ও এবরের ষষ্ঠ পুরুষ জাত অব্রাহাম নামক এক জন সত্য ধর্ম্মাবলম্বী আপন পিতা তেরহের সহিত কাল্দীয়দের উর নগরে বাস করিত। একদা ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যেন সে আপন মাতৃভূমী পরিত্যাগ করিয়া, কিনান দেশে গমন করে। অব্রাহাম ঈশ্বরের আজ্ঞা মতে, আপন ভার্য্যা সারা ও ভ্রাতুষ্পুত্র লোটকে সঙ্গে লইয়া, কিনানে প্রস্থান করিল, তথায় ঈশ্বর তাহাকে কএক বার দেখিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি তাহার বংশকে এই কিনান দেশ দিবেন, আর তাহার বংশে পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতি আশীর্ব্বাদিত হইবে, অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সকল জাতির ত্রাণ কর্ত্তা হইবেন।

অব্রাহাম আপন মাতৃভূমী পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের আজ্ঞা মতে, যে দেশে আগমন করেন, তথায় তাঁহার বিস্তর কৃষিভূমী ও গো মেষাদি পশু ছিল। তাঁহার মরণান্তে তাঁহার পুত্র, পরে তাঁহার পৌত্র, উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়। যাকোব বিস্তর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিল, বৃদ্ধকালে প্রিয় পুত্র যোষেফের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, অতিশয় কাতর হইল। কতক কাল পরে, শুনিতে পাইল যে, যোষেফ মরে নাই, কিন্তু মিসরের

রাজ. প্রতিনিধি হইয়াছে। যোষেফ আপন পিতা ও ভ্রাতৃগণকে মিসরে লইয়া যান; যাকোব তথায় আর সতের বৎসর জীবিত থাকেন। তিনি মরণ কালে আপন সন্তানগণকে আহ্বান পূর্ব্বক এক এক জনকে এক এক প্রকার আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি আপন জ্যেষ্ঠ যহুদাকে বলেন যে, তাহার বংশ রাজা হইবে, আর যখন তাহার বংশ হইতে রাজদণ্ডনীত হইবে, অর্থাৎ তাহার বংশের কেহই রাজা থাকিবে না, তখন প্রতিশ্রুত ত্রাণ কর্ত্তার আগমন হইবে।

যত দিন যোষেফ জীবিত ছিলেন, তত দিন ইস্রায়েল (যাকোবের) সন্তানগণের কোন কষ্ট দুঃখ হয় নাই। পরে মিস্রীয়গণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। বহু দিন পরে, ঈশ্বর তাহাদের ক্রন্দন শুনিলেন, এবং যাকোবের পুত্র লেবী বংশ জাত মোশী নামক এক ব্যক্তি দ্বারা তাহাদিগকে মিস্রীয়দের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিলেন। প্রথমে মিসর অধিপতি ফেরো ইস্রায়েল সন্তানগণকে দাসত্ব অবস্থায় রাখিবার বিস্তর চেষ্টা করেন; কিন্তু মোশী ঈশ্বরের সাহায্যে, তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি ইস্রায়েল সন্তানগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, প্রান্তরের মধ্যে দিয়া, লোহিত সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফেরো রাজা তাহাদের যাত্রা সংবাদ শুনিয়া, বহু সংখ্যক সেনা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। এই মহা সঙ্কটের সময় মোশী সাহস পূর্ব্বক লোহিত

সাগরের কূলে উপস্থিত হইলেন; পরে তিনি ঈশ্বরের আদেশ মতে, সাগরের জলোপরি আপন হস্ত বিস্তার করিলে, সাগরের জল দুই ভাগ হইল, ও মধ্যে শুষ্ক স্থল বাহির হইল; মোশী সেই পথ দিয়া, ইস্রায়েল সন্তানদিগকে লইয়া, অপর পারে গেলেন। ফেরোণ তাহাদের দেখা দেখি, সেই পথ দিয়া, সাগরের মধ্য ভাগে, উপস্থিত হইবা মাত্র, সাগরের জল পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিত হইয়া গেল, তাহাতে ফেরো ও তাঁহার সমস্ত সৈন্য সাগর গর্ভে নিহিত রহিল।

এযাবৎ ইস্রায়েল সন্তানগণ স্বাভাবিক ব্যবস্থা ও গোষ্ঠিপতিদের হইতে প্রাপ্ত শ্রুত বাক্য মতে চলিত। পরে ঈশ্বর সিনাই পর্ব্বতে মোশীকে তাহাদের জন্য ব্যবস্থা দিলেন, তাহাই মৌশিক ব্যবস্থা নামে খ্যাত। উক্ত ব্যবস্থার দশ আজ্ঞা মাত্র যীশুখ্রীষ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল; অতিরিক্ত ইস্রায়েল সন্তানদের পালনীয় বহুতর ধর্ম্মের রীতি নীতি ছিল; যীশুখ্রীষ্ট আসিয়া কৃপার ব্যবস্থা প্রকাশ করিলে, সেই গুলি রহিত হইল। ইস্রায়েল সন্তানগণ মোশী ও তাহার ভ্রাতা হারণের কর্ত্তৃত্বাধীনে সিনাই পর্ব্বতের তলভূমী হইতে, প্রান্তরের মধ্যে দিয়া, প্রতিশ্রুত কিনান দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। মোশীর সময় হইতে মাকাবিদিগের শেষ ভ্রাতা সিমোনের সময় পর্য্যন্ত, ইস্রায়েল সন্তানগণ বিচারকর্ত্তৃ, রাজা, ও সেনানীদিগের কর্ত্তৃত্বাধীনে তের শত পঞ্চাশ বৎসর যাহা যাহা করেন, তাহা ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত আছে।

সিমোন শাকবির পর তাহার পুত্র যোহন ইস্রায়েল-দিগের নায়ক হইলেন; অনন্তর যোহনের পুত্র আরিস্তো-বুলুস্ রাজা হইলেন; তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা সেকন্দর দুই বৎসর রাজ্য করিয়া, হির্কানুস ও আরিস্তোবুলুস্ নামে পুত্র রাখিয়া যান। এই দুই ভ্রাতা রাজ্য লইয়া পরস্পর বিবাদ অরম্ভ করিল, এই সুযোগে রোমীয়গণ যিরূশালম জয় করিয়া লইল। রোমীয় সম্রাট্ পোম্পি উক্ত যিহুদায় যিহুদীয় রাজ বংশীয় কোন না কোন ব্যক্তিকে দেশাধিপতি করার নিয়ম করেন। কিছু দিন পর আন্তনি মার্ক রোমীয় মন্ত্রি সভার আদেশ মতে, ইদুমীয় বংশীয় হেরোদকে যিহুদিয়ার রাজা করেন। এখন যিহুদা বংশের কোন ব্যক্তি রাজা না হইয়া, অপর বংশের এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। যাকোব আপন সন্তানগণকে বলিয়া যান, যে সময় যিহুদার বংশ হইতে, রাজ দণ্ডনীত হইয়া, অপর বংশকে দত্ত হইবে, সেই সময় অঙ্গীকৃত ত্রাণকর্ত্তার আগমন হইবে; এখন সেই সময় উপস্থিত।

হেরদ রাজার রাজত্বের সপ্তবিংশ বৎসরে ও জগৎ সৃষ্টির চারি সহস্র বৎসর পরে, ঈশ্বরের আদেশ মতে, ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখিত প্রতিশ্রুত বাক্য মতে, যিহুদিয়ার অন্তঃপাতী বৈথলেহমে, কুমারী মারিয়ার গর্ভে, আমাদের ত্রাণ কর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিলেন।

অতি পূজনীয় তৃত্বের দ্বিতীয় জন, পুত্র ঈশ্বর, আমাদিগের আত্মাকে কেবল পাপ হইতে উদ্ধার

করিবার নিমিত্ত নহে, পুণ্যাচরণ দ্বারা আমাদিগকে স্বর্গের পথের বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত মনুষ্য হইলেন। তিনি ক্রুশোপরি প্রাণত্যাগ করিয়া, আমাদের আত্মাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকে স্বর্গের পথের বিষয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অতি মহান বিশ্বাস, অত্যুৎকৃষ্ট নিগূঢ়, যুক্তি সঙ্গত অভ্যাসিক কার্য্য, অতি পবিত্র আজ্ঞা, সান্ত্বনাদায়িনী প্রতিজ্ঞা, সংক্ষেপে মনুষ্য মাত্রেরই পরিত্রাণ জন্য একটী প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিলেন। এই ধর্ম্মই সত্য, আর এই ধর্ম্মের মূল সূত্রোপরি খ্রীষ্টীয় সভা সংস্থাপিত হইয়াছে; যাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী,—আমাদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুগামী, তাহারাই খ্রীষ্টীয় সভা নামে খ্যাত।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা সকল স্থান ব্যাপী, সকল কাল ব্যাপী ও সকল শ্রেণীর লোকের জন্য উপযুক্ত হওয়াতে, তাহা কাথলিক ধর্ম্ম শিক্ষা নামে খ্যাত। এই কাথলিক ধর্ম্ম অনুসারে প্রথমতঃ আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয় যে, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত বাপ্তিজম সক্রামেন্ত গ্রহণ করিয়া, যীশুখ্রীষ্টের কাথলিক সভা ভুক্ত হইতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হয় যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; তিনি আকাশ, পৃথিবী, দূত, মনুষ্য, ও যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি সর্ব্বব্যাপী, এক কালে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত আছেন; তিনি ন্যায়বান, পাপিদিগকে অর্থাৎ যাহারা গুরুতর পাপের অবস্থায় মরে, তাহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ এবং

ধার্ম্মিকদিগকে অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরের কৃপার অবস্থায় মরে, তাহাদিগকে স্বর্গে গৌরব প্রদান করেন।

আমাদিগকে আরও বিশ্বাস করিতে হয় যে, অতি পবিত্র তৃত্ত্বে অর্থাৎ অসীম, অনাদি অনন্ত, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, ও ন্যায়বান ঈশ্বরে পিতা, পুত্র, ও পবিত্রাত্মা নামে তিন জন অথচ কেবল এক ঈশ্বর আছেন; অতি পবিত্র তৃত্ত্বের দ্বিতীয় জন—পুত্র ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা ঈশ্বর কর্তৃক কুমারী মরিয়ার গর্ভে মনুষ্য হইলেন; তিনি দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর আকারে জন্মিলেন, আমাদের আত্মার মুক্তির জন্য ক্রুশেবিদ্ধ হইয়া মরিলেন; তিনি যীশুখ্রীষ্ট নামে বিদিত, প্রকৃত ঈশ্বর ও প্রকৃত মনুষ্য, মৃত্যুর পর মৃতদের মধ্য হইতে, পুনরায় জীবৎমান হইয়া উঠিলেন; তিনি স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন; সাধারণ বিচার দিনে সমুদয় পৃথিবীর বিচার করিতে আসিবেন; যাহারা মারাত্মক পাপের অবস্থায় মরিল, তাহাদের শরীর ও আত্মা নরকে নিক্ষেপ ও যাহারা ঐশ্বরিক কৃপার অবস্থায় মরিল, তাহাদের শরীর ও আত্মা স্বর্গে গ্রহণ করিবেন। আমাদের বিশ্বাস করিতে হয় যে, যীশুখ্রীষ্ট কএকটী সাক্রামেন্ত সংস্থাপন করিয়াছেন, আমরা সেই গুলি ব্যবহার করিলে, যীশুখ্রীষ্টের রক্তের গুণে, আমাদের পাপ ক্ষমা ও আত্মা পবিত্র হয়।

আমাদিগকে এই সকল সত্য বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না যীশুখ্রীষ্ট আপনার সভাকে এই গুলি শিক্ষা

দিয়াছেন, আর তাঁহার পবিত্র সভা আমাদিগকে এই গুলি শিক্ষা দিয়া থাকেন। পোপ যিনি সমস্ত বিশ্বাসিগণকে শিক্ষা দেন, তিনিই পবিত্র সভার মস্তক।

তৃতীয়তঃ, আমাদিগকে ঈশ্বরের কৃপা, স্বর্গের গৌরব, ও পাপের ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা করিতে হয়। ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি, যীশুখ্রীষ্টের রক্ত, ও ঈশ্বরের অসীম দয়া প্রত্যাশার ভিত্তি মূল।

চতুর্থতঃ, আমাদের আত্মার পরিত্রাণ জন্য প্রত্যাশাই যথেষ্ট নহে; ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা ও সভার ছয় আজ্ঞা পালন করা আবশ্যক।

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা এই গুলি ;—

১ম। আমার সম্মুখে তোমার অন্য কোন নূতন দেবতা না হউক। তুমি তোমার জন্য কোন খোদিত মূর্ত্তি, কিম্বা ঊর্দ্ধস্থ আকাশের, কি নিম্নস্থ পৃথিবীর, কি পৃথিবীর নিম্নস্থ জলের কোন প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে না। তুমি তাহাদের ভজনা বা সেবা করিবে না।

২য়। তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর নাম অনর্থক লইবে না।

৩য়। পবিত্র বিশ্রাম বার পালন করিতে স্মরণ করিও।

৪র্থ। তোমার পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর।

৫ম। নরহত্যা করিও না।

৬ষ্ঠ। ব্যভিচার করিও না।

৭ম। চুরি করিও না।

৮ম। তোমার প্রতিবাসীর বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিও না

৯ম। তোমার প্রতিবাসীর স্ত্রীতে লোভ করিও না।

১০ম। তোমার প্রতিবাসীর বস্তুতে লোভ করিও না।

সভার ছয় আজ্ঞা ;—

১ম। রবিবার ও পর্ব্বাহে মিসা শ্রবণ করিও, আর সেই দিনে কোন দাস্য কর্ম্ম করিও না।

২য়। সভার নিরূপিত দিনে, উপবাস ও মাংস ভক্ষণ ত্যাগ করিও।

৩য়। বৎসরের মধ্যে নিদানে একবারও পাপ স্বীকার করিও।

৪র্থ। পাস্খা পর্ব্বাহে পবিত্র কমুনিয়ন গ্রহণ করিও।

৫ম। গুরু দক্ষিণা দিও।

৬ষ্ঠ। নিষিদ্ধ দিবসে ও নিষিদ্ধ সম্পর্কীয়ের সহিত বিবাহ করিও না।

কাথলিক ধর্ম্মের এই সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস। দীপ্তি অন্ধকার হইতে যত ভিন্ন, কাথলিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে তত ভিন্ন। বাস্তবিক কাথলিক ধর্ম্ম মহান্, পবিত্র, স্পষ্ট, যুক্তি সঙ্গত, এবং যে মানব জাতি এই পৃথিবীতে সত্য ঈশ্বরের সেবা এবং পর লোকে অনন্ত সুখ সম্ভোগ জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণের সন্তোষদায়ক; তদ্বিপরীত হিন্দুধর্ম্ম নিকৃষ্ট শিক্ষা, অপবিত্রতা, জটিলতা, বৈপরীত্য, ও নির্বুদ্ধিতা পূর্ণ

৪র্থ অধ্যায়।

সত্য ধর্ম্মের পবিত্র শাস্ত্র।

ঈশ্বর স্বয়ং পূর্ব্ব অধ্যায়ের লিখিত ধর্ম্ম শিক্ষা, কাথলিক সভার নিকট, প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি, বিশ্বাসের গুণে, তাঁহাকে সেবা করিবার নিমিত্ত, আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন; আর আমাদিগকে কোন্ কোন্ সত্য বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা জানিবার উপায়ও করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে যে কি ভাবে সেবা করিতে হয়, তিনি তাহা প্রথমে এদন উদ্যানে, আদম ও হবার নিকট, তৎপর স্বর্গবাসী গোত্রজনক অব্রাহাম, ইসহাক, ও যাকোবের নিকট; অনন্তর মোশীর নিকট; শেষে পবিত্রাত্মার নিঃশ্বসিত ভবিষ্যদ্বক্তৃগণ ও যিহূদী সভার নিকট প্রকাশ করিলেন। মশীহের আগমনের পূর্ব্বে যিহূদীয় সভাই সত্য সভা ছিল। এই গুলি পুত্র ঈশ্বরের আগমনের পূর্ব্ব পথ প্রস্তুত করিল; অবশেষে পুত্র ঈশ্বর স্বয়ং আসিয়া, আপনার আচার ব্যবহার ও ঘোষণা দ্বারা স্বর্গের পথের বিষয় সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে, এবং ভাবী বংশকে জগতের শেষ কাল পর্য্যন্ত, শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, একটী ধর্ম্ম সভা স্থাপন করিতে আসিলেন।

ঈশ্বরের পুত্র কতক দিন এই পৃথিবীতে থাকিয়া, আপন মুখে মনুষ্যদিগকে ঐশ্বরিক সত্য শিক্ষা দিলেন; তিনি এই পৃথিবীতে চিরকাল দৃশ্য ভাবে থাকিবেন না বলিয়া, আপনার স্বর্গারোহণে পর, এই শিক্ষা চালাইবার

ভার অন্যদিগকে দিতে স্থির করিলেন। তিনি আপনার নিকট আগত শিষ্যগণের মধ্যে, দ্বাদশ জন মনোনীত করিয়া, তাহাদিগকে যাজক পদে অভিষিক্ত করিলেন, এবং তাহাদিগকে মিসা বলিতে, সাক্রামেন্ত প্রদান করিতে, আর আত্মার পরিত্রাণ জন্য, যাহা যাহা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা মানব জাতিকে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা দিয়া, জগতে প্রেরণ করিলেন। ইহারাই প্রেরিত নামে, খ্যাত। এই দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যে, তিনি এক জনকে অর্থাৎ সাধু পিতরকে স্বীয় পদে মনোনীত করিয়া, অপরাপর সকলের প্রধান করিলেন, এবং আপনার সভা শাসন ও পালন জন্য তাঁহাকে ক্ষমতা দিলেন; তিনি শেষ কাল পর্য্যন্ত ভাবী জগতের জন্য সভা স্থাপন করাতে, প্রেরিতগণের মৃত্যুর পর, তাঁহার সভা শাসন ও পালন জন্য বিশপ ও যাজক নিযুক্ত করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দিলেন।

কাথলিকেরা যে যে সত্য বিশ্বাস করে, তাহা ধর্ম্ম পুস্তক বা ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখিত আছে। এই ধর্ম্ম পুস্তক দুই খণ্ডে বিভক্ত, পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়ম। পুরাতন নিয়মে আটত্রিশটী গ্রন্থ আছে, সেই গুলি খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব্বে লিখিত, এবং নূতন নিয়মে সাতাসটী গ্রন্থ, সেইগুলি ধন্য ত্রাতার আগমনের পর লিখিত। পুরাতন নিয়মের মূল ধর্ম্ম শিক্ষা গুলি মোশীর পঞ্চ পুস্তকে লিখিত থাকাতেই, তাহা মোশীর ব্যবস্থা নামে খ্যাত; আর নূতন নিয়মের মূল শিক্ষা চারি সুসমাচারে

লিখিত থাকাতেই তাহা সৌসমাচারিক ব্যবস্থা নামে খ্যাত।

আশ্চর্য্য কর্ম্ম ইন্দ্রিয়ের অনুভূত এবং যে নিয়মে প্রকৃতি চলিতেছে, তাহার বহির্ভূত কার্য্য; সুতরাং প্রকৃতির কর্ত্তা ঈশ্বর আপন সেবকগণের বিশ্বাস বৃদ্ধি ও তাহাদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য, তাহা স্বয়ং নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। আর ভবিষ্যতে যাহা (প্রকৃতির নিয়মের বিপরীতে) ঘটিবে, তাহা পূর্ব্বে ব্যক্ত করা ভবিষ্যদ্বাক্য; এই ভবিষ্যদ্বাক্য ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বিনা জ্ঞাত হওয়া যায় না। মৌশিক ব্যবস্থা যে সত্য ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ, এবং মোশী যে সেই ব্যবস্থা ইব্রীয় লোকদের নিকট, প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা মোশীকৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা সপ্রমাণ হয়।

মোশী যখন ঈশ্বরের নামে একটী নূতন ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া, আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা তাহার সত্যতা সপ্রমাণ করিলেন, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে ঈশ্বর তাহাকে তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, নচেৎ ঈশ্বর কেন, তাহাকে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে ও ভবিষ্যদ্বাক্য বলিতে শক্তি দিলেন?

মোশী যে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পঞ্চ পুস্তকে লিখিত আছে। তিনি এক-গাছি যষ্টি সর্পে ও জল রক্তে পরিবর্ত্তিত; এবং অসংখ্য ভেক, পিশু, ডাঁশ পঙ্গপাল প্রভৃতি উৎপন্ন, ও গো মেষাদি

পশুর মধ্যে মারী উপস্থিত করিলেন, এবং মনুষ্য ও পশুর শরীরে বিস্ফোটক উৎপন্ন, মিশ্রীয়দের প্রথম জাত সন্তানগণকে হত, মিশর দেশে বিদ্যুৎ ও বজ্রাপাত সহ শীলা বর্ষণ করাইলেন; ইব্রীয়দের শুষ্ক পথে গমন জন্য লোহিত সাগরের জল দ্বিখণ্ড এবং প্রান্তরে ইব্রীয়দের পিপাসা নিবারণ জন্য শুষ্ক শিলা খণ্ড হইতে জল বাহির করিলেন। তিনি যে ঈশ্বরের প্রেরিত লোক তাহা তিনি ইত্যাকার বহুবিধ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন।

মোশী বহুতর ভবিষ্যদ্বাক্যও কহিয়াছিলেন। পিশু, ডাঁশ, পঙ্গপাল প্রভৃতির উৎপাত; পশুর মারী; মিশ্রীয়দের প্রথমজাত সন্তান হত; লোহিত সাগর দ্বিখণ্ড; মান্নার পতন; কহর দাথন ও আবিরামের শাস্তি হেতু ভাবী মরণ হইবার কথা মোশী পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে বলেন যে, কালেব ও যিহোশুয় ভিন্ন, আর যত ইব্রীয় সন্তানের বয়স বিংশতি ও তদূর্দ্ধ, তাহাদের সকলকেই প্রান্তরে মরিতে হইবে, তাহাদের কেহই কিনানে প্রবেশ করিতে পারিবে না; তাহাদের সন্তানগণ প্রতিশ্রুত কিনান রাজ্যের অধিকার পাইবে। তিনি আরো বলেন যে, কালেতে ইস্রায়েল সন্তানগণ বন্দি হইয়া বাবিলনে নীত হইবে। আমরা ধর্ম্ম পুস্তক ও ইতিহাস দ্বারা অবগত হই যে, মোশীর এই সকল ভবিষ্যদ্বাক্য সফল হইল। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য যে মোশী ঈশ্বরের প্রেরিত লোক ও তৎকৃত প্রকাশিত ব্যবস্থা সত্য ও ঐশ্বরিক গুণ যুক্ত।

যীশুখ্রীষ্ট আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা সৌসমাচারিক ব্যবস্থার সত্যতা ও ঐশিকতা সপ্রমাণ করিলেন।

যীশু আপন বাক্য দ্বারা জলকে দ্রাক্ষা রসে পরিণত এবং অন্ধকে দৃষ্টি শক্তি, খঞ্জকে চলচ্ছক্তি, ও বধিরকে শ্রবণ শক্তি প্রদান, কুষ্ঠিকে শুচি, মৃতকে সঞ্জীব, ভূতগ্রস্ত হইতে ভূত বহির্গত, রুটী বৃদ্ধি, ও ঝটিকা পূর্ণ সাগরকে নির্ব্বাত করিলেন; তাঁহার ক্রুশেবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগের সময় সূর্য্য আপন কীরণ বিতরণে নিরস্ত হইল, সমগ্র ভূমণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল, এবং শিলা বিদারিত, সমাধি উদ্ঘাটিত; মৃতগণ উত্থিত, যিরূশালমের মন্দিরের আস্তরণ দ্বিখণ্ড হইল; তিনি তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিলেন, এবং চল্লিশ দিন পরে, সশরীরে স্বর্গে আরোহণ করিলেন। এই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম যাহারা স্বচক্ষে দেখিলেন, তাহারা তাহা নানা স্থানে প্রচার করিল।

যীশুখ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাক্যের মধ্যে, এই স্থানে প্রধান তিনটীর উল্লেখ করাই যথেষ্ট; প্রথম তাঁহার নিজের সম্বন্ধে, দ্বিতীয় যিহুদি জাতি সম্বন্ধে, এবং তৃতীয় তাঁহার প্রেরিতদের সম্বন্ধে।

প্রথম। যীশুখ্রীষ্ট আপন শিষ্যদের নিকট পূর্ব্বেই, প্রকাশ করেন যে, তিনি যাজক বর্গ ও শাস্ত্রাধ্যাপকদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা তাঁহার মৃত্যুদণ্ড বিধান করিবে; তাহারা তাঁহাকে প্রহার, বিদ্রূপ, ও

ক্রুশে বিদ্ধ জন্য বিজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবে; কিন্তু তিনি তৃতীয় দিবসে মৃত্যু হইতে পুনর্জীবিত হইবেন।

দ্বিতীয়। তিনি, যিরূশালমের শত্রু কর্তৃক তাঁহার বেষ্টিত হওনে ও তাঁহার প্রতি নানাবিধ বিপত্তি ঘটনের ও তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ঐশ্বর্য্যশালী মন্দিরের বিনাশের ভাবী-বাক্য প্রকাশ করেন; তিনি আরো বলিয়া যান যে, যিহুদিরা যুদ্ধে হত, দেশান্তরীকৃত, আর অবশিষ্টেরা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে।

তৃতীয়। তিনি পূর্ব্বেই প্রকাশ করেন যে, সমস্ত জগতে, তাঁহার সুসমাচার প্রচারিত হইবে; প্রেরিতেরা যেন তাঁহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে, এই হেতু পবিত্রাত্মাকে প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তিনি আরো বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার দুঃখের কালে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে; তাঁহার দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যে গণিত যিহুদা তাঁহাকে পরহস্তগত করিবে; এবং পিতর কুক্কুট ডাকিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তিনবার অস্বীকার করিবে।

আমরা সুসমাচার ও ইতিহাস দ্বারা জানিতে পারিবে, যে এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী উপযুক্ত সময়ে পূর্ণ হইয়াছে।

যীশুখ্রীষ্ট কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা আমাদের এই স্থির প্রতীতি জন্মে যে, তিনি প্রকৃতই ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি মানব জাতিকে নরক হইতে উদ্ধার ও তাঁহার স্বর্গীয় ধর্ম্ম আমাদিগকে স্বর্গের অমূল্য

আবাসে লইবার এক মাত্র পথ বলিয়া প্রকাশ করিতে স্বর্গ হইতে আগত।

যীশুখ্রীষ্ট এবং পবিত্রাত্মা প্রেরিতগণের নিকট যাহা যাহা প্রকাশ করিলেন, তৎ সমুদয়ই নূতন শাস্ত্রে লিখিত নাই; সেই গুলি খ্রীষ্টীয়দের মধ্যে পুরুষ পরম্পরা মৌখিক ভাবে বা কি লিখিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে; ইহাই শ্রুত বাক্য নামে খ্যাত। এই শ্রুত বাক্য দ্বিবিধ; এক প্রকার লিখিত, আর প্রকার অলিখিত। প্রথম খ্রীষ্টীয় শতাব্দী জাত গ্রন্থ সমূহে এক ভাবে, কি অন্য ভাবে, স্পষ্টাক্ষরে কি অস্পষ্টাক্ষরে তৎকালীন খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘার যে যে বিশ্বাস লিখিত আছে, তাহাই লিখিত শ্রুত বাক্য। আর যে যে বিধি ব্যবস্থা ও রীতি নীতি সকল দেশ ও সকল সময়ে প্রচলিত আছে, অথচ কোন গ্রন্থে লিপি বদ্ধ দেখা যায় না, তাহা যে প্রেরিতদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; এই গুলি অলিখিত শ্রুত বাক্য। অলিখিত শ্রুত বাক্যের মধ্যে অট্টালিকা, চিত্র, খোদিত মূর্ত্তি, মুদ্রা, সমাধিস্থানোপরি খোদিত অক্ষর মালা, ইত্যাদি ধর্ত্তব্য; এই গুলি দ্বারা কোন এক প্রকারে দেখা যায় যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কি প্রকার বিশ্বাস ছিল।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অদ্ভুত পরিব্যাপ্তি, তাহার সাক্ষ্যমরদিগের সহিষ্ণুতা, তাহার প্রতি বহুবিধ উপদ্রপ ও তাড়না সত্ত্বেও তাহার স্থিতি, তাহার সত্য ও

ঐশ্বরিকতার অবিসম্বাদিত প্রমাণ। এই গুলি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ধ্যান করিলে, তাহার ঐশ্বরিকতা ও সত্য প্রমাণের উপলব্ধি হয়।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষার পূর্ব্বে জগৎ শুচিতা, ত্যাগস্বীকার, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, বাধ্যতা, নম্রতা প্রভৃতি যে কি তাহা জানিত না। ঈদৃশ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-শিক্ষা, কি কখনও মনুষ্য কর্ত্তৃক উদ্ভূত হইতে পারিল? যদি খ্রীষ্ট এই শিক্ষা স্বর্গে হইতে না আনিলেন, তবে তিনি কোন্ গ্রন্থে এই সিদ্ধির উপলব্ধি পাইলেন? কোন্ পণ্ডিত সমাজে, কোন্ টোলে? কোন্ চতুষ্পাঠিতে, কোন্ মঠে, কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে? কোন্ ঋষি মুনির নিকট? আর ইহা কি সম্ভবপর যে, তিনি লোকদিগকে শিক্ষাদিতে আরম্ভ করিলে, একটীও অশ্লীল, কি বাহুল্য, কি অনর্থক, কি অসঙ্গত, কি কল্পিত, কি অলীক, সংক্ষেপে শ্রুতি মধুর তোষামোদ জনক কথা না বলিয়া, কেবল মনুষ্যের চরিত্র সংশোধক বাক্য বলিলেন? একটী নূতন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ রূপে ব্যাপ্ত করা, আর এই ধর্ম্ম পালন করা কঠিন কি অসাধ্য, তদ্বিষয়ে বাক মাত্র উল্লেখ না করাই তাঁহার কার্য্য ছিল; ইহা কি সম্ভবপর যে তিনি এই শিক্ষা সতত লোকদিগকে এমন ভাবে দিলেন যে, সরল চিত্ত ও সচ্চরিত্র লোকদিগের তাহা মনঃপুত হইল; আর ইহা কি রূপে হইল যে, তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষার প্রত্যেক অংশ ঈদৃশ ন্যায়, সত্য ও যুক্তি প্রকাশ করিল, বাক্ পটুতা প্রকাশ জন্য কিছু দেখা যায় না,

সকল বিষয়ই মনুষ্যদিগকে গুণশালী করিবার জন্য বলা হইয়াছে, এবং তাহা প্রকাশ জন্য এমন ভাবে রচিত যে, মূর্খদিগকেও যাহা যাহা জানিতে হয়, তাহার সকলই আছে, আর জ্ঞানীদিগকে চমকিত হইবার জন্য মহা মহা নিগূঢ় বিষয় সন্নিবেশিত আছে, সংক্ষেপে ইহা সকল শ্রেণির ও সকল অবস্থার লোকদের জন্য উপযুক্ত ; আর তাঁহার শিক্ষা জগতিস্থ পণ্ডিতগণের কল্পিত ও বুদ্ধি জাত শিক্ষার তুল্য নহে, কিন্তু নারবাণ ও মনুষ্যের কৃত সাধ্য। কপট বাক্য কিছু কাল জন্য ভাল দেখায় বটে ; কিন্তু সকল সময়ের, সকল স্থানের, ও সকল অবস্থার লোকের জন্য উপযুক্ত, অথচ যাহাতে বিন্দু মাত্র ভ্রম লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত কেবল মাত্র পবিত্রতা রহিয়াছে, তাহা কি প্রবঞ্চনা বা শঠতা বলা যায়, না প্রবঞ্চনা শূন্য ও সত্য বাক্য বলিতে হয়?

এই ধর্ম্ম শিক্ষা তুঁষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, মহা মহা বিধর্ম্মী পণ্ডিতগণ অনেক দিন হইতে চেষ্টা পাইয়া আসিতেছে। ভাল, এমন একটী ব্যবস্থার নাম কর দেখি, যাহা এত বহু সংখ্যক লোক অধ্যয়ন করিল, তাহাতেই আপনাদের জীবনাতিপাত করিল, এবং তাহা ধরিয়া মহা মহা বিষয় বাহির করিল, যাহার বিষয় কত তর্ক বিতর্ক হইয়া গেল, যাহার বিষয় কত পুস্তকই লেখা গেল, যাহার বিষয় কত মন্দিরে কত বক্তৃতা হইল, যাহা কত সমাজে স্থিরীকৃত হইল, কত কালের দ্বারা অনুমোদিত হইল ; হীরক পরীক্ষাকারী পেষণ যন্ত্রের

অর্থাৎ তাড়না ও উপদ্রবের তলে নিক্ষিপ্ত ও মর্দ্দিত হইলেও বিনষ্ট না হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হইল? অপরাপর ধর্ম্মে ইহার বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হইল, কেন না বিদ্যার্থীগণ সেই সেই ধর্ম্ম যতই অন্বেষণ ও অধ্যয়ন করিলেন, তাহাতে ততই ভ্রম দেখিতে পাইলেন। ইউরোপের পৌত্তলিক ধর্ম্মে প্রতি এই রূপ ঘটিল; অনাক্সাগোরাস, প্লাতো, হোমার, আরিস্তোতেল, সিসেরো, সেনেকা; প্লুতার্ক, প্রেতিমুস, পোর্ফিরি, গালেন, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বয়ঃপ্রাপ্ত ও তাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হইলে, তাঁহারা আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহা মিথ্যা, অসঙ্গত, আর তাহাতে কিছু মাত্র সার নাই। এই কারণেই আধুনিক প্রবঞ্চক মহম্মদ আপনার অনুবর্ত্তী লোকদের মধ্য হইতে, বিদ্যা এক কালে উঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা তাহার কপটতা বুঝিতে না পারে, তথাচ আবিচেন্না ও আবেরোয়েস নামক দুই জন মুর পণ্ডিত আপনাদের মানিত মহম্মদীয় ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক হিন্দু, বৌদ্ধ, লামা প্রভৃতি ধর্ম্মের মধ্যে এমন একটীও বিদ্বান ব্যক্তি নাই, যিনি আপন ধর্ম্ম মনের সহিত সত্য বলিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। ইহা কি সত্য নহে, আজ কাল বহুতর সুশিক্ষিত হিন্দু আপনাদের দেবগণের কদাচার, পূজাদির নিয়মের অসঙ্গততা দেখিয়া, তাহা মনের সহিত অবজ্ঞা করেন। কিন্তু শিশুকাল হইতে সেই ধর্ম্মে প্রতিপালিত

হওয়াতে, প্রকাশ্য ভাবে তাহা ত্যাগ ও সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহস করে না। যীশুখ্রীষ্টের সৌসম্যাচারিক জ্যোতিঃতে তাহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়াতে, তাহারা তাহারই কতকটা শিক্ষা গ্রহণ করিয়া, আপনাদের ধর্ম্মে খাটাইতে চেষ্টা পান, আর বলেন যে, তাহাদের ধর্ম্মে যাহা লিখিত আছে, তাহা রূপক্ বর্ণনা মাত্র।' ইহাতেই দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় সার্ব্ব শিক্ষা ঈদৃশ মহতী, পবিত্রা, অত্যুৎকৃষ্টা ও যুক্তি সঙ্গত যে ইহার ঐশ্বরিকতার প্রমাণ হেতু আর কিছু আবশ্যক করে না।

সমগ্র ভূমণ্ডলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের পরিব্যাপ্তি ইহার সত্যতার অন্য একটী প্রমাণ। কেন না এই ধর্ম্ম সংস্থাপক যীশু-খ্রীষ্ট অস্ত্র বলে, কি সৈন্য সামন্তের সাহায্যে, কিম্বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা আপন শিক্ষা ব্যাপ্ত করেন নাই। তিনি সমস্ত জগতে, আপন মত ব্যাপ্ত করিবার নিমিত্ত দ্বাদশ জন দরিদ্র, মূর্খ, তুচ্ছীকৃত, জালজীবী যিহুদীকে মনোনীত করিলেন; আর তিনি তাহাদের দ্বারা আপনার যাবতীয় প্রতিকূলাচারীদিগকে পরাস্ত করিলেন; তাহাদের দ্বারা অসভ্যতা দূরীকৃত করিলেন; তাহাদের দ্বারা জগতের রাজধানী যাবতীয় কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রধান স্থান রোমনগর আক্রমণ করিয়া, তাহা আপন ধর্ম্ম শিক্ষার প্রধান স্থান করিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি সর্ব্ব প্রকার তাড়না ও উপদ্রব ঘটিলেও, তাহা আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, এমন কি ভারতের জড়োপসনার ও পৌত্তলিকতার প্রধান স্থান দাক্ষিণাত্যে সাতিশয় পরিব্যাপ্ত

হইল। ছোট প্লিনির মথা মতে বিথিনিয়া অঞ্চলে, অল্প কালের মধ্যে, বিস্তর খ্রীষ্টীয় হইয়াছিল। উক্ত প্লিনি দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিথিনিয়ার দেশাধিপতি ছিলেন, তিনি বলেন, "সকল অবস্থার, সকল শ্রেণীর স্ত্রী, পুরুষ এত খ্রীষ্টীয় হইয়াছে যে, তাহাদের সংখ্যায় দেশ, হাট, মাঠ পূর্ণ। আমি এই প্রদেশে আসিলে, নরবলি দিবার নিমিত্ত, একটীও মানুষ ক্রয় করিতে পাইলাম না; আমাদের মন্দিরে আর লোক যায় না, পূজাদি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

খ্রীষ্টীয়েরা যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ভজনা ও সেবা করিয়া ক্ষান্ত হয় না; কিন্তু তাহাদের একান্ত বাসনা এই, যে সকলেই যেন তাঁহাকে প্রেম করে, আর তিনি যেন সকল স্থানে, পরিচিত ও সকল কর্ত্তৃক সমাদৃত হন। কোন্ দেশে, কোন্ ধর্ম্মে, ধর্ম্মানুরাগ এত বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়? হিন্দু ও চীন, যাপান ও পারস্যবাসীরা বলুন, তাঁহারা কোন্ দেশে, আপনাদের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছেন? কেহই এই কার্য্য জন্য আপনাদের দেশ, পরিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দেয় নাই। তাঁহাদের দেব দেবী অল্প কি অধিক লোক কর্ত্তৃক সমাদৃত কি অসমাদৃত, সম্মানিত, অন্যত্র বিদিত কি অবিদিত হইল কি না, এই বিষয়ে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করেন না। কিন্তু কত শত সহস্র খ্রীষ্টীয় প্রেরিত আপনাদের স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, পরিভ্রমণ করিতেছেন। কেন? কোন জাগতিক লাভের

প্রত্যাশায় নয়, কিন্তু কেবল লোকদিগকে ঈশ্বরের পরিচয় প্রদান জন্য। আঃ! এই সকল খৃষ্টীয় প্রেরিত-দের কতই কষ্ট! তাঁহারা স্বেচ্ছায় আপনাদের জন্মভূমী ত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইবার সময়, আপনাদের বন্ধু বান্ধবের অনুনয় বিনয় শুনেন না, আত্মীয় স্বজনের চক্ষু জল দেখেন না, প্রিয় জনক জননীর হাহাকারে কর্ণপাত করেন না, তাঁহারা পদ-মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া, ধন সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া, ভয়াবহ সমুদ্র গর্ভে নিহিত হইবার জন্য বহির্গত হন; তাঁহাদের কেহ কেহ জল পথে দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত, কেহ কেহ পোত ভঙ্গ সঙ্কটে পতিত, কেহ কেহ সজীবাবস্থায় সামুদ্রিক জল জন্তু কর্ত্তৃক গ্রাসিত, আর কেহ কেহ বা ঝড় তুফানের ক্রিড়ার পাত্র হন। কখন তাঁহারা বিষুব রেখার সন্নিহিত গ্রীষ্মাতিশয্যে দগ্ধীভূত, কখন বা মেরু সন্নিহিত হিম প্রধান দেশে শীতে অবশাঙ্গ হন। তাহারা সমুদ্রের কোন তীরে নামিয়া খাদ্য, কি পথ দর্শক, কি সঙ্গী না পাইলেও, অপরিচিত পার্ব্বতীয় কি বনাকীর্ণ, কি বলুকা পূর্ণ প্রান্তর দিয়া, পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করেন এবং তত্রস্থ অসভ্য হিংস্রক জাতির নিকট উপস্থিত হন, তাহাদের সাহায্য করেন, তাহাদিগকে আপনাদের ভ্রাতার ন্যায় প্রেম করেন, তাহাদিগকে খ্রীষ্টের বিষয় জ্ঞাত করা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন স্বার্থ নাই। ইহাতে তোমার কি জ্ঞান হয়, খ্রীষ্ট কি ঈশ্বর নন? তিনি ঈশ্বর না হইলে, কি কখন ঈদৃশ

বহু সংখ্যক ভক্ত পাইতে পারিতেন? তাঁহার সম্মান করা, তাঁহার নাম প্রচার করা, বহুবিধ কষ্ট, দুঃখ ও পরীক্ষার মধ্যে, তাঁহার ভজনা করাই, তাঁহার ভক্তগণের এক মাত্র উদ্দেশ্য। ইহার প্রতিকূলে, কেহ কোন সাক্ষ্য দিতে পারে না; অপরাপর সম্প্রদায়ের লোক বিদেশে স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হন বটে, কিন্তু কিছু কাল জন্য, তাহারাও আরবার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, পারিবারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার মধ্যেই থাকেন।

কাথলিক ধর্ম্মের পরিব্যাপ্তি, এবং কাথলিক প্রচারকদিগের মাহাত্ম্যই খ্রীষ্টের ধর্ম্মের সত্যতা ও ঐশ্বিকতার অখণ্ডিত প্রমাণ।

সাক্ষ্য-মরদিগের সহিষ্ণুতাও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ঐশ্বিকতার একটী প্রমাণ। যীশুখ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে প্রেরণ সময় বলিলেন, তোমাদিগকে আমার নিমিত্ত বহুবিধ কষ্ট, দুঃখ, অপমান, তাড়না প্রভৃতি সহ্য করিতে হইবে। তিনি পূর্ব্বে এই সকল কষ্ট দুঃখের বিষয় ব্যক্ত করিলেও, তাঁহার শত সহস্র ভক্ত তাঁহার নাম প্রচার করিতে বাহির হইলেন। তাহারা দেশাধিপতির সভায়, সম্রাট্ সভায় উপস্থিত হইয়া প্রচার করিলেন; যে স্থলে প্রচার করিলে, তাঁহাদের আপদ বিপদ ঘটিতে পারে, তাঁহারা সেই স্থানেও, খ্রীষ্টের সুসমাচার ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। এ কি অদ্ভুত বিষয় নয়? আঃ! কি অধ্যবসায়! কি সাহস! কি বিশ্বস্ততা! যিনি ঈশ্বর নন,

তাহার কারণে কি এতদূর করা যাইতে পারে ? ইহা সত্য যে, কোন কোন হিন্দু, মহম্মদীয় ? প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি স্ব স্ব ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান করিয়াছেন ; কিন্তু হয় তো তাহাদের মৃত্যু যন্ত্রণা অপূর্ব্ব বা অধিক কালস্থায়ী ছিল না। তাহাদের কেহই আর্মেনিয়া বাসী সাধু গ্রেগরির তুল্য চৌদ্দ বৎসরাবধি সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক যন্ত্রণা সহ্য করেন নাই, বা আঙ্কিরাবাসী সাধু ক্লেমেন্তের তুল্য অষ্টবিংশ বৎসরাবধি যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তাহাদিগকে যখনই খ্রীষ্টের নামের জন্য, মরণ যন্ত্রণা সহিতে আহ্বান করা যাইত, তখনই তাঁহারা প্রফুল্লান্তঃকরণে স্বেচ্ছায় সহাস্য বদনে বধ্য স্থানে উপস্থিত হইতেন। আন্তিপাস বিশপ, পেলাজিয়া নাম্নী জনৈক কুমারী, এযুস্তাচিয়ুস ও তাঁহার পরিবারস্থ সকলে উক্ত রূপ কষ্ট সহ্য করিলেন। অন্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়স্থ কেহ কি উত্তপ্ত তৈলে, বা দুরন্ত ষণ্ডের মুখে, পতিত হইয়া, মহানন্দে যীশুর নাম গান করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন, অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে যদিও কেহ কেহ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক মৃত্যু সহ্য করিলেন, কিন্তু হয় ত তাঁহারা দৃঢ় কায়, না হয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, বা কষ্টসহ ছিলেন। কিন্তু কখন এরূপ ব্যাপার কোমলাঙ্গ নারীর, বৃদ্ধের, দুর্ব্বলের, আশ্বাস দায়ী যুবকের, আশুভীতি সন্তানের, বা শিশুর প্রতি ঘটিতে দেখা যায় নাই। কি আশ্চার্য্য ! এক শত বিংশতি বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ সিমিয়ন বিশপ ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া, যীশুর নামে মিষ্ট গীত গান করিতে করিতে মরিলেন ; যুস্তস পাস্তোর নামক দুইটী অল্প বয়স্ক বালক খ্রীষ্টের

কারণে, যতই প্রহারিত হইল, ততই আনন্দ করিতে লাগিল; মাম্মোস ও বিতো নামক দুইটী শিশু ফাঁসি কাষ্ঠে বসিয়া আনন্দ করিল; এয়লালিয়া নাম্নী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া একটী যুবতী সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত বিক্ষত হইলেও, অত্যাচারীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আমার এই সকল ক্ষতে লবণ ছিটাইয়া দেও, তাহাতে আমি খ্রীষ্টের স্বাদী হইব। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের কেহ কেহ ধর্ম্মের জন্য কষ্ট সহ্য করিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কষ্টের আগমনে উল্লাসিত হইতে দেখা যায় নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ যুলিয়ানের মত করিতে পারে নাই। এই যুলিয়ান খঞ্জ ছিল, তাহার অপরাপর সঙ্গী খ্রীষ্টের নিমিত্ত প্রাণ দান করিতে বধ্য স্থানে নীত হইলে, তিনি ভাবিলেন কে জানে, সাক্ষ্য-মর হইবার সুখে আমার বিলম্ব হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, তিনি কএকজন ক্রীত দাসের দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, ত্বরা করিয়া, বধ্য স্থানে, উপনীত হইলেন। আপোল্লোনিয়ারেরও মত নাই; উক্ত আপোল্লোনিয়া নাম্নী নারী আপনি যাইয়া, অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আগাপেতুসেরও মত নাই; তিনি আপনি যাইয়া, বন্য পশুর মুখে পড়িয়াছিলেন। আন্তোনিয়ুসেরও মত নাই; তিনি শ্বেত বস্ত্র ভূষিত হইয়া, বিবাহ করিতে যাইতে বদ্যত বরের ন্যায়, সানন্দ অন্তঃকরণে বধ্য স্থানে, উপস্থিত হইয়াছিলেন। অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের কেহ স্বেচ্ছায় প্রাণ দানে উদ্যত হইলেও, প্রত্যাবর্ত্ত হইবার আর উপায় পায় নাই। কাথলিকদের প্রতি সেইরূপ

হয় নাই; তাহাদের শত্রুগণ সততই তাহাদিগকে তাঁহাদের ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অনুনয় বিনয় করিল, তাঁহাদিগকে কত আশা ভরসা দিল, ধন, মান, উচ্চপদ প্রভৃতি প্রদান করিতে উদ্যত হইল, কিন্তু তাহারা কিছুতেই টলিল না। সুবিখ্যাত বিশপ চিপ্রিয়ান ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দানে দণ্ডিত হইলে, হত হওনের সময় স্বীয় হন্তাকে আপনার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গেলেন। আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, যত লোক ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দান করিলেন, তন্মধ্যে খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্য-মর অপেক্ষাকৃত বহু সংখ্যক। ডেনেব্রাণ্ড সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে কেবল পূরাকালে সত্তর লক্ষ খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্য-মর হইলেন।

এইগুলি কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ঐশিকতার একটী অবিসম্বাদী প্রমাণ নয়? ঊর্দ্ধ হইতে বল না পাইলে, কি রূপে বালক বালিকা পর্য্যন্ত প্রাণ দান সময়ে, স্বাভাবিক নিয়মের বিপরিতে আনন্দ করিল?

যিহুদিগণ, পণ্ডিতগণ, ও বিজাতীয়গণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূলে তিন শত বৎসরাবধি বহুবিধ উপদ্রব ও তাড়না করিলেও, তাহার কিছু করিতে পারে নাই। যিহুদিগণ প্রথমে তাড়না করে,* তাহারা ইহার প্রারম্ভে ইহাকে সমূলে বিনষ্ট করিতে দৃঢ় ব্রতী হয়; তাহারা শরীরাচারী হওয়াতে, খ্রীষ্টের আত্মিক ক্রিয়া কলাপের বিষয় কিছুই বুঝিল না, পরিশেষে তাহারা ক্রোধে অন্ধ হইয়া, ইহার বিপক্ষতা করিতে লাগিল। যিরূশালেমের* বিপর্য্যয় এ

তাহাদের রাজ্যের বিনাশ তাহাদের অবিশ্বস্ততার শাস্তি। অভিমানী পণ্ডিতগণ গ্রিস ও আসিয়া মাইনরে, ইহার বিনাশে কৃত সংকল্প হইল। স্তোইক, এপিকুরীয় ও পেরিপাতিক সম্প্রদায়ীরা চেল্‌সুস ও পোর্ফিরি পণ্ডিতদ্বয়ের সাহায্যে ইহাকে নষ্ট করিতে প্রাণ পণ করে; কেননা ইহা পূর্ব্বতন জড়োপাসন ও দেবপূজা এককালে নির্ম্মূল করিয়াছিল। দেবপূজকগণ আপনাদের দেবগণের অপমান, মন্দির সমুহ পরিত্যক্ত, পূজাদি রহিত দেখিয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি ক্রুদ্ধ হইল। অত্যাচারী রাজন্যবর্গ খ্রীষ্টীয়দিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে, যন্ত্রণা দিতে, ও নষ্ট করিতে যারপর নাই চেষ্টা পাইয়াছিল। সহস্র সহস্র খ্রীষ্টীয় সাক্ষ্য-মর খ্রীষ্টের জন্য আপনাদের রুধির প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের পর আর সহস্র সহস্র সাক্ষ্য মর উপস্থিত হইয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণ করিলেন। নিরো, দমিতিয়ান, সেবেরুস, দেচিযুস, বালেরিয়াণ, দায়োক্লিসিয়ান্ প্রভৃতি সম্রাটগণ ক্রুশে হত খ্রীষ্টের সেবকগণকে বিনষ্ট করিতে, অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম নষ্ট করিতে, যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাহা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তৃতীয় শতাব্দী জীবী তর্তুলিয়ান পণ্ডিত রোমীয় দেশাধিপতিগণকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে প্রকাশ যে, "আমরা কল্যকার, তথাচ আমরা আপনাদের স্থান, প্রভৃতি পূর্ণ করিয়াছি; নগর, দ্বীপ, দুর্গ.......... সৈন্যদল, রাজবাটী, রাজসভা আমরা কেবল আপনাদের মন্দির ছাড়িয়া দিয়াছি।"

তৃতীয় শতাব্দীর পর অদ্যাবধি খ্রীষ্টীয় সভা সর্ব্বপ্রকার তাড়না ও উপদ্রব সহিয়া আসিতেছে; তথাচ পৃথিবীর এমন প্রদেশ নাই, যে স্থানে তাহা ব্যাপ্ত হয় নাই। পৃথিবীর সকল লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলেও, এমন স্থান নাই, যে স্থানে দুই একজন খ্রীষ্টীয় পাওয়া যায় না; আর ইহাদের সংখ্যা পৃথিবীর অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বীদের অপেক্ষা অধিক। এই স্থানে তাহার একটী তালিক দেওয়া যাইতেছে। ইই তালিকাটী "অ্যাপসল্‌সিপ অফ প্রেয়ার্স" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত;—

কাথলিক	২০,৮০,০০,০০০
সর্ব্ব শ্রেণীর প্রটেষ্টাণ্ট	৬,৬০,০০,০০০
গৃক মণ্ডলী	৭,০০,০০,০০০
যিহুদি	৪০,০০,০০০
ব্রাহ্ম	৬,০০,০০,০০০
মহম্মদীয়	১০,০০,০০,০০০
কনফুচীয়, সিন্তো প্রভৃতি	১৫,২০,০০,০০০
বৌদ্ধ	১৮,০০,০০,০০০

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কাথলিক অর্থাৎ সার্ব্ব ধর্ম্ম নামে খ্যাত হইবার যোগ্য। যে ধর্ম্ম এত তাড়না ও উপদ্রব সহ্য করিয়া, এতাবৎকাল পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই ধর্ম্ম আপন সংস্থাপক ঈশ্বর কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আসিতেছে এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

কেহ কেহ বলে, ঈশ্বর যাহাকে যে ধর্ম্মের মধ্যে জন্ম দিয়াছেন, সে সেই ধর্ম্ম পালন করিলেই মুক্তি পাইবে।

ইহা কিছুতেই সম্ভবে না। ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য এক, সুতরাং তাঁহার ধর্ম্ম এক। খ্রীষ্টের সত্য ধর্ম্ম যখন একটী আর তিনি কেবল একটী সত্য ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন, তখন মরণান্তে স্বর্গ লাভ হেতু সকলেরই সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করা বিশেষ আবশ্যক।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষক, ও পথদর্শক; আর তিনি আমাদের আদি ও অন্ত। আমাদের শরীর মৃত্তিকাতে লীন হইবে বটে, কিন্তু আত্মার ক্ষয় হইবে না, ইহা সদাকাল জীবিত থাকিবে; এক দিন এই আত্মাকে আমাদের বিচারপতি এবং দোষ গুণের শাস্তি ও পুরস্কার দাতার নিকট উপস্থিত হইতে হইবে। পরলোকের যোগ্য পাত্র হইবার নিমিত্ত, আমাদিগকে ইহ লোকে প্রস্তুত হইতে হয়। আমাদের আদি কি, ভাবী জীবনই বা কি এবং কি উপায়ে আমরা আমাদের সৃষ্টির অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে পারিব, তাহা জ্ঞাত হওয়া আমাদের অবশ্য করণীয়। ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে, এই জ্ঞান লাভ হয় না। ধর্ম্ম বিহনে মনুষ্য এই পৃথিবীতে, নিঃসহায় ও অনাথ সন্তানবৎ; সে যে কোথা হইতে আসিল, আর কোথাই বা যাইতেছে, তাহা জানে না।

ঈশ্বরকে প্রেম করা মনুষ্যের উচিত; কেননা তিনি অসীম রূপে উত্তম, আর তিনি মনুষ্যের প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। অতএব মনুষ্য ঈশ্বর হইতে, যে যে অনুগ্রহ ও সাহায্য পাইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার ধন্যবাদ করা এবং তাঁহাকে স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু বলিয়া

ভজনা করা প্রয়োজন। মনুষ্যের স্মরণ করিতে হয়, যে সে বাহ্য কি আন্তরিক যে যে কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের সমাদর করিতে মনস্থ করে, তাহা যেন তাঁহার সন্তোষদায়ক হয়, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তাকে যে ভাবে সেবা করা, সৃষ্টি বস্তুর উচিত, যেন সেই ভাবে হয়। অতএব আপন আপন কল্পনা অনুসারে না করিয়া, যে ভাবের পূজায় তিনি তুষ্ট হন, সেই ভাবে করিতে হয়। সুতরাং সকল মনুষ্যের এক ধর্ম্ম হওয়া আবশ্যক, আর সকলকে সেই একই ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে ধরিতে হয়; মনুষ্য সেই ধর্ম্ম পালন করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছামত করিতে ও স্বর্গের পথ ধরিয়া, স্বর্গে যাইতে পারিবে।

সকল ধর্ম্মই ভাল, অর্থাৎ কি খ্রীষ্টীয়, কি মস্কদীয়, কি যিহুদি, কি ব্রাহ্ম, কি পৌত্তলিক সকল ধর্ম্মেই পরিত্রাণ আছে বলা, আর ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা; কি ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি করিয়া, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন না বলা, বা মনুষ্য সৃষ্টিতে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য নাই, ইহা আপনি হইয়াছে, আপনি লয় পাইবে, বিশ্বাস করা কিম্বা এই মনুষ্যকে পালক বিহীন মেষের মত জ্ঞান করা সমান। আমরা কি বলিতে পারি, যে ঈশ্বর অসীম রূপে মহান্ হওয়াতে, আমাদের লঘুতার কারণে, আমাদের বিষয় বড় একটা বিবেচনা করেন না, আর আমাদের আরাধনায় তিনি দৃক্‌পাৎ করেন না। যদি বাস্তবিক তাহাই হয়, তবে তিনি কেন এই সৃষ্টি বস্তুকে শূন্য হইতে উৎপন্ন করিলেন? তিনি কি তাহাদের

বিষয় অমনোযোগী হইতে পারেন? যদি বলা যায়, যে ঈশ্বরেতে ও আমাদিগেতে অসীম রূপে ইতর বিশেষ আছে, আমাদের পূজায় তাঁহার তাচ্ছল্য ভাব। তবে কি তিনি আমাদিগকে অকারণে সৃষ্টি করিয়াছেন? এই প্রকার কল্পনা করা কি অসঙ্গত নহে? তাহা হইলে, বলিতে হয়, ঈশ্বরেতে উত্তম গুণ ও জ্ঞান নাই; আর যে ঈশ্বরে উত্তম গুণ ও জ্ঞান নাই, তিনি ঈশ্বর নামে খ্যাত হইতে পারেন না।

—:০:—

৫ম অধ্যায়।

যিহুদী ও মহম্মদীয় ধর্ম্মের পরীক্ষা।

পুরাকালে মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য যিহুদী ধর্ম্ম বা মৌশিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল; তাহা কেবল খ্রীষ্টের আদর্শ মাত্র, খ্রীষ্টের আগমনে তাহা পূর্ণ হইয়াগিয়াছে, ঐ ব্যবস্থা এখন মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য অনাবশ্যক, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট উক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে সৌসমাচারিক ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছেন। এই কারণেই নিকোদিমঃ নামক একজন ভদ্র যিহুদী যীশুর নিকট শিক্ষা জন্য উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, "সত্য, সত্য, আমি তোমাকে কহিতেছি, মনুষ্য জল ও পবিত্র আত্মায় পুনরায় জন্ম গ্রহণ না করিলে, ঈশ্বরের রাজ্যে

প্রবেশ করিতে পারিবে না। ” যোং ৩। ৫। তিনি এই বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রথম সংস্কার বাপ্তিজমের জল ও পবিত্রাত্মার কৃপাদ্বারা আত্মিক জীবন গ্রহণ, বিশেষ আবশ্যক। এই হেতু কি যিহুদী, কি দেবপূজক, যে কেহ নরক যন্ত্রণা এড়াইয়া পরিত্রাণ আকাংক্ষী হয়, তাহার জন্য বাপ্তিজম সংস্কার গ্রহণ করিয়া, কাথলিক সভাভুক্ত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতগণ প্রচারে বহির্গত হইলে, যাহারা তাহাদের প্রচার শুনিয়া মনঃপরিবর্ত্তন করিল, তাঁহারা তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বাপ্তাইজিত করিলেন। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেরিত পিতরের সুসমাচার প্রচারে বহুতর যিহুদী খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সত্য ও স্ব স্ব হৃদয়ের মালিন্য বুঝিতে পারিয়া, অনুতপ্ত অন্তঃকরণে কহিল, “আমরা পাপের ক্ষমা ও পবিত্রাণ পাইবার জন্য কি করিব? ” তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, “মনঃ-পরিবর্ত্তন কর, এবং পাপ মোচনের নিমিত্ত প্রত্যেকে যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও। ” প্রেং ক্রিং ২। ৩৮।

মহম্মদ নামক জনৈক আরবী একটী মিথ্যা ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন; তিনি আরবের অন্তঃপাতী লোহিত সাগরের উপকূলবর্ত্তী মক্কা নগরে ৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা যিহুদী কন্যা, পিতা একজন ভদ্র বংশীয় দেব পূজক; তিনি সমৃদ্ধি সম্পন্ন না হইলেও, অব্রাহাম ও হাজিরার পুত্র ইস্মায়েলের বংশজাত ছিলেন। মহম্মদ দুই বৎসর বয়সে পিতৃ মাতৃহীন হইলে, তাঁহার পিতৃব্য

তাঁহাকে বাণিজ্য কার্য্য শিক্ষা দেয়। তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ সাধন জন্য কিছুই করা হয় নাই; এমন কি তিনি লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন না। তিনি বিংশতি বৎসর বয়সেও আপন পিতৃব্যের উষ্ট্র চরাইতেন, পরে তিনি চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তিনি ভদ্র বংশজ হইলে, ও তাঁহার পৈত্রিক ধন সম্পত্তি না থাকিলেও মক্কা নগর বাসিনী জনৈক বিধবার কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেন। তিনি লিখিতে কি পড়িতে না জানিলেও, তাঁহার যথেষ্ট স্বাভাবিক বুদ্ধি ছিল, এবং দেখিতে একজন রূপবান পুরুষ ছিলেন, তাঁহার বাক্য ও আচার ব্যবহার মনোহর ছিল। ইত্যাকার কারণে তিনি আপন কর্ত্রীর বিশেষ অনুরাগ ভাজন হইলেন, এমন কি শেষে তাঁহার কর্ত্রী তাঁহাকে বিবাহ করিয়া, আপনার সর্ব্বেশ্বর করিলেন। মহম্মদ এই বিবাহ করাতে, কেবল সম্পত্তিশালী নয়, কিন্তু একটী নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সাবকাশ পাইলেন। তিনি সত্য মিথ্যা মিশ্রিত একটী নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন; সেই ধর্ম্মের মূল বচন এই, ঈশ্বর এক, আর মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।

৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ চল্লিশ বৎসর বয়সে প্রকাশ্য রূপে ভবিষ্যদ্বক্তার নাম ও লক্ষণ ধারণ করিলেন; এবং মক্কার জনতাপূর্ণ পথে ও তত্রস্থ মন্দিরের সম্মুখে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহাকে দেব পূজক, যিহুদী ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সমূহে বিনষ্ট করিতে এবং বল পূর্ব্বক এক ঈশ্বরের ধর্ম্ম ব্যাপ্ত করিতে ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি শিষ্য সেবক

পাইবার কারণে নানা উপায় অবলম্বন করেন। মক্কার শান্তি রক্ষকগণ তাঁহার হাব ভাব দেখিয়া সশঙ্কিত হইল; এবং গোলযোগ ভয়ে ও শান্তিভঙ্গ না হইবার কারণে, তাহারা এই ধর্ম্মোন্মাদককে বন্দী করিতে স্থির করিল। মহম্মদের চরেরা পূর্ব্বেই এই সংবাদ পাইয়া, সময় থাকিতে, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল; তাহাতে তিনি ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে রাত্রি যোগে মক্কা হইতে একশত দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী লোহিত সাগরের তীরবর্ত্তী মদিনা নগরে পলায়ন করিলেন। মহম্মদীয়েরা এই দিন ধরিয়া হাজিরা সাল গণণা করিয়া আসিতেছে; তাহাদের বৎসর ৩৬৫ দিনে না হইয়া, চান্দ্র মাসের হিসাবে গণিত হয়।

প্রবঞ্চক মদিনায় উপস্থিত হইলে, তন্নিবাসিরা তাঁহাকে মহাসমারোহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং যাহাতে তাহার মত প্রচলিত হয়, তাহারই চেষ্টা পাইতে লাগিল। মহম্মদ এই নগরে একটী মসজীদ অর্থাৎ সমবেত হওন গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক, সেই স্থানে প্রার্থনা ও আপন ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেন। তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে, অসংলগ্ন শিক্ষা দেন, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ প্রথমতঃ সেইগুলি যেমন তেমন করিয়া টুকিয়া রাখেন, পরে সেইগুলি পুস্তক আকারে সংগৃহীত হইয়া, কোরান বা আল্‌কোরান নামে খ্যাত হয়। মহম্মদ সত্বরই বুঝিতে পারিলেন যে, আরবীদিগের ন্যায় মুর্খ ও শরীরাসক্ত জাতির নিকট সত্য মিথ্যা বিমিশ্রিত ধর্ম্মে কোন ফল দর্শিবে না; তাহাতে তিনি তাহাদের প্রবৃত্তি অনুসারে কএকটী নূতন মত বাহির করিলেন; অর্থাৎ

তাঁহার ধর্ম্মানুসারে বহু বিবাহ করা যাইতে পারে, আর স্বর্গে ইন্দ্রিয় সুখ সেব্য সকল দ্রব্য, বিশেষ রূপে সুন্দরী কামিনীরগণের সহবাস সুখ ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে। আর্ব্বী জাতির জীবনোপায় দস্যুবৃত্তি হওয়াতে, মহম্মদ এই বিষয়েও তাহাদের সহয়তা করিলেন, তিনি তাহাদের নায়ক হইয়া, উষ্ট্র পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য ব্যবসায়ী দিগের দ্রব্যজাত লুটপাট করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার দল বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় তিনি বিশ্বাসিগণের রাজা, ব্যবস্থাপক, ও প্রেরিত উপাধি গ্রহণ করিলেন; তিনি বলিতেন যে, যাহারা তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তাহারা সকলেই কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী, আর তাহাদের প্রতিকূলে যুদ্ধ করা আবশ্যক। তাহার অনুচরবর্গ যুদ্ধে জয়ী হইলে, লুটীয় দ্রব্য পাইবার আশা এবং যুদ্ধে হত হইলে, স্বর্গে সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ বিশেষ রূপে কামিনীগণের সহবাস সুখ পাইবার ভরসা পাইয়া, যুদ্ধে অতিশয় মাতিয়া উঠিল। যা তা করি না, মরিলে স্বর্গ সুখ, বাঁচিলে পার্থিব সুখ পাইবার আশা পাইলে, অলস ও ভীরু জাতিও বীর প্রকৃতি হইয়া উঠে। মহম্মদের দল বল বৃদ্ধি পাইলে, তিনি প্রথমতঃ মক্কা নগর হস্তগত করিলেন, তাহাতে সমগ্র আরব দেশ তাহার করতলস্থ হইল। পরে তিনি সিরিয়া প্রদেশ অধিকার করিতে মনস্থ করেন; কিন্তু ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে চৌষট্টি বৎসর বয়সে মদিনায় প্রাণত্যাগ করাতে, তাঁহার মনস্থ সিদ্ধ হইল না। তিনি মদিনায় সমাধিস্থ হন। তাহার পুত্র সন্তান ছিল না;

ফতেমা নাম্নী একটী কন্যা রাখিয়া যান; আলির সহিত এই কন্যার বিবাহ হয়; উক্ত আলি পারস্য দেশে মহম্মদীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন।

মহম্মদীয়েরা মহম্মদের মরণান্তে তাঁহার প্রথম শিষ্য মক্কাবাসী আবুবেকরকে আপনাদের নায়ক করিল। উক্ত আবুবেকর খালিফ অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার প্রতিনিধি উপাধি গ্রহণ করিলেন। তিনি দুই বৎসর রাজ্য করিলে পর, ওমর তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ওমর খালিফ উপাধি সহ আমির অর্থাৎ বিশ্বাসীগণের নায়ক উপাধি গ্রহণ করিলেন। ওমর রোমীয়দের হস্ত হইতে দশ বৎসর মধ্যে সিরিয়া, পালেস্তাইন, ও মিসর কাড়িয়া লইলেন; এবং দিন দিন তাহার দল বল এত বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি সত্বরই বহু বিস্তৃত পারস্য রাজ্য জয় করিয়া, সূর্য্য দেবের মন্দির ভূমিসাৎ, ও তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া, সেখানে নূতন ধর্ম্ম, নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত করিলেন এবং আর্টজারাক্সিসের সিংহাসনে, একটী নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মহম্মদের ধর্ম্ম যে মিথ্যা তাহার প্রমাণ এই যে, যদি ঈশ্বর তাঁহাকে তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মের অন্যথা করিয়া একটী নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিতে ক্ষমতা দিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আশ্চার্য্য কর্ম্ম ও ভবিষ্যদ্বাক্য দ্বারা তাহার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু মহম্মদ কোন আশ্চার্য্য কর্ম্ম করেন নাই, বা কোন ভবিষ্যদ্বাক্য বলেন নাই; অধিকন্তু তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের বিষয়

পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, তিনি কোন ক্রমে ঈশ্বরের প্রেরিত বা ভবিষ্যদ্বক্তা হইতে পারেন না।

মহম্মদ নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন নাই। একদা মক্কা বাসীরা তাঁহাকে বলে যে, আপনি যদি ঈশ্বরের প্রেরিত হন, তবে কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা তাহার প্রমাণ দেন। তাঁহাতে তিনি তাহাদিগকে বলেন, আমি আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে নয়, কিন্তু ভয় প্রদর্শন করিতে ও ঈশ্বরের ন্যায্যতা ঘোষণা করিতে প্রেরিত হইয়াছি; কেবল ঈশ্বরই আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারেন, আর তিনি যাহাকে এই ক্ষমতা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই দিয়া থাকেন। কিন্তু মহম্মদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা বলে যে, তিনি বহুতর আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন; তাহারা তৎকৃত যে যে আশ্চর্য্য কর্ম্মের কথা উল্লেখ করে, তাহা মূঢ়তা মাত্র ও ঈশ্বরের অযোগ্য বিষয়; তাহারা সেই সকল কর্ম্মের কোন সাক্ষ্য দিতে পারে না, তৎসমুদয়ের কোন নিদর্শন, স্মরণীয় স্তম্ভ, বা শ্রুত বাক্যে তাহার কোন আভাষ পাওয়া যায় না; আর যাহারা প্রথমে এই ধর্ম্ম প্রচার করিল, তাহারা কেহই প্রমাণ স্বরূপ সেই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্মের উল্লেখ করে নাই; তবে কালেতে কোন কোন ব্যক্তি অজ্ঞ লোকদিগকে বলিল যে, মহম্মদ অমুক অমুক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছেন, আর ইদানীন্তন মূর্খ লোক ভিন্ন আর কেহই বিশ্বাস করে না, যে মহম্মদ কোন আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

মহম্মদের ধর্ম্ম শিক্ষায় নিম্নলিখিত তেরটী মূল সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ১। কেবল একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব; ২। মহম্মদের প্রৈরিতিক কার্য্য ও কোরাণের ঐশ্বরিকতা; ৩। ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান ও অদৃষ্টের একমাত্রস্থা; ৪। কবরে দোষ গুণের হিসাব দেওয়া বা মৃত্যুর পর বিশেষ বিচার; ৫। জগতের শেষে স্বর্গীয় দূত, মনুষ্য প্রভৃতি সকল প্রাণীর বিনাশ; ৬। স্বর্গীয় দূত ও মনুষ্যের পুনরুত্থান; ৭। সাধারণ বিচার; ৮। বিচার দিনে মহম্মদের মধ্যস্থতা ও কেবল মহম্মদীয়দের পরিত্রাণ; ৯। ক্ষতি পূরণ; ১০। যাহাদের পাপ পুণ্য উভয় সমতুল, তাহাদের মধ্য অবস্থা; ১১। সৎদিগের স্বর্গে ও অসৎদিগের নরকে যাইবার সূক্ষ্ম সাঁকো দিয়া গমন; ১২। স্বর্গে ইন্দ্রিয় ও শারীরিক সুখের অস্তিত্ব; ১৩। নরকে অনন্ত অগ্নি।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদের ধর্ম্মের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষা ও অপরাপর গুরুতর ভ্রম সমূহ একত্র সন্নিবেসিত রহিয়াছে। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা অর্থাৎ ঈশ্বর দোষ গুণ না দেখিয়া, যাহাকে স্বর্গের জন্য মনোনীত করিলেন, তাহাকে স্বর্গে দিলে ও যাহাকে নরকের জন্য মনোনীত করিয়াছেন, তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিলে যাহারা নরকে যায়, তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। তাহা হইলে, কেহই আপনার কুপ্রবৃত্তি দমন না করিয়া, তাহারই অনুবর্ত্তী হইবে, আর মনে এই ভরসা বান্ধিবে, যে আমি যদি স্বর্গের জন্য সৃষ্টি হইয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব; তাহাতে এই পৃথিবী ঘোরতর দুঃখের স্থান

হইয়া উঠিবে। কোন কোন পূর্ব্বতন গ্রন্থকর্ত্তা একটী সূক্ষ্ম সাঁক, পাপ পুণ্যের তৌল, ক্ষতি পূরণ সম্বন্ধে যে সকল রূপক বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই রূপান্তর মাত্র। স্বর্গীয় দূত ও মনুষ্যগণের বিনাশ ও শেষে তাহাদের পুনরুত্থান অনেক মূঢ়ের স্বপ্ন মাত্র; সম্ভবপর এইমত জগতের শেষে মনুষ্যের মৃত্যু ও পুনরুত্থান হইতে গৃহীত হইল। কিন্তু স্বর্গে যে ইন্দ্রিয় ও মাংসের সুখ আছে, এটী এককালে সাধারণ জ্ঞানের বিপরীত। এই কারণেই আবিচেন্না ও আবেরোযেস নামক দুই জন মুসলমান পণ্ডিত স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, যে তাহাদের ধর্ম্মানুসারে স্বর্গে বুদ্ধিমান আত্মা বিশিষ্ট প্রাণীর যোগ্য কোন সুখ নাই; কেবল পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সকল সুখই দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের জ্ঞানে কোরাণের ধর্ম্ম মনুষ্য যোগ্য নহে, কিন্তু শুকরের যোগ্য।

মহম্মদের মতে আরো অনেক শিক্ষা ভ্রান্ত। মহম্মদ বলেন, এক এক পুরুষ একই সময়ে চারিটী ভার্য্যা ও চারিটী ভার্য্যার তিন তিনটী করিয়া বারটী দাসীকে উপপত্নী স্বরূপে রাখিতে পারে; পতি পত্নীর সহিত যার পর নাই অনুচিত রতি ক্রিয়া করা, ইচ্ছা করিলেই ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা, প্রভুর আপন দাসীর সহিত সহবাস করা, ধর্ম্মের কারণে প্রতিহিংসা ও মিথ্যা শপথ করা, এবং অন্যকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করা দূষ্য নহে। তাহার মতে মনুষ্য যে ধর্ম্মেই থাকুক না কেন, তাহারে—

পরিত্রাণ হইবে ও সে স্বর্গ লাভ করিবে। (কোরাণের ২ অধ্যায় ৫৯ পদ) মহম্মদ আপন ধর্ম্ম শিক্ষা মিথ্যা জানাতে স্বীয় অনুচরবর্গকে আদেশ করেন, যেন তাহারা অন্ধীভূত হইয়া, কোরানে দৃঢ় বিশ্বাস করে, আর বিশ্বাস সম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্ক বিতর্ক না করে।

মহম্মদের ধর্ম্ম শিক্ষা অপেক্ষা তাহার চরিত্র আরও মন্দ; তাহার তুল্য . দুষ্কর্ম্মকারী ও লম্পট পুরুষ আর আছে কি না, সন্দেহ। তিনি আপন ভার্য্যা ও উপপত্নী দিগেতে তৃপ্ত না হইয়া, অপরের ভার্য্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন; তিনি আপন দাসীদিগের কাহাকেও ছাড়েন নাই, অধিক কি বলিব, তিনি একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার পর্য্যন্ত সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করেন; তিনি আপন মাংসের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বয়স কি সম্পর্ক মানিতেন না। তিনি একজন প্রসিদ্ধ দস্যু ছিলেন; তিনি আপন সহচরদিগকে সঙ্গে লইয়া, উষ্ট্র পৃষ্ঠে পণ্য দ্রব্য ব্যবসায়ীদিগের পণ্য দ্রব্য লুটিয়া লইতেন। কি খ্রীষ্টীয়, কি যিহুদী, কি পারসী, কি হিন্দু, যাহারা তাহার মিথ্যা ধর্ম্ম অবলম্বন করিত না, তাহারা সকলেই কাফের অর্থাৎ অবিশ্বাসী। তিনি স্বীয় মতাবলম্বী দিগকে বলিতেন, যতদিন মিথ্যা ধর্ম্ম নির্ম্মূলে বিনষ্ট না হয়, তোমরা ততদিন অবিশ্বাসীদের সহিত যুদ্ধ কর, তাহাদের প্রাণ বধ কর, তাহাদের কাহাকেও ছাড়িও না; হত্যা করিয়া অবিশ্বাসীদের সংখ্যা ন্যূন করিলে পর, অবশিষ্টদিগকে ক্রীতদাস কর, ও গুরুতর কর দ্বারা তাহাদিগকে ভারগ্রস্ত কর। (কোরান ৮

অধ্যায় ১২, ৩৯ পদ; ৯ অধ্যায় ৩০প ; ৪৭ অ ৪ প)

মহম্মদের প্রকৃত জীবন চরিত্র পাঠ করিলে, দেখা যায় যে, তিনি স্বভাবতঃই ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কপটী, বিশ্বাস ঘাতক, বৈরনির্য্যাতক, দুরাকাঙ্ক্ষা, উপদ্রবী এবং স্বীয় কাম রিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে পিছাইবার লোক ছিলেন না।

মহম্মদের অনুগামীরা তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া, কি কুকর্ম্মই না করিল। অন্য স্থানের কথা দূরে থাকুক; ভারতের মহম্মদীয় সম্রাট্ ও দেশাধিপতিগণ কি না করিলেন। তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে ভারৎবাসীগণ সততই আপনাদের স্ত্রী কন্যা, এবং ধন সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিতে শিখিলেন। তাহারা যখন যে প্রদেশ জয় করিলেন, তখন সেই প্রদেশের সুন্দরী কামিনী, ও ধন সম্পত্তি হরণ করিলেন, এবং বলেতে অধিবাসীদিগকে মুসলমান করিলেন। সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা জন্য, কত স্থানের কত কামিনী প্রজ্জলিত চিতায় আরোহণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। যাহারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সুন্দর রূপে বুঝিয়াছেন যে, মুসলমান ধর্ম্মে লোকদিগকে কতদূর সভ্য ভব্য করিয়া তুলে।

বুদ্ধিমান মুসলমানেরা আপনাদের ধর্ম্ম যে কতদূর সত্য জ্ঞানে আস্থা করেন, তাহা নিম্নে লিখিত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়;—

খ্রীষ্টীয়গণ মুসলমানদের প্রতিকূলে, পঞ্চম ক্রুশীয় যুদ্ধ যাত্রা করিয়া, মিসরের অন্তঃপাতী দামিয়েতায় উপস্থিত

হইল। কাথলিক সভার রত্ন আসিসি বাসী সাধু ফ্রাঙ্কিস সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিসরের সুলতান মেলেদিনের নিকট উপস্থিত হইয়া, মুসলমান সৈন্যদিগের নিকট খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে মনস্থ করিলেন। এক দিন তিনি ভ্রাতা ইল্লুমিনাতুস নামক একজন সন্ন্যাসিকে সঙ্গে লইয়া, মুসলমানদিগের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করেন। তাহারা আপনাদের আশ্রম ত্যাগ করিয়া, কিয়দ্দূর গমন করিলে, কতিপয় সারাসান সৈন্য আসিয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া, মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিল; তখন সাধু ফ্রাঙ্কিস শান্ত ভাবে বলিলেন, আমি একজন খ্রীষ্টীয়, আমাকে তোমাদের প্রভুর নিকট লইয়া যাও। তাহারা তাঁহাকে তাহাদের সুলতানের নিকট লইয়া গেলে, মেলেদিন তাঁহাকে কর্কশ ভাবে বলিলেন, তোরা কে, তোরা তে এখানে কি করি আসিয়াছিস? সাধু ফ্রাঙ্কিস সাহস পূর্ব্বক উত্তর করিলেন, আপনাকে ও আপনার লোকদিগকে পরিত্রাণের পথ দেখাইবার নিমিত্ত, ঈশ্বর আমাদিগকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি ঐশী তেজে পূর্ণ হইয়া, এক ঈশ্বরে তিনজন, এবং পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা ও সজীব ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করিলেন। মেলিদিন সুলতান তাঁহার অসম সাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন, তিনি তাঁহাকে কএক দিন রাখিলেন, এবং প্রত্যহ তাঁহাকে আপনার নিকট আহ্বান পূর্ব্বক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কথা শুনিতেন। একদিন ফ্রাঙ্কিস সুলতানকে বলিলেন, যদি আপনি ও আপনার লোক জন

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে আমি যীশু খ্রীষ্টের প্রেমের জন্য আপনাদের নিকট থাকি। আর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য কি মহম্মদীয় ধর্ম্ম সত্য, যদি এই বিষয় আপনার সন্দেহ হয়, তবে একটী প্রকাণ্ড অগ্নিরাশি প্রস্তুত করুন, আমি ও আপনার ইমামগণ (যাজকবর্গ) সেই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করি, তাহাতে বুঝিতে পারিবেন, কোন্ ধর্ম্ম সত্য। সুলতান বলিলেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না, যে কোন ইমাম অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিবে, বা কেহ ধর্ম্মের কারণে কষ্ট স্বীকার করিবে। উপস্থিত ইমাম গণের মধ্যে কেহই অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না।

অনন্তর সাধু ফ্রান্সিস বলিলেন, যদি আপনি ও আপনার লোকজন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সম্মত হন, তবে আমি একাই অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করি, ও তাহার মধ্য হইতে, নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইয়া আসি। যদি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাকে বাঁচান, তবে বুঝিবেন যে, যীশু খ্রীষ্টেই একমাত্র ঈশ্বর, ও মানব জাতির ত্রাণ কর্ত্তা। আর যদি মরি, তবে জানিবেন, আমারই দোষ, কিন্তু ধর্ম্মের নয়।

মেলেদিন সুলতান বলিলেন, আমি তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না, তাহা হইলে, আমার লোকদের মধ্যে গোলযোগ হইতে পারে। যখন ফ্রান্সিস দেখিলেন যে, তিনি মুসলমানদের নিকট থাকিয়া, কিছুই করিতে পারিবেন না, তখন তিনি প্রস্থান উদ্যত হইলে, সুলতান

তাঁহাকে মহামূল্য উপঢৌকন দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। প্রস্থান কালে সালাদিন তাঁহাকে গোপনে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, আপনি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবেন, যেন ঈশ্বর আমাকে সত্য ধর্ম্ম জানিতে ও তাহা গ্রহণ করিতে দেন। পরে তিনি সাধু ফ্রান্সিস ও তাঁহার সঙ্গীকে নির্ব্বিঘ্নে খ্রীষ্টীয়দের শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

এই বিবরণ দ্বারা জানা যায়, যে সাধু ফ্রান্সিসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরের ধর্ম্ম, আর সেই ধর্ম্মের কারণে অগ্নিতে প্রবেশ করিলে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। কিন্তু মক্কাদীয়দের সেই বিশ্বাস ছিল না, সেই জন্য তাহারা অগ্নি মধ্যে, প্রবেশ করিতে সাহস করে নাই।

আমরা দেখিতেছি, মক্কাদীয় ধর্ম্ম ঈশ্বর স্থাপিত নহে, আর মুসলমানদের ইমাম ও মুফ্‌তিগণ কেবল আপনাদের লাভের আশায় অজ্ঞ মুসলমানদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে।

—:০:—

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের পরীক্ষা।

প্রটেষ্টাণ্ট শব্দের অর্থ বিপক্ষতা। যে যে সম্প্রদায়স্থ খ্রীষ্টীয়গণ গত তিন শত বৎসরাবধি কাথলিক ধর্ম্মের বিপক্ষতা করিয়া আসিতেছে, তাহারা সকলেই প্রটেষ্টাণ্ট নামে খ্যাত। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম কি, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এই ধর্ম্মের বিশ্বাস অদ্য এক প্রকার, কল্য অন্য প্রকার। ইংলণ্ডে এক প্রকার, স্কটলণ্ডে অন্য প্রকার, জর্ম্মনিতে এক প্রকার, আমেরিকাতে অন্য প্রকার, এমন কি একটী নগরের এক প্রান্তে এক প্রকার, অন্য প্রান্তে অন্য প্রকার, একই গৃজাঘরে একটী প্রচারকের কথা এক প্রকার, সেই গৃজাঘরে অন্য একটী প্রচারকের কথা অন্য প্রকার। এক স্থানের শিক্ষা ও বিশ্বাস অন্য স্থানের শিক্ষা ও বিশ্বাসের বিপরীত। এইরূপ ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে, কিন্তু একটী বিদ্রোহ মাত্র; ইহা একটী সভা নয়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের সমষ্টি মাত্র। সংক্ষেপে কাথলিক সভা যাহা শিক্ষা দেয়, তাহার বিপক্ষতা মাত্র।

কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের ভিন্নতা এই, প্রটেষ্টাণ্টেরা বলে যে, ধর্ম্ম পুস্তকই এক মাত্র নিয়ম, আর সকলেই আপন আপন মনানুযায়ী তাহার অর্থ করিতে পারে; আর কাথলিকেরা বিশ্বাস করে, যে যীশু খ্রীষ্টের সভাই মনুষ্যের

একমাত্র অভ্রান্ত বিশ্বাস্য নিয়ম। প্রটেষ্টান্টেরা কাথলিক সভার নিম্নলিখিত সত্যগুলি অস্বীকার করে,—যথা পোপের প্রাধান্য, মিসাবলি, প্রায় সকল সাক্রামেন্ত (সংস্কার), মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা, সন্ন্যাস ধর্ম্ম ব্রত, যাজকের অব্রিকাবস্থা, বাচনিক পাপ স্বীকার, পুণ্য কর্ম্মের গুণ, সাধুদের সম্মান, ও তাহাদের অনুকুল্য যাচ্ঞা, ধর্ম্ম পুস্তকের কএকটী ব্যবস্থা সিদ্ধ গ্রন্থ ইত্যাদি।

যীশু খ্রীষ্টের ও তাঁহার প্রেরিতগণের সুসমাচার প্রচারের পনের শত বৎসর পর, মার্টিন লুথের নামক এক জন ভ্রান্ত কাথলিক যাজক ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে একটী নূতন ধর্ম্ম শিক্ষা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ধর্ম্ম শিক্ষা প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্ম শিক্ষা নামে খ্যাত। অপরাপর সভাচ্ছেদী মতের ন্যায় এই নূতন মতও ভ্রষ্টতা ও অত্যাচার দ্বারা শিষ্য সেবক সংগ্রহ করিতে লাগিল। এই মত সংস্থাপকগণ প্রকৃত সুসমাচার প্রচারের ছলে, নির্লজ্জ হইয়া, প্রকাশ্যে লোকদিগের তোষামোদে প্রবৃত্ত হইল। যাহারা অব্রিকাবস্থায় থাকিতে ব্রতী হইয়াছিল, তাহাদিগকে ব্রত ভঙ্গ করিয়া, বিবাহ করিতে অনুমতি দিতে লাগিল; রাজাদিগকে মন্দিরের ধন সম্পত্তি হরণ করিতে পরামর্শ দিল, এবং বাচনিক পাপ স্বীকার, দিনবিশেষে মাংসাদি ভক্ষণ নিষেধ, উপবাস, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এবং যপতপ উঠাইয়া দিল, যাহারা তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে পারিত, তাহাদিগকে অকারণে ভার্য্যা ত্যাগ ও কাহাকে কাহাকে দ্বৈ বিবাহ করিতে অনুমতি দিল; সংক্ষেপে তাঁহারা যীশু

খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সংকীর্ণ ও কষ্টসাধ্য পথ, প্রশস্ত ও সহজ করিয়া তুলিল।

তাহারা আপনাদের বিবেক স্বাধীন রাখিবার ছলে, যে দেশ পারিল, সেই দেশে, প্রাচীন সত্য বিশ্বাসের প্রতিকূলে কঠোর, নরশোণিত শোষক শাসন প্রণালী প্রচলিত করিল; তাহারা আপনাদের ধর্ম্ম প্রচারক দিগের সাহায্যের নিমিত্ত কারারক্ষক ও হন্তা নিযুক্ত এবং কাথলিক মতকে অসংখ্য সাক্ষ্য-মরদিগের রুধিরে মগ্ন করিল। লুথের, ক্রান্মার, জুইংগ্লিয়ুস প্রভৃতি ভ্রষ্ট কাথলিক যাজকগণ ও অসচ্চরিত্র সন্ন্যাসিগণ; ইংলণ্ডের রাজা ৮ম হেনেরি, হেস্‌সাধিপতি ফিলিপ, ব্রাণ্ডেম্বর্গের আল্বার্ট প্রভৃতি লম্পট ও অত্যাচারী রাজাগণ; ইংলণ্ডের আন্না দি বোলেইন ও এলিজাবেথ রাণী এবং ভালোইসের মার্গারেট প্রভৃতি বারবিলাসিনিগণ; কাল্বিন, বেজা, ক্যারল প্রভৃতি দুষ্টগণ ও তাহাদের তুল্য অপরাপর ব্যক্তিগণ ইউরোপের স্থানে স্থানে, প্রটেষ্টান্ট ধর্ম্মের উদ্ভাবন করে। আমরা যে এই কথা কুসংস্কারাপন্ন হইয়া ও অন্যায় করিয়া বলি নাই, নিম্নে তাহার প্রমাণ দর্শাইতেছি। আর সেই প্রমাণ অবিসম্বাদিত, কেননা প্রটেষ্টেন্টেরা নিজে তাহা বলিয়াগিয়াছেন।

কাল্বিন নিজে বলেন, "যাহারা সুসমাচার মতে চলে, তাহাদের দশ জনের মধ্যে, এমন একজনও পাওয়া যায় না, যে অবাদে লাম্পট্য সুখ ভোগ ভিন্ন আর কোন কারণে সুসমাচারে যোগ দিয়াছে।" (Calvin's serm.)

comment, on 2 Pet ch. 2, N. 2.) পোপের "দেব পূজা হইতে যে কএকজন ব্যক্তিব হইল, তাহাদের অধিকাংশই মিথ্যা শপথকারী, ও অ-চরিত্র; তাহারা প্রবঞ্চনা ও শঠতাপূর্ণ।" Ibid on Dan ch. 2. V. 84.) "আশ্চর্য্য এই যে সকল সুসমাচার পরিচর্য্যাকারী, গুজা ঘরের মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা যার পর নাই ভ্রষ্টতার কুদৃষ্টান্ত দেন, তাহাতে যদি কেহ তজ্জন্য বিদ্রুপ কি নিন্দা করে, তবে তাহারা তাহাদের নামে অভিযোগ করিতে, লজ্জা বোধ করেন না। আর আমি লোকদের সহিষ্ণুতা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। নারীগণ ও সন্তানেরা তাহাদিগকে দেখিলে যে, কেন তাহাদের গায় ধূলা ও মলা ফেলে না, এই আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে।" (Calvin's des scandales, P. 128.)

প্রটেষ্টাণ্ট ইতিহাসবেত্তা কব্বেট সাহেব বলেন, " লুথের, কাল্বিন, জুইংগ্লিউস, বেজা প্রভৃতির মত দুরাচারী ও পাষণ্ড ব্যক্তিকে জগৎ আর কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। তাহাদের প্রত্যেকেই মহা মহা অধর্ম্মের শিরোমণি। (Cobb. lett. 7. N. 200.)

এই স্থানে উক্ত দুই একজন মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। লুথেরের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত্র;—

প্রুস্নিয়া সাক্সানির অন্তঃপাতী এইস্লেবেনের নিকটবর্ত্তী কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৪৮৩ খ্রীঃ অং লুথেরের জন্ম হয়। তাহার পিতা মাতা ও পূর্ব্ব পুরুষ সকলেই কাথলিক

ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। এই সময় সমগ্র ইউরোপ কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত ছিল না। লুথের নিজে পৈঁত্রিশ বৎসরাবধি কাথলিক ধর্ম্মী ছিলেন। তিনি তেইশ বৎসর বয়সে দরিদ্রতা, শুচিতা, ও বাধ্যতার ব্রত করিয়া, অগস্তিনীয় সন্ন্যাস সম্প্রদায় ভুক্ত হন। কএক বৎসর পরে, তিনি উক্ত তিনটী ব্রত ভঙ্গ করিয়া, মঠ পরিত্যাগ করিলেন, এবং কাথারিনা-দে বোরা নাম্নী একটী ব্রতী কুমারীকে বিবাহ করেন, এবং স্পষ্টাক্ষরে কাথলিক সভার কর্ত্তৃত্ব তুচ্ছ ও অমান্য করিলেন।

লুথের অহঙ্কার ও ঈর্ষায় পূর্ণ হইয়া, একটী নূতন মত উদ্ভাবিত করিতে সযত্ন হইলেন। ১০ম লেও পোপ রোম নগরের সাধু পিতরের ঐশ্বর্য্যশালী মন্দির শেষ করিবার জন্য জগতিস্থ কাথলিকদের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, যাহারা স্বীয় পাপের জন্য অনুতাপ পূর্ব্বক পুণ্য সাক্রামেন্ত (সংস্কার) গ্রহণ করিয়া, উক্ত মন্দিরের সংস্কার জন্য কিছু কিছু দান করিবে, তাহারা পাপের অচিরস্থায়ী দণ্ড হইতে মুক্তি পাইবে। লেও পোপ আপনার এই অভিপ্রায় সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিবার জন্য, অগস্তিনীয় সন্ন্যাসীদিগের উপর ভার না দিয়া, দমিনিকীয় সন্ন্যাসীদিগের উপর ভার দিলেন। লুথের অগস্তিনীয় সন্ন্যাসী হওয়াতে, ইহা আপনাদের সম্প্রদায়ের অপমান জ্ঞান করিলেন। তিনি ঈর্ষা পরবশ হইয়া, উক্ত ইন্দুল্‌জেন্সিয়া অর্থাৎ পাপের ক্ষমা-সম্বন্ধে কাথলিক বিশ্বাসের প্রতিকূলে প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই পাপ ক্ষমা

সম্বন্ধে কোন কোন কাথলিক খ্রীষ্টিয় যে, অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল তিনি যদি কেবল তাহাই প্রকাশ করিতেন বা তুষা বলিতেন, তাহা হইলে কাথলিক সভা তাহাকে দোষী করিতেন না; কেননা মনুষ্য দোষ করিতে পারে, আর ঘৃণ্য বিষয় পবিত্র স্থান পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া থাকে। কাথলিক সভার মহা মহা সাধু পুরুষ সভার মধ্যে কদাচার প্রবেশ জন্য তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তৎসমুদায় উৎপাটন জন্য প্রাণ পণও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কাথলিক সভা যে সেই কদাচার করেন, কি করিতে দেন, তাহা বলা অন্যায়।

লুথের প্রথমতঃ উইটেম্বের্গের গির্জার দ্বারে ৯৫টী সূত্র লিখিয়া ঝুলাইয়া দিলেন; তন্মধ্যে এমন অনেক কথা লিখিত ছিল, যাহা কাথলিক সভা বিশ্বাস করে না। এই সভাচ্ছেদী সূত্রগুলি সম্বন্ধে গোলযোগ হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, যে সকল শিক্ষা ধর্ম্ম শাস্ত্র এবং পিতৃগণ ও কাথলিক সভার বিশ্বাস সম্মত, আমি কেবল তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। আর তিনি বিনীত ভাবে প্রকাশ করিলেন যে, এই বিষয় সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্ম পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক যাহা স্থিরীকৃত হইবে, আমি তৎসমুদয় গ্রাহ্য করিতে সম্মত আছি। আর সেই সময় তিনি পোপকে লেখেন, আমি আপনার নিষ্পত্তি যীশু খ্রীষ্টের মুখ নির্গত বাক্য তুল্য মান্য করি। (Luther's works, Tom. I, Pages 12, 14; 58 119) কিন্তু তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম পণ্ডিত বর্গের বা পোপের নিষ্পত্তি

শিরধার্য্য করেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের ধর্ম্ম পণ্ডিত বর্গ তাহার শিক্ষা মিথ্যা ও সত্যচ্ছেদী বলিয়া, সাব্যস্ত করিলেন, তখন তিনি তাহাদের প্রতি নানা প্রকার কটুবাক্য ব্যবহার করেন। তিনি পারিসের বিশ্ববিদ্যালয়কে ভ্রান্তির জননী, খ্রীষ্টারির কন্যা, নরকের পূর্ব্বদ্বার ইত্যাদি নানাবিধ কুনামে সম্ভাষণ করেন। (Luther's work, ibid. P. 548.) পোপ তাহাকে দোষী করিলে, পোপের প্রতি আর তাহার পূর্ব্বের মত আদর থাকিল না; তিনি পোপের বুল নামা পত্রিকা এই বলিয়া, দগ্ধ করিলেন, পোপও এইরূপে দগ্ধ হইবার যোগ্য। (ibid pages 353, 553.) তিনি সর্ব্ব সাধারণকে বলিলেন, "তোমরা পোপ, কার্ডিনালের দল ও বিশপগণের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ কর; এবং ইত্যাকার পদধারী দিগের রক্তে আপনাদের হস্ত প্রক্ষালন কর।" (ibid. P. 60.) ইহাতে কে না বুঝিতে পারে যে, প্রটেষ্টাণ্ট মণ্ডলীর পুরুষ লুথের কপটী ছিলেন?

লুথের নিজে বলিয়াছেন, আমি যখন কাথলিক ছিলাম, তখন উপবাস, জাগরণ, ও প্রার্থনা করিতাম; দরিদ্র, শুচি ও বাধ্য ছিলাম; কিন্তু যখন ধর্ম্ম সংশোধক হইলাম, তখন মনের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি এত প্রবল হইল যে, আর তাহা দমন করিতে পারিলাম না। (Tom. 5, ch. 1. Epist. ad Gal. ch. 5. V. 14.—Ibid serm. on Matrim. P. 119.)

লুথের শুচিতা সম্বন্ধে যে শিক্ষা দেন, তাহা তাহার

চরিত্র অপেক্ষা আরো মন্দ। তিনি "টেবল্ টক্" নামক যে গ্রন্থ লেখেন, তাহা এতদূর অশ্লীল যে একজন লম্পট শিরোমণিও তদ্রূপ প্রবন্ধ লিখিতে সঙ্কুচিত হন। তিনি বক্তৃতার সময় যে প্রকার শব্দ ব্যবহার করিলেন, তাহা আমাদের মুখে আনিতে লজ্জা বোধ হয়। কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের আরম্ভ অবধি কোন ব্যক্তি এতদূর বলিতে পারে নাই যে, মনুষ্য স্বীয় ভ্রষ্ট স্বভাবের ক্রীতদাস, আর সে কোন ক্রমে তাহার গতি রোধ করিতে পারে না; মনুষ্য যে প্রকার আহার বিনা বাঁচিতে পারে না, সেই প্রকার স্ত্রী বিহনে থাকিতে পারে না; বিবাহ করিবার আজ্ঞা কেবল একটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাত্র নহে, কিন্তু মানুষিক বিবেক প্রবল রাখিবার নিমিত্ত, ইহা নরহত্যা ও ব্যভিচার না করা সম্বন্ধীয় আদেশ অপেক্ষা আরো অধিক অবশ্য করণীয় ইত্যাদি নানা অশ্লীল ভ্রান্তির বিষয় শিক্ষা দিলেন।

লুথেরের প্রিয় "ধর্ম্ম সংশোধন বা রিফর্মেসন" মত এতদূর মন্দ হইলেও তাহা শীঘ্র ব্যাপ্ত হইল এবং দুষ্ট ভূপতিগণ তাহার সহায়তা করিলেন। এই স্থানে একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হই। হেসেস প্রদেশের অধিপতি আপন বিবাহিত স্ত্রী সত্বেও দ্বিতীয় একটী স্ত্রীর পাণি গ্রহণাভিলাষে লুথেরের নিকট আবেদন করিলে, তিনি একা নহে, আর আট জন ধর্ম্ম সংশোধক পণ্ডিত তাহার সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাকে একই সময়ে দুই স্ত্রী রাখিতে ক্ষমতা পত্র দিলেন; সেই পত্র অদ্যাবধি

প্রকৃতাবস্থায় বিদ্যমান আছে। হেস্সে প্রদেশের অধিপতি এই কারণে লুথেরের প্রতি তুষ্ট হইয়া, তাহাকে তাহার মত ব্যাপ্ত করিতে বিস্তর সাহায্য করেন।

লুথেরের ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারা দেশে মহা গোলযোগ, বিবাদ, বিদ্রোহীতা, ও রাজবিপ্লব ঘটিল; বিশেষ রূপে আনাবাপ্তিস্ত নামে বহু সংখ্যক কুলি মজুর একত্রিত হইয়া, দেশের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করিল; তাহাদের কথা এই কেহ ছোট, কেহ বড় হইবে কেন? সকলেই সমান, বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, তাহাতে সকলের সমান অংশ আছে। এই সকল বিদ্রোহী জর্ম্মন দেশে বহুতর লোকের প্রাণ নষ্ট ও বিস্তর ক্ষতি করে।

যাহারা লুথেরকে ঈশ্বরের লোক বলিয়া ভক্তি করে, তাহারা হয় ত জানে না ধর্ম্ম কি, না হয় লুথেরের প্রকৃত চরিত্রের বিষয় অজ্ঞ। লুথের নিজে বলেন, "একদা মধ্য রাত্রিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল, দিয়াবল আসিয়া, মিসা সম্বন্ধে আমার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল..." (Tom. 6. P. 82.)

লুথের আপন পরিত্রাণের বিষয় নিরাশ হইয়াছিলেন। তাহার মরিবার কএক মাস পূর্ব্বে, একদা রাত্রিতে তাহার স্ত্রী তাহাকে আকাশের উজ্জল নক্ষত্রপুঞ্জ দেখাইয়া বলিল, "স্বামিন, দেখ, আকাশ কেমনসুন্দর!" তিনি বিষণ্ণ ভাবে উত্তর করিলেন, "তাহারা আমাদের জন্য কীরণ দিতেছে না।" তখন্ কাথারিণা সভয় অন্তঃকরণে কহিল, "কেন?" লুথের বলিলেন, "আমরা দুই জনই ধর্ম্ম

ব্রত ভঙ্গ করিয়াছি।" তখন কাথারিণা কহিল, "যদি তাহাই হয়, তবে কি আমরা সেই পথে, ফিরিয়া যাইতে পারি না?" লুথের কহিল, "বোধ হয়, এখন দেরি পড়িয়া গিয়াছে, আর গাড়ি কাদায় বাধিয়া গিয়াছে।" পরে তিনি হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলেন।" (Audin's Life of Luther)

হোস্পিনিয়নের কথা মতে লুথের যার পর নাই ক্রোধী; আয়েকোলাম্পেোর কথা মতে অহঙ্কারী, গর্ব্বী ও দিয়াবল কর্ত্তৃক প্রতারিত; ইংলণ্ডাধিপতি ৮ম হেনেরির কথামতে দিয়াবলের সূচনায় কু অভিলাষের ক্রীতদাস; জুরিচের মণ্ডলীর কথামতে, তাহার সমুদয় গ্রন্থ দিয়াবলের আবাশে লিখিত; কাল্‌নের কথা মতে, তাহার মণ্ডলী শুকরের খোঁয়াড়; ইত্যাদি।

আমাদের বিবেচনা মতে, লুথেরের কাথলিক সভাচ্ছেদী গ্রন্থগুলি অশ্লীল ও লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত জনক। যাঁহারা তাঁহার লজ্জাস্কর ইতিহাস বিশেষ রূপে তাঁহার বিঘ্ন জনক ধর্ম্ম শিক্ষা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের অবশ্যই এই প্রতীতি জন্মিবে যে, তিনি কখনই ঈশ্বরের লোক নহেন, আর তাঁহার কার্য্যগুলি ঐশ্বরিক কার্য্য নহে; তিনি ধর্ম্ম সংশোধন জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তৎসমুদায় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাহারই কথামতে তিনি নিশ্চয়ই দেয়াবলের সূচনা মতে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি গ্রাসকারী কেন্দুয়া; তিনি উত্তম মেষ পালক যীশু খ্রীষ্টের মেষগুলি ধরিবার ও ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কাথলিক ধর্ম্মারী কাল্বিনের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত;—

ফ্রান্সের অন্তঃপাতী নোয়ন নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রামে ১৫০০ খ্রীং অং কাল্বিনের জন্ম হয়। তাঁহার একজন সহ ধর্ম্ম সংশোধক উল্যার বলেন, "আমি জানি, কাল্বিন উগ্র স্বভাব, ও একরোখ; আর তাহাই ভাল; আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ জন্য, যে প্রকার লোকের প্রয়োজন, তিনি সেই ভাবের লোক।" কাল্বিনের চরিত্র লুথের অপেক্ষা মন্দ, তিনি গুরুতর অশ্লীল কদাচারে রত ছিলেন, এমন কি তিনি অস্বাভাবিক পাপ পর্য্যন্ত করাতে, সজীব অবস্থায় অগ্নিতে দগ্ধ হইবার যোগ্য হন, কিন্তু বিচারের সময় বিচারপতি কাল্বিনের বিশপের উপরোধে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে দাগ দিয়া, তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। কাল্বিনের জন্মভূমি নোয়ন গ্রামে তাহাকে উক্ত দণ্ড দেওয়া যায়।

অদৃষ্ট সম্বন্ধে কাল্বিনের ধর্ম্ম শিক্ষা যার পর নাই ভ্রমাত্মক, ও অধর্ম্মজনিত; তাহার মতে, ঈশ্বর কতককে পরিত্রাণ দিতে, আর কতককে দণ্ড দিতে পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; এই দৈব নির্ব্বন্ধ কিছুতেই খণ্ডাইবার নহে; যে ব্যক্তি পরিত্রাণ হেতু পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে, সে যতই পাপ করুক না কেন, সে কখনই পরিত্রাণে বঞ্চিত হইবে না; আর যে ব্যক্তি দণ্ডিত হইতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহার আচার ব্যবহার যতই পবিত্র হউক না

কেন, সে কখনই নরক এড়াইতে পারিবে না; ঈশ্বরের ইচ্ছা যদ্রূপ কতক লোককে মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি তাঁহার ইচ্ছা কতক লোককে দণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং কাল্‌্বিনের মতে ঈশ্বরই পাপের কারণ ও কর্ম্ম কর্ত্তা; কাল্‌্বিন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন, যে মহাপাপ এমন কি আবশালমে স্বায় বিমাতাদের সহিত সহবাস পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কার্য্য।

ইত্যাকার ঘৃণার্হ কুশিক্ষায় কেবল কাথলিক নহে, প্রটেষ্টাণ্ট দেশবাসীরাও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহা ত্যাগ করিল।

কাল্‌্বিন আপনাকে অভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া, স্বীয় মতের বিপরীত কার্য্য শয়তানের কার্য্য ও স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী দিগকে সজীব অবস্থায় অগ্নিতে দগ্ধ যোগ্য জ্ঞান করিতেন। তিনি জেনেবাবাসীদের জন্য দণ্ডবিধি প্রস্তুত করেন, তন্মধ্যে বহুতর দোষের জন্য প্রাণ দণ্ড নির্দ্ধারিত হয়। যাহারা ঈশ্বরের প্রতিকূলে অবিশ্বস্ততার কার্য্য করিবে, তাহারা প্রাণে দণ্ডিত হইবে। দেশান্তর হইতে পলাতক প্রটেষ্টাণ্ট ব্যক্তির বিপক্ষে কোন নিন্দার কথা বলা ঈশ্বরের প্রতিকূলে অবিশ্বস্ততার কার্য্য; রাজ্যের বিরুদ্ধ কিছু করা বিশ্বাস ঘাতকতার কার্য্য; সভাচ্ছেদীদের শাস্তি প্রাণ দণ্ড; যাহারা কাল্‌্বিন সাহেবের মতে সম্পূর্ণ মত না দেয়, তাহারা সভাচ্ছেদী; ইত্যাদি ইত্যাদি। কাল্‌্বিন মার্ক্‌ইস-ডু-পোয়েটকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বিষয় এই রূপ লেখেন, "আমি মিকায়েল সোর্বেটের প্রতি যে প্রকার করিলাম, এই ভাবের দুরাচারীদিগকে

সেই ভাবে শ্বাস রোধ করিয়া মারা উচিত......" (Orig letter—See Calvin's History.) প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী উক্ত মিকায়েল সোর্বট তৃত্ব সম্বন্ধে কাল্‌বিনের শিক্ষার বিপরীত কথা বলাতে, কাল্‌বিন তাহাকে জেনেবা নগরে সজীব অবস্থায় দগ্ধ করিয়া মারিয়াছিলেন।

কাল্‌বিন লুথেরের শিক্ষা সম্বন্ধে বলেন, লুথেরের ন্যায় অর্দ্ধ পোপ ধর্ম্মাবলম্বী থাকা অপেক্ষা বরং এক কালে, একটী নূতন খ্রীষ্টীয় সভা স্থাপন করাই শ্রেয়ঃ। তিনি লুথেরের মণ্ডলীকে শুকরের খোঁয়াড় বলেন।

কাল্‌বিনের অনেক শিষ্য বলিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বর আপনার বিরুদ্ধাচারী ও অভিশপ্ত লোক দিগকে শেষকালে যে প্রকার পীড়া দ্বারা প্রহার করেন, শেষকালে তাহার সেই প্রকারের একটী জঘন্য পীড়া, অর্থাৎ উপদংশ রোগ জন্মে, আর তাহাতেই তাহার প্রাণ যায়। সেই শিষ্য আরও বলেন, আমি নিজে এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারি, কেননা আমি স্বচক্ষে তাহার ভয়ানক মৃত্যু দেখিলাম। (See Teller.) জর্ম্মন্ দেশীয় লুথেরীয় মতাবলম্বীগণ বলেন, "ঈশ্বর কাল্‌বিনের প্রতি আপনার বিচার প্রকাশ করিলেন, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে ভয়ানক শাস্তি দিলেন, তিনি এই সভাচ্ছেদীকে এমন আঘাত করিলেন যে, সে পরিত্রাণের বিষয় নিরাশ হইয়া, দিয়াবলদিগকে আহ্বান, দিব্য ও মহিমাপদের নিন্দা করিতে করিতে আপনার অসদ্ আত্মা পরিত্যাগ করিল।" (Conrad. Schlus. in Theol. Calv. lib. 2. P. 72.)

কাল্বিনের জীবন চরিত পাঠে আমাদের এই প্রতীতি জন্মে যে, তাহার মত রক্ত পিপাষু ও লম্পট ব্যক্তি ঈশ্বরের লোক নন; আর তিনি যে প্রকারে ধর্ম্ম সংশোধন করেন, তাহা কোন ক্রমে ঈশ্বরের কার্য্য বলা যাইতে পারে না।

এখন ইংলণ্ডের ধর্ম্ম সংশোধণের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। প্রায় তিন শত বৎসর অতীত হইল, ইংলণ্ডের রাজা ৮ম হেনেরি ও কাণ্টার্বেরির আর্চ বিশপ কান্মার ইংলণ্ডে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন। পাঠক বর্গ স্মরণ রাখিবেন, পূর্ব্বে সমস্ত ইংলণ্ড রাজ্য রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। প্রথমে উক্ত হেনেরি রাজা লুথেরের নব প্রকাশিত শিক্ষার প্রতিকূলে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া, রোমের বিশপ হইতে "ডিফেণ্ডার অফ্ দি ফেথ্" অর্থাৎ "বিশ্বাস রক্ষক" উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবর্ত্তি ইংলণ্ডের রাজা ও রাণীগণ পোপের পারমার্থিক কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার ও আপনাদের রাজ্য হইতে সত্য বিশ্বাস নির্ম্মূল করিলেও, অদ্যাবধি পোপ দত্ত উক্ত উপাধি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। হেনেরি রাজা লুথের ও কাল্বিনের ন্যায় অশুচিতার দাস হওয়াতে, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। তিনি আপন ভার্য্যা আরাগণের কাথারিনার সহিত বিংশতি বৎসর বাস করিলে পর, আন্না-দি-বোলেনের প্রণয়ে আবদ্ধ হন; তাহাতে রোমের বিশপের নিকট, একটী অযথা আপত্তি করিয়া আবেদন করেন যে, তিনি যেন তাঁহার ব্যবস্থা সিদ্ধা ভার্য্যা কাথারিনার সহ বিবাহ

বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আন্না-দি-বোলেনের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া দেন। কিন্তু পোপ বলিলেন, যে কাথারিনা সহ তাঁহার বিবাহ ব্যবস্থা সিদ্ধ, তাহা কোন মনুষ্য ছিন্ন করিতে পারে না; আর আন্না সহ তাঁহার সহবাস মহাপাপ। তাহাতে হেনেরি ক্রোধ ও কামের পরতন্ত্র হইয়া, পোপের আত্মিক ক্ষমতা অস্বীকার, আর আপনাকেই ইংলণ্ডের মণ্ডলীর প্রধান করিয়া, আপন বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ ও আন্না-দি-বোলেনকে বিবাহ করিলেন।

অনন্তর তিনি আপন ক্রীতদাস পার্লিয়ামেণ্ট সভা দ্বারা ইংলণ্ড রাজ্যস্থ কাথলিক সভার যাবতীয় সম্পত্তি অপহরণ করিলেন; উক্ত সম্পত্তি দ্বারা দীন, দরিদ্র, অনাথ, ও রুগ্নগণ প্রতিপালিত হইত। যাহারা তাঁহার এই কার্য্যে বাধা দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের শিরচ্ছেদন করিলেন।

আন্না দি বুল্লেন স্বীয় কলঙ্কিত মুকুট অধিক কাল ভোগ করিতে পারেন নাই; তাহার প্রতি হেনেরির বিতৃষ্ণা জন্মিলে, তিনি তাহাকে ব্যভিচারিণী সাব্যস্ত করিয়া, তাহার শিরচ্ছেদন করিলেন। পরে তিনি জেন সেমোয়েরকে বিবাহ করিলেন, তিনিও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, বিবাহের কএক মাস পরে তাহার মৃত্যু হয়। অনন্তর হেনেরি ক্লেবেসের আন্নাকে বিবাহ করিলেন, কিন্তু অল্প কাল পরে তাহাকে ত্যাগ করেন। তিনি পঞ্চম বারে কাথারিনা হাউয়ার্ডকে বিবাহ করিলেন; তাঁহাকেও আন্না-দি-বোল্লেনের তুল্য অপরাধে অপরাধিণী

করিয়া, তাহার শিরচ্ছেদন করিয়া, আর বার বিবাহ করিলেন। এই পবিত্র ধর্ম্ম সংশোধক স্বীয় কার্য্য হেতু সজীব ঈশ্বরের গোচরে উপস্থিত না হইলে, সম্ভবতঃ তাঁহার ষষ্ঠ স্ত্রীকেও অকালে যমালয়ে যাইতে হইত।

পাঠক বর্গ মাত্রেই বুঝিতে পারেন, অষ্টম হেনেরির মত লোক ঈশ্বরের লোক হইতে পারে না। প্রটেষ্টাণ্ট ইতিহাসবেত্তা কব্বেট সাহেব হেনেরি রাজার বিষয় কি বলেন, শুন, "এযাবৎকাল যত লোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছে, তাঁহার (হেনেরির) মত লোক কেহ ছিল না। (Letters 2. N. 64.)

ক্রান্মার সাহেব হেনেরি রাজার যাবতীয় দুষ্কর্ম্মের কুমন্ত্রণাদাতা; উক্ত ক্রাম্মার কাণ্টার্বেরির প্রথম প্রটেষ্টাণ্ট আর্চ বিশপ। বিশপগণকে যে প্রকারের শপথ করিতে হয়, তিনি সেই প্রকার শপথ না করিয়া, অযথা শপথ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি প্রথমে একটী ছোট গৃজা ঘরে যাইয়া, শপথ করিলেন যে, বিশপ হইবার জন্য আত্মিক বিষয়ে পোপের বাধ্য থাকিবার যে ভাবের শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিতে যাইতেছেন, তাহা পূর্ণ করিবেন না। অনন্তর তিনি বড় গৃজায় যাইয়া, সর্ব্ব সাধারণের সমক্ষে অঙ্গীকার করিলেন যে, তিনি আত্মিক বিষয়ে পোপের বাধ্য থাকিবেন। (Cobbets lett. 2. N. 65.) এই দুষ্ট ব্যক্তি যাজক থাকিলেও, আপন কৌমার ব্রত ভঙ্গ করিয়া, জর্ম্মনিতে একটী ও ইংলণ্ডে আর একটী ভার্য্যা রাখিয়াছিল। (Cobbets lett. 3. N. 104.)

ক্রান্মার হেনেরি রাজার অনুরাগ ভাজন হইবার কারণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার চারিটী স্ত্রীর ত্যাগ পত্র দেওয়াইয়া দেন। একটী স্ত্রীর প্রতি হেনেরির বিতৃষ্ণা ভাব জন্মিলেই, আর্চ বিশপ বাহাদুর বিচার আসনে বসিয়া, যে স্ত্রীকে ব্যবস্থা সিদ্ধা বলিয়া, হেনেরিকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাকে ত্যাগ করাইয়া, অপর একটী ভার্য্যা দিতেন; তিনি এই প্রকার ঘৃণিত কার্য্য চারি বার করেন। তিনি হেনেরি রাজার রাজত্ব কালে ইংলণ্ডে সাতিশয় অত্যাচার করেন। কোন ব্যক্তি পদার্থান্তর বিশ্বাস সূত্র অর্থাৎ রুটী ও দ্রাক্ষারস যীশু খ্রীষ্টের শরীর ও রক্তে পরিবর্ত্তন হওয়ার বিষয় বিশ্বাস না করিলে, ক্রান্মার তাহার প্রাণ দণ্ড করিতেন। আর যার হেনেরি রাজার মৃত্যুর পর, এই ক্রান্মার যাহারা পদার্থন্তর মূল সূত্র বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারিলেন। এই প্রকারে তিনি বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ বধ করিলেন। (Cobblet's lett. 7. N. 200.) পরে তিনি মেরী রাণীর রাজত্ব কালে একটী গুরুতর অপরাধ হেতু অগ্নিতে দগ্ধ হওন দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

কব্বেট সাহেব বলেন, ক্রান্মার "নামটী নিত্য অভিশাপ যোগ্য; যদি আমরা না জানিতাম যে, যার পর নাই বিশ্বাস ঘাতক, যার পর নাই পাষণ্ড, যার পর নাই মহিমাপদের নিন্দুক নীরক্তে, যে অগ্নি অপরের প্রাণ নাশ জন্য জ্বালাইয়া ছিলেন, শেষে স্বয়ং

সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া মরিলেন, তাহা হইলে, আমরা তাহার নাম উচ্চারণ সময়, প্রায়ই ঈশ্বরের বিচার সন্দেহ করিতাম। (Cobbet's lett. 2. N. 64.)

উক্ত প্রটেষ্টাণ্ট ইতিহাসবেত্তা আরো বলেন, ইংলণ্ডের কাথলিক সভা বিনাশক ও প্রটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী সংস্থাপক দিগেতে ইংলণ্ড রাজ্য যে প্রকার সর্ব্বগ্রাস, কাপট্য নিচাশয়, বিশ্বাস ঘতকতা দেখিল, আর কোন রাজ্যে, কোন কালে, কোন দেশে সেই প্রকার দেখে নাই।" (Cobbet's lett. 7. N. 220, 221.)

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, প্রটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী সংস্থাপক লুথের, কাল্বিন, ও ইংলণ্ডের ধর্ম্ম সংশোধকগণ ঈশ্বরের লোক নহেন; তাহাদের সহ ভ্রাতা ধর্ম্ম সংশোধক কার্লোস্তদৎ, জুইংগ্লিউস, বেজা প্রভৃতিও ঈশ্বরের লোক নহেন। আমরা তাহাদের বিষয় বিশেষ করিয়া, কিছু বলিতে চাহি না, তাহারাও তত্তুল্য লোক, পরের নিন্দা দ্বারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটী পূর্ণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কব্বেট সাহেবের এই বাক্যটী মাত্র উল্লেক করিয়া ক্ষান্ত হই, যথা "জগৎ আর কোন কালে লুথের, কাল্বিন, জুইংগ্লিউস, বেজা প্রভৃতির মত দুরাচারী পাষণ্ডের বাসা আর কখন দেখে নাই।"

প্রটেষ্টাণ্ট মণ্ডলী সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সংশোধকগণের ও তাহাদের উত্তর পদধারি গণের পরিচারক পদ মেষের বেশে কেন্দুয়া ব্যাঘ্র স্বরূপ তাহারা দ্বার দিয়া নয়, কিন্তু বেড়ার উপর দিয়া খোঁয়াড়ে

প্রবেশ করে; খ্রীষ্টের কথামতে, তাহারা মেষ চরাইতে নয়, কিন্তু মেষ গ্রাস করিতে আইসে।

অতএব যাহারা জানিয়া শুনিয়া কাথলিক সভার বাহিরে থাকে, তাহাদের পরিত্রাণের আশা নাই। 'জানিয়া শুনিয়া' বলিবার কারণ এই যে, যাহারা ভ্রান্ত ধর্ম্মে জন্মিয়াছে, ও শিক্ষা পাইয়াছে, ও সেই ধর্ম্মে তাহাদের কোন সন্দেহ জন্মে নাই, তাহারা যদি গুরুতর পাপ হইতে দূরে থাকে, ও ঈশ্বরের আজ্ঞা যতদূর জানে, ততদূর পালন করে, তবে তাহারা বাহ্যভাবে কাথলিক সভার বাহিরে থাকিলেও পরিত্রাণ পাইতে পারে। তদ্ভিন্ন আর যত লোক একরোখ ও অমনোযোগ বশতঃ কাথলিক সভার বাহিরে আছে, তাহারা সকলেই পরিত্রাণে বঞ্চিত হইবে; কেননা যীশু খ্রীষ্ট বলেন, যে কেহ সভার কথা না শুনে, সে দেব পূজক অর্থাৎ সে পরিত্রাণের পথের বাহিরে। (মথি ১৮। ১৭) এক সময় যীশুখ্রীষ্ট আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, "যে কেহ তোমাদিগকে অবজ্ঞা করে, সে আমাকে অবজ্ঞা করে, আর যে আমাকে অবজ্ঞা করে, সে আমার প্রেরণ কর্ত্তাকে অবজ্ঞা করে। (লূক ১০। ১৬)

পূর্ব্বকালে কাথলিক সভার এই প্রকার বিশ্বাস ছিল। সাধু চিপ্রিয়ান বলেন, যে কেহ সভাকে মাতা বলিয়া স্বীকার না করে, সে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পাইতে পারে না।" (Lib. de unit. Eccl.) সাধু অগস্তিন বলেন, "যে কেহ সভার বাহিরে মরে, সে যদি

খ্রীষ্টের নামের জন্য সজীবাবস্থায় অগ্নিতে পুড়িয়া মরে, তথাচ অনন্ত শান্তি পাইবে।" (Ep. 173.)

এই কথা যে কতদূর সত্য তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য, এই স্থানে একটী ঘটনার উল্লেখ করিব; এই ঘটনার বিষয় আমেরিকার প্রায় অনেকেই জ্ঞাত।

সৈন্যাধক্ষ রোজেক্রাঞ্জ প্রথমে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; পরে কাথলিক মতের শিক্ষার কথা শুনিয়া তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি তদবধি কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং যাহাতে অপরাপর প্রটেষ্টাণ্ট কাথলিক হয়, সেই চেষ্টা করিতেন। তিনি বিংশতি জন সৈনিক কর্ম্মচারীকে কাথলিক করিলন, আর সৈন্যদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটী পুস্তকও লিখিলেন। তাঁহার ভার্য্যা প্রটেষ্টাণ্ট থাকাতে, তিনি তাহাকে কাথলিক করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। শেষে তাঁহার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলে, ক্রমে তাহার পীড়া উৎকট হইয়া উঠিল; সৈন্যাধক্ষ সাহেব বহুবিধ চেষ্টা পাইলেও, তাহাকে কাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি আপনার অধীন চারিজন আইরিসকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই, তোমরা জান, আমার স্ত্রী প্রটেষ্টাণ্ট, তিনি কাথলিক ধর্ম্মের কথা এক কাণে শুনিতে চাহেন না, এখন তিনি মরণাপন্ন, তিনি যদি একরোখ হইয়া, প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের মধ্যে মরেন, তবে

নরকেই তাঁহার স্থান হইবে। এই কথা মনে হইলে, আমার বড় ভয় ও দুঃখ হয়; আইস, আমরা তাঁহার উপকারার্থে সাধ্য মতে চেষ্টা পাইয়া দেখি; আইস, আমরা ধন্যা কুমারীর নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তাঁহার জন্য অনুরোধ করেন।" পরে তিনি একটী রোজারির মালা লইয়া জানু পাতিলেন এবং উক্ত চারি জনের সহিত রোজারির প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে এক ঘণ্টা কাল প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তিনি ভার্য্যার শয্যার পার্শ্বে যাইয়া দেখেন, রোগী অচেতন অবস্থায় রহিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে রোগী সচেতন হইয়া ও আপন স্বামিকে দেখিয়া, বলিয়া উঠিলেন, "আমার জন্য একজন কাথলিক পাদ্রিকে ডাক।" জেনেরাল রোজেক্রাঞ্জ প্রথমে ভাবিলেন, তাঁহার ভার্য্যা বিকার অবস্থায় কি বলিতেছে, জানে না। তাহাতে তিনি তাহাকে বলিলেন, "কি বলিতেছ?" তাহাতে তাঁহার পত্নী বলিলেন, "নিবেদন করি, এখনই আমার জন্য একজন কাথলিক পাদ্রি সাহেবকে ডাক।" তিনি বলিলেন, "প্রিয়ে, পূর্ব্বে ত তুমি কাথলিক পাদ্রির নাম শুনিতে পারিতে না।" রোগী বলিয়া উঠিলেন, আঃ! জেনেরাল, আমি এক কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছি। "ঈশ্বর আমাকে নরক দেখাইয়াছেন, আর আমি যদি কাথলিক না হই, তবে যে অনন্ত অগ্নি আমার জন্য প্রস্তুত আছে, তাহাও আমাকে দেখাইয়াছেন।

ঐ স্ত্রী কাথলিক সভাভুক্ত হইলে, রোগ বিমুক্ত হইলেন,

এবং তদবধি একজন ধর্ম্ম ভক্ত কাথলিকের ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। (Le Dogme de l'enfer etc. par le Pire F. X. Schouppis S. J.)

এইরূপ প্রকৃত ঘটনার বিষয় জানিয়া শুনিয়াও যদি প্রটেষ্টাণ্টেরা কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ না করে, তবে তাহাদের যে কি হইবে, তাহা বলা যায় না।

যাহারা খ্রীষ্টীয় সভার মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দল ভেদ জন্মায়, তাহারা সভাভেদী নামে খ্যাত। সভাভেদীগণ কাথলিক সভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত মূল সূত্র বিশ্বাস করিয়া, সভার ব্যবস্থাসিদ্ধ পালক অর্থাৎ পোপ ও আপনাদের বিশপগণের কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করাতে সভা হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। সাধু যোহন ক্রিসস্তম বলেন, "সভাভেদ দ্বারা সভার মধ্যে দলভেদ জন্মান ও সভাচ্ছেদী মত দ্বারা সভাকে ভ্রষ্ট করা সমান অপরাধ।"

ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বরের সত্য সভা অর্থাৎ কাথলিক সভার বিষয় অনুসন্ধান করিতে ও তন্মতাবলম্বী হইতে চেষ্টা করা সকলেরই করণীয় কর্ম্ম, না করিলে দণ্ডিত হইতে হইবে। বহুতর প্রটেষ্টাণ্ট বা সভাভেদীগণ আপত্তি করিয়া বলেন, সদ্ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করেন না। এ কি কথা; যাহারা ভ্রান্তির মধ্যে আছেন, তাঁহারা কি আপনাদের ভুল ভ্রান্তি ত্যাগ করিবেন না? তাহা হইলে ত যিহুদি, মহম্মদীয়, হিন্দু প্রভৃতি বলিতে পারেন যে, আমি যে ধর্ম্মে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমার সেই ধর্ম্মেই থাকা ভাল? তবে খ্রীষ্ট

কেন আপনার প্রেরিতগণকে সমস্ত জগতে প্রচার করিতে আদেশ দিলেন? পাগল ভিন্ন আর কে আপন মঙ্গল চেষ্টা পায় না? অন্য বিষয় যা তা হউক, ধর্ম্মের বিষয়ে ত খাটেই না; যেহেতু ইহাতেই আমাদের অনন্ত পুরস্কার বা শাস্তি নির্ভর করে।

বহুতর প্রেটেষ্টাণ্ট কাথলিক ধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্র ও যুক্তি সঙ্গত কি না, তাহা না দেখিয়া, অজ্ঞ লোকদের চক্ষে ধূলি দিবার কারণ বলিয়া থাকে, হিন্দু ধর্ম্ম আর কাথলিক ধর্ম্ম সমান।

হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল রীতি নীতি আছে, তাহার সকলই যে দূষ্য, তাহা নহে; হিন্দুদিগের অনেক ধর্ম্ম রীতি ভাল, কিন্তু দোষের মধ্যে এই যে, কাথলিকেরা যাহা ঈশ্বরকে অর্পণ করে, হিন্দুরা তাহা দিয়াবলের উদ্দেশে অর্পণ করে। যথা কাথলিকেরা ঈশ্বরের উদ্দেশে মোমের বাতি ও পুষ্পাদি অর্পণ করে, কিন্তু হিন্দুরা সেইগুলি কালী দুর্গা প্রভৃতি অলীক দেব দেবী বা দিয়াবলের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যে যজ্ঞ বেদী আছে, কাথলিকদেরও পূজার বেদী আছে। এই বেদী সম্বন্ধে, প্রেরিত পোল বলেন, যাহারা দেব পূজকদের বেদীর অংশী, তাহারা প্রভুর বেদীর অংশী হইতে পারে না। হিন্দুদিগের মধ্যে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা কাথলিকেরা বিশ্বাস করে না, আর কাথলিকদের মধ্যে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা হিন্দুরা মান্য করে না।

১। হিন্দুরা কি তিন ব্যক্তিতে এক, সত্য, ও

সজীব ঈশ্বরকে পূজা করে? তাহারা কি পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত হয়? কিন্তু কাথলিকদের এইগুলি করিতে হয়।

২। হিন্দুরা কি ধর্ম্ম শাস্ত্র বাইবেল ও শ্রুত বাক্য ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু কাথলিকদের তাহা করিতে হয়।

৩। হিন্দুরা কি যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহার রক্তের গুণে পাপের ক্ষমা বিশ্বাস করে? তাহারা কি আপনাদের মন্দির মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ স্মরণার্থে মিসা বলি অর্পণ করে? কিন্তু কাথলিকদের তাহা করিতে হয়।

৪। হিন্দুরা কি সুসমাচার প্রচার, প্রত্যহ দাবিদের গীত গান ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং মধ্যে মধ্যে সাক্রামেন্ত গুলি গ্রহণ করে? কিন্তু কাথলিকেরা তাহা করে।

১। কাথলিকেরা কি নরহত্যা, অশুচিতা, ব্যভিচার প্রভৃতির অবতার স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের পূজার জন্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে? কিন্তু হিন্দুরা করিয়া থাকে।

২। কাথলিকেরা কি যীশু খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা, তাঁহার কৃত আশ্চর্য্য কর্ম্ম অস্বীকার, বা তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও মহিমা পদের নিন্দা করে? কিন্তু হিন্দুরা তাহা করে।

৩। কাথলিকেরা আপনাদের সন্তান সন্ততিগণকে জগতের সৃষ্টি, মনুষ্যের স্বভাব, ভাবী জীবন ইত্যাদি বিষয়ক হাস্যজনক গল্প শিক্ষা দেয়? কিন্তু হিন্দুরা দিয়া থাকে।

যদি কাথলিকেরা ইত্যাকার বিষয়ে হিন্দুদের সমান হইত, তাহা হইলে, প্রটেষ্টাণ্টেরা বলিতে পারিত যে, কাথলিক ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের সমান।

—:o:—

৭ষ্ঠ অধ্যায়।

ঈশ্বরের তৃত্ব, দিয়াবলদিগের উৎপত্তি এবং মূল পাপ সম্বন্ধে কাথলিকদিগের ও হিন্দুদিগের বিশ্বাসের ভিন্নতা।

আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিলাম যে, প্রটেষ্টাণ্ট, মহম্মদীয় ও যিহুদী ধর্ম্ম মিথ্যা আর হিন্দু ধর্ম্ম ভ্রান্তি পূর্ণ। এখন দেখিব যে, তৃত্ব ও ভূতের উৎপত্তি, মূল পাপ, অসুরগণ, মহা জলপ্লাবন. ইত্যাদি সম্বন্ধে কাথলিক ও হিন্দু বিশ্বাসের মধ্যে কি ভিন্নতা আছে।

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে প্রকাশ করিলাম যে, কাথলিক ধর্ম্মের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের কিছু কিছু সাদৃশ আছে, সেই সাদৃশ সারাংশে নাই, কেবল বাহ্যে কিছু কিছু আছে। যথা—কাথলিকদের তৃত্ব সম্বন্ধের বিশ্বাস, আর হিন্দুদের তৃত্ব সম্বন্ধের বিশ্বাস অতি ভিন্ন। হিন্দুরা তৃত্ব স্বীকার সময় তিনজন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও শিব

স্বীকার করে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের একত্ব সম্বন্ধে ভুল করে। কাথলিক বিশ্বাস মতে, এক ঈশ্বরে তিনজন পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর আছেন; অথচ তিন ঈশ্বর নন, কিন্তু কেবল এক ঈশ্বর। কাথলিকেরা তিন জনকে ঈশ্বর বলে, আর সেই ঈশ্বরত্ব স্বভাব সম্বন্ধে, পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর, আর পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, অথচ তিন ঈশ্বর নন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তিন ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর; অর্থাৎ পিতা পুত্র নন, কেননা পুত্র পিতা হইতে জাত, কিম্বা পবিত্র আত্মা পিতা বা পুত্র নন, কেননা পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্র হইতে নির্গত, তথাচ তিন জনের প্রত্যেক জন ঈশ্বর, বা তিনজন এক ঈশ্বর। ঈশ্বর স্বভাবে বিভক্ত নন, কিন্তু ব্যক্তিতে পৃথক্ ও ভিন্ন। আর ঈশ্বরের গুণ অর্থাৎ তাঁহার উত্তমতা, জ্ঞান, সর্ব্ব সামর্থ প্রভৃতি বিভক্ত নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই সকল গুণ পূর্ণ পরিমাণে আছে। পিতা সর্ব্বশক্তিমান, পুত্র সর্ব্বশক্তিমান, পবিত্র আত্মা সর্ব্বশক্তিমান অথচ তিন সর্ব্বশক্তিমান নন; অন্যান্য গুণেও এই প্রকার। পুনশ্চ কাথলিকেরা বিশ্বাস করে, যে পুত্র ঈশ্বর অনাদিকাল হইতে পিতা হইতে জাত, এবং পবিত্র আত্মা অনাদি কাল হইতে পিতা ও পুত্র হইতে নির্গত; অথচ কাথলিকেরা বিশ্বাস করে না, যে পিতা পুত্রের বা পিতা ও পুত্র পবিত্র আত্মার পূর্ব্ব হইতে আছে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, তিনজনই সমভাবে অনাদি অনন্ত, কাহারও আদি ও অন্ত নাই। এই সকল বিষয় আমাদের দুর্ব্বল

ও সীমা বিশিষ্ট বুদ্ধির গম্য নহে। আমাদের এইমাত্র বিশ্বাস করিতে হয় যে, সত্য ঈশ্বর ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আমাদের তাহা বিশ্বাস ও মান্য করা আবশ্যক।

খ্রীষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে, রোমের বিশপ দেব পূজক আইরিসদের মধ্যে সুসমাচার প্রচার জন্য সাধু পাত্রিককে প্রেরণ করেন। আইরিসদের লেওজের রাজা পাত্রিকের খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কথা শুনিতে সম্মত হইলে, রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক ও 'ড্রুইদ্ নামে তাহাদের যাজকগণকে লইয়া, একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হইলেন। পাত্রিক সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগকে কাথলিক বিশ্বাস সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে বহুতর শ্রোতৃবর্গ পরে অপরাপর আইরিস খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। প্রচার কালে, তিনি ধন্য তৃত্বের বিষয় বুঝাইবার জন্য, তত্রস্থ জাত শ্যামরক নামক এক প্রকার ছাতকুড়ার একটী উঠাইয়া লইয়া, বলিলেন, "দেখ, এই উদ্ভিদটির একটী ডাঁটা, তাহার উপরে এক আকারের তিনটী পাতা। এই পাতাগুলি পৃথক্ পৃথক্ ও ভিন্ন ভিন্ন অথচ এক, কেননা এই তিনটীতে একটী কাণ্ড হইয়াছে, ও একই ডাঁটার মাথায় আছে। ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে যে ঈশ্বরের কথা কহিতেছি, সেই ঈশ্বর স্বভাবে এক, কিন্তু ব্যক্তিতে তিন, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা প্রত্যেকেই সমভাবে ঈশ্বর, কিন্তু ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে এক।" (Life of st. Patrick)

জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ গল্প আছে,

কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশ, ব্রহ্মা সমস্ত সৃষ্টি করিলেন। আমরা পূর্ব্বে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া আইলাম, তিনি নাকি কুম্ভকারের ন্যায় মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, প্রথমে এক পদ বিশিষ্ট, তাহা ভাল না হইলে, তৃপদ বিশিষ্ট, তাহাও ভাল না হওয়াতে, পরে দ্বিপদ বিশিষ্ট করিলেন, এক কালে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

তন্ত্রের মধ্যে লিখিত আছে যে, মৃত্তিকা জল হইতে, এবং কুক্কুর, পক্ষী, মৎস্য এবং সজীব ও নির্জীব বস্তু সিদ্ধ তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন হইল।

রামায়ণে দেখা যায়, কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নী হইতে দেব, দানব, অসুর, মনুষ্য, পশু পক্ষী ও অন্যান্য সৃষ্টি বস্তু উৎপন্ন হইল।

যজুর্ব্বেদে বলে, প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীর সহযোগে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইল। অনন্তর যখন নারী জানিতে পারিল যে, সে নরের অঙ্গ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন সে পুরুষের সহিত মিলিত হইতে সঙ্কুচিত হইল, আর তাহার সহবাস এড়াইবার কারণে পর্য্যায়ক্রমে গাভী, ঘোটকী, গর্দ্দভী, ছাগী, ও অপরাপর জন্তুর স্ত্রী জাতির আকার ধারণ করিল, এমন কি পিপীলিকা পর্য্যন্ত হইল, পক্ষান্তরে প্রথম মনুষ্যও সেই সেই জাতীয় পুরুষ হইয়া, তাহার সহিত মিলিত হইলে, সেই সেই জাতীয় পশু পক্ষী উৎপন্ন করিয়া জগৎ পূর্ণ করিল।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্র মতে, প্রভু প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন, এবং সেই জলের মধ্যে একটী অঙ্কুর স্থাপিত করিলেন,

সেই অঙ্কুর স্বর্ণময় চাক্‌চিক্য ডিম্বে পরিণত হইল, সেই ডিম্ব হইতে ব্রহ্মা নামে এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ জন্মিল। প্রভু সে ডিম্ব দ্বিখণ্ড করিলেন এবং এক খণ্ড হইতে আকাশের ও অপর খণ্ড হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। আর মধ্যস্থলে তিনি শূন্য, অষ্টবসু বা স্বর্গরাজ্য এবং সমুদ্র স্থাপিত করিলেন। পরে তিনি অপরাপর প্রাণীর সৃষ্টি করিলেন। (Book I, V. 8 &c.)

পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে, হিন্দু শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মত; মনুষ্য তাহার কোন্‌টী সত্য বলিয়া স্থির করিতে পারে? এই বিষয় সম্বন্ধে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র কি বলে, এখন তাহা বলিব।

আদিতে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। তৎকালে পৃথিবী শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার বারিধীর উপর ছিল; এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিত। পরে ঈশ্বর বলিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক্ করিলেন। তিনি দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্য হইতে বিতান হউক, এবং বিতান জলকে বিভক্ত করুক, তাহাতে সেই প্রকার হইল, এবং ঈশ্বর সেই বিতানের নাম আকাশ রাখিলেন।

ঈশ্বর কহিলেন, আকাশের নিম্নস্থ জল এক স্থানে একত্রিত হইয়া ভূমি বাহির করুক, তাহাতে তাহাই

হইল। ঈশ্বর শুষ্ক ভূমির নাম স্থল ও একত্রিত জলের নাম সমুদ্র রাখিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, মৃত্তিকা হরিদ্বর্ণ উদ্ভিদ্ ও ফলের বৃক্ষ উৎপন্ন করুক, তাহাতে সেই প্রকার হইল।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, দিবস ও রাত্রি পৃথক্ করিবার নিমিত্ত, শূন্যে জ্যোতিঃ সকল হউক; এবং তৎসমুদয় চিহ্নের ও ঋতুর, ও দিবসের ও রাত্রির কারণ হউক। তাহাতে সেই প্রকার হইল। এবং ঈশ্বর দুইটী বৃহৎ জ্যোতিঃ নির্ম্মাণ করিলেন। বৃহৎটী দিবসের উপর এবং ক্ষুদ্রটী রাত্রির উপর কর্তৃত্ব করিতে এবং নক্ষত্র সমূহ সৃষ্টি করিলেন।

ঈশ্বর কহিলেন, জল সরীসৃপ জন্তু এবং পৃথিবীর উপরে উড্ডয়মান পক্ষী উৎপন্ন করুক। ঈশ্বর জল হইতে উৎপন্ন বৃহদাকার তীমি, সমুদয় সজীব ও গমনশীল জন্তু এবং পক্ষ যুক্ত সমুদয় পক্ষী সৃষ্টি করিলেন। পরে তাহাদিগকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহু বংশ হও।

পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি গোমেষাদি পশু ও সরীসৃপ প্রাণী এবং ভূমির পশু উৎপন্ন করুক। তাহাতে সেই প্রকার হইল। পরে তিনি কহিলেন, আইস আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও সাদৃশে মনুষ্যের সৃষ্টি করি, এবং তাহাকে সমুদ্রের মৎস্য, শূন্যের পশু পক্ষী ও সমগ্র পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব প্রদান করি। ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে

তাহাকে সৃষ্টি করিলেন; তিনি তাহাদিগকে স্ত্রী ও পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিলেন।

ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর আপন সৃষ্টি কর্ম্ম শেষ করিয়া, সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন। তিনি সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন।

হিন্দুদিগের কাহিনী হইতে ইহা কতদূর ভিন্ন অথচ স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত।

হিন্দুরা দূত ও দিয়াবলের বিবরণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। তাহারা বলে, দূত ও দিয়াবল উভয়েই কশ্যপ মুনি হইতে জাত; দূতগণ দেবতা এবং দিয়াবলেরা অসুর হইল। অসুরেরা দেব কুলোদ্ভব হইলেও, দায়াধিকারে বঞ্চিত ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং বহুদিবস পর্য্যন্ত আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবগণের সহিত বিবাদ করিল। অবশেষে তাহারা দেবগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া, তিন জগতে তিনটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিল, পৃথিবীতে লৌহময়, শূন্যে রজতময়, ও আকাশে স্বর্ণময়। দেবতারা এই সকল নিপাত করিয়া ত্রিজগৎ জয় করিল।

কশ্যপের কতকগুলি সন্তান দেবতা আর কতকগুলি সন্তান অসুর হইয়া, দুঃখের অবস্থায় পতিত হইবার কারণ কি, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। অধিকন্তু দেবগণের সর্ব্বশক্তিমান হইতে হয়, তবে দিয়াবলদিগকে পরাজয় ও শাসন করিতে তাহাদের এত কষ্ট হইল কেন? ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, দিয়াবলেরা দেবগণ অপেক্ষা হীন বল নহে। এই প্রকার অসঙ্গত হেতুতে

স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুদিগের এই সম্বন্ধে বিশ্বাস মিথ্যা।

কাথলিক ধর্ম্মে শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর আকাশের সৃষ্টি করিলে পর, দূতগণের সৃষ্টি করিলেন। দূত শরীর বিহীন সুন্দর আত্মাগণ, তাহারা মনুষ্য অপেক্ষা জ্ঞানী, ক্ষমতাপন্ন, ও মহিমাশালী; ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গের সুখ প্রদান করিবার পূর্ব্বে, কিছু কালের জন্য পরীক্ষার অবস্থায় রাখিলেন। তাহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান লুচিফার অর্থাৎ দীপ্তি বাহক ঈশ্বরকে আপন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিল না, প্রত্যুত তাঁহার প্রতিকূলাচারী হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে উন্নত করিব, আমি সর্ব্বপরিস্থের মত হইব।" সে একা বিদ্রোহী হয় নাই, নয়শ্রেণী অপরাপর বহুসংখ্যক দূতকে আপনার সঙ্গী করিল। সে প্রলোভন দেখাইয়া যাহাদিগকে আপনার সপক্ষ করিল, সে তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হওয়াতে এবং অপরাপর দূতকে ঈশ্বরের বিপক্ষ করিয়া তোলাতে, সকলের অপেক্ষা অপরাধী হইল। সে সকল দূতকে আপনার সপক্ষ করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বহুসংখ্যক দূত ঈশ্বরের বাধ্য থাকিয়া, তাহার বিপক্ষ হইল এবং বলিয়া উঠিল, "কে ঈশ্বরের মত?" বিদ্রোহী দূতগণ এই বাক্যের ও সর্ব্বোপরিস্থের ক্রোধের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া, শাস্তির কারণ প্রস্তুত নরকে পতিত হইল। সেই সকল দুষ্ট দূত দিয়াবল বা ভূত নামে খ্যাত।

যে সকল দূত ঈশ্বরের বাধ্য ছিলেন, তাঁহারা অনন্ত

কালের জন্য স্বর্গে প্রবেশ করিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদের বাসের জন্য স্বর্গে, স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন সেই স্থানে, অনন্ত সুখ ভোগ করিতেছেন। এই সকল দূতের মধ্যে, কতকগুলিকে ঈশ্বর মনুষ্যের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের রক্ষক দূত নামে খ্যাত। তাঁহারা আজন্ম কাল আমাদের রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাহারা আমাদের শরীর ও আত্মাকে সর্ব্ব প্রকার আপদ ও বিপদ হইতে রক্ষা, আমাদের শত্রু দিয়াবলদিগের সহিত যুদ্ধ ও সুকার্য্য করিতে, আমাদিগকে সুপ্রবৃত্তি প্রদান করেন, এবং আমাদের প্রার্থনা ও সুকার্য্য ঈশ্বরের নিকট লইয়া যান, আমাদের হিতার্থে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন, আজীবন কাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, এবং আমরা যদি বিশ্বস্ততা পূর্ব্বক সেবা করি, তবে আমাদের লইয়া ঈশ্বরের ক্রোড়ে অর্পণ করেন।

লুচিফার সকল দূতকে আপনার পক্ষ করিতে না পারিলে, মনুষ্যকে পতিত করিতে চেষ্টা পাইল। সে আমাদের আদি পিতা মাতাকে প্রতারিত করিল, তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিদ্রোহী করিয়া তুলিল, এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিল। এই হেতু সে অদ্যাবধি মনুষ্যদিগকে সত্য পথ হইতে চ্যুত, সত্যাচ্ছেদী মতে ও দেব পূজায় পাতিত করিবার জন্য আপনার দূতগণকে পৃথিবীর চারিদিকে প্রেরণ করিয়া থাকে; তাহারা পৃথিবীতে আসিয়া, আমাদের রক্ষক দূতের কার্য্যে

ব্যাঘাত জন্মাইতে ও যাহাতে আমরা ঈশ্বরের বিরাগ ভাজন হই, সেই চেষ্টা করে। তাহারা তাহাদের এই কুঅভিপ্রায় সিদ্ধ জন্য কত প্রকার ছল চাতুরি ব্যবহার করিয়া থাকে, সর্ব্ব প্রকার সুযোগ গ্রহণ করে, ভাল বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়া, মন্দ বিষয় দিয়া থাকে, জীবনের পথ দেখাইয়া, মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া যায়, পাপে রুচি জন্মায় কিন্তু পরিণামে বিস্বাদ হইয়া পড়ে। মরণ কালে দিয়াবলেরা পাপী ব্যক্তির, দেব পূজকের, একত্ব বাদীর, মর্ম্মদীয়ের, সভাভেদীর ও সভাচ্ছেদীর আত্মাকে এবং সময়ে সময়ে তাহাদের শরীরও টানিয়া লইয়া যায়।

সাধ্বী তেরেজা বলেন, "একদা আমি একটী ব্যাপার দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। আমি যে স্থানে ছিলাম সেই স্থানের কোন একজন কাথলিক অনেক বৎসরাবধি মন্দ ভাবে জীবন যাপন করে। পরে দুই বৎসরাবধি রোগ গ্রস্থ থাকে, আর বোধ হইল, এখন তাহার জীবন ভাল হইয়াছে। এই ব্যক্তি আপন পাপ স্বীকার না করিয়া মরিল, কিন্তু আমার এমন জ্ঞান হয় নাই যে, সে স্বর্গ হারাইয়াছে। যে সময়ে তাহার আত্মীয় কুটুম্ব তাহার মৃত শরীর সমাধিস্থ করিবার আয়োজন করিতে ছিল, ও সেই সময় দেখিলাম, কএকটী দিয়াবল সেই শরীর লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহারা তাহার প্রকৃতি সাতিশয় নিষ্ঠুর হইয়াছিল, বড়সী দিয়া মৃত শরীরটা বিদারির করিতে লাগিল, এবং তাহারা তাহা লইয়া, একজন অন্য জনের দিকে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সেই সময়ে আমি ভাবিলাম, ঈশ্বর কেমন উত্তম, দিয়াবলেরা এই মৃত শরীর লইয়া যে রূপ ব্যবহার করিল, তিনি লোক দিগকে তাহা দেখিতে দিলেন না। পরে সেই শব গৃর্জাঘরে নীত হইল। যাজক প্রার্থনা করিতে লাগিলে, দিয়াবলগুলা মৃত দেহের নিকট হইতে সরিয়া গেল। অনন্তর শব কবর স্থানে নীত হইলে, বহু সংখ্যক দিয়াবল, কবরে নামিয়া, শবের অপেক্ষায় রহিল। তখন আমি ভাবিলাম, দিয়াবলেরা যদি এই পৃথিবীতে পাপী ব্যক্তির শরীরোপরি এতদূর নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তবে নরকে তাহাদের আত্মার প্রতি কত না নিষ্ঠুর হইবে। আমি যাহা দেখিলাম, যদি মারাত্মক পাপী ব্যক্তি তাহা দেখিত, তবে তাহারা বুঝি কখন পাপ করিত না। সেই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা মনে হইলে, আজও আমার হৃৎকম্প হয়।

রুষ রাজ্যে ওদেশা নামে একটী নগর আছে; উক্ত নগরবাসী অনেক কাথলিক যাজক দরিদ্রদিগের কুটিরে সুসমাচার প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ঐনগরে সকলের বিঘ্ন স্বরূপ অনেক দুষ্ট লোক ছিল। উক্ত গ্রাম্য যাজক কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল। পুরোহিত মহাশয় বাটী ফিরিয়া আসিয়া শুনিতে পাইলেন, 'সেই ব্যক্তি মরিয়াগিয়াছে। তিনি জানিতেন, জীবদ্দশায় যে ব্যক্তি যে ভাবে জীবন যাপন করে, মরণ কালে তাহার সেই রূপ গতি হইয়া থাকে।

অথাচ তিনি মৃত ব্যক্তির প্রতিবেশী মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভাবে তাহার মৃত্যু হইল?" তাহারা কহিল, "তাহার মরণ সাতিশয় ভয়াবহ ছিল। "তাহার আত্মীয় কুটুম্ব তাহার নিকট উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার পরিত্রাণের কোন আশা ভরসা দেখিতে পায় নাই। মরিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সে বড়ই অস্থির হইয়াছিল, সে যেন অঙ্গুলি দিয়া কি দেখাইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে পায়ের দিকে, কখন মেজের দিকে, কখন বা চৌকির দিকে, আবার কখন জানালার দিকে। উপস্থিত লোকেরা কিন্তু কিছুই দেখিতে পায় নাই। তখন একজন তাহার মুখের নিকট কাণ রাখিয়া, জিজ্ঞাসিল, "তুমি অঙ্গুলি দিয়া কি দেখাইতেছ? তখন সে কহিল, "আমি বড় ভয়ানক ব্যাপার দেখিতেছি," পরে সে চক্ষে হাত দিয়া কহিল, "আমি আর ওদিকে তাকাইতে পারিতেছি না, ও বড় ভয়ানক।" তখন উপস্থিত লোকেরা কহিল, "তোমার বিবেচনায় ওগুলা কি?" সে কহিল, "আমি যে কি দেখিতেছি, তাহা বেস জানি। ওগুলা দিয়াবল, আমার আত্মা লইয়া যাইবার অপেক্ষায় আছে।" এই ভাবে, দিয়াবলের হাতে পড়িয়া সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইল, আর দিয়াবলেরা যে তাহার আত্মাকে যন্ত্রণা দিবার জন্য, তাহার আত্মাকে নরকে লইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। (Revd. J. Furness House of Death, P, 12.)

যদি মনুষ্যগণ ঈশ্বরের সত্য সভায় প্রবেশ

ও তাহার আদেশ পালন না করে, তবে তাহারা মরণান্তে দিয়াবল কর্ত্তৃক নরকে নীত হইবে ও যন্ত্রণা পাইবে।

হিন্দুদিগের মূল পাপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত শিক্ষা এই যে, মনুষ্য মরণান্তে স্বীয় পাপ পুণ্য অনুসারে পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে মনুষ্য কি পশু জন্ম গ্রহণ করিয়া, আপন পাপ ক্ষয় করিবে। এই কথাটী এক কালীন অসঙ্গত।

১। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্য আপন দোষ গুণ অনুযায়ী হয় ত স্বর্গে সহস্র সহস্র বৎসর সুখ ভোগ করিবে, না হয়, নরকে সহস্র সহস্র বৎসর যন্ত্রণা ভোগ করিবে। যার পর দুষ্ট ব্যক্তিও নানা জন্মে কষ্ট ভোগ করিয়া, আপন পাপ সমূহ ক্ষালন করিলে পর, স্বর্গে যাইতে ও সর্ব্বোচ্চ সুখ পাইতে পারে।

কিন্তু এই ধর্ম্ম শিক্ষা এক কালে অসঙ্গত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ, কেননা যদি আত্মাকে স্বীয় পাপ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে সে কি কারণে কতক কাল জন্য স্বর্গে অবস্থিতি করে? আর যে সকল আত্মাকে পাপ ক্ষয় জন্য কতক কাল নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কি কারণে তাহাদিগকে আরবার এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়?

২। মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মে যে পাপ করে, আত্মা সেই পাপের শাস্তি ভোগ করে, কিন্তু যে শরীর আত্মার মতে মত দিয়া পাপ করে, তাহার কোন কিছু হয় না; নূতন শরীর আত্মার পূর্ব্ব কৃত পাপের দণ্ড ভোগ করে। এটী এক কালে অন্যায় ও অযুক্তি।

৩। বাস্তবিকই যদি পুনর্জন্ম হয়, তবে কি মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মের একটী কথাও মনে করিতে পারে না। যে আত্মা শরীর হইতে বহির্গত হইলে, মহা মহা অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সে আত্মা কি পূর্ব্ব জন্মের একটী কথাও মনে করিতে পারে না? পুনর্জ্জন্মের কথা একু কালে মিথ্যা ও ভ্রম পূর্ণ।

সত্য ধর্ম্ম মূল পাপ সম্বন্ধে কি বলে, আমরা এখন তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। প্রথমতঃ পাপ দুই প্রকার, মূল পাপ ও কৃত পাপ। মনুষ্য জাতির আদি পিতা আদমের যে পাপে আমরা পাপী হইয়া, জন্ম গ্রহণ করি, তাহাই মূল পাপ। আর আমরা জ্ঞান বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, স্বেচ্ছায় যে পাপ করি অর্থাৎ চুরি, বিবাদ, মিথ্যা কথা, রাগ, হিংসা ইত্যাদি কৃত পাপ। ঈশ্বর আদম ও তাহার স্ত্রী হবাকে সৃষ্টি করিয়া, কিছুকাল এই পৃথিবীতে এদন উদ্যানে রাখেন; তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহারা কিছুকাল এই স্থানে থাকিলে পর, মৃত্যুকে আস্বাদন না করিয়া, স্বর্গে নীত হইবে। ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গের পুরস্কার দিবার অগ্রে পরীক্ষা করিতে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যেন তাহারা এদন উদ্যানস্থিত সদসৎ জ্ঞান দায়ক বৃক্ষের ফল ভোজন না করে। হবা উক্ত ফলের লোভ ও সয়তানের প্রবঞ্চনা সামলাইতে না পারিয়া, সেই ফল খাইল এবং আপন স্বামী আদমকে দিলে, সেও খাইল; এই প্রকারে তাহারা দুইজনে অবাধ্য

হইয়া, ভারী পাপ করিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে যে কৃপা-বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, পাপ করাতে সেই সুন্দর বস্ত্র তাহাদের হইতে খসিয়া পড়িল, এবং তাহাদের আত্মা জঘন্য কুষ্ঠ রোগে পূর্ণ, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণার্হ ও তাঁহার ক্রোধের পাত্র হইল। এই কলঙ্ক মনুষ্য মাত্রের আত্মায় জন্মিয়া থাকে, কেবল মাত্র ঈশ্বরের জননী মারিয়ার ও আমাদের ধন্য ত্রাতা যীশু খ্রীষ্ট অসীম রূপে নির্ম্মল ও পবিত্র হওয়াতে তাঁহার এই কলঙ্ক ছিল না।

ঈশ্বরের পুত্র আমাদিগকে এই পাপ কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত এই পৃথিবীতে শরীরী হইলেন, এবং আপনার মহামূল্য রক্তের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিয়া, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মরিলেন। আমাদিগকে মূল পাপ হইতে মুক্ত এবং যে কৃপা ব্যতীত আমাদের আত্মা অসীম রূপে নির্ম্মল ও পবিত্র ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোহর হইতে পারে না, সেই কৃপা প্রদান জন্য পুত্র ঈশ্বর পুনর্জ্জন্ম সংস্কার (বাপ্তিজম সাক্রামেন্ত) স্থাপন করিয়া, তাহাতে আপন রক্তের গুণ প্রদান করিলেন। মনুষ্য শিশুকালে বাপ্তাইজিত হইলে, তাহার কেবল মূল পাপের মুক্তি হয়, কেননা শিশুদিগের কৃত পাপ নাই; বয়োপ্রাপ্ত মনুষ্য বাপ্তাইজিত হইলে, তাহার মূল ও কৃত উভয় পাপেরই বিমোচন হয়। সংক্ষেপে বাপ্তিজম মনুষ্যকে মূল পাপ হইতে পরিষ্কৃত আর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহার কৃত পাপ সমূহও ক্ষমা এবং তাহাকে খ্রীষ্টীয়, ঈশ্বরের সন্তান, ও সভার অঙ্গ করে। আমরা ও

পূর্ব্বেই প্রকাশ করিলাম যে, আমাদের পরিত্রাণ জন্য এই সাক্রামেন্ত বিশেষ প্রয়োজন; কেননা যীশু খ্রীষ্ট স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "মনুষ্য জল ও পবিত্র আত্মায় পুনর্জ্জাত না হইলে, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। (যোহন ৩ অধ্যায় ৫ পদ) আমাদিগকে বাপ্তিজম দ্বারা দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহা না হইলে, স্বর্গরাজ্যে আমাদের কোন অধিকার জন্মিতে পারে না। তদ্বিষয়ের একটী উদাহরণ এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে।

চতুর্থ শতাব্দীতে তুর্সবাসী সাধু মার্ত্তিন ফ্রান্স দেশে একটী মঠ স্থাপন করেন। তিনি একটী দেব পূজক যুবককে শিক্ষা দিয়া বাপ্তাইজিত করিবার জন্য আপন মঠে রাখেন। অনতিবিলম্বে তিনি তথা হইতে অন্যত্র গমন করেন; ইতিমধ্যে উক্ত যুবকের জ্বর হওয়াতে মরিয়া যায়, কিন্তু বাপ্তাইজিত হইতে পারে নাই। মার্ত্তিন বাটী আসিয়া শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার আনীত দেব পূজক যুবক বাপ্তাইজিত না হইয়া মরিয়া গিয়াছে। যে কুঠরিতে মৃত দেব পূজকের শব কবর দিবার জন্য ছিল, তিনি তথায় যাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি আত্মার আবেশে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি সেই মৃত যুবককে ঈশ্বরের শক্তিতে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন, তাহাতে তিনি অপরাপর সন্ন্যাসীকে সেই কুঠরি হইতে বাহির করিয়া দিলেন, অনন্তর তিনি এলিয় ন্যায় উক্ত শবের উপর শয়ন পূর্ব্বক প্রার্থনা

করিতে লাগিলেন, যেন বাপ্তিজম দ্বারা মূল পাপ হইতে বিমোচিত হইবার জন্য ঈশ্বর তাহাকে পুনর্জীবিত করেন। ঈশ্বর মার্তিনের প্রার্থনা শুনিলেন, অন্যূন দুই ঘণ্টার পর, ক্রমে ক্রমে উক্ত যুবক সচেতন হইয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

উক্ত যুবককে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহার মৃত্যুর পর কি হইয়াছিল; সে কহিল, আমার আত্মা শরীর হইতে বাহির হইবামাত্র, আমি বিচার পতির সম্মুখে নীত হইলাম; বিচারপতি আমাকে কারাগারে বদ্ধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর তিনি তত্রস্থ দণ্ডায়মান দুই জন দূতকে কহিলেন, সাধু মার্তিন এই দণ্ডিত আত্মার কারণ প্রার্থনা করিতেছে, পরে বিচারপতি আমাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলে, আমি মুক্ত হইলাম। উক্ত যুবক তদ্দণ্ডে বাপ্তাইজিত হইল, এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। (Butler's Lives of the sluints.)

এই ব্যাপার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বাপ্তিজম বিশেষ আবশ্যক; বাপ্তাইজিত না হইয়া মরিলে, আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিব না, বরং আমাদিগকে নরক গামী হইতে হইবে।

———০:০:০———

৮ম অধ্যায়।

অসুর ও মহাজলপ্লাবন সম্বন্ধে কাথলিক ও হিন্দুমতের বিভিন্নতা।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ও হিন্দুদিগের শাস্ত্রে অসুর বা বীর দিগের বিবরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম্ম পুস্তক আমাদিগকে জ্ঞাত করে যে, আদমের জ্যেষ্ঠ পুত্র কয়িনের বংশ দুষ্ট আর তাহারা মনুষ্য সন্তান নামে খ্যাত, এবং শেত ও হনকের বংশ আপনাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পুণ্য কর্ম্ম হেতু ঈশ্বরের সন্তান নামে খ্যাত ছিল। পৃথিবীতে মনুষ্যদিগের সন্তান বৃদ্ধি হইলে ও তাহাদের বহুসংখ্যক কন্যা জন্মিলে, ঈশ্বরের পুত্রগণ মনুষ্যের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া, বিবাহ করিল। এই উভয়ের সংস্রবে যে সন্তান জন্মিল, তাহারাই বীর নামে খ্যাত। তাহারা দীর্ঘকায়, ও বলশালী, এমন কি সাধারণ লোক অপেক্ষা কএক হস্ত দীর্ঘ ছিল; আর জলপ্লাবনের পূর্ব্বে সাধারণ লোক এখনকার লোক অপেক্ষা উন্নত শরীর হইত। উক্ত বীরগণ কেবল দীর্ঘকায় নহে, কিন্তু এতদূর উগ্র স্বভাব, দুর্দান্ত, নিষ্ঠুর ও কামাসক্ত ছিল যে, ঈশ্বর তাহাদিগকে আর সহ্য করিতে না পারিয়া, একটী মহা জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ধ্বংশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। (আদি পুস্তকের ৬ অধ্যায়।)

বীরগণ সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যাহা লেখে, তাহা কেবল

অসম্ভব নহে, কিন্তু হাস্যকর ও অসঙ্গত। মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রে লেখে, মনু মারিচি, অত্রি, অঙ্গির, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, দক্ষ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন মহর্ষির সৃষ্টি করেন। এই দশজন মহর্ষি আরবার অপর সপ্ত মনু, দেবগণ, তাঁহাদের বাসস্থান, বীর, দৈত্য, দানব, নাগ প্রভৃতির সৃষ্টি করেন। (Book I, V. 34, 35 37.)

অপরাপর গ্রন্থে প্রকাশ যে, বীর বা রাক্ষসগণ দেবগণ অপেক্ষা দীর্ঘকায়, আর তাহারা দেবতাদিগকে শঙ্কিত, আক্রমণ, ও মধ্যে মধ্যে রণে পরাজিত করিত। লঙ্কার অধিপতি রাবণ এতদূর দীর্ঘকায় ছিলেন যে, তাহার মস্তক সূর্য্যস্পর্শ করিত; আর তাহার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণের মস্তক নক্ষত্রপুঞ্জ অপেক্ষা উচ্চতর। একদা রাবণ শিবের বাসস্থান কৈলাশ পর্ব্বত হস্তে উঠাইয়া আন্দোলিত করিয়াছিল। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি ইত্যাকার কাহিনী বিশ্বাস করিতে পারে? যাহার মস্তক সূর্য্য পর্য্যন্ত উন্নত, যাহার হস্ত কৈলাশ পর্ব্বত উত্তোলন করিতে পারে, সে কি প্রকারে সিংহল সদৃশ ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করিতে পারিল?

আর যদি দেবগণ রাক্ষসদিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইতেন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, যে হিন্দু দেবগণ কোন ক্রমেই সর্ব্বশক্তিমান নহেন, আর যে ধর্ম্মে এই প্রকার বিশ্বাস সূত্র আছে, তাহা কোন ক্রমেই সত্য ধর্ম্ম নহে।

মহাজলপ্লাবন সম্বন্ধে হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে; এক

সময় মনু নদীকূলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটী ক্ষুদ্র মৎস্য তাহার নিকট আসিয়া, তাহাকে কহিল, মহাশয়, আমাকে বৃহদাকার মৎস্যের গ্রাস হইতে উদ্ধার করুন। মনু সদয় হইয়া, তাহাকে উঠাইয়া লইলেন, এবং তাহার রক্ষার জন্য তাহাকে ক্রমান্বয়ে জলপাত্রে, কূপে, নদীতে ও হ্রদে রাখেন, শেষে সেই মৎস্যটী এত বড় হইল যে, তাহাকে সমুদ্রে দিতে হইল। তখন সেই কৃতজ্ঞ বৃহদ্‌কায় জন্তু মনুকে কহিল, একটী মহা জলপ্লাবন হইবে, তুমি সপ্ত ঋষি ও যাবতীয় উদ্ভিজ্জের বীজ লইয়া, পোতারোহণ পূর্ব্বক আপন প্রাণ রক্ষা কর।

মনু মৎস্যটীর আদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া, জলে ভাসিতে ও ক্ষেপনী চালাইতে লাগিলেন। একদা মনু সমুদ্রের তরঙ্গে ব্যতিব্যস্ত হইলে, সেই মৎস্যটীকে স্মরণ করিলেন, তখন সে একটী শৃঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দেখা দিল। মনু মৎস্যটীর শৃঙ্গে আপন জাহাজ বন্ধন পূর্ব্বক বহু বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পরে উক্ত মৎস্যটী মনুর জাহাজ হিমালয়ের শৃঙ্গোপরি লইয়া গেলে, তিনি সেই স্থানে আপন জাহাজ বদ্ধ করিলেন। অনন্তর উক্ত মৎস্যটী তাঁহাকে কহিল, "আমি মৎস্যের আকারে ব্রহ্মা, আমি তোমাকে মৃত্যুর আশঙ্কা হইতে উদ্ধার জন্য আসিয়াছি। এখন তোমাকে যাবতীয় প্রাণী, দেব, দানব, যক্ষ, মনুষ্য প্রভৃতি উৎপন্ন করিতে হইবে। আমাদ্বারা সৃষ্টি আর এই প্রকার ব্যতিব্যস্ত হইবে না।"

হিন্দুদিগের জলপ্লাবনের বিবরণ পাঠ করিলে দেখা

যায় যে, তাহাতে বিস্তর কাহিনীর কথা মিশ্রিত আছে। প্রথমতঃ মনু ও সপ্তর্ষিকে জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার জন্য ঈশ্বরের মৎস্যাকার ধারণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি ধ্বংশ জন্য বহুকাল ব্যাপিয়া বন্যা থাকা অনাবশ্যক। তৃতীয়তঃ মনুষ্য সৃষ্টি বস্তু, দেবতাগণ অসৃষ্ট এবং অনাদি অনন্ত; তবে মনু মনুষ্য হইয়া, কি প্রকারে দেবগণের, আর সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাব ডাকিনী, যোগিনী, ভূত, প্রেত প্রভৃতির জন্ম দিলেন। ইহাতে এই দেখা যাইতেছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে, তাহারা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর নহে। পঞ্চমতঃ একটা মৎস্য যে হ্রদ, বা গঙ্গা অপেক্ষা প্রকাণ্ড শরীর হইল, ইহা অসম্ভব।

জলপ্লাবন সম্বন্ধে ধর্ম্মপুস্তকে কি বলে, তাহা শুন; ঈশ্বর মনুষ্যদিগের দুষ্টামি সাতিশয় বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া, তাঁহার অসহ্য হইল; তাহাতে তিনি স্থির করিলেন "আমি আমার সৃষ্ট মনুষ্যকে পৃথিবী হইতে বিনষ্ট করিব, মনুষ্য হইতে পশু পর্য্যন্ত, সরিসৃপ হইতে আকাশের পক্ষী পর্য্যন্ত।" ঈশ্বর মনুষ্যদিগের মধ্যে নোহকে সৎ দেখিয়া কহিলেন, "শরীরীর চরমাবস্থা আমার গোচরে উপস্থিত, পৃথিবী মনুষ্য কর্ত্তৃক কলঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। তুমি কাষ্ঠ ফলক দিয়া একটা জহাজ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে ছোট ছোট কুঠরি প্রস্তুত কর, এবং তাহার মধ্য ও বহির্ভাগ ধুনা দ্বারা লেপন কর।" দেখ, আমি আকাশের

নিম্নস্থ যাবতীয় মাংস, যাহাতে প্রাণ বায়ু আছে, তাহা নষ্ট করিবার জন্য পৃথিবীতে মহা বন্যার জল উপস্থিত করিব। পৃথিবীস্থ সকল বস্তু বিনষ্ট হইবে। আমি তোমার সহিত আমার নিয়ম করিব, তুমি ও তোমার পুত্রগণ, তোমার স্ত্রী ও তাহাদের স্ত্রীগণ সেই জাহাজে প্রবেশ করিবে। এবং শরীরী সকল জন্তুর এক এক যোড়া তোমার সহিত লইবা পুরুষ জাতি ও স্ত্রী......। শুচি পশুর সাত সাত যোড়া পুরুষ ও স্ত্রী। কিন্তু অশুচি পশুর দুই দুইটা পুরুষ ও স্ত্রী......।"

নোহ ঈশ্বরের আদেশ মতে সকলই করিলে, জল আসিতে লাগিল, তখন তিনি আপন স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদিগকে লইয়া, স্বীয় নির্ম্মিত জাহাজে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশ মতে সর্ব্বপ্রকার পশু, পৃথিবীতে গমনশীল প্রত্যেক প্রাণী জাহাজে আনয়ন করিলেন। সাত দিবস গত হইলে, পৃথিবী বন্যার জলে প্লাবিত হইল, কেননা চল্লিশ দিবা রাত্রি বৃষ্টিপাত হইল। শেষে জল এত বৃদ্ধি পাইল যে, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি পনের হাত জল হইল, তাহাতে প্রাণবায়ু বিশিষ্ট যাবতীয় প্রাণী বিনষ্ট হইল। একশত পঞ্চাশ দিন পরে, জল কমিতে আরম্ভ করিল। সপ্তম মাসের সপ্তবিংশ দিবসে নোহের জাহাজ আমেনিয়ার পর্ব্বতোপরি স্থাপিত হইল।" (আদিপুস্তক ৬, ৭ ও ৮ অধ্যায়।)

ধর্ম্মপুস্তকে মহাজলপ্লাবনের বিষয় এই প্রকার উল্লেখ আছে। এই বিবরণ মধ্যে কোন কিছু অস্বাভাবিক,

অসঙ্গত সংক্ষেপে যুক্তি ও সত্যের বিরুদ্ধ কিছুই দেখা যায় না।

আমরা এই বিবরণে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর মনুষ্যের পাপের নিমিত্ত সমগ্র পৃথিবী মহা বন্যা দ্বারা বিনষ্ট করিলেন; সুতরাং পাপ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কি পর্য্যন্ত ঘৃণার্হ। যাহারা তাঁহার সেবা না করিয়া, মিথ্যা দেব দেবী ও সৃষ্টি বস্তুর সেবা করে, তাহাদের তিনি কি না শাস্তি দিবেন। সত্য, তিনি জলপ্লাবন দ্বারা আর কখন পৃথিবী নষ্ট করিবেন না; কেননা, তিনি জলপ্লাবন দ্বারা পৃথিবী আর সমুদ্র নষ্ট না করিতে নোহের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন; আর ইহার চিহ্ন স্বরূপ আকাশে মেঘ ধনুর সৃষ্টি করিলেন। তিনি মনুষ্যের পাপ প্রযুক্ত বন্যা দ্বারা আর সমগ্র পৃথিবী নষ্ট করিবেন না বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর নরকে অকথ্য শাস্তি দিবেন।

বর্ত্তমান কালে, পৃথিবীতে যত মনুষ্য আছে, তাহারা সকলেই নোহের বংশ। ধর্ম্মপুস্তকে লেখে, "নোহের যে সকল পুত্র জাহাজ হইতে বহির্গত হইল, তাহারা শেম, হাম ও যেফৎ এবং যেফৎ কনানের পিতা। এই তিনজন নোহের পুত্র; আর ইহাদের হইতে সকল মনুষ্য জাতি সমগ্র পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হইল। (আদিপুস্তক ৯। ১৮-১৯।)

—০:০:০—

৯ম অধ্যায়।

ঈশ্বরের পুত্র ও বিষ্ণুর অবতারের ভিন্নতা।

কাথলিকেরা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের পুত্র মানব জাতিকে সয়তানের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত সুপ্রসন্ন হইয়া, মানব. স্বভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার নির্ম্মল, বদান্য ও সদয় মনুষ্য অবতার কোন ক্রমে বিষ্ণুর অবতারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে না; বিষ্ণুর অবতার জঘন্য ও লজ্জাস্কর আর কতক বিষয় ধীর স্বভাব সম্বলিত; কিন্তু কোনটী ঈশ্বর বা দেব যোগ্য নহে। এই বিষয় এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।

বিষ্ণুর প্রথম অবতার মৎস্য রূপ ধারণ। ব্রহ্মা নিদ্রা গেলে, হয়গ্রীব নামক দৈত্য তাঁহার প্রাসাদ হইতে বেদ অপহরণ করিয়া, সাগর গর্ভে নিহিত করে। বিষ্ণু এই সংবাদ পাইয়া, মৎস্যাকার ধারণ পূর্ব্বক হয় দানবকে হত এবং বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে দিলেন।

এই বিবরণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়; কেননা ব্রহ্মা বেদ রক্ষা এবং বিষ্ণু একটী ক্ষুদ্র মৎস্যের আকার ধারণ না করিয়া, বেদ উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় কূর্ম্ম অবতার। দেবগণ বালি প্রভৃতি রাক্ষসদিগের দৌরাত্ম্য হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত, উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা ক্ষীর সমুদ্র মন্থন কর, তাহাতে তোমরা

অমৃত লাভ করিবে, এবং তাহা ভক্ষণ করিয়া অমর হইবে, ও তোমাদের শত্রুপরি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। দেবগণ বিষ্ণুর পরামর্শ মতে মন্থন দণ্ড জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বত উঠাইয়া আনিয়া, ক্ষীর সমুদ্রে বসাইলেন; কিন্তু তাঁহারা মন্থন করিতে অসমর্থ হইলে, উক্ত পর্ব্বত ক্রমশঃ তলাইয়া যাইতে লাগিল, তখন বিষ্ণু আসিয়া, তাহা তুলিয়া দিলেন। পরে দেবগণ মহেন্দ্রপর্ব্বতে সহস্র মস্তকোপরি সসাগরা পৃথিবী ধারণ কারিণী আদিশেষ সর্পকে বান্ধিয়া, ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন। এইবারও মহেন্দ্রপর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে বসিয়া যাওয়াতে, বিষ্ণু দ্বিতীয়বার আসিয়া, কূর্ম্মের আকারে তাহা উত্তোলন পূর্ব্বক ধরিয়া রহিলেন। এইবার মন্থন করিতে করিতে উক্ত অজাগর সর্প বিষ উদগীরণ পূর্ব্বক সমুদ্র বিষাক্ত করিয়া ফেলিল। এই বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া, শিব উপস্থিত হইলেন এবং সেই বিষ পান করিলেন। অবশেষে দেবগণ বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত অমৃত লাভ করিলেন। সমুদ্র মন্থনে অপসরা স্ত্রী ও লক্ষ্মীর উৎপত্তি হইল। বিষ্ণু লক্ষ্মীকে আপনার ভার্য্যা করিলেন। মৎস্যাবতারের ন্যায় কূর্ম্ম অবতারেও বিষ্ণুর কোন পৌরুষ নাই।

তৃতীয় বরাহ অবতার। হিরণাক্ষ দৈত্য পৃথিবী দেবীকে হরণ করিয়া, সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। বিষ্ণু বরাহ আকার ধারণ পূর্ব্বক আপন দন্ত দ্বারা পৃথ্বীদেবীকে উত্তোলন করিয়া, স্বস্থানে স্থাপন করিলেন।

এই প্রকার ঘৃণ্য পশুর আকার ধারণ করা কি

ঈশ্বরের সম্ভব? আর হিন্দুরাই বা তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস করে।

চতুর্থ অবতার নরসিংহ। বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলে, তাহার ভ্রাতা হিরণ্যকশিপুর তাহার প্রতি-শোধ লইবার মানসে বিষ্ণুর রাজ্য বৈকণ্ঠপূরি পর্য্যন্ত গমন করে। বিষ্ণু এই দৈত্যকে স্বীয় আকারে বধ করিতে অক্ষম হওয়াতে, অর্দ্ধ সিংহ ও অর্দ্ধ মনুষ্য আকার ধারণ করিলেন। এইরূপে পরম শ্রীমান ঈশ্বরকে বিকটাকার ধারণ করিতেহইল।

পঞ্চম অবতার বামন। বালি রাজা ত্রিভুবন জয় করিয়া, দেবগণকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে; তাহাতে বিষ্ণু বামন আকার ধারণ পূর্ব্বক, তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া, ত্রিভুবন উদ্ধার করেন।

বিষ্ণু ঈশ্বর হওয়াতে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান হইতে হয়, কিন্তু তাহা না হইয়া, তাঁহাকে প্রতারণা দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিতে হইল। এইরূপ অনৈতিক কার্য্য ঈশ্বরের পক্ষে সাতিশয় অপমান জনক।

ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ক্ষত্রিয় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, বিষ্ণুর পিতা যমদগ্নির ক্ষীর সমুদ্র মন্থন-লব্ধ কামধেনু হরণ করেন; তাহাতে বিষ্ণু ক্রোধান্বিত হইয়া, পরশুরামের আকার ধারণ পূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্য রাজাকে বধ ও গাভী পুনরুদ্ধার করিয়া, আপন পিতাকে পুনঃ প্রদান করেন। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ আপনাদের পিতৃবধের প্রতিশোধ হেতু যমদগ্নিকে আক্রমণ পূর্ব্বক বধ করেন। পরশুরাম পিতৃবধের প্রতিশোধ হেতু; কার্ত্তবীর্য্য রাজ, বংশের

ক্ষত্রিয়গণকে এক বিংশতিবার হত ও ক্ষত্রিয় বংশ নির্মূল করিলেন।

বাস্তবিক পরশুরাম বীরোচিত ও গৌরবের কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি পিতৃ আজ্ঞা মতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে ও মাতা রেণুকাকে বধ করিয়াছিলেন। এই অস্বাভাবিক্ কুকার্য্যে তাঁহার বীর মাহাত্ম্য কলঙ্কিত হইয়াছে, আর তিনি উক্ত বিগর্হিত কার্য্য হেতু পৃথিবী হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীকে একবিংশবার নিক্ষত্রিয় করাতে, শেষে অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করেন; যজ্ঞের ঋত্বিক্ কাশ্যপ ব্রাহ্মণ এই রাজ্য হইতে উক্ত নরঘাতককে দেশান্তরীকৃত ও অবশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশ রক্ষা হেতু পূজার সময় দর্ব্বী হস্তে লইয়া, চিহ্ন করিয়া বলিলেন, "হে মহামুনি, দক্ষিণ মহা সমুদ্রে যাও। তুমি আমার রাজ্যে আর বসত বাস করিতে পারিবে না। তাহাতে পরশুরাম সাগরের নিকট কিঞ্চিৎ ভূমি প্রার্থনা করিয়া, পশ্চিম উপকূলে সপ্ত কোঙ্কন বা বাণিজ্য স্থান প্রস্তুত করিয়া, তথা হইতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম অবতার শ্রীরাম। উক্ত রামচন্দ্র বাল্মীকি রচিত রামায়ণের নায়ক ও অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র। তিনি মন্ত্র শিক্ষা হেতু, বনমধ্যে অগস্ত্য মুনির নিকট গমন করেন। রামচন্দ্র ও পরশুরাম উভয়ই বিষ্ণুর অবতার হইলেও, কেহ কাহাকে চিনিতে পারে নাই। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ ও সীতা লাভ করিয়া, বাটী প্রত্যাগমন সময়, পরশুরামের সহিত পথিমধ্যে তাহার

সাক্ষাৎ হয় ; পরশুরাম রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর ধনুভঙ্গ করিতে দিলে, তিনি তাহা ভগ্ন করিলেন। রামচন্দ্র পরশুরামকে চিনিতে না পারিয়া, তাহার স্বর্গীয় আবাস বিনষ্ট করিলেন। তুঙ্গভদ্রার উপকূলবর্ত্তী কিস্কিন্দার অধিপতি সুগ্রীবকে তাহার অপহৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি সুগ্রীবের রাজ সভায় অবস্থিতি কালীন শুনিতে পাইহেন, লঙ্কাধিপতি রাবণ তাহার সুন্দরী ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই স্থানে তাহারা মন্ত্রণা করিয়া, হোনবর দ্বীপের রাজা হনুমানকে চর রূপে লঙ্কায় প্রেরণ করিলেন। রাবণরাজ্যে সীতার অবস্থিতি সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র হনুমানের সৈন্য সামন্ত লইয়া, সিংহল দ্বীপে গমন ও রাবণকে যুদ্ধে হত করিয়া, সীতাকে উদ্ধার করিলেন।

বিষ্ণুর এই অবতারে দেখা যাইতেছে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নন ; কেননা তিনি আপনার সম অবতার পরশুরামকে চিনিতে পারেন নাই আর রাবণ যে তাহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাও জানিতে পারেন নাই। অধিকন্তু এই বিবরণে তাঁহার দুর্ব্বলতাও প্রকাশ পাইল, কেননা তিনি সীতাকে রাবণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহার পুনরুদ্ধার জন্য তাঁহাকে কতিপয় বানরের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

আর হনুমান ও তাঁহার প্রজাবর্গকে বানর জাতি বলিয়া উল্লেখ করা এককালে হাস্যকর বিষয়। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, রামের রণ পতাকায়

হনুমানের প্রতিকৃতি ছিল, এই হেতু সমস্ত সৈন্য বানর জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণের মন্দিরে হনুমান রাজা বানরের আকারে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তথাকার হিন্দুগণ তাহাকে বানর বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে। হিন্দুগণ হনুমান রাজাকে ঐশ্বরিক সম্ভ্রম প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতিমূর্ত্তির বিষয় অজ্ঞ হওয়াতে, তাহাকে জঘন্য বানরের আকারে পূজা করিতে লজ্জিত হয় না।

অষ্টম অবতার বলরাম অর্থাৎ লাঙ্গলধারী রাম, রোহিণী তাহার মাতা, এবং কৃষ্ণ তাহার ভ্রাতা। বলরাম লোকদিগকে ভয় প্রদর্শন জন্য হস্তে লাঙ্গল লইয়া বেড়াইতেন। তিনি কএকবার রাক্ষসদিগের সহিত দ্বন্দ্ব করেন, তদ্ভিন্ন তাহার আর কোন বিশেষ কার্য্য দেখা যায় না।

নবম অবতার বুদ্ধ। বুদ্ধ একজন ভাক্ত ধর্ম্মশিক্ষক। বিষ্ণু কাশী হইতে দেবদাস রাজা ও শৈবদিগকে দূরকৃত করিবার নিমিত্ত বুদ্ধের আকার ধারণ করেন। বুদ্ধ ত্রিপুরাবসী জনৈক দৈত্যের পতিব্রতা স্ত্রীতে আসক্ত হইলে, অশ্বত্থ বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়া, তাহার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করেন। এই কারণে হিন্দুগণ অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করে এবং নিম বৃক্ষের সহিত তাহার বিবাহ দেয়। অদ্যাবধি বিষ্ণু ত্রিপুরার অপরাপর নারীগণের সতীত্ব নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তথায় উলঙ্গ হইয়া, বুদ্ধদেবের আকারে বিদ্যমান আছেন। বিষ্ণুর এই অবতার সাতিশয় হেয়।

বিষ্ণুর দশম অবতার কল্কি। এই অবতারে বিষ্ণু একটী বৃহদাকারের বীর্য্যশালী অশ্বের আকার ধারণ করিবেন। এই অবতার জগতের শেষে উপস্থিত হইবে। আমরা পর অধ্যায়ে এই অবতারের বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিব।

আমরা বিষ্ণুর এই সকল অবতারের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম, যে তিনি সর্ব্বশক্তিমানত্ব ও অপরাপর ঐশ্বরিক গুণ বর্জ্জিত ছিলেন।

আমরা হিন্দুদিগের ত্রিদেবের দ্বিতীয় জনের অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতারের বিষয় দেখিলাম। এখন খ্রীষ্টীয়দের তৃত্বান্তর্গত দ্বিতীয় জন যীশু খ্রীষ্টের বিষয় এবং বিষ্ণুতে ও ঈশ্বরের পুত্রে কতদূর বিভিন্নতা তাহা দেখিব।

মানব জাতির উদ্ধারের কাল পূর্ণ হইলে, ধন্য তৃত্বের দ্বিতীয় জন সাধ্বী কুমারীর গর্ভে মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেন। এইরূপে এক ব্যক্তিতে ঐশ্বরিক ও মানুষিক স্বভাব সন্নিবেসিত হওয়াতে, ঈশ্বরের ন্যায্যতা রক্ষা পাইল, অর্থাৎ মনুষ্য পাপ করিয়া, ঈশ্বরের যতদূর অপমান করিয়াছিল, পুত্র ঈশ্বর মনুষ্য হইয়া সেই দোষের প্রতিকার করিলেন। তিনি মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য স্বাভাবিক নিয়ম মতে নহে, কিন্তু পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক অলৌকিক ও জ্ঞানাতীত ভাবে মনুষ্য হইলেন। ঈশ্বরের মনুষ্য অবতার ঐশ্বরিক দয়া, উত্তমতা ও প্রেমের কার্য্য হইলেও, এই কার্য্য পবিত্র আত্মার। পবিত্র তৃত্বের তিন জনই সমক্ষমতা বিশিষ্ট হওয়াতে, এই কার্য্যে তাঁহাদের সকলের

হ্যাত থাকিলেও, এই কার্য্য কেবল দ্বিতীয় অর্থাৎ পবিত্র আত্মার দ্বারা সম্পন্ন হইল। কুমারী মারিয়ার কুমারীত্বের কিঞ্চিন্মাত্র বিনা অপভ্রংশে, তাঁহার অতি পবিত্র রক্তে পুত্র ঈশ্বরের শরীর নির্ম্মিত হইল এবং সেই শরীর সজীব করিবার জন্য তন্মধ্যে একটী সম্পূর্ণ আত্মার সৃষ্টি হইল। পুত্র ঈশ্বর এইরূপে মাতৃগর্ভস্থ হইয়া নয়মাস পরে, অগস্তুস কৈসরের রাজত্ব সময়, মধ্য রাত্রিতে বৈথলহেম নগরের একটী পশু শালায় অদ্ভুত রূপে জন্মিলেন। তিনি ঈশ্বর থাকিলেও, মনুষ্য হইয়া, পাপ ভিন্ন আমাদের যাবতীয় দুর্ব্বলতা ও দুঃখ কষ্টের অধীন হইলেন। তিনি নরাকারে জগতে প্রবেশ মাত্র, আমাদের নিমিত্ত কষ্ট ভোগ করিতে সুপ্রসন্ন হইলেন এবং শৈশব কাল হইতে দরিদ্রতা, নম্রতা, ইন্দ্রিয় সংযমাদির আদর্শ দেখাইলেন। ইহাতেই প্রকাশ করিলেন, যে তাঁহার প্রেম ও উত্তমতা কত অধিক আর তাহা অসার জগতের পাপময় অসরতা ঘৃণা করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দিল। তিনি আপন জন্ম রাত্রিতে, একদল স্বর্গীয় দূত দ্বারা বৈথলেহমের আপন আপন মেষপাল রক্ষাকারীদিগকে আপন জন্ম সংবাদ প্রদান করিলেন। মেষপালকগণ এই সংবাদ পাইলে সত্বর হইয়া, পশুশালায় মারিয়া ও তাঁহার স্বামী যোষেফ ও শিশুকে যাব পাত্রে শয়ান দেখিল এবং যাহা যাহা দর্শন ও শ্রবণ করিল, তদ্ধেতু ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিল। তিনি আকাশে একটী বিশেষ তারা উদিত করিয়া, পূর্ব্ব দেশীয় রাজাগণকে জ্ঞাপ-

করিলেন, যে তিনি কি যিহুদী কি দেবপূজক সকলেরই ত্রাণকর্ত্তা হইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন। পূর্ব্বদেশীয় রাজাগণ যিরূশালমে আসিয়া, যিহুদীদের নবজাত রাজার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হেরদ ও সমস্ত যিরূশালমবাসী এই সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং যখন যিহুদী শাস্ত্র অধ্যাপকদের প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, বৈথলেহমে যিহুদীদের রাজার জন্ম হইবে, তখন তিনি উক্ত রাজাগণকে তথায় যাইয়া, তাঁহার অন্বেষণ করিতে ও দেখা পাইলে, তাঁহাকে সংবাদ দিতে বলিলেন। তাঁহারা হেরদকে সংবাদ না দিয়া, স্বদেশ প্রত্যাগত হইলে, তিনি বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন; নূতন রাজা যীশু খ্রীষ্ট আসিয়া, তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিবে, এই আশঙ্কায় তিনি আপন সৈন্য প্রেরণ পূর্ব্বক বৈথলেহম ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসী দুই বৎসরের পর্য্যন্ত শিশু সন্তানদিগকে বধ করিলেন। কিন্তু ঐশ্বরিক পুত্র ইত্যাবসারে ঈশ্বরের আদেশ মতে, মিশর দেশে প্রস্থান ও হেরদ না মরণ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিলেন। অনন্তর যোষেফ আপন পত্নী ও তাঁহাদের বালকটীর সহিত ফিরিয়া আসিয়া, নাসরথ নগরে বাস করিলেন। বালকটী ঈশ্বরের ও মনুষ্যের দৃষ্টিতে দিনদিন জ্ঞানে ও সুরূপে এবং ঈশ্বরের প্রসাদে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

যীশু দ্বাদশ বৎসর বয়সে, যে জ্ঞান দ্বারা যিরূশালম মন্দিরস্থ পণ্ডিতগণকে চমকিত করিয়াছিলেন, তিনি সেই ন যিহুদীয় পণ্ডিতগণের নিকট হইতে নয়, কিন্তু র উর্দ্ধতম ও বিশুদ্ধ উৎসই হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই সম্বন্ধে সাধু লূক লেখেন, যে ধন্যা কুমারী মারিয়া আপন পতি সহ বৎসরে বৎসরে যে প্রকার পাস্খা পর্ব্ব পালন জন্য যিরূশালমে যাইতেন, যীশুর দ্বাদশ বৎসর বয়সে, সেই ভাবে, তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যিরূশালমে গিয়াছিলেন। পর্ব্বাহ পালন করিলে পর, যোষেফ ও মারিয়া অপরাপর লোকদের সহিত বাটীতে প্রতি গমন করিলেন, কিন্তু যীশু মন্দিরেই রহিলেন। মন্দির হইতে বহির্গত হইবার সময়, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া বাহির হইত; সন্তানদের মধ্যে কেহ পিতার, কেহবা মাতার সহিত বাহির হইত। মারিয়া ভাবিয়াছিলেন, যীশু আপন পিতার সহিত আছেন, যোষেফ ভাবিয়াছিলেন যীশু আপন মাতার সহিত আছেন। এই ভাবে তাঁহারা এক দিনমানের পথ গেলে পর, সন্ধ্যার সময় স্ত্রী পুরুষেরা একত্রিত হইলে যোষেফ ও মারিয়া যীশুকে দেখিতে পাইলেন না; তখন তাঁহারা তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, তিন দিন পরে দেখেন, তিনি মন্দির মধ্যে বসিয়া, পণ্ডিতগণের সহিত ধর্ম্ম কথোপকথন করিতেছেন, আর তাহারা তাঁহার জ্ঞানের কথা শুনিয়া অবাক্ হইতেছে। লূক ২ অধ্যায়।

যীশু ত্রিশ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রণেতা ও শিক্ষক হইয়া, যিহূদীদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনাকে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার অগ্রগামী যোহন বাপ্তিস্তা প্রান্তরের মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, যে নাসরতীয় যীশু

মানব জাতির প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্ত্তা; তিনি নরাত্মার পরিত্রাণ হেতু, যে রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা এই জগৎ সম্বন্ধীয় নহে, কিন্তু আত্মিক রাজ্য। উক্ত যোহন বাপ্তিস্তার জন্ম বৃত্তান্ত ও জীবন চরিত্র অলৌকিক। আমাদের ধন্য ত্রাতা প্রচার করিতে আরম্ভ করিবার অগ্রে, যোহন কর্ত্তৃক যর্দন নদীতে বাপ্তাইজিত হইলেন; তৎকালে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, যোহন তদ্বিষয় সাক্ষ্য দিলেন; সর্ব্বশক্তিমান পিতা উর্দ্ধ হইতে আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিলেন।

যীশু যাবতীয় জাগতিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে তিন বৎসরাবধি নানাবিধ দয়ার কার্য্য করিলেন ও লোকদিগকে অনাদি অনন্ত সত্য শিক্ষা দিলেন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, কেবল বিশ্বাস, ভরসা ও প্রেম দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের মিলন হইতে পারে, আর স্বর্গীয় ব্যবস্থা পালন জন্য ঈশ্বরকে সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক ও প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম করিতে হয়। ধন্য ত্রাণকর্ত্তা আপনার জীবন চরিত্র সংক্ষেপে বলিয়াগিয়াছেন, "অন্ধেরা দেখিতেছে, খঞ্জেরা চলিতেছে, কুষ্ঠিরা শুচি হইতেছে, বধিরেরা শুনিতেছে, মৃতেরা পুনরুত্থিত হইতেছে, দরিদ্রের নিকট সুসমাচারের প্রচার হইতেছে, এবং যে আমাতে বিঘ্ন না পায় সে ধন্য।" আমাদের ত্রাণকর্ত্তা সেই সকল আশ্চর্য্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার প্রেরিতত্বপদ সপ্রমাণ করিলেন। জগতে সচরাচর দেখা যায় যে, যাহা মন্দ, লোকে তাহাই

ভালবাসে, আর যাহা উত্তম তাহা প্রায় কেহ বিশ্বাস করে না। যীশু খ্রীষ্ট লোকদের অসংখ্য উপকার করিলেও ফরিসী ও যিহুদী লোকেরা তাঁহার পরম শত্রু হইল, এবং দশ পাঁচ জন ভিন্ন প্রায় সকলেই তাঁহার কথা অমান্য করিয়া, তাঁহার নিন্দুকদের কথাই গ্রাহ্য করিল, এমন কি তাঁহাকে প্রাণে বধ করিতে উদ্যত হইল।

যীশুকে যে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন, কিন্তু নরাত্মার পরিত্রাণ হেতু তাহা আবশ্যক হওয়াতে, তিনি তাহা সহ্য করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাঁহারই দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যে একজন তাঁহাকে শত্রু হস্তগত করিল, তাহাতে তিনি যিহুদীদের মহাযাজক কর্ত্তৃক বিচারিত হইলেন। বিচারের সময় যখন তাঁহাকে দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করা গেল, যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র কি না, তখন তিনি কহিলেন, "আমি বটি।" এই কথাতে উপস্থিত যিহুদীয় যাজকবর্গ, শাস্ত্রাধ্যাপকগণ, ও মন্ত্রীসভা তাঁহাকে ঈশ্বর-নিন্দুক বলিয়া দোষী করিল। তাহারা তাঁহার প্রাণ দণ্ড জন্য তাঁহাকে রোমীয় দেশাধিপতি পিলাতের সম্মুখে উপস্থিত করিলে, পিলাত তাঁহাকে নির্দ্দোষ বুঝিলেও তাঁহাকে কোড়া প্রহার করিয়া, তাঁহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা করিলেন। যীশু তেত্রিশ বৎসর বয়সে কি যিহুদী কি রোমীয় সকলের কর্ত্তৃক হতমান হইয়া, দুই জন দস্যুর মধ্যে, অপমান সূচক দণ্ডকাষ্ঠ ক্রুশের উপরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। ক্রুশে বিদ্ধ ব্যক্তির অস্থি ভঙ্গ করিবার প্রথা রোমীয়দের

মধ্যে থাকিলেও, তাহারা যীশুর অস্থি ভাঙ্গে নাই, কিন্তু একজন সৈনিক পুরুষ তাঁহার কক্ষদেশে বর্ষাঘাত করিলে, জল ও রক্ত নির্গত হইল। তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহার মৃত দেহ একটী কবরে সমাধিস্থ করিল, এবং যীহুদী লোকেরা সেই কবরের মুখাবরণ প্রস্তর খণ্ডোপরি মুদ্রাঙ্ক দিল ও প্রহরীবর্গ দ্বারা তাহার রক্ষা করাইল, যেন কেহ সেই মৃত দেহ স্থানান্তরীকৃত করিয়া রটাইয়া না দেয়, যে যীশু পুনরুত্থিত হইয়াছেন, কেননা যীশু পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, যে তিনি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হইবেন।

যীশু তৃতীয় দিবসে, মৃতদের মধ্য হইতে, পুনরুত্থান করিয়া, সজীব অবস্থায়, আপন প্রেরিতগণকে দেখা দিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার ধর্ম্ম হীনবল না হইয়া, বরং দৃঢ় হইল এবং তাঁহার মনুষ্য অবতারের উদ্দেশ্য মানব জাতির পরিত্রাণ ও ঈশ্বর সহ মনুষ্যের পুনর্মিলন সম্পন্ন হইল। তিনি পুনরুত্থানের পর, আপন শিষ্যগণের সহিত আর চল্লিশ দিবস থাকিয়া, তাহাদিগকে স্বীয় রাজ্যের প্রকৃতি, তাহাদের পবিত্র কার্য্য, ও ভাবী শ্রমের বিষয় শিক্ষা দিলেম। অধিকন্তু তিনি তাহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে আদেশ করিলেন যেন, তাহারা সকলকে তাঁহার ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়, বাপ্তাইজিত করে, এবং তাহারা তাঁহার নিকট যাহা যাহা শিখিয়াছে তৎসমুদয় শিক্ষা দেয় ও পালন করায়। যাহারা যীশুতে বিশ্বাস করিয়াছিল, তিনি তাহাদের মধ্য হইতে, দ্বাদশ জনকে মনোনীত

করিয়া, আপন বাক্যের ও কার্য্যের সাক্ষী করিলেন। ইহারা প্রেরিত নামে খ্যাত। দ্বাদশের মধ্যে যে প্রেরিত তাঁহাকে শত্রু হস্তগত করিল, সে ভিন্ন আর সকলেই এই পৃথিবীতে আপনাদের প্রতিনিধি রাখিয়া গেলেন। এই প্রেরিতদের সহিত আরো বাহাত্তর জন শিষ্য ছিল; তাঁহার স্বর্গারোহণ পর তাহারা প্রেরিতবর্গের অধীন হইয়া সুসমাচার প্রচার করিলেন।

আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা পরিত্রাণের কার্য্য সিদ্ধ ও মৃতদের মধ্য হইতে পুনরুত্থান করিলে পর, এই পৃথিবীতে আর চল্লিশ দিন থাকিয়া, আপন প্রেরিতগণের সাক্ষাতে, জৈতুন নামক পর্ব্বত হইতে, স্বর্গে আরোহণ করিলেন; পরে একটী মেঘ আসিয়া, তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যগণের দৃষ্টির অন্তরাল করিল। তিনি আপন মানুষিক স্বভাবকে স্বর্গে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ দূতগণ অপেক্ষা উচ্চস্থানে উন্নত করিলেন, এবং অনাদি পিতার গৌরবের অধিকারী হইয়া, আপন পবিত্র ক্ষত সকল পিতাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব জাতির মহাযাজক, মধ্যস্থ ও উকিল হইয়া, নিরন্তর তাহাদের জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

যীশু খ্রীষ্টের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা, মানব জাতির পরিত্রাণ জন্য, তাঁহার বিশুদ্ধ জন্ম, নিষ্কলঙ্ক জীবন, অতুল পরহিতৈষিতা, আশ্চর্য্য কর্ম্ম, অকথ্য যন্ত্রণা ও কষ্টের মধ্যে, তাঁহার অনুপম বদান্যতা প্রকাশ পাইল। যীশুর চরিত্র পাঠে হিন্দু মাত্রকে স্বীকার করিতে হয় যে, যীশুর অবতার ও বিষ্ণুর অবতার সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যীশু যাহা কিছু বলিলেন কি করিলেন, সমুদয়ই মনুষ্যের আত্মার জন্য; তাঁহার আদেশ পালন করিলে, মনুষ্য মাত্র স্বর্গ লাভ করিতে পারে। কিন্তু বিষ্ণুর কোন অবতারই মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য নহে, বিষ্ণুর এক একটী অবতার এক এক প্রদেশের সাংসারিক মঙ্গলের জন্য; বিষ্ণুর কোন অবতারই মনুষ্যকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় নাই। সুতরাং যীশুর কর্ম্মাদি দেখিয়া স্বীকার করিতে হয়, যে তিনি ঈশ্বর, কেননা যীশু আপনাকে ঈশ্বর বলিলেন, ও তাহার প্রমাণ হেতু আশ্চার্য্য কর্ম্ম করিলেন। আশ্চর্য্য কর্ম্ম করা ঈশ্বরের সাধ্য, আর তিনি যাহাকে শক্তি দেন, তিনি পারেন। যদি যীশু কেবল মাত্র মনুষ্য থাকিয়া আশ্চার্য্য কর্ম্ম করিলেন, তবে স্বীকার করিতে হয়, যে ঈশ্বর তাঁহাকে শক্তি দিলেন। যীশু যখন কেবল মাত্র মনুষ্য থাকিয়া, আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক ঐশ্বরিক সম্মান হরণ করিলেন, তখন তিনি এইরূপ প্রবঞ্চককে কেন আশ্চার্য্য কর্ম্ম করিতে সাহায্য করিলেন? অতএব স্বীকার করিতে হয় যে যীশু ঈশ্বর।

কেহ কেহ অনুমান করে যে, কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট একই ব্যক্তি, কেবল নামের অপভ্রংশ মাত্র। ইহা যে কতদূর সত্য, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণে প্রকাশ পাইবে। হিন্দু মতে কৃষ্ণ দেবগণের পরম শত্রু মথুরার রাজা কংশ দৈত্যকে বিনাশ করিতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতা বসুদেব আর্য্য জাতি হইলেও কংশের জ্ঞাতি ভগ্নী দেবকীকে বিবাহ করেন। নারদ মুনি একদিন

কংশ রাজাকে বলেন, যে দেবকীর গর্ভজাত সন্তান তাঁহাকে বধ করিয়া, তাঁহার রাজ্য হরণ করিবে; তাহাতে কংশ আপন ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে কারাগারে আবদ্ধ করিলেন, আর তাহার গর্ভে যে সন্তানটী হইত, তাহাকেই বধ করিতেন; সপ্তম সন্তানটী দেবকীর স্বপত্নী রোহিণী কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়, তাহার নাম বলরাম, তিনি কৃষ্ণের অগ্রগামী। বসুদেবের অপর ভার্য্যা রোহিণী মুক্ত অবস্থায় ছিল, সে স্বীয় সপত্নী দেবকীর ন্যায় কারাগারে বদ্ধ ছিল না।

দেবকীর অষ্ট মাস গর্ভবস্থায়, সে যমুনা নদীতে যাইয়া, স্নান করিতে আদেশ পায়। সেই সময় নন্দ নামক জনৈক গোপের পত্নী যশোদা সহ তাহার সাক্ষাৎ হয়, সেই সময় তাহাদের মধ্যে এই কথা হইল, যে তাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহারা আপন আপন সন্তান বিনিময় করিবে।

লিখিত আছে যে দেবকীর এই বারের গর্ভাবস্থার সময়, দেবগণ আপন আপন রথ শূন্যে রাখিয়া, বসুদেবের গৃহে গমন করেন, তাঁহারা তথায় কৃতাঞ্জলিপুটে বেদ পাঠ করিতে লাগিলেন; কেহ তাঁহাদিগকে চক্ষে দেখে নাই, কিন্তু সকলেই তাঁহাদের গীত গান করিতে শুনিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ দুই প্রহর রাত্রিতে, জন্ম গ্রহণ করেন; তৎকালে কারা রক্ষক প্রহরী বর্গ দেবগণ কর্ত্তৃক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, বসুদেব আপন পুত্রটী লইয়া,

নিরাপদে কারাগার হইতে বাহির হইলেন, এবং যমুনা পার হইয়া, আর্য্য জাতির রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নদী পার হইলে, দেখিতে পাইলেন, যশোদার প্রেরিত রথ নদী তীরে, তাহাদের অপেক্ষায় আছে। বসুদেব সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক, গোকুল বা ব্রজে নন্দের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। যে সময় কৃষ্ণের জন্ম হয়, সেই সময় যশোদা একটী কন্যা প্রসব করেন। বসুদেব যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া ও তাহার কন্যাটী লইয়া, রাত্রির মধ্যে, পুনরায় মথুরায় ফিরিয়া আইলেন।

কৃষ্ণ গোকুলে উপস্থিত হইলে, গোপগণ আপন আপন পত্নীদিগকে দুগ্ধ লইয়া, নন্দের গৃহে যাইতে বলিল। গোপীগণ নৃত্য ও গীত গান করিতে করিতে স্ব স্ব উপহার লইয়া, যশোদার বাটীতে উপস্থিত হইয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিল।

প্রাতেঃ নন্দ জ্ঞানীগণ ও গণকদিগকে আহ্বান করিলেন; তাহারা আসিয়া কহিল, "এই সন্তান দ্বিতীয় ব্রহ্ম ঈশ্বর; ইনি অসুরদিগকে নিপাত করিবেন, এবং নানা দুরাদৃষ্ট হইতে ব্রজভূমি উদ্ধার করিবেন। সকলেই ইহার গৌরব কীর্ত্তন করিবে ইত্যাদি।"

কংশের হস্ত হইতে বালকটীর জীবন রক্ষার্থে নন্দ গোপ, বসুদেবের পরামর্শ মতে, সপরিবারে দূর দেশে পলায়ন করিল। বসুদেব সন্তানটী স্থানান্তর করিয়াছে শুনিয়া, কংশ আপন অধিকারের যাবতীয় সন্তান বধ করিতে আদেশ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থে লেখে,

যে বসুদেব যদু বংশীয় লোক হওয়াতে, যদু বংশীয় যাবতীয় সন্তান বধ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদার পুত্র বলিয়া পরিচিত হওয়াতে, স্থানান্তরীকৃত হইয়া রক্ষা পাইল।

কিছুদিন পরে কৃষ্ণ নন্দ, অপরাপর গোপগণ ও তাহাদের সন্তানদিগকে বৃন্দাবনে প্রেরণ পূর্ব্বক, স্বয়ং মথুরায় যাইয়া, বলরাম ও আর আর কতিপয় বন্ধু বান্ধব সহ বাস করিতে লাগিলেন। নন্দ কৃষ্ণ ও বলরামকে মথুরায় রাখিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, যশোদা দুঃখিত হইল ও আপন স্বামীকে যার পর নাই তীরস্কার করিল।

কৃষ্ণ বয়োপ্রাপ্ত হইলে, গোপগণকে পরামর্শ দিলেন যে, তোমরা ইন্দ্রের পূজা না করিয়া, তোমাদের প্রতিপালক গাভী ও তৃণ দায়িনী পর্ব্বতের পূজা কর। তাহাতে ইন্দ্রদেব ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃষ্টিপাত দ্বারা কৃষ্ণ ও তাহার সহচরগণকে ধ্বংশ করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন কৃষ্ণ আপন অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রকাণ্ড ছত্রের ন্যায় মস্তকোপরি ধরিয়া, আপনাকে, সহচরগণকে ও সমস্ত গরুর পাল রক্ষা করিলেন।

কৃষ্ণ খ্রীষ্টের ন্যায় আরো অনেক আশ্চার্য্য কর্ম্ম করেন। আজ কাল খ্রীষ্টে ও কৃষ্ণের অনৈকাটিক কার্য্য সমতুল দেখায় বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের অতি পবিত্র ও স্বর্গীয় চরিত্রের এবং কৃষ্ণের অহিতজনক চরিত্রের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে, লজ্জায় হেট মুখ হইতে হয়, কেননা কৃষ্ণ কিছুতেই খ্রীষ্টে উপমিত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখ, কৃষ্ণ শব্দের উচ্চারণ খ্রীষ্ট শব্দের সমতুল, তথাচ কৃষ্ণ অর্থ কাল, আর খ্রীষ্ট অর্থ অভিষিক্ত। যাজক, রাজা, ও ভবিষ্যদ্বক্তাকে পবিত্র তৈল দ্বারা অভিষেক করণের প্রথা ইস্রিয় লোকদের মধ্যে ছিল, সেই জন্য তাহা প্রভু ঈশ্বরের অভিষেক নামে খ্যাত হইত। যীশু অর্থাৎ মানব জাতির ত্রাণ কর্ত্তা এই নামের সহিত খ্রীষ্ট নাম সংযোজিত হইল, কেননা তিনি যাজক, রাজা, ও ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। তিনি আমাদের মহাযাজক, যেহেতুক তিনি মনুষ্যের পাপের নিমিত্ত ত্রাণ সাধক মহাবলি, এমন কি আপনাকেই অর্পণ করিলেন। তিনি রাজা ছিলেন, যেহেতু তাঁহাকে স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকার দত্ত হইয়াছিল, এবং তাহার রাজ্য অনন্তকাল স্থায়ী। তিনি ভবিষ্যদ্বক্তাও এমন কি মহাভবিষ্যদ্বক্তা, তাঁহা হইতেই অপরাপর ভবিষ্যদ্বক্তাগণ পূর্ব্বজ্ঞান পাইলেন। তিনি তৈলে নয়, কিন্তু অপরিমিত প্রসাদে, ঈশ্বর থাকিয়া যাজক, রাজা ও ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া, অভিষিক্ত হওয়াতে খ্রীষ্ট তাঁহার উপযুক্ত নাম।

দ্বিতীয়তঃ খ্রীষ্টের সহিত কৃষ্ণের কএকটী বিষয়ে সমতুল হইবার কারণ এই যে, অনুমান হয়, কৃষ্ণ ভক্তগণ ভারৎ ভূমি হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম দূরীকৃত করিয়া, ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম প্রবল করণ জন্য, খ্রীষ্টের জগদ্বিখ্যাত আশ্চার্য্য কর্ম্মাদি তাহাদের কৃষ্ণের প্রতি আরোপিত করিল; একাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে লোপ পাইল। সাধারণের মত এই যে একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রেমসাগর

কৃষ্ণের জন্ম ও দুঃসাধ্য কার্য্যাদির বিষয় রচনা করেন; আর সকলেই স্বীকার করেন যে, ব্রাহ্মণ, সূত্র ও উপনিষদ বা অন্যান্য পারমার্থিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির রচনা সমূহ আর ইদানীং যে সকল নূতন দেব দেবীর পূজা প্রচলিত হইল, তাহা পরে লিখিত হইয়াছে। কোলেব্রুক সাহেব ও ভারতবর্ষের অনেকানেক পণ্ডিতের মত এই যে অথর্ব্ব বেদের যে দুইটী উপনিষদে কৃষ্ণের ও রামের অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় লিখিত আছে, তৎসমুদয় উক্ত গ্রন্থগুলি প্রণয়নের অনেক দিন পরে, তন্মধ্যে সন্নিবেশিত হইল।

কোলেব্রুক সাহেব বলেন, "বেদের মধ্যে এই দুই দেবতার (কৃষ্ণ ও রাম) কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বেদের প্রকৃত শিক্ষা ঈশ্বরের একত্ব, যাহাতে সমস্ত বিশ্বরাজ্য সজ্ঘটিত হইল; তবে বেদে যে অনেক ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায়, সেইটী পঞ্চভূত, গ্রহ ও নক্ষত্রগণকে দেবতা বলিয়া পূজা করা। বাস্তবিক বেদের মধ্যে ঈশ্বরের গুণ সমূহ ও ব্যক্তি রূপে কার্য্য করণের শক্তি তিন শাখায় বিভক্ত আছে; কিন্তু টীকাকারকেরা ইঙ্গিতে দেখাইলেও বীরগণকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা কিম্বা ঈশ্বরের অবতারের বিষয়ে কোন উল্লেক দেখা যায় না........বৈষ্ণবদিগের দ্বারা রাম ও কৃষ্ণের পূজা, শৈবদিগের দ্বারা মহাদেব ও ভবানীর পূজা, বৌদ্ধ ও জৈনদিগের প্রতি তাড়নার পরে প্রচলিত হয়।......... পঞ্চভূত ও গ্রহগণের স্থলে, রাম কৃষ্ণের পূজা প্রচলিত হইল; আর সেই সকল নূতন ঈশ্বরগণের সম্বন্ধে উপনিষদে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা শাস্ত্র

শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ীদের উদ্ভবের পরে লিখিত হইল।”

সিদীয় জাতিগণই বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করে, আর বৌদ্ধ দেবের জন্ম ও মৃত্যুর পর এই ধর্ম্ম ভারৎবর্ষে প্রচলিত হইল, ব্রাহ্মণেরা এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম বিদেশীয় ও দেশ উচ্ছিন্নকারী জ্ঞান করিত, এবং ভারৎবর্ষের আদিম নিবাসীগণ যাহাতে এই ধর্ম্ম ঘৃণা করে; সেই চেষ্টা পাইত, আর বৌদ্ধগণ আসিয়া, ভারতের যে জাতিভেদ দূর করেন; কিন্তু এককালে নয়, তাহা পুনরায় প্রবল করিতে প্রাণপণ করিল। যে দাস্য জাতিকে তাহারা সাতিশয় ঘৃণা করিত, তাহাদিগকে তুষ্ট করিয়া, আপনাদের সপক্ষ করিবার নিমিত্ত, তাহাদের দেবগণের পূজা ও অনেকানেক ধর্ম্ম রীতি আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিল। এবং প্রাচীন বেদের পূজাদির পরিবর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। মন্দ যে গী মোহন্তের ধর্ম্ম প্রচলিত করনাভিপ্রায়ে তাহারা বিষ্ণু, শিব, ও তাহাদের স্ত্রীগণের এবং রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির অবতারের অত্যদ্ভুত কাহিনী রচনা করিল; শেষে তাহারা কুচরিত্র এবং অসৎ নীতির সন্তোষ দায়ক ধর্ম্ম রীতি প্রচলিত করিল। নিঃসন্দেহে সেই কারণেই পুরাণ ও অপরাপর হিন্দু শাস্ত্রে, অনেক লজ্জা জনক ও অশ্লীল গল্প দেখিতে পাওয়া যায়, আর বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে ঐশ্বরিক মান্য ও পূজা প্রদান জন্য যীশু খ্রীষ্টের অনেকানেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম কৃষ্ণের বলিয়া পরিচয় দিল।

এমাউন্ট সাহেবেরও এই মত; তিনি বলেন,

"ঐতিহাসিক সম্বন্ধে কৃষ্ণ ধনাঢ্য যোদ্ধা, যুদ্ধ প্রিয় নিষ্কর্ম্মা ও দুঃসাধ্য কর্ম্মকারী জাতির সাহসী ও ভাগ্যবান নায়ক। তিনি মহৎ মহৎ কার্য্য করেন এবং মহা মহা কাণ্ড ঘটাইয়া, আপন যশে ভারৎ পূর্ণ করেন। ইহার কতক কাল পরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ছায়া অপসবিত হইলে, সাক্যমুনি বা বুদ্ধ নামে একজন প্রধান ধর্ম্ম সংশোধক, ব্রাহ্মণদের ধর্ম্ম ব্যতিব্যস্ত করিলেন; সেই সময় লোকদের মধ্যে কৃষ্ণের কার্য্যাদি নয়, কিন্তু তাহার নাম পরিচিত ছিল, সাক্য মুনি কৃষ্ণকে প্রথমতঃ একটী সম্প্রদায়ের প্রধান, পরে বিষ্ণুর একটী অবতার করিয়া তুলেন। বৌদ্ধ মতাবলম্বীগণ সাক্যমুনিকে জগন্নাথ নামে* বৌদ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইয়াছিল।"

তৃতীয়তঃ যে যে আশ্চার্য্য কর্ম্ম কৃষ্ণের কৃত বলা যায়, সেই সকল আশ্চর্য্য কার্য্যের কোন প্রমাণ না থাকাতে, আমরা বলিতে পারি যে, যে সকল লেখক কৃষ্ণের আখ্যায়িকা কল্পিত করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ সকল অদ্ভুত অলীক কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।

শেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা কৃষ্ণের মহা মহা কল্পিত আশ্চর্য্য কার্য্যের কথা রটাইয়াছেন, তাঁহারা তাহার ভারদ্বিখ্যাত কোন কোন কুক্রিয়ার কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। সেই সকল অর্থাৎ তাহার চৌর্য্যতা, ব্যাভিচার, পরদার, অশুচিতা, নরহত্যা প্রভৃতি কুক্রিয়ার বিষয় পঞ্চম অধ্যায় লিখিত হইয়াছে; তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, কেহই কৃষ্ণকে

ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সমতুল বলিতে সাহস করিবে না। বাস্তবিক এইটী বড় আশ্চার্য্যের বিষয় যে কৃষ্ণের ইত্যাকার কুক্রিয়া সত্ত্বেও হিন্দুগণ আপনাদের যাবতীয় ঈশ্বরগণের মধ্যে তাহারই অধিক ভক্ত। হিন্দুদের কৃষ্ণ দেবকে এতদূর ভক্তি করিবার কারণ এই, হয় তাহারা তাহার কুক্রিয়ার বিষয় অজ্ঞ, না হয় যাহারা তাঁহাকে ভক্তি করে, তাহাদের নীতি চরিত্র অতি মন্দ, সেই জন্য তাহারা তাঁহার সেবায় বিশেষ অনুরক্ত।

—:o:—

১০ম অধ্যায়।

পৃথিবীর অন্তিম অবস্থা সম্বন্ধে কাথলিক ও হিন্দুদের মতের বিভিন্নত।

হিন্দুগণ কাথলিকদের ন্যায় স্বীকার করেন যে, পৃথিবীর শেষ হইবে; সেই সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রের আর আলো থাকিবে না; নক্ষত্রগণের পতন হইবে; আর অগ্নিতে সমুদয়ই দগ্ধ করিবে। কিন্তু তাহারা আর একটী কল্পিত কথা বলিয়া থাকেন। তাহাদের বিশ্বাস মতে, জগতের শেষে বিষ্ণু কল্কী অবতার হইবেন অর্থাৎ একটী প্রকাণ্ড অশ্ব হইয়া, এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে চর্ম্ম ধারণ করিয়া, যুদ্ধ করিবেন এবং তাঁহার বজ্রধ্বনি তুল্য গগণ ভেদী রব পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রাণীকে শঙ্কাতুর করিয়া, প্রথমে রাজাদিগকে পরে, সকল মনুষ্যকে বধ করিবেন, এমন কি, তিনি আপন পিতা মাতাকেও ছাড়িবেন না। অনন্তর পৃথিবীতে ধর্ম্মের ও সত্যের কাল উপস্থিত হইবে, সেই সময় পাপের ও দুঃখের লেশমাত্র থাকিবে না।

ইহাতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, পুরাণের অবয়ব পূর্ণ করিবার জন্য ইত্যাকার অলীক কাহিনীর সৃজন হইয়াছে।

পৃথিবীর অন্তিম অবস্থা সম্বন্ধে কাথলিক বিশ্বাস কি, তাহা শুন;—আমরা যেন শেষ দিনের জন্য সতত প্রস্তুত

থাকি, এই কারণে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদিগকে সেই দিন জানিতে দেন নাই। কিন্তু তিনি আমাদিগকে চেতনা দিবার নিমিত্ত, আপন ঐশ্বরিক পুত্র দ্বারা সেই দিবসের ভয়াবহ লক্ষণ গুলি জ্ঞাত করিয়াছেন। পাপাচারী ও দেবপূজকগণকে জগতের চরমাবস্থা উপস্থিত হইল জানাইবার জন্য, সর্ব্ব প্রথমে সমগ্র পৃথিবীতে ভূমিকম্প, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইবে; জগতের শেষে সূর্য্য অন্ধকারময় হইবে, চন্দ্র আর আলো দিবে না, আকাশ হইতে নক্ষত্র সকল স্খলিত হইবে; স্রোতের ন্যায় অগ্নি প্রবাহিত হইয়া ও যাবতীয় রাজ্য প্লাবিত করিয়া, সমুদয় পদার্থ ভস্মীভূত করিবে।

পরে একজন মহাদূত তূরীধ্বনী করিয়া, মৃতগণকে উত্থিত হইয়া, বিচার স্থানে উপস্থিত হইতে বলিবেন; ঐ তূরীধ্বনী কি জলে, কি স্থলে, কি ভূ-গর্ভে, কি গিরি-গহ্বরে সকল স্থানেই শ্রুত হইবে ও সকলেই তাহার আজ্ঞাবহ হইবে। ঐশ্বরিক ক্ষমতায় মুহূর্ত্ত মধ্যে, সকল দেহ পরলোকে, পাপ পুণ্যের অনন্ত ফলভোগী হইবার জন্য পুনরুত্থিত ও আপন আপন আত্মা সহ সংযুক্ত হইবে। মৃতগণ পুনরুত্থিত হইয়া দণ্ডায়-মনে হইবে, আঃ! এই সময়, কি ভয়ানক দুঃখ হইবে; তখন দেশ কাল ভেদ না রাখিয়া ছোট কি বড়, ধনী কি দরিদ্র, জ্ঞানী কি মূর্খ, রাজা কি প্রজা,, ব্রাহ্মণ কি মুচি নির্ব্বিশেষে সকলেই একত্রে দণ্ডায়মান হইবে।

পরে সর্ব্ব সর্ব্বা বিচারপতি যীশু খ্রীষ্ট মহা প্রতাপে ও

গৌরবে, এবং স্বর্গীয় বাহিনীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ঊর্দ্ধ হইতে নামিয়া আসিবেন। তাহা দেখিয়া পাপাচারী ও দেবপূজকগণ মহা ভীত হইবে। তখন তাহারা পর্ব্বতগণকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিবে, "তোমরা আমাদের উপর পড়;" এবং উপ-পর্ব্বতগণকে "তোমরা আমাদিগকে সিংহাসন-উপবিষ্ট মেষশাবক যীশু খ্রীষ্টের ক্রোধ হইতে আচ্ছাদন কর, কারণ মহাক্রোধের দিন উপস্থিত, কে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে সক্ষম হইবে?" প্রকাং.৬। ১৬; লূ ২৩। ৩০।

সর্ব্বময় বিচারপতি লক্ষ লক্ষ দূত বেষ্টিত ও গৌরবান্বিত সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, আজ্ঞা দ্বারা সৎ ও অসৎ, দেবপূজক ও সত্য খ্রীষ্টীয়দিগকে চিরকাল জন্য পৃথক করিবেন। তাঁহার আজ্ঞায় ঈশ্বরের সেবকগণ সসম্ভ্রমে দক্ষিণ দিকে; কিন্তু অসৎ ও দেবপূজকগণ আপনাদের উপাস্য দেব-দিগ্গবলের সহিত মহা লজ্জায় বামদিকে দণ্ডায়মান হইবে।

পরে মহা বিচারপতি প্রতিজনের এক একটী বাক্য, কার্য্য ও চিন্তার নিকাস লইবেন। দুষ্ট লোক ও দেবপূজকেরা আপন আপন পাপ অনাচ্ছাদিত দেখিয়া, অতিশয় লজ্জা পাইবে এবং যাথার্থিকেরা স্ব স্ব সুকর্ম্ম দেখিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইবে। কঠিন মনা দেবপূজকদের পাপ দূতগণের এবং সৎ ও অসৎ লোকদের গোচরে ব্যক্ত হইয়া পড়িবে। আঃ! দেবপূজকগণ, তখন তোমরা কোথায় মুখ লুকাইবে? তখন তোমাদের দুঃখ, মনকষ্ট ও

লজ্জা হইবে; তখন তোমাদের অন্ধকারের ঘৃণিত কার্য্য সকল, যাহা তোমরা অতি গোপনে করিলে, যাহার বিষয় জগতের কেহ জানে না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

বিচারেব নিষ্পত্তি হইলে, যাথার্থিকেরা যে স্থানে শোক দুঃখ নাই, নিত্যই আনন্দ, তথায় নীত হইবে; এবং অসতেরা দেবপূজকদের সহিত ঘোর অন্ধকারময় অনন্তকাল স্থায়ী কারাগারে রুদ্ধ হইবে। যীশু খ্রীষ্ট আপন বিশ্বস্ত দাসগণের প্রতি মুখ ফিরাইয়া, প্রেম ভরে কহিবেন, "হে আমার পিতার আশীর্ব্বাদের পাত্রেরা, আইস, জগতের পত্তনাবধি তোমাদের নিমিত্ত, যে রাজ্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অধিকারী হও।" মথি। ২৫। ৩৪।

স্বর্গীয় বিচারপতি যাথার্থিকদিগকে আপন গৌরবান্বিত রাজ্যে প্রবেশের নিমন্ত্রণ দিলে পর, অসৎ লোক ও দেবপূজকদের দিকে ফিরিয়া ক্রোধ পূর্ণ চক্ষু ও ভয়প্রদ গম্ভীর স্বরে কহিবেন, "রে অভিশপ্তেরা, আমার নিকট হইতে দূর হইয়া, শয়তান ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।" মথি। ২৫। ৩০।

কি ভয়ানক বিচ্ছেদ! যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁহার সাধুগণ হইতে চিরকালের জন্য পৃথক কৃত হইতে হইবে। ঈশ্বর আর যাহা যাহা উত্তম তৎসমুদ হইতে চিরকালের জন্য পৃথক কৃত হওয়া, কি নিষ্ঠুর পার্থক্য! ঈশ্বরের রাজধানী হইতে পরিত্যক্ত হইয়া, নিম্নস্থ ভয়াবহ নরকে প্রেরিত হওয়া, কি ভয়ানক ও নিত্যস্থায়ী নির্ব্বাসন দণ্ড! আঃ! দুর্ভাগাগণ,

আঃ! দেবপূজকগণ, এখন তোমরা ঈশ্বরকে বিরক্ত করা অতি সামান্য বিষয় জ্ঞান করিতেছ, যখন দিয়াবলদিগের সহিত নরকাগ্নি ভুগিতে দণ্ডিত হইবে, তখন কি ভাবিবে? আঃ! যে সকল পাপাচারী ও দেবপূজক এখন কুপথ ত্যাগ করিয়া, সঙ্কীর্ণ পথ অবলম্বন করিতে চাহে না, তখন তাহাদের জন্য, কি ভয়ানক অনন্ততা হইবে! হে দেবপূজকগণ, শেষ দিনে, তোমাদের প্রতিকূলে, যে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইবে, এখন তাহার বিষয় আলোচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বুল্‌গেরীয় জাতির ন্যায় দেবপূজকের ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর।

ইউরোপের অন্তঃপাতী বুল্গেরিয় জাতি নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত দেবপূজার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। এই শতাব্দীতে তাহাদের রাজা বৈগোরিসের ভগ্নী বন্দী হইয়া, কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাটের নিকট প্রেরিত হন; তিনি তথায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া, তন্মতাবলম্বিনী হইলেন। কিছুদিন পরে, তিনি স্বদেশে, প্রত্যাগত হইয়া, আপন ভ্রাতাকে দেবপূজার ভ্রান্তি ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার কথা শুনিয়া, দেব আরাধনা ত্যাগ করিলেন না।

বৈগোরিস রাজা স্বীয় রাজবাটী চিত্রিত করিতে মনন করিলে, কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে একজন সুদক্ষ চিত্রকরের আগমন জন্য, সম্রাটের নিকট লেখেন। মেথোদিয়ুস নামক জনেক সন্ন্যাসী চিত্র কর্ম্মে সুনিপুণ হওয়াতে, সম্রাট তাহাকেই পাঠাইলেন। বুলগেরিয় অধিপতি উক্ত

সন্ন্যাসীকে আদেশ করিলেন, যাহা দেখিলে, সকলেই ভীত হইবে, তাহাই চিত্র কর। চিত্রকর একটী যবনিকার অন্তরালে চিত্র করিতে লাগিলেন এবং শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও তাহাদেখিতে দিলেন না।

চিত্র কর্ম্ম শেষ হইলে, রাজা ও তাঁহার পারিষদ্বর্গ উপস্থিত হইলেন। যবনিকা স্থানান্তরীকৃত হইল, মেথোদিয়ুস ভাবিয়াছিলেন, ইহার মত ভয়াবহ আর কিছুই নাই। তিনি সুন্দর বর্ণে চিত্র করিয়া, মহাতেজ ও গৌরব পূর্ণ ও দূতগণ বেষ্টিত মহাবিচারপতির সম্মুখে রাজা, রাজ পুরুষ ও প্রজাবৃন্দকে দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন। অন্যান্য দূতগণ অসৎদের হইতে সৎদিগকে পৃথককৃত করিয়া, কতককে সর্ব্বশক্তিমানের দক্ষিণে, আর কতককে বামদিকে দাঁড় করাইতেছিলেন।

রাজা এই চিত্রখানি দেখিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন; চিত্রকর ক্রমান্বয়ে সকলগুলি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন এবং রাজা মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। মেথোদিয়ুসের এইরূপ সুসমাচার প্রচার ঈশ্বরের প্রসাদে অনর্থক হইল না; অল্পদিনের মধ্যে বুল্‌গেরিয় অধিপতি বাপ্তাইজিত হইলেন এবং তাঁহারে অনুকরণ করিয়া, তাঁহার প্রজাগণও খ্রীষ্টীয় হইল। (Butler's saints lives.)

এই শেষ বিচার ভিন্ন অন্য একটী বিচার অর্থাৎ গোপনিয় বিচার আছে। প্রত্যেক মনুষ্য মরিবা মাত্র আমাদের ধন্য ত্রাতা আগমন পূর্ব্বক তাহার আত্মার বিচার করিয়া, তাহার কর্ম্মানুসারে তাহাকে সুখের কি

দুঃখের স্থানে প্রেরণ করেন। এই বিচার কালীন দিয়াবল আসিয়া, মৃত ব্যক্তির দোষারোপ করিবে; বিচারপতি তখন কঠিন বিচার করিবেন, তখন আর স্ব স্ব পাপের জন্য অনুতাপ করাও যাইবে না, বা ক্ষমাও পাওয়া যাইবে না। বিচারে আমাদের যে রূপ দোষ গুণ সাব্যস্ত হইবে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবে আমাদের দুঃখ কি সুখ হইবে। সেই সময় কিরূপ বিচার নিষ্পত্তি হইবে জান? যদি আমাদের আত্মার কোন কলঙ্ক না থাকে, তবে তাহা স্বর্গে যাইবে, আর শরীর মৃত্তিকাস্থ থাকিয়া, শেষ দিনে পুনরুত্থিত হইবে। আর যদি আমাদের আত্মায় বড় পাপ থাকে, তবে তাহা নরকাগ্নিতে দণ্ডিত হইবে; যে সকল দেবপূজক জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক দেবপূজক থাকিবে, তাহাদিগকে তথায় যাইতে হইবে। কিন্তু আমাদের আত্মায় যদি ছোট পাপ থাকে, কিম্বা ক্ষমাপ্রাপ্ত বড় পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না হইয়া থাকে, তবে সেই আত্মাকে নিরূপিত কাল জন্য পুর্গাতোরিয়াম নামক স্থানে অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের স্থানে যাইতে হইবে; এবং সেই আত্মার পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত হইলে পর, তাহা স্বর্গে প্রবেশ করিবে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে লেখে, কোন কলঙ্ক স্বর্গে কখন প্রবেশ করিতে পারে না। প্রঃ বাঃ ২১। ২৭।

গোপনীয় বিচারের সময় যে, কি পর্য্যন্ত কঠিন বিচার হয়, তাহা নিম্নলিখিত বিবরণে কথঞ্চিৎ জানা যাইতে পারে। কোন একটী কাথলিক খ্রীষ্টীয় বড় একটা ধর্ম্ম

কর্ম্ম করিত না, সে পীড়ত হইয়া, দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল, শেষে এক দিন সকলেই ভাবিল, সে বিগত প্রাণ হইয়াছে। উপস্থিত লোকেরা তাহার কবরের জন্য সকলই আয়োজন করিয়া, তাহাকে শবাধারের মধ্যে রাখিতে গেলে, সে নড়িয়া উঠিল, পরে উঠিয়া বসিল; তত্রস্থ লোকেরা তদবলোকনে ভয়ে, ভীত ও চমকিত হইল। পুনর্জীবিত ব্যক্তি কোন কথা বলিল না, কেবল লোকদিগকে সেই কুঠরি হইতে প্রস্থান করিতে ইঙ্গিত মাত্র করিল।।

সকলে চলিয়া গেলে, সে উঠিয়া সেই গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল এবং গৃহের মধ্যস্থলে, মেজিয়ায় বসিয়া, চকিত ও ভীত ব্যক্তির মত অধঃবদনে স্থির হইয়া রহিল, তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইতে ছিল না বা তাহার ওষ্ঠ নড়িতে ছিল না; কেবল দুই গাল বাহিয়া চক্ষের জল পড়িতেছিল। গৃহ মধ্যে, শব্দ মাত্র ছিল না। এই ভাবে কএক বৎসর গত হইল; পথিকগণ সেই গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় দেখিত, সে একই স্থানে অধঃমুখে বসিয়া আছে, আর তাহার দুই গাল বাহিয়া, চক্ষের জল পড়িতেছে; কিন্তু ইহার কারণ কি, কেহই বুঝিতে পারিল না।

এই ভাবে বার বৎসর গত হইল; এক দিন কতিপয় লোক শুনিতে পাইল যে, মৃত-প্রায় ব্যক্তির মত কে যেন সেই ঘরে কোঁকাতেছে, তখন তাহারা রুদ্ধ দ্বার ভগ্ন ও গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখে, সেই ব্যক্তির আসন্ন কাল

উপস্থিত। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, "ভাই, ঈশ্বরের নামে আমাদিগকে বল, এত দীর্ঘকাল তোমার কি হইয়াছিল? এত নীরবই বা কেন? এত অশ্রু বিসর্জ্জনই বা কেন? মরিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে তাহা বল। মুমূর্ষ ব্যক্তি আপন অর্দ্ধ উন্মীলিত চক্ষু খুলিয়া কহিল, "প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আমি এখন মরিতেছি, আমি মরিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে সকলই বলিয়া যাইব। বার বৎসর হইল, তোমরা সকলেই ভাবিয়াছিলে, আমার আত্মা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্মুখে, বিচার কারণ নীত হইল। তখন আমার আজীবন কালের বাক্যের, কার্য্যের ও চিন্তার বিচার আরম্ভ হইল। বিচারের ভাব গতিক দেখিয়া, আমার শঙ্কা হইতে লাগিল যে, শেষে না জানি কি হয়। বিচার নিষ্পত্তি যতই শেষ হইয়া আসিতে লাগিল, আমার ততই ত্রাস হইতে লাগিল। সেই সময় যে কি ভাবে বিচার হইতে লাগিল, তাহা তোমাদিগকে ঠিক বলিতে পারিতেছি না, কেননা তখন আমি ভয়ে বুদ্ধি হারা হইয়াছিলাম। তোমাদিগকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমরা যে প্রকার ভাবিয়া থাকি, বিচার তাহার অধিক বিপরীত। আমি যে যে পাপ ভুলিয়াগিয়াছিলাম, বিচার কালে, এমন বহুসংখ্যক পাপ দেখিতে পাইলাম; সেই সকল পাপের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলাম না; তখন দেখি, যে পাপের উপযুক্ত অর্দ্ধেক অনুতাও হয় নাই। যে যে কার্য্য পুণ্য কর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের বিচারে সেই গুলির মধ্যে

এত ক্রটী দেখা গেল যে, সেই গুলি পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য ছিল না। তৎপর ঈশ্বর আসিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, আমার আত্মার পরিত্রাণ জন্য, তিনি আমাকে বহুবিধ প্রসাদ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। আমরা ঈশ্বরের প্রসাদ পাইয়া, তাঁহার অবমাননা করাতে, আমাদিগকে কি কঠিন নিকাস দিতে হয়, তাহা তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিতেছি না; আর আমরা তাঁহার যে সকল প্রসাদের সদ্ব্যবহার করিয়াছি ভাবি, তাহারও এমন ভাবে ব্যবহার করিলাম, যে তাহা সদ্ব্যবহারের মধ্যে গণ্য নহে।

"যে ঈশ্বরের প্রসাদের অবমাননা করে, তাহারে ধিক্। ঈশ্বর সদমের লোকদের প্রতি যতদূর না ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, বিচারের সময় তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক ক্রোধান্বিত দেখা যায়। "বিচারের দিনে তাহার দশা সদমের দশা অপেক্ষা ভয়ানক হইবে।" মথি ১১। ২৪।

"আঃ! ঈশ্বরের বিচার! ঈশ্বরের বিচার! তুমি কেমন ভয়াবহ! আঃ! মনুষ্যগণ তোমাকে কেমন সামান্য জ্ঞান করে!

এই সময়, সেই মুমূর্ষ ব্যক্তির কণ্ঠ স্বর চক্ষের জলে ও দীর্ঘ নিশ্বাসে রুদ্ধ হইয়া আইল, তাহাতে সে কতক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। শেষে সে আরবার কহিল, "ভ্রাতৃগণ, আমাকে ক্ষমা কর, মৃত্যুর পরের বিচার ভয়ানক, সকল ভয়ানক অপেক্ষা ভয়ানক। বোধ হয়, এখন তোমরা বুঝিতে পার যে, আমি কেন এইরূপ করিলাম। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত, ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া,

আমাকে আমার জীবন পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে ভয়ানক বিচারের চিন্তা আমা হইতে দূরীভূত হয় নাই; কি দিন, কি রাত্রি, সকল সময়ে, সেই ভাবনা আমার মনের মধ্যে ছিল। আমি আর কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে পারিতাম না। এই বার বৎসর আমি সেই বিচারের বজ্রধ্বনি অনুক্ষণ শুনিলাম। দিবারাত্র সেই বিষয় চিন্তা করিতাম। মধ্যে মধ্যে, কষ্টকর দীর্ঘ রাত্রিতে ক্লান্ত হইয়া, নিদ্রা যাইতাম বটে, কিন্তু পরক্ষণেই চমকিয়া উঠিতাম, কারণ একটী রব যেন আমার কাণে আসিয়া বলিত; "মনুষ্যের জন্য একবার মরণ, এবং তাহার পর বিচার নিরূপিত আছে।" ইব্রীয় ৯। ২৭। এখন আমার শেষ কথা শুন, মৃত্যুর পর বিচার কি, তাহা যদি জানিতে, তাহা হইলে, তোমাদের আর কেহ কথা কহিতে না।" অনন্তর সেই ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করিল। Rev, J, Furniss, The terrible judgement &c. P, 8,

হায়! যে ব্যক্তি কাথলিক খ্রীষ্টীয়, সেই ব্যক্তি যদি আপন আত্মিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে ক্রটী করাতে, তাহার প্রতি এতদূর কঠিন বিচার হইল তবে যাহারা সত্য ঈশ্বরের সেবা না করিয়া, সৃষ্টি বস্তুর সেবা করে, তাহাদের বিচার না জানি কত কঠিন হইবে। যাহারা জানিয়া শুনিয়া সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে না, কিন্তু দিয়াবলের সেবা করে, অধিকন্তু নরাত্মার পরিত্রাণ হেতু খ্রীষ্টের দুঃখ, যন্ত্রণা, পাতিত রক্ত, ও মৃত্যুর অবমাননা

করে, তাহাদের কি হইবে? যাহারা সুসমাচারের বিশুদ্ধ ব্যবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়াও, আপনাদের কুপ্রবৃত্তি পূর্ণ করে, তাহাদের কি গতি হইবে? মনে ভাবিও না, যে বিচারের সময়, আমি কিছু জানি না বলিয়া, রক্ষা পাইবে। তুমি কাথলিকদের বিপক্ষবাদী প্রটেষ্টাণ্টদিগের কুৎসাপূর্ণ পুস্তক সকল পাঠ করিলেও, তোমার নিস্তার নাই; কেননা তুমি কাথলিক যাজক ও ধর্ম্মভগ্নীগণের আচার ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতেছ। চক্ষে যাহা দেখা যায়, কর্ণে তাহার বিপরীত শুনিলেও, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা প্রত্যয় করে না। তবে তুমি যদি কাথলিক না হও, তবে কি রূপে নরক যন্ত্রণা এড়াইবে? অতএব সময় থাকিতে, সত্য পথ অবলম্বন কর; কে জানে, তুমি আর সময় না পাইলেও পাব।

১১শ অধ্যায়।

ক্ক সম্বন্ধে কাথলিক ও হিন্দু মতের ভিন্নতা।

স্বর্গ নরক সম্বন্ধে কাথলিক মত স্পষ্ট ও পরিষ্কার আর হিন্দু মত জটিল ও অনেকাংশে দোষ যুক্ত। হিন্দুগণ বহুতর নরকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে; কাহারও কাহারও মতে সপ্ত নরক, কাহারও কাহারও মতে চতুর্দ্দশ, আর কাহারও কাহারও মতে অষ্ট বিংশতি নরক। শ্রীভাগবতে লেখে, যে এক লক্ষর ন্যূন নরক নাই। মনুর মতে একবিংশতি নরক এবং দোষী আত্মাগণ এক একবার জন্ম গ্রহণ করে, আর এক একটী নরকে যায়। সুতরাং হিন্দু মতে নরক অনিত্য; মৃতদের বিচারপতি যমের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত দোষী আত্মাগণ সেই স্থানে অবস্থিতি করে; অনন্তর সেই আত্মা নূতন শরীর ধারণ করিয়া এ পৃথিবীতে যাইয়া পুনঃ পরীক্ষার অবস্থায় থাকে। হিন্দুগণ বহু নরক ও তাহাদের স্থায়ীত্ব কালের পরিসমাপ্তি স্বীকার করিয়া, ভুল করিয়া থাকে।

কাথলিক শিক্ষা মতে একটী অনন্তকাল স্থায়ী নরক। এখন যদি আমরা কল্পনায় নরকে প্রবেশ করি ও তথায় কি আছে তাহা দেখি; তাহা হইলে, ইহা দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইতে পারে। নরক সম্বন্ধে কাথলিক বিশ্বাস কি তাহা এখন দেখা যাউক।

নরক যন্ত্রণার স্থান, তথায় নারকীগণের এ
ইন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তি এক এক প্রকার কষ্ট পা
আর যে ব্যক্তি যে পরিমাণে অবৈধ সুখ সম্ভোগ ক
সেই পরিমাণে কষ্ট পাইবে। পাপী ব্যক্তি দুই
বিরক্ত করিয়া, দুইটী দোষ করে; প্রথম, যিনি রক্ষা
উত্তমের মূল ও যিনি কেবল নরাত্মাকে সুখী
পারেন, তাঁহাকে ত্যাগ করে; দ্বিতীয়, যে সকল সৃষ্ট
বস্তু তাহাকে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না, তাহাতেই
মনোনিবেশ করে। নারকী পাপ দ্বারা ঈশ্বরকে ত্যাগ
করাতে, যিনি স্বর্গে আপন দর্শন ও সিদ্ধতা দ্বারা
পুণ্যাত্মাগণকে সম্পূর্ণ রূপে সুখী করেন, তাঁহাকে হারাণতে
নরক যন্ত্রণা পাইবে; আর এই পৃথিবীতে ঈশ্বরকে
ত্যাগ করিয়া, সৃষ্ট বস্তুতে আসক্ত হওয়াতে, সেই সকল
সৃষ্ট বস্তু বিশেষ রূপে অগ্নি দ্বারা ন্যায় মতে কষ্ট পাইবে।

ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে, অগ্নি ও কৃমি অধার্ম্মিকদের মাংসের
প্রতিশোধ লইবে। এক্লে ৭।১৯। এই কারণে যীশু খ্রীষ্ট
পাপীদিগকে নরক দণ্ডাজ্ঞা দিয়া কহিবেন, " হে
অভিশপ্তগণ, আমা হইতে দূর হইয়া, অনন্ত অগ্নির
মধ্যে যাও।" মথি ২৫।৪১। এই অগ্নি নারকীদিগের
বিশেষ যন্ত্রণা দায়ক হইবে। এই পৃথিবীতেও যাবতীয়
যন্ত্রণার মধ্যে, অগ্নির যন্ত্রণাই অপেক্ষাকৃত অধিক ভয়ানক।
সাধু আগস্তিন পণ্ডিত বলেন, নরকের অগ্নির
ও পার্থিব অগ্নির মধ্যে, অনেক পার্থক্য আছে; এই
পৃথিবীর অগ্নি নরকের অগ্নির আদর্শ মাত্র। নরকাগ্নির

যন্ত্রণা জাগতিক অগ্নির যন্ত্রণা অপেক্ষা গুরুতর; কেননা জাগতিক অগ্নি ঈশ্বরের একটী অনুগ্রহ, কিন্তু নরকাগ্নি পাপীদিগের শাস্তির নিমিত্ত সৃষ্ট হইল। এই বৈরনির্যাতক অগ্নি ঈশ্বরের ক্রোধে নিত্য প্রজ্বলিত হয়।

সুসমাচারে লিখিত আছে, সেই ধনী ব্যক্তি নরকে কবর প্রাপ্ত হইল। লূক ১৬। ২২-। বাস্তবিক অভিশপ্তেরা নরকেই সমাধিস্থ হইবে; কেননা, তাহাদের নিচে অগ্নি, ঊর্দ্ধে অগ্নি, এবং চতুস্পার্শ্বে অগ্নি। যদ্রূপ মৎস্য জলে ডুবিয়া থাকে, নারকিগণ তদ্রূপ নরকাগ্নিতে ডুবিয়া থাকে। যিশায়াহ ভবিষ্যদ্বক্তা বলেন, প্রভু অগ্নির দাহক আত্মা দ্বারা পাপীর পাপের শাস্তি দিবেন। যিশা ৪। ৪-। দাহক আত্মা অর্থাৎ আরক মাত্র উদ্ভিদ বা পুষ্প হইতে গৃহিত হইলেও, তাহা এমনই তেজস্বর যে অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া প্রবেশ করে। নরকের অগ্নিরও সেই প্রকৃতি। নরকাগ্নি এতদুর প্রখর যে, ইহার একটী স্ফুলিঙ্গ একটী পিত্তল ময় পর্ব্বতকে দ্রবীভূত করিতে পারে। একজন সাধু বলেন, অনেক নারকী কোন পুণ্যার্থীকে দর্শন দিয়া, আপন হস্ত একটী জলপাত্রে মগ্ন করেন; উক্ত পুণ্যার্থী সেই জল পাত্রে একটী পিত্তল ময় দীপাধার বসাইয়া দিবামাত্র, তাহা গলিয়া গেল। (St. Liguoris sermon X.)

নরকের অগ্নি নারকীদিগকে কেবল বাহ্যভাবে নয়, কিন্তু আন্তরিক ভাবেও যন্ত্রণা দিবে; সেই অগ্নি তাহাদের উদর, পাকস্থলী, হৃদয়, অন্তঃকরণ, শিরার অভ্যন্তরস্থ

রক্ত বিন্দু, অস্থির মধ্যস্থ মজ্জা পর্য্যন্ত দগ্ধ করিবে। নরকস্থ লোকদিগের চর্ম্ম কটাহের মত হইবে, এবং তন্মধ্যে তাহাদের নাড়ি, ভুড়ি, মাংস অস্থি আদি দগ্ধ হইবে। বলিতে কি, যাহারা প্রখর সূর্য্য কীরণে ভ্রমণ করিতে, কিম্বা রুদ্ধ-দ্বার গৃহে, অগ্নির স্পার্শে বসিতে, অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ শরীরে পড়িলে সহিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য তাহারা কেবল দগ্ধকারী নয়, কিন্তু গ্রাস-কারী অগ্নির বিষয় ভাবে না। যিশায়াহ ভবিষ্যদ্বক্তা বলেন, তোমাদের মধ্যে, কে গ্রাসকারী অগ্নি সহ বাস করিতে পারে? ৩৩। ১৪-। সাধু যেরোম বলেন, পাপীগণকে নরকে কেবল অগ্নি যন্ত্রণা নয়, কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রকার কষ্ট আছে, সকলই সহিতে হইবে; এই পৃথিবীতে কত প্রকারের কষ্ট আছে।

নরকের অগ্নি আপনার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের কষ্টও আনিবে। সাধু যিহুদা প্রেরিত বলেন, অগ্নির ধূমে এমনই প্রচণ্ড অন্ধকার উৎপন্ন করিবে, যে তাহাতে নারকীদের চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। ১ ১৩। এই জন্যই নরক, মৃত্যুর ছায়াতে আবৃত অন্ধকারের রাজ্য নামে খ্যাত। সাধু থোমার কথা মতে, নরকে এই পর্য্যন্ত আলো পাওয়া যাইবে, যেন পাপী লোকেরা পরস্পর পরস্পরের যন্ত্রণা দেখিতে পায়। সাধু অগস্তিন বলেন, নারকীদের দেখিতে এমনই ভয়ানক, যে তাহারা যদি মরিতে পারিত, তবে একজন অন্য জনকে দেখিয়া ভয়ে মরিয়া যাইত।

পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত অথচ একবিন্দু জলও না পাওয়া কতদূর যন্ত্রণা! নারকীদের পিপাসা এত প্রবল যে, একজন নারকী সসাগরা পৃথিবীর সমুদয় জল পান করিলেও তাহার পিপাসা নিবারণ হয় না, বরং এই জ্ঞান হয় যেন, সে কোন পানীয় পান করে নাই। কিন্তু হায়, নারকীগণ আপনাদের জিহ্বা শীতল করিবার নিমিত্ত একবিন্দুও জল পাইবে না।

নারকীগণ নরকের দুর্গন্ধে অসহ্য যাতনা পাইবে; এই দুর্গন্ধ তাহাদের শরীর হইতেই বাহির হইবে। সাধু বোনাবেন্তুরে বলেন, নারকীদের শরীরের দুর্গন্ধ এত অধিক, যে একেক নারকীর শরীরের দুর্গন্ধে পৃথিবীস্থ যাবতীয় মনুষ্যের প্রাণ বিয়োগ হইতে পারে। তবে অগণ্য নারকীর দেহের দুর্গন্ধ কত অধিক!

নারকীগণের কেবল গাত্রের দুর্গন্ধ নয়, তাহাদের হা হা কার ও বিলাপধ্বনি অসহ্য হইবে। নিদ্রার আবেশের সময়, কোন মুমূর্ষ ব্যক্তি কোঁকাইলে, বা কোন কুক্কুর চীৎকার করিলে, বা কেহ কান্দিলে, আমাদের কত কষ্ট হয়। নারকীরা আপনাদের সঙ্গীগণের হা হা কার ও বিলাপ ধ্বনি এক রাত্রি নয়, এক সহস্র রাত্রি নয়, কিন্তু অবিশ্রান্ত ভাবে অনন্তকাল শুনিবে।

নারকীগণ যে স্থানে আবদ্ধ হইবে, তাহা অতি সংকীর্ণ, তাহার জন্যও তাহাদিগকে যার পর নাই কষ্ট সহিতে হইবে। নরকের আয়তন অধিক হইলেও, কোটী কোটী দেবপূজক ও পাপাচারীগণের জন্য অল্প হইবে; তাহারা

মেঘের ন্যায় একটা অন্যটার উপর পড়িবে। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞাত হই যে, লোকে যদ্রূপ দ্রাক্ষাফল পাষাণ কুণ্ডে ফেলিয়া, চাপনের দ্বারা তাহার রস বাহির করে, তদ্রূপ ক্রোধান্বিত ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধে নারকীগণ মর্দ্দিত হইবে। প্রেং বাং ১৯। ১৫। এই প্রকার ঠাসাঠাসিতে তাহারা নড়িতে পারিবে না বলিয়া, তাহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। বিচারান্তে অভিশপ্তেরা যে ভাবে অর্থাৎ সোজা হইয়া, কি কাত হইয়া, কি উবুড় হইয়া, কি চিত হইয়া, কি অধোমস্তক হইয়া পড়িবে, অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই ভাবেই থাকিবে। সংক্ষেপে সাধু কুসন্তস বলেন, জগতে যত প্রকার গুরুতর কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণা আছে, তাহা নরকের যন্ত্রণাদির ছায়া মাত্র।

নারকীগণ আপনাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞান দ্বারাও যার পর নাই কষ্ট পাইবে। তদ্ভিন্ন তাহারা আপনাদের আত্মিক শক্তি দ্বারা অতিশয় কষ্ট পাইবে। যখন তাহারা স্মরণ করিবে, যে ঈশ্বর তাঁহাদের আত্মার পরিত্রাণ জন্য অনেক সময় দিলেও, তাহারা সেই সময়ে আপনাদের দণ্ডমাত্র সঞ্চয় করিয়াছে। ঈশ্বর হইতে বিস্তর প্রসাদ ও চেতনা পাইলেও, তাহার অবমাননা মাত্র করিয়াছে, তখন তাহাদের কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইবে! যখন তাহারা বুঝিবে, যে তাহারা আপনাদের আত্মা, স্বর্গ ও ঈশ্বরকে হারাইয়া মহা সুখে বঞ্চিত হইয়াছে, আর তাহার প্রতিকার নাই, তখন তাহাদের বুদ্ধি শক্তির কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা হইবে! তাহারা যাহার আকাঙ্ক্ষা করে, কি যাচ্ঞা

করে, তাহা পায় না, তাহাতে তাহাদের কষ্ট হইবে।

নরকের কষ্ট অসহ্য হওয়ার বিশেষ কারণ এই যে, তাহা অনন্তকাল স্থায়ী। এই অনন্ততা তাহাদের সকলে ও এক একজন অসীম ও পূর্ণ ভাবে ভুগিবে। এই অনন্ততা বিষাদ পরমাণু পূর্ণ হওয়াতেই, ঈশ্বরের ক্রোধ পূর্ণ পাত্রের এক একটী বিন্দু পর্য্যন্ত নরকস্থ ব্যক্তিদিগকে পান করিতে হইবে; ইহাই অসহ্য। যদি নারকীগণ এমন আশা পাইত যে, একদিন না একদিন, এমন কি কোটী কোটী বৎসর পরেও, তাহাদের কষ্টের অবসান হইবে, তাহা হইলে, নরক আর নরক থাকিবে না; কেননা নারকীরা কিঞ্চিন্মাত্র সান্ত্বনা পাইবে। কিন্তু নরকের অকথ্য যন্ত্রণা চিরকাল থাকিবে, যতকাল ঈশ্বর থাকিবেন, ততকাল থাকিবে; কোন কালে যে তাহার শেষ হইবে, নারকীগণ এমন কোন আশা পাইবে না। উঃ! এই নারকীদের বিশেষ যন্ত্রণা! আঃ! অনন্ততা! অনন্ততা! সাংসারিক লোক ও হিন্দু মুসলমানেরা এখন তোমাকে বড় একটা ভয় করে না। নরকের অস্তিত্বের বিষয় স্পষ্ট বাক্য থাকিলেও, তাহারা তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না, কেননা তাহা হইলে, তাহাদিগকে তাহাদের পাপাচার ত্যাগ করিতে হইবে। যখন তাহারা আপনাদিগকে অতলস্পর্শ নরক কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত দেখিবে, তখন তাহারা বুঝিবে, তুমি কেমন ভয়ানক।

প্রবল জ্বরগ্রস্থ লোকের পক্ষে এক রাত্রি কেমন কষ্ট কর বোধ হয়; রোগী ব্যক্তি সমস্ত রাত্রি এ দিক

ও দিক করিয়া, ছটফট করে, কিছুতেই বিশ্রাম পায় না; সে ঘড়ির ঘণ্টা গুনিতে ও প্রাতঃকালের জন্য যার পর নাই অস্থির হয়, কিন্তু সেই প্রাতঃকালেও তাহার কোন প্রতিকার হয় না। তবে ভয়ঙ্কর অনন্ততার রাত্রিতে নরকের যন্ত্রণার মধ্যে থাকা কেমন ভয়ানক? যদি কোন লোককে বলা যায়, তুমি যদি দশ বৎসর পর্য্যন্ত একটী সুকোমল শয্যায়, একই ভাবে শয়ন করিতে পার, অর্থাৎ একবারও নড়িবে না, কি উঠিবে না, কি পাশ ফিরিবে না, তাহা হইলে, তুমি একটী রাজ্যের রাজা হইবে, তাহা হইলেও, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে সম্মত হইবে না। তবে অগ্নির, কিরূপ অগ্নির? নরকের অগ্নির শয্যায় শৃঙ্খল বদ্ধ এবং সর্ব্ববিধ কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণায় বেষ্টিত হইয়া, দশ বৎসর নয়, দশ সহস্র গুণ দশ বৎসর নয়, বা পৃথিবীতে যত বিন্দু জল কি যত বিন্দু বায়ু আছে, তত কোটী কোটী বৎসর নয়, কিন্তু যে অনন্ততার শেষ নাই, ততকাল থাকা কি কষ্ট!

অনন্ততা যে কতকাল, কোন এ প্রকারে তাহার হৃদবোধ জন্য, অনুমান করা যাউক, কোন একজন নারকী সহস্র বৎসরান্তে একবিন্দু অশ্রুপাত করে; একদিন, এমন সময় আসিবে, যে দিনে, আহার অশ্রু বিন্দুর সমষ্টি আকাশ ও পৃথিবী প্লাবিত করিতে পারিবে, কিন্তু এইরূপ কোটী কোটী আকাশ ও পৃথিবী প্লাবিত হইলেও, অনন্ততার শেষ হইবে না, বোধ হইবে, যে

তাহা এখনি আরম্ভ হইল। কল্পনা করা যাউক, যদি কোন ব্যক্তি সমগ্র পৃথিবীর উপর অঙ্কপাত করিয়া, তাহাকে তত সংখ্যা দিয়া গুণ করিলে, তাহাতে যে গুণফল হইবে, তাহা যদি বৎসর বলিয়া ধরা যায়, সেই কালও একদিন গত হইবে, কিন্তু অনন্ততা তখনও বোধ হইবে, যেন তাহা এখনই আরম্ভ হইল। আঃ! কি ভয়ানক অনন্ততা! কি অজ্ঞেয় অনন্ততা। যাহারা তোমার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে, তাহারা কি কখন পাপ করিতে পারে? যে দেবপূজক তোমার বিষয় চিন্তা করে, সে কি মিথ্যা ধর্ম্ম ত্যাগ ও সত্য ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে?

'নারকীদিগকে চিরকালই এই কষ্ট ভুগিতে হইবে, যে, তাহাদের মুর্খতা, তাহাদের নির্বুদ্ধিতা, তাহাদের উন্মত্ততা তাহাদিগকে স্বর্গ সুখে বঞ্চিত করিয়াছে; তাহারা অতি সহজে স্বর্গ লাভ করিতে পারিত; তাহারা অসার সুখের কলুষিত সুখের, ক্ষণিক সুখের, যে সুখের পরিণাম কষ্ট দুঃখ, সেই সুখের জন্য ঈশ্বরকে ও আপনাদের আত্মাকে হারাইয়াছে; এবং সেই কারণে এখন তাহারা অনন্তকাল জন্য সর্ব্ববিধ কষ্ট, দুঃখ ও যন্ত্রণা সহিতেছে। তাহারা কোটী কোটী বৎসর কষ্ট ভোগ করিলে পর, যখন দেখিবে যে এখনই যেন তাহাদের কষ্ট আরম্ভ হইল, তখন তাহারা এই প্রবঞ্চক জগৎ, ক্ষণকাল স্থায়ী পাপনামী ও যাবতীয় অসারতার কি সিদ্ধান্ত করিবে? তাহারা ক্রমান্বয়ে সময় ও অনন্ততা, গত পার্থিব সুখ ও বর্ত্তমান নরক যন্ত্রণা, পাপ ও পুণ্য

এবং স্বর্গ ও নরকের মধ্যে, কি তারতম্য তাহাই মুনকষ্টে আন্দোলন করিতে থাকিবে।

একদা একটী নরক ভোগী আত্মা সাধু হুর্বেৎকে দর্শন দিয়া কহিয়াছিল, যে নরকের দুইটী অন্তর্জ্বালা যার পর নাই কষ্ট দায়ক ;— একটী চিন্তা এই যে, পৃথিবীতে অতি অল্প চেষ্টা করিলেই, পরিত্রাণ লাভ হইত, অপর চিন্তা এই যে, অতি সামান্য বিষয়ের জন্য আপনাকে এই অসীম যন্ত্রণা ভাগী করিয়াছে। (St. Liguori's sermon, VIII.)

সাধু পিতর দামিয়ান জনেক সাংসারিক মনা লোকের বিষয়ে এই কথা বলেন ; এক ব্যক্তি আপন জীবন কালে, কেবল পার্থিব সুখ সম্ভোগের জন্য ব্যস্ত থাকিত। সততই তাহাকে তাহার আত্মার বিষয় সযত্ন হইতে বলা হইত, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তাহার মরণ হইলে, একজন পুণ্যার্থী দর্শন পাইলেন, যে সেই ব্যক্তি একটী অগ্নি-ময় হ্রদে পতিত হইয়াছে ; এই হ্রদটী অতি বৃহৎ, একটী সমুদ্রের ন্যায়, সে সাগরের মধ্যে অগণ্য দুর্ভাগা পতিত ও হতাশ হইয়া হা হা কার করিতেছে ; তাহারা কূলে যাইতে চেষ্টা পাইতেছে বটে, কিন্তু তটস্থিত দিয়াবল গুলা তাহাদিগকে ফিরিয়া অগ্নি-ময় হ্রদে তাড়াইয়া দিতেছে।

সাধু সেজারিয়ুস লেখেন, কোন একজন দুষ্ট লোকের মনঃ পরিবর্ত্তন জন্য বিস্তর প্রার্থনা করা হইয়াছিল ; পরে সে পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। লোকেরা তাহাকে সমাধিস্থ করিতে উদ্যত হইলে, সে পুনর্জীবিত

হইয়া, সজোরে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাকে অত্যন্ত শঙ্কিত দেখা গেল। তোমার কি হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "ঈশ্বর আমার প্রতি একটী বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন; তিনি আমাকে নরক দেখাইলেন, সেটী একটী অতি বৃহৎ অগ্নিময় সমুদ্র, আর আমি তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য ছিলাম। আমি যেন অনুতাপ সহ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমার পাপের ক্ষমা পাইতে পারি, এই জন্য তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ সময় দিয়াছেন।" সেই ব্যক্তি তদ্দণ্ড হইতে একটী নূতন মনুষ্য হইল। সে ক্রন্দন, উপবাস, ও প্রার্থনা দ্বারা কেবল আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য সতত ব্যস্ত থাকিত। সে নগ্ন পদে কণ্টকের উপর পর্য্যটন করিত, প্রাণ ধারণ জন্য রুটী ও জল মাত্র আহার করিত, এবং স্বকৃত পরিশ্রম দ্বারা যাহা উপার্জ্জন করিত, তাহার সমস্তই দরিদ্রদিগকে দান করিত। লোকেরা তাহাকে তাহার কঠোর তপস্যা ন্যূন করিতে বলিলে, সে উত্তর করিত, "আমি নরক দেখিয়াছি, আমি জানি যে আমরা যাই করি না কেন, নরক এড়াইবার জন্য তাহা অতিরিক্ত নহে। আঃ! নরক! যদি সমুদয় বনে আগুণ দেওয়া যায়, আমি বরং সেই আগুণে জগতের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে সম্মত, কিন্তু নরকের আগুণে এক ঘণ্টা মাত্র থাকিতে চাই না।

একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, যে একটী কাথলিক যাজক একদা নরকের বিষয় উপদেশ দিতেছিলেন, সেই পথ দিয়া দুই জন কদাচারী সৈনিক পুরুষ চলিয়া যাইবার

সময়, সেই উপদেশটীর অল্প শুনিল। অপেক্ষাকৃত অল্প দুষ্ট সৈনিক আপন সহচরকে বলিল, "এই যাজক যাহা বলিলেন, তুমি কি তাহা বিশ্বাস কর?" অপর ব্যক্তি কহিল, আমার বিশ্বাস মতে, তাঁহার সকল কথাই নির্বুদ্ধিতা, কেবল লোকদের ভয় দেখান মাত্র।" তখন প্রথম ব্যক্তি কহিল, "আমি বিশ্বাস করি, আর তাহার প্রমাণ হেতু, আমি সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ জন্য সৈনিক ব্যবসা ত্যাগ করিলাম।" অপর জন কহিল, "তুমি তোমার মনমত চল, আমি আমার মনমত চলি।" অনতিবিলম্বে সেই কঠিনমনা সৈনিক পুরুষের মৃত্যু হইল। অনুতাপী সৈনিক পুরুষ (যিনি সন্ন্যাস আশ্রমী) তাহার পূর্ব্ব মিত্রের মৃত সংবাদ পাইয়া, ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিল যেন, তিনি তাহাকে তাহার পূর্ব্ব সহচরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখান। ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা মতে মৃত সৈনিককে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে দিলেন। নব সন্ন্যাসী আপন পূর্ব্ব সঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি এখন কোথায় আছ? সে উত্তর করিল, 'নরকে।" তখন সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিল, „হতভাগা? সেই যাজক যাহা কহিয়াছিলেন, এখন কি তাহা বিশ্বাস কর?" নারকী কহিল, "হাঁ, বিশ্বাস করি; যাজকগণের কেবল একটী বিষয় ঠিক হয় না, তাঁহারা যে ভাবে নরকের যন্ত্রণা ব্যাখ্যা করেন, তাহা নরক যন্ত্রণার শতাংশের একাংশও নয়।"

পাঠক, তুমি কি উক্ত অসৎ সৈনিকের ন্যায় ভয়ানক

নরক যন্ত্রণা তুচ্ছকর? তুমি কি অকথ্য ও অনন্ত যন্ত্রণায় পড়িতে ভয় কর না? যে ঈশ্বর দেব পূজক ও পাপাচারীদিগকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত নরকের সৃষ্টি করিয়াছেন, কি সেই ঈশ্বরকে অবজ্ঞা ও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এবং জড়পাসক থাকিয়া, আপনাকে নরকের যোগ্য করিতে সাহস কর? যাবৎ মৃত্যু আসিয়া, তোমাকে ভয়ানক অনন্ত নরক যন্ত্রণায় না ফেলে, তত দিন কি তুমি জড়োপাসক থাকিতে মনন কর? যদি তাহাই কর, তবে পরিণামে দেখিবে যে তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছে, তাহা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য হইল, কারণ মনুষ্য যদি সমস্ত জগৎ লাভ করিয়া, আপন আত্মা হারায়, তবে তাহাতে লাভ কি? কিম্বা নরকের অনন্ত অগ্নিতে পতিত হইলে পর, মনুষ্য আপন আত্মার বিনিময়ে কি দিতে পারে? মথি ২৬ ২৭। পাঠক, সময় থাকিতে থাকিতে, আপন আত্মার হিত চেষ্টা পাও, তোমাদের অর্থাৎ জড়োপাসকদের জন্য নরকে যে যন্ত্রণা সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার বিষয় অনুক্ষণ আলোচনা কর, তাহাতে ভরসা করা যাইতে পারে, যে তুমি অপরাপর লোকের ন্যায় বুঝিতে পারিবে যে, যে সত্য ধর্ম্ম মনুষ্যকে স্বর্গে লইয়া যায়, সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করা এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার পরিত্রাণের কার্য্য সাধন করা প্রয়োজন। ফিলিপীয় ২ ১২।

—∘:O:∘—

১২শ অধ্যায়।

স্বর্গ সম্বন্ধে কাথলিক ও হিন্দু মতের ভিন্নতা।

হিন্দুদিগের মতে স্বর্গ চতুর্বিধ; ব্রহ্মার আবাস সত্যলোক, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ, শিব ও কুবেরের কৈলাশ, এবং দেবেন্দ্রের স্বর্গ। এই চারিটী স্বর্গ মহামেরুর উপরিস্থিত; কেহ বলে, এই পর্ব্বতটী চতুষ্কোণ; কেহ বলে, গুণ্ডাকৃতি, কেহ বলে, স্তম্ভাকৃতি; কাহার মতে সূচাগ্র; এবং ইহার চারিটী মুখ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের; পুর্ব্বটী শ্বেত, দক্ষিণটী পীত, পশ্চিমটী কৃষ্ণ এবং উত্তরটী রক্ত বর্ণ। এই চারিটী পর্ব্বত দিক্‌দর্শনের চারিটী মুখ এবং সেই গুলি স্বর্ণ ও রত্নময়।

এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, এই চারিটী পর্ব্বত কি?

১। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুমতে যদি এই চারিটী স্বর্গ মহামেরুর উপরে স্থিত, তবে যখন শিব উক্ত পর্ব্বত লইয়া আপনার ধনু করিলেন, তখন সেই স্বর্গ গুলির কি হইল?

২। যদি মহামেরু শিবের ধনু হইয়া থাকে, আর কৈলাশ পর্ব্বত রাবণ কর্ত্তৃক কম্পিত হইল, তবে চারিটী স্বর্গ ক্ষুদ্র স্থান, তাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় ধার্ম্মিক লোকের এমন কি সমুদয় ভারতবাসীদের জন্য কুলায় না।

৩। ভুগোল বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর চারিদিক্ পর্য্যটন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা অদ্যাবধি স্বর্গের কি

রত্নের পর্ব্বত দেখিতে পান নাই। পুরাণে লিখিত ক্ষীর সমুদ্র, সুরা সমুদ্র, প্রভৃতি যেমন কল্পিত, এইটীও তদ্রূপ কবি কল্পনা মাত্র।

৪। যদি কেহ আপত্তি করে যে, এই চারিটী স্বর্গে অন্য লোক আছে, তবে তাঁহাকে তাহার সন্তোষদায়ক প্রমাণ দিতে হইবে, তিনি যে বলিবেন, এই বচন পুরাণে লিখিত আছে, তাহা কোন মতে গ্রাহ্য হইতে পারে না, কেননা পুরাণের বচন গুলি যেমন অলীক এইটীও তদ্রূপ।

৫। হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিবেন, যে স্বর্গ পুণ্যের ও সদ্গুণের পুরস্কার স্থান? কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, এই চারিটী স্বর্গ দেবতাদিগের শারীরিক সুখ পূর্ণ করিবার স্থান মাত্র, আর সেই সকল স্থানে, যে যে সুখের উল্লেখ আছে, তাহা কেবল শরীরীদের জন্য। দেখ দেবেন্দ্রের বাসস্থান স্বর্গে রম্ভা ও অপর চারিটী অপসরা অর্থাৎ স্বর্গ বেশ্যা আছে, দেবগণ তাহাদের সহিত রতি সুখ সম্ভোগ করেন। তথায় হিংসা, বিবাদ, কলহ, রোগ, শোক, মনকষ্ট আদি হওয়া সম্ভব, কেননা তথায় দেব বৈদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

৬। হিন্দুমতে সদ্ব্যক্তিগণ স্বর্গে ইন্দ্রিয় ও মাংসের সুখ ভোগ করিবে, কিন্তু তাহা অসম্ভব; কেননা মনুষ্য মরিলেই তাহাদের দেহ হয় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, না হয় জলে বা স্থলে পচিয়া মৃত্তিকা হইয়া যায়, তবে যখন শরীর থাকে না, তখন কে শারীরিক সুখ

ভোগ করিবে? মনুষ্য মরিবা মাত্র যে পুনরুত্থিত হয়, তাহাদের ধর্ম্ম শাস্ত্রে তাহা বলে না।

৭। হিন্দুমতে স্বর্গ সুখ অনন্ত বা নিত্যস্থায়ী নহে; কেননা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্র মতে স্বর্গাধিপতি দেবেন্দ্র স্বর্গ-চ্যুত হইয়াছিলেন; আর গঙ্গা দেবী, বরুণ ও অন্যান্য আটজন উপদেবী শাপগ্রস্ত হইয়া, "স্বর্গ ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন"। আদিপর্ব্ব।

ইত্যাকার বিবরণ দ্বারা আমাদের এই জ্ঞান হয়, যে হিন্দুমতের চারিটী স্বর্গ কেবল বেদ ও পুরাণেই লিখিত, বাস্তবিক এমন স্থান নাই। তাহাদের ধর্ম্ম মতে স্বর্গ নাই, তবে তাহারা আপনাদের অলীকে ধর্ম্মে আস্থা রাখিয়া, স্বর্গ পাইবার বাঞ্ছা করে বটে, কিন্তু ফ্রিজলাণ্ড রাজ্যের অধিপতি রাদবোদের ন্যায় পরিণামে অশেষ যন্ত্রণার স্থান নরকে পতিত হইবে।

সাধু উলফ্রান সুসমাচার প্রচার জন্য ফ্রিজলাণ্ড দেশে গমন করেন; এবং ফ্রিজলণ্ড বাসীরা যেন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রবুদ্ধ হয়, এই কারণে ঈশ্বর তাঁহা দ্বারা কএকটী আশ্চর্য্য কর্ম্ম করেন। তত্রস্থ লোকেরা আপনাদের দেব উদ্দেশে, জলে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিত। একদিন তাহারা দুইটী সন্তানকে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিলে, সাধু উলফ্রানের প্রার্থনায় জল দুই পার্শ্বে প্রাচিরের মত স্থির হইয়া রহিল, সুতারাং সন্তান দুইটী বাঁচিল। রাদবোদ রাজা এই অলৌকিক ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর

সেই ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু দীক্ষিত হইতে বিলম্ব করায়, আর খ্রীষ্টির হইতে পারিলেন না। ঈশ্বর যখন আমাদিগকে আপনার একটী প্রসাদ প্রদান করেন, তখন যদি আমরা সেই প্রসাদের অবমাননা করি, তখন তিনি আমাদিগকে আপনার প্রসাদ আর না দিলেও পারেন। রাদবোদ রাজা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের প্রথম সংস্কার অর্থাৎ বাপ্তিজম গ্রহণ করিতে যাইবার সময়, সাধু উলফ্রানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষ গণ ও রাজবংশীয়েরা পরলোকের কোন্ স্থানে আছেন? উলফ্রান উত্তর করিলেন, যাহারা প্রতিমা পূজার মধ্যে মরে, নরকই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান। তাহাতে রাজা পশ্চাৎ সরিয়া বলিলেন, অধিকাংশ লোক যে স্থানে আছে, আমার সেই স্থানে যাওয়াই ভাল। উক্ত সাধু, রাজার আত্মার পরিত্রাণ জন্য সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "আঃ! আপনি কেমন হতভাগ্য, আপনি কি এই রূপে দিয়াবলের প্রবঞ্চনায় পড়িবেন? আপনি কি অনন্ত অগ্নির মধ্যে যাইতে আহ্লাদিত?" কিন্তু রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; ইচ্ছাপূর্ব্ব জড়োপাসনার মধ্যেই রহিলেন। দিয়াবল একদা তাঁহাকে দর্শন দিয়া বলে, "হে মহানুভব রাজন্, নিবেদন করি, আপনি উন্মত্ত হইয়া, দেবগণের পূজা ও আরাধনা করিতে ও আপন পৈত্রিক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহেন কেন? দেখুন দিখি, আপনার পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে কত জন, অমর নাম রাখিয়াগিয়াছেন; আপনি এখন

কেন একটী নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন? সাবধান! উলফ্রানের কথা শুনিবেন না; সে অনন্ত পুরস্কারের আশা ভরসা দেয় বটে, কিন্তু সে সকলই ফাঁকি। বীর প্রকৃতি রাজন্যবর্গকে মান সম্ভ্রম ও ধন সম্পত্তি প্রদান করা আমার কর্ম্ম।" রাদবোদ রাজা দিয়াবলের এই কথা শুনিয়া, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বিলম্ব করিলেন। কিছুদিন পর রাদবোদ্ রাজা সাধু উলফ্রানের আশ্চার্য্য কর্ম্ম ও তাঁহার চেতনা দায়ক বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত, আপন অধিকার স্থিত উল্লেব্রোডকে আহ্বান করিলেন। রাজার প্রেরিত দূত উল্লেবোর্ডের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, "তোমার প্রস্থানের পর, তোমার প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে; তিনি ইচ্ছা পূর্ব্ব অনন্ত অগ্নির মধ্যে গিয়াছেন। আমি গত রাত্রিতে দেখিলাম, তিনি অগ্নিময় শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া, অতল স্পর্শ খাতে পতিত হইয়াছেন।' (Butler, Rebadeneira, F. X. Schouppo.)

এই রূপে হতভাগা রাদবোদ রাজা, দিয়াবলের প্রবঞ্চনায় পড়িয়া, ঈশ্বর প্রেরিত এক জন কাথলিক বিশপের পরামর্শ মতে, কার্য্য করিতে স্বেচ্ছায় কাল বিলম্ব করাতে, উপযুক্ত শাস্তি অর্থাৎ নরক দণ্ড ভোগ করিলেন। দিয়াবল তাঁহাকে ধন মান দিবে বলিয়া, অনেক আশা ভরসা দিয়া, শেষে নরকে নিক্ষেপ করিল,

অতএব হিন্দু পাঠক, যদি রাদবোদ রাজার মত

নরকে নিক্ষিপ্ত হইতে না চাও, তবে বেদ পুরাণাদি অলীক গ্রন্থে আস্থা ও বিশ্বাস না করিয়া, (যে শাস্ত্রে তোমাদিগকে কল্পিত চারি স্বর্গে লইয়া যাইতে ভান করে) যে কাথলিক ধর্ম্ম ঈশ্বরের বিশ্বস্ত সেবক প্রকৃত স্বর্গ লাভ করে, তাহার অনুসন্ধান কর। কাথলিক স্বর্গ-সুখ সিদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ নিত্য তাহার শেষ কখনই হইবে না, ইহা সর্ব্ববিধ উত্তমতায় পূর্ণ, ইহাতে মন্দতার লেশ মাত্র নাই; আমাদের আত্মা সেই সুখ পূর্ণ পরিমাণে ভোগ করিবে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। এই স্বর্গ যে কিরূপ সুখের স্থান, যে ধন্য আত্মা তথায় প্রবেশ করিয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহ তাহা বলিতে পারে না। প্রেরিত পৌল বলেন, যাহারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, ঈশ্বর তাহাদের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, মনুষ্য তাহা চক্ষে দেখে নাই, বা কর্ণে শুনি নাই, কিম্বা মনুষ্যের অন্তঃকরণে তাহা প্রবেশ করে নাই। ১ম করন্থীয় ২।৯। স্বর্গের সুখ যে কি, তদ্বিষয় যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব।

বেণার্ড নামক জনৈক সাধু গুরুয় বলেন, "হে মনুষ্য, তুমি যদি স্বর্গের সুখের বিষয় বুঝিতে চাও, তবে জানিও, সেই সুখময় দেশে অতুষ্টিকর কিছুই নাই, আর যাহা বাঞ্ছা করিবে, তথায় তাহাই পাইবে, এই পৃথীবিতে কোন কোন বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয় সুখজনক হইলেও, তাহা অনেকবার আমাদের পক্ষে কষ্টকর ও

বৈরক্তিজনক হয়। সিদ্ধগণ স্বর্গে প্রবেশ করিলে, তাহাদের আর কোন কষ্ট থাকিবে না। "ঈশ্বর তাহদের সমস্ত চক্ষের জল মুছাইবেন, এবং আর মৃত্যু হইবে না, এবং শোক ও আর্ত্তনাদ ও দুঃখ আর হইবে না"; কেননা পূর্ব্বকার বিষয় সকল গত হইবে। এবং সিংহাসনোপবিষ্ট কহিলেন, এই দেখ, আমি সকল বিষয় নূতন করিলাম" প্রেং বাং ২১।৪--৫। স্বর্গে মৃত্যু ও মৃত্যুর ভয় আর থাকিবে না; সেই সুখের স্থানে রোগ, শোক, দারিদ্র ও কোন অসুবিধা আর থাকিবে না, কিম্বা সেই স্থানে কখন দিন, কখন রাত্রি, কখন শীত, গ্রীষ্ম হইবে না, কিন্তু সততই দিনমান স্নিগ্ধজনক চির বসন্ত বিরাজমান থাকিবে। স্বর্গে তাড়না হিংসা নাই, কেননা সেই স্থানে সকলেই সকলকে প্রেম করে, এবং একজন অন্য জনের সুখে সুখী হয়। সেই স্থান হইতে সুখ ভ্রষ্ট হইবার কোন আশঙ্ক নাই, কেননা আত্মাগণ ঐশ্বরিক প্রসাদে বদ্ধমূল থাকে, সুতরাং তাহারা পাপ করিতে বা ঈশ্বরকে হারাইতে পারে না।

স্বর্গে যাহা আকাংক্ষা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। প্রভু কহেন, "এই দেখ আমি সকল বিষয় নূতন করিলাম।" বাস্তবিক সকল বিষই নূতন; নূতন প্রকারের সৌন্দর্য্য, নূতন প্রকারের শোভা, নূতন প্রকারের আনন্দ। আমাদের সকল বাসনাই পূর্ণ হইবে। আমাদের চক্ষু সেই নগরের শোভা দেখিয়া, পরিতৃপ্ত হইবে, ঐশ্বর্য্য শালী রাজ্যস্রাব্দিত পুরবাসীদের বেশ ভূষায় নগর

আরো সুন্দর হইবে। সকল সাধুদের মধ্যে, স্বর্গের রাণী শ্রীশ্রীমতি মারিয়ায় অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকনে কত দূর প্রীতি জন্মিবে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, আমরা এক কালে বিমোহিত হইব।

স্বর্গ সুগন্ধে কিন্তু স্বর্গীয় সুগন্ধে আমোদিত হইবে। গায়ক দূত বৃন্দের সুমধুর সংগীতে কর্ণ সন্তুষ্ট হইবে। একদা আসাসিয়ুম নিবাসী সাধু ফান্সিস মহুর্ত্ত মাত্র একটী দূতের বীণা বাদন শুনিয়া, আনন্দে মৃত প্রায় হইয়াছিলেন। অতএব সমস্ত সাধু ও দূতগণকে সংকীর্ত্তন করিতে শুনিলে, আর কত আনন্দ হইবে। সংক্ষেপে মনুষ্য যাহার বাসনা করিতে পারে, তাহাই পাইবে।

আমরা স্বর্গের যে সকল সুখের কথা উল্লেখ করিলাম, সে সকল সামান্য সুখ। প্রধান সুখ এই যে স্বর্গবাসীবা ঈশ্বরকে সম্মুখা সম্মুখী দেখিবেন। ঈশ্বর যে সুখ দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহা সৌন্দর্য্যের সুখ নয়, তাহা গান বাদ্যের সুখ নয়, বা নগরের শোভার সুখ নয়; যথার্থিকদের প্রধান সুখ ঈশ্বরের দর্শন লাভ। তিনি অব্রাহাম নামক জনৈক ধার্ম্মিকের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার মহা পুরস্কার।" আদিপুস্তক ১৫।১ সাধু আগস্তিনী কহেন "সত্য, ঈশ্বর এত সুন্দর যে তিনি যদি নরকস্থলোকদিগকে আপনার মুখ একবার দেখান, তাহা হইলে, নরক আর নরক না থাকিয়া, আনন্দে পূর্ণ হইবে। অতএব যে সকল আত্মা ঈশ্বরকে অত্যন্ত প্রেম করে, ও ঈশ্বর যাহাদিগকে

পূর্ণ পরিমাণে প্রেম করেন, তাহারা ঈশ্বরের অসীম সৌন্দর্য্য ও সিদ্ধ গুণ দেখিয়া, কি পর্য্যন্ত সুখী হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

পার্থিব কোন উত্তমতায় আমাদের আকাংক্ষা পূর্ণ হয় না। প্রথমতঃ তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্ত করে না। কেবল তাহা নয়, কিন্তু তাহা অভ্যাসিক হইয়া পড়িলে, তাহা আর তৃপ্তিজনক হয় না। স্বর্গের সুখের বিষয় সে রূপ হয় না, তাহা নিত্য অন্তঃকরণকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করে। সেই সুখ তৃপ্তিকর হইলেও, সকল সময়ে নূতন; সতত সুখ ভোগ করা যায়, সতত সেই সুখের বাসনা করা হয়, আর সতত তাহা পাওয়া যায়। তাহাতে স্বর্গীয় সাধুদিগের বাসনায় কখন কষ্ট জন্মায় না, কেননা বাসনা সততই তৃপ্ত হয়, আর তৃপ্তি বৈরক্তি জন্মায় না, কেননা সততই তাহার আকাংক্ষা হয়। দাবিদ রাজা বলেন, "সাধু, ঈশ্বরের গৃহের প্রাচুর্য্যে পরিতৃপ্ত হয়। গীত ১৫।৯। অর্থাৎ তাহারা স্বর্গের অপার উত্তমতা সমূহ ভোগ করিয়া, ঐশ্বরিক প্রেমে এতদূর প্রজ্বলিত ও পরিপূরিত হইবে, যে তাহারা ঈশ্বরেতে বিহ্বল হইয়া পড়িবে; তাহারা আপনাদিগকে এক কালে ভুলিয়া যাইবে, এবং যে অসীম উত্তমতাকে যুগে যুগে সম্ভোগ করিবে, তাঁহাকেই তাহারা অনন্ত কাল প্রেম ও তাঁহার প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত থাকিবে।

অতএব যাহারা মিথ্যা ধর্ম্মের মধ্যে আছে, তাহারা সনাতন কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, যথাযোগ্য

বিধানে ঈশ্বরের সেবা করিলে, এই স্বর্গ সুখ পাইবে। হিন্দু ও মহম্মদীয়গণের স্বর্গ কৃত্রিম ও সয়তানের প্রবঞ্চনা মাত্র, কিন্তু এই স্থানে কোন শারীরিক অশুচি সুখ নাই, কেবল মাত্র অনন্ত সুখ নিত্য বিরাজ করিতেছে।

—:০:—

১৩শ অধ্যায়।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কাথলিক ও হিন্দুমতের ভিন্নতা।

হিন্দুমতে বহুবিধ গুরুতর পাপ বহুবিধ অথচ সহজ উপায়ে বিমোচিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা দেখিব যে সেই উপায়ে সকলের দ্বারা পাপের সংখ্যা ন্যূন না হইয়া, বরং বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণদের শিক্ষামতে সপ্ত পবিত্র নদীর ও কোন কোন সরোবর বা উনুইযের জলের এমনই গুণ যে তদ্দ্বারা মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার অপরাধ হইতে পরিষ্কৃত হইতে পারে। গাভীর পঞ্চ পদার্থ অর্থাৎ দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মূত্র ও বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মনুষ্য পাপ ও জাতিপাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন প্রাতেঃ আপন আপন পাপের

মোচনের নিমিত্ত, জলের ধারে, একটী প্রার্থনা করিয়া থাকে; জলে কএক বার জল সংস্কার করিলে পর, নসিকা রন্ধ্র দুইটীর মধ্য দিয়া সেই জল সজোরে ঝাড়িয়া ফেলে। তাহারা বলেন, যে এই উপায় দ্বারা দেহের সমুদয় পাপ বহির্গত হয়, এবং পাপ পুরুষকে নিপাত করিয়া, বাম পাদ দ্বারা তাহাকে মর্দ্দন করেন।

বেদ, পুরাণ ও অন্যান্য পবিত্র গ্রন্থ পাঠ, বিশেষ বিশেষ তীর্থ পর্য্যটন, বিশিষ্ট লোকের বিষয় ধ্যান, কোন কোন প্রার্থনার পুনরুক্তি, বিষ্ণু, শিব ও অপরাপর প্রধান দেবগণের বিষয় চিন্তা, তাহাদের কোন চিহ্ন বা তাহাদের নামে উচ্ছিষ্ট কোন পদার্থ ধারণ, গোময় ভস্ম ললাটে লেপন, ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দান, পুষ্করিণী বা কূপ খনন, দেব মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণ, পূজার জন্য বৃত্তি প্রদান ইত্যাকার কোন একটী কার্য্য করিলে, নরাত্মা পাপ কলঙ্ক হইতে পরিস্কৃত হয়। আর যদি কোন হিন্দু গাভীর পুচ্ছ ধারণ করিয়া, প্রাণ ত্যাগ করিতে পারে, তবে পরকালে একটী স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।

কেবল এইমাত্র নহে; একটী গাভীর প্রতিমূর্ত্তিও মনুষ্যকে সম্পূর্ণরূপে শুচি করিতে পারে। গত শতাব্দীতে তুবঙ্কোরের রাজা স্বকীয় যাবতীয় ক্রুরাচার ও পরের ক্ষতি ইত্যাদি পাপ বিমোচনার্থে একটী স্বর্ণময় গাভী নির্ম্মাণ করেন, পরে সেই নির্ম্মিত গাভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, বহির্গত হইলে, সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞানে

তিনি অসংখ্য পাপ ও কলঙ্ক হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেন।

হিন্দু মতে মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালন জন্য গঙ্গা নদী বিশেষ উপকারী। প্রত্যহ প্রাতে কাশীর নীচে গঙ্গাতীরে বহু সংখ্যক হিন্দুকে পাপ বিমুক্ত হইলাম জ্ঞানে মনের সুখে স্নান করিয়া উঠিতে দেখা যায়। কোন কোন হিন্দু এতদূর উন্মাদ, যে তাহারা স্বেচ্ছায় পবিত্র জলে প্রাণ দান করে। তাহারা প্রথমতঃ কএকটী শূণ্য কুম্ভ গলায় বান্ধিয়া, স্রোতের জলে যাইয়া পড়ে, ক্রমে সেই সকল পাত্র জলপূর্ণ হইতে থাকে, তাহারা বহু সংখ্যক দর্শকের সমক্ষে ক্রমে জলমগ্ন হইতে থাকে, আর দর্শক বৃন্দ এইরূপ আত্ম হত্যাকে মহাপুণ্য বলিয়া ধন্য ধন্য করিতে থাকে।

সকল হিন্দু এতদূর উন্মাদ না হইলেও, কাশীতে প্রাণ ত্যাগ করা যে মহা সৌভাগ্য, তাহা হিন্দু মাত্রই স্বীকার করে; কেননা তাহাদের জ্ঞানে, মৃত দেহ গঙ্গা নদীতে নিক্ষিপ্ত হউক, কি তাহার কূলে ভস্মীভূতই হউক, কাশীতে প্রাণ ত্যাগ মাত্র একটী স্বর্গে প্রবেশ করিবে; আর যদি মহা পাতকীও হয়, তথাচ শূকর, কি কুক্কুর, কি গ্রিধ্র না হইয়া, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিবে।

আঃ! হতভাগ্য হিন্দুগণ! তোমাদের এই বিশ্বাস যে তোমরা অতি সামান্য ক্রিয়া দ্বারা তোমাদের পাপের মোচন ও স্বর্গবাসী হইবে? কথনই নয়। উক্ত রূপ কার্য্যাদি দ্বারা তোমাদের পাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও

তোমরা ঈশ্বরের গোচরে, অপরাধী হইয়া, চিরকালের জন্য নরক ভোগ করিবে। কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে পাপ মোচনের উপযুক্ত উপায় আছে, এবং কেবল তাহাতেই পাপের মোচন হয়।

কেহ বলিতে পারে, কাথলিকগণ যদি জল প্রভৃতি একটী সংস্কার দ্বারা আপনাদের পাপের ক্ষমা পায়, তবে হিন্দু কেন আপনাদের সংস্কার দ্বারা পাপের মোচন পাইবে না? কাথলিকদের যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বর হওয়াতে, তাঁহারই শক্তিতে ও গুণে তাহারা পাপের ক্ষমা পায়, কিন্তু হিন্দুগণ আপনাদের পাপ মোচন সংস্কার কোন কোন দেবতার শক্তিতে ও গুণে হয়, এই কথা বলিলেও হইতে পারে না; কারণ তাহারা যাহাদিগকে ঈশ্বর বলে, তাহারা যে ঈশ্বর নয়, আমরা তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিলাম। অতএব তাহাদের সংস্কার গুলির পাপ মোচন করিবার গুণ নাই। এই সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে, সুন্দর রূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

অনুমান করা যাউক, কোন মনুষ্য আপন রাজাকে বিরক্ত করাতে, কারাগারে দণ্ডিত হইল। ভাল, যদি সেই অপরাধী ক্ষমা পাইতে চায়, তবে কি সে রাজ প্রতিকূলাচারী কোন অপরাধীর সাহায্য গ্রহণ করিবে? নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কার্য্য করিবে না; কারণ রাজদ্রোহী ব্যক্তিকে নিজেরই অপরাধের ক্ষমা পাইতে হয়, সে আরবার কি রূপে

অন্যের পাপের, ক্ষমা দেওয়াইয়ে দিবে? তবে অপরাধী ব্যক্তি কাহার দ্বারা ক্ষমা পাইবে? তাহাকে ব্যবস্থামতে হয় ত রাজার নিকট, না হয়, তাঁহার নিযুক্ত অপর কোন ব্যক্তির নিকট নিবেদন করিতে হইবে।

তদ্রূপ হিন্দুগণ পাপে পতিত হইলে, তাঁহারা যাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষা কর্ত্তা ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিতে বাধ্য, তাঁহাকেই বিরক্ত করে। অতএব হিন্দুগণ যদি আপনাদের পাপের মোচন পাইতে চায়, তাহা হইলে তাহারা সেই ঈশ্বরের, না হয় তাঁহার নিয়োগীকৃত যাজকের নিকট নিবেদন করিবে। কিন্তু তাহারা যদি অলীক ঈশ্বরগণের ও তাহাদের যাজকগণের আশ্রয় লয়, তাহা হইলে, তাহাদের সমস্ত কার্য্যই পণ্ডশ্রম মাত্র, অথচ প্রকৃত ঈশ্বরকে বিরক্ত করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ অপরাধী হয়। কারণ হিন্দু দেব দেবীগণ সৃষ্ট বস্তু বা অলীক নাম মাত্র, তাহারা ঈশ্বর নহে, বা ঈশ্বর হইতে কখন কোন ক্ষমতা পায় নাই। যাহার যে ক্ষমতা নাই, সে সেই ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে না। হিন্দু দেবগণ সৃষ্ট প্রাণী হওয়াতে ও মনুষ্যের পাপ ক্ষমা করিতে ঈশ্বর হইতে, কোন ক্ষমতা না পাওয়াতে, কি রূপে ঈশ্বরের প্রতিকূলে কৃত পাপের ক্ষমা দিতে পারে। যাহার যাহা নাই, সে তাহা দিতে পারে না। সে এই কার্য্য করিয়া, একটী নূতন পাপ করে, কেননা যে হতভাগারা আপনাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়া, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের ন্যায্যাধিকার হরণ

করে, তাহাদিগকে সম্মান ও তাহাদিগেতে আস্থা করাতে, প্রকৃত সৃষ্টি কর্ত্তাকে অপমান ও তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া বিশেষ শাস্তির পাত্র হয়।

অতএব যাহারা পাপের ক্ষমা পাইবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের সংস্কার ব্যবহার করে, তাহারা আপনাদের পাপের ক্ষমা না পাইয়া, বরং ঈশ্বরকে বিরক্ত করাতে, কখন কখন এই পৃথিবীতেও তাহার শাস্তি পাইয়া থাকে। মাদুরার কাথলিক প্রেরিত ও সাক্ষ্য-মর বৃত্ত বাসী ধন্য যোহনের জীবন চরিত্রে দেখা যায়, একটী হিন্দু স্ত্রীলোক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে পর, শিবের সম্মান হেতু, তাহার কতকটা ভস্ম ব্যবহার করে, তাহার এই পাপের শাস্তির কারণ তদ্দণ্ডে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। (Life of the B. J. of Brutto in French P. J. 1.)

যীশু খ্রীষ্ট সত্য ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হওয়াতে, আপন মণ্ডলীর পালকগণকে পাপ মোচন করিবার ক্ষমতা দিয়াগিয়াছেন, সুতরাং কেবল খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেই পাপের ক্ষমা পাওয়া যায়। আমাদের ধন্য ত্রাণকর্ত্তা এই পৃথিবীতে, অবস্থিতি করণ কালীন, যাহারা যথা যোগ্য ভাবে, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তিনি তাহাদের পাপের ক্ষমা দিলেন। আমরা সুসমাচার মধ্যে, দেখিতে পাই, মগ্দেলেনা নাম্নী একটী মহা পাপিষ্টা স্ত্রী যীশুর চরণতলে পতিত হওয়াতে, তিনি তাহার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন তোমাকে তোমার পাপ সকলের ক্ষমা দত্ত হইল।

লূক। ৭। ৩৭-৪। অন্য এক সময় যীশুর নিকট বহুতর লোক উপস্থিত থাকাতে, একজন পক্ষ ঘাতীকে গৃহের ছাদ খুলিয়া, খট্টা সহ তাঁহার নিকট নামাইয়া দেওয়াতে, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, " সুসাহসী হও; পুত্র, তোমাকে তোমার পাপ সমূহের ক্ষমা দত্ত হইল। " মথি। ৯। ২-।

পুত্র ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্ট যাবৎ এই পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎ তিনি মনুষ্যের পাপের ক্ষমা দিলেন,। মনুষ্য মাত্রেই পাপী, তাহাদের পাপের মোচন আবশ্যক। কিন্তু পিতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয়, যে তিনি এই পৃথিবীতে চিরকাল দৃশ্য ভাবে থাকেন। অতএব যীশু খ্রীষ্ট ভাবী বংশের পাপ ক্ষমা জন্য, এই পৃথিবী হইতে স্বর্গে গমন সময়, আপন প্রেরিতগণকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, " পিতা যদ্রূপ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ আমিও তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি। তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর; তোমরা যাহাদের পাপ ক্ষমা করিবে, তাহাদের ক্ষমা হইবে, যাহাদের পাপ রাখিবে, তাহাদের রাখা যাইবে। " যোহন। ২০। ২১-২৩। সকল স্থানের ও সকল কালের লোকদের হিতার্থে কাথলিক মণ্ডলীকে দত্ত খ্রীষ্টের এই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রেরিতগণ আপন উত্তর পদধারীগণকে অর্থাৎ মণ্ডলীর বিশপ ও পুরোহিতগণকে দিয়াগিয়াছেন। আমাদের ধন্য ত্রাতা আপনার মহামূল্য রক্ত দ্বারা যে পাপের মোচন ক্রয় করিলেন, আমরা তাহা তাঁহার পরিচারকগণ অর্থাৎ যাজক বর্গের নিকট পাইতে পারি।

ইহাতে আমরা দেখিতেছি, যে সকলের পাপের ক্ষমা হইবে না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট পাপ মোচন জন্য যে উপায় স্থির করিয়াছেন, যাহারা সেই উপায় অবলম্বন করিবে, কেবল তাহারাই ক্ষমা পাইবে। আমাদের ধন্য ত্রাতা, আমাদের আত্মার পাপ কলঙ্ক ধৌত করিবার নিমিত্ত, যাবতীয় প্রসাদ ও পাপ মোচনের উৎসুই আপন মহামূল্য রক্ত দ্বারা বাপ্তিজম (জল সংস্কার) ও পেনিতো-নিসয়া (অনুতাপসহ পাপ স্বীকার) এই দুইটী পবিত্র সাক্রামেন্ত (সংস্কার) স্থাপন করিলেন। জল সংস্কার দ্বারা আমাদের মূল ও কৃত পাপের এবং অনুতাপ সহ পাপ স্বীকার সংস্কার দ্বারা আমাদের বাপ্তিজমের পরের পাপের মোচন হয়। এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টীয়গণ আপন পাপের জন্য খেদান্বিত হইয়া, পবিত্র মিসা শুনিলে, এবং প্রার্থনা, উপবাস, তপস্যা ও ভিক্ষাদান করিলে, যীশু খ্রীষ্টের গুণে সামান্য পাপের ও রীতিমতে পাপস্বীকার সংস্কার দ্বারা বিমোচিত নরকযোগ্য পাপের দণ্ডের ক্ষমা পায়। কেননা ধর্ম্ম শাস্ত্রে লেখে, ভিক্ষা দিয়া, তুমি তোমার পাপ সকল এবং দরিদ্রের প্রতি দয়ার কার্য্য করিয়া, তোমার অপরাধ সকল মুক্ত কর। দানিয়েল ।[illegible] স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চয় অপেক্ষা উপবাস ও ভিক্ষা দান সহ প্রার্থনা উত্তমতর। কেননা ভিক্ষা দান মৃত্যু হইতে উদ্ধার করে, এবং তাহাই পাপ সকল খালন এবং অনুগ্রহ ও অনন্ত জীবক পাইতে দেয়। তোবিয়া ।১২।৮-৯।

ব্রাপ্তিজম বা জল সংস্কার দ্বারা নরাত্মা কতদূর নির্ম্মল হয়, এই সম্বন্ধে এইস্থানে একটি ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ করা যাইতেছে; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকুলাচারী নিষ্ঠুর রোমীয় সম্রাট দাওক্লিসিয়নের সময়, যেনেসিয়ুস নামক এক জন দৃশ্য নাটক অভিনয়কারী রোমে বাস করিতেন। এক দিন উক্ত নাটক প্রণেতা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিদ্রূপ জন্য বাপ্তিজমের বিষয় একটি সং দেন, সেই দিন সম্রাট্ স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত যেনেসিয়ুস দেবপূজক; তিনি আপন অনেক বন্ধুর নিকট খৃষ্টীয় ধর্ম্মের বিষয় কিছু কিছু শুনিয়াও ছিলেন। তিনি লোকদিগকে তামাসা দেখাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া, শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, " মিত্রগণ, আমার উপরে কি যেন ভারী বোঝার মত রহিয়াছে, আমি তাহা হইতে মুক্তি পাইলে, সন্তুষ্ট হইব।" তাহাতে তাহার সহচরগণ বলিল, "আমরা তোমার সেই ভার মুক্ত করিবার নিমিত্ত কি করিব? আমরা কি ঘিস্কাপ (কাষ্ঠ মসৃণ করিবার সূত্রধরের অস্ত্র বিশেষ) আনিয়া চাঁচিয়া সমান করিয়া দিব?" তখন যেনেসিয়ুস উপহাস করিয়া বলিলেন, "আঃ মূর্খগণ, ঈশ্বর যেন আমার মৃত্যুর দিন আমাকে গ্রহণ করেন, এই হেতু আমি খ্রীষ্টীয় হইয়া মরিতে দৃঢ় মনস্থ করিয়াছি।" এমন সময় আর দুই জন, এক জন পুরোহিত ও অপর জন সেবক সাজিয়া আইল। তাহারা দুই জন সেই ভাক্ত পীড়িতের কাছে বসিল, এবং ভাক্ত পুরোহিত তাহার সহিত অল্পক্ষণ কথোপকথন করিয়া কহিল, "বৎস! আমাদিগকে ডাকাইয়াছ কেন?"

সেই সময় ঈশ্বরের প্রসাদে যে নেসিথুসের আত্মা অকস্মাৎ আলোকময় হইয়া পড়িল, সে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক জন নূতন মনুষ্য হইল। এখন সে আর বিদ্রূপ ভাবে নয়, কিন্তু সজীব বিশ্বাস সহ উত্তর করিয়া বলিল, "আমি যীশু খ্রীষ্টের প্রসাদ এবং আমার পাপ সমুহের মোচন পাইবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি, তন্নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে ডাকাইয়াছি।" যে ব্যক্তি পুরোহিত সাজিয়াছিল, সে যেনেসিযুসের মস্তকোপরি জল প্রভৃতি বাপ্তিজমের কএকটী রীতি সম্পন্ন করিলে পর, তাহাকে একটী শ্বেতবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করাইল।* এমন সময় একজন সম্রাট সেনা হইয়া বিদ্রূপ ভাবে তাহাকে ধরিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত পূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, এ ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় হইয়াছে।" কি আশ্চর্য্য দর্শকগণ এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইল; যেনেসিথুস তদ্দণ্ডে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন যে, আমি যীশুতে বিশ্বাস করি, আর তাহার জন্য মরণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু যীশু যে ঈশ্বর নন, তাহা প্রাণান্তে বলিতে পারিব না। তিনি বর্ত্তমান সম্রাট্ ও দর্শকবৃন্দকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, মহারাজ ও উপস্থিত ব্যক্তিগণ, আমি ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্টিয়ানের নাম শুনিলে চকিত হইতাম; আর আমার কোন আত্মীয় কুটুম্ব খ্রীষ্টিয় হইলে, আমি তাহাকে ঘৃণা করিতাম। আমি খ্রীষ্টীয় হইবার রীতি প্রকৃতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলাম, যেন আমি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অন্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করিতে, আর তাহার প্রতি তোমাদেরও ঘৃণা জন্মাইতে পারি। কিন্তু

যে সময় ধৌত করিবার সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, সেই সময় আমি সরল ভাবে বলিলাম, আমি বিশ্বাস করি; তদ্দণ্ডে আমি আমার মস্তকোপরি, কতিপয় প্রভা বিশিষ্ট স্বর্গীয় দূতকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা একখানি পুস্তক খুলিয়া, আমি বাল্যকাল হইতে যে সকল পাপ করিয়াছি, সেই গুলি এক একটী করিয়া পাঠ করিল, পরে আপনাদের সম্মুখে যে জল আমার মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হইল, সেই জলে, উক্ত পুস্তকখানি ডুবাইয়া তুলিয়া, আমাকে দেখাইলেন, আমি দেখিলাম, সেই পুস্তকের পত্র গুলি হিসোপের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইয়াছে। অতএব হে মহানুভব রাজন, এবং হে উপস্থিত ব্যক্তিগণ, আপনারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের নিগূঢ় সমূহ লইয়া, উপহাস করিয়া থাকেন, আমি আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, আপনারাও আমার সঙ্গে মিলিত হইয়া, বিশ্বাস করুন, যে যীশু খ্রীষ্ট সত্য প্রভু, তিনি দীপ্তি ও সত্য, আর আপনারা কেবল তাঁহারই দ্বারাই আপনাদের পাপের ক্ষমা পাইবেন।"

দাওক্লিসিয়নে সম্রাট্ যেনেসিযুসকে এইরূপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বীকার করিতে শুনিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি তাঁহাকে নির্দ্দয় ভাবে যষ্টি প্রহার করিতে আদেশ দিলেন, অনন্তর তাঁহারে জ্বালা যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত হন্তা-দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হন্তাগণ তাঁহাকে র‍্যাক্ নামক পেষণ যন্ত্রোপরি ফেলিয়া যার পর নাই পীড়ন করিল, তাঁহার শরীর খণ্ড বিখণ্ড ও রক্তাক্ত হইয়া পড়িল। যেনেসিযুস ইত্যাকারে যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া কেবল

এই মাত্র বলিতেন, "বিশ্ব জগৎ মধ্যে যীশুখ্রীষ্ট ভিন্ন আর কোন প্রভু নাই। আমি তাঁহাতেই ভরসা ও তাঁহারই সেবা করি, এবং আমাকে তাঁহার জন্য যদি সহস্র মৃত্যু সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলেও আমি তাঁহা হইতে পৃথক্ হইব না।" হন্তাগণ তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলে, তিনি খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্যমর হইলেন এবং যথাযোগ্য পুরস্কার লাভার্থে তাঁহার আত্মা স্বর্গধামে নীত হইল।

উক্ত যেনেসিয়ুস অগ্রে ঘোর জড়োপাসনার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন; তিনি সেই সময় খ্রীষ্টীয় ধর্মের কোন কিছু বিশ্বাস করিতেন না, বরং খ্রীষ্টীয় ধর্মের রীতি প্রকৃতি লইয়া বিদ্রূপ করিতেন; কিন্তু বাপ্তিজমের জল সংস্কারে স্বীয় পাপ মল ধৌতীকৃত হইতে দেখিলে, সেই ধর্মে তাঁহার এত দূর বিশ্বাস জন্মিল, যে তিনি তজ্জন্য আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। পাঠক, হয় ত তুমি অনেক বার খ্রীষ্টীয় ধর্মের কথা লইয়া, অনেক বার বিদ্রূপ করিয়া থাকিবে; কিন্তু যখন বুঝিবে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য, তখন যদি কোন জাগতিক কারণে তাহা গ্রহণ না কর, তাহা হইলে, তদ্ধেতু তোমাকে ঈশ্বরের গোচরে কঠিন নিকাশ দিতে হইবে; তোমার কালী দুর্গা তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তাহাদের মুখ আছে, কিন্তু কথা কহে না; চক্ষু আছে কিন্তু দেখে না; কর্ণ আছে কিন্তু শুনে না; হাত আছে কিন্তু স্পর্শ করিতে পারে না; পা আছে কিন্তু চলিতে পারে না;

তাহাদের কণ্ঠনালী আছে কিন্তু রব করিতে পারে না। দাং গীং ১১৩। সুতরাং তাহারা তোমাদের প্রার্থনা শুনিতে বা তোমাদের পাপের ক্ষমা দিতে পারে না।

—০:০:০—

১৪শ অধ্যায়।

কাথলিকদিগের সম্মানিত প্রতিমূর্ত্তি ও হিন্দুদিগের পুত্তলিকার বিভিন্নতা।

কাথলিক ও হিন্দুদিগের ছবি ও মূর্ত্তির বাহ্য ব্যবহারের যত দূরই সামঞ্জস্য থাকুক না কেন, স্বর্গ ও নরকের যত দূর প্রভেদ, আর ঈশ্বরে ও দিয়াবলে যত দূর প্রভেদ, কাথলিক বিশ্বাসে ও হিন্দু বিশ্বাসে ততদূর প্রভেদ। কেননা কাথলিকেরা ঈশ্বরের ও তাঁহার ভক্ত সেবক সাধুগণের প্রতিকৃতির প্রতি যে সম্মান প্রদান করে, তাহা সত্য ঈশ্বরের পূজার্থে বর্ত্তে, আর তিনি স্বর্গে যাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবার্থে বর্ত্তে; কিন্তু হিন্দুগণ যাহাদের প্রতিমূর্ত্তির সমাদর করে, সেই সকলপ্রাণী হয়ত কখন ছিলনা, আর যদি ছিল তাহাদের আচার ব্যবহারে দৃষ্ট হইল যে, তাহারা স্বর্গে গৌরবের ভাগী হয় নাই, কিন্তু দিয়াবলের সহিত নরকে অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

সিনাই উপপর্ব্বতোপরি প্রকাশিত এবং যীশুখ্রীষ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থায় লিখিত আছে, "তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর ভজনা করিবে এবং কেবল তাঁহারই সেবা করিবে।" লূক ৪।৮। কাথলিকেরা এই ব্যবস্থা পালন করে। আমরা ঈশ্বকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সম্মান ও ভজনা প্রদান করিতে এবং তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশক্তিমান কর্ত্তা এবং আমাদের স্রষ্টা, ত্রাতা ও নিদান বলিয়া স্বীকার ও পূজা করিতে বাধ্য, এই সম্মানের বাহ্য চিহ্ন বলিদান, ইহা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের অধীনতা ও দাসত্ব স্বীকার করি। অতএব কোন সৃষ্ট প্রাণী যতই মহান্ হউক না কেন, তাঁহাকে বলি অর্পণ করিলে পূজা হয়।

স্বর্গবাসী দূত ও সাধুগণকে ও তাঁহাদের প্রতিকৃতির প্রতি যে সম্মান প্রদান করা যায়, তাহা ঈশ্বরকে দত্ত সম্মান অপেক্ষা নিকৃষ্ট; আমরা তদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের কার্য্যকারী ও বন্ধু বলিয়া স্বীকার করি; কেননা ধর্ম্মের নিয়মানুসারে আমরা কেবল ঈশ্বরের অধীন; তদ্রূপ সাধ্বী কুমারী মারিয়া, স্বর্গীয় দূত, ও অন্যান্য পুণ্যাত্মাগণ ঈশ্বরের অধীন। পৃথিবীস্থ সৃষ্টপ্রাণী স্বর্গস্থ সৃষ্ট প্রাণীকে যে সম্ভ্রম প্রদান করে, তাহা খ্রীষ্টকে দত্ত সম্ভ্রম অপেক্ষা অসীমরূপে নিকৃষ্ট। এই সম্ভ্রমের বিষয় প্রেরিত পৌল বলেন, তোমরা "ভ্রাতৃ প্রেমে এক জন অন্য জনকে প্রেম করিয়া, সম্ভ্রমে একজন অন্য জনের অগ্রগামী হও।" রোং ১২।১০ দ্বিতীয়তঃ আমরা ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া, ঈশ্বরের নিমিত্তই পুণ্যাত্মাগণকে নিকৃষ্ট

সম্ভ্রম প্রদান করি, আর ঐশ্বরিক সম্ভ্রম কেবল ঈশ্বরকে দি। তৃতীয়তঃ ঐশ্বরিক সম্ভ্রম বলি সম্বলিত, আমরা এই বলি স্বর্গীয় দূত ও পুণ্যাত্মাগণকে দি না ও দিতে পারি না। আমরা তাহাদিগের স্মরণ জন্য, তাহাদের সহিত একত্রিত হইয়া, বলি ঈশ্বরকে অর্পণ করি, অর্থাৎ বলি অর্পণ সময় আমরা তাহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাহারা আমাদের সহিত একাঙ্গ হইয়া, ঈশ্বরকে আমাদের দত্ত বলি অর্পণ করেন। চতুর্থতঃ আমরা ঈশ্বরকে যে সম্ভ্রম প্রদান করি আর স্বর্গীয় দূত ও পুণ্যাত্মাগণকে যে সম্ভ্রম দি, ধর্ম্মশাস্ত্র বিদ্যা-বিৎ পণ্ডিতগণ, তাহার জন্য পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ ঐশ্বরিক সম্ভ্রম লাত্রিয়া আর স্বর্গীয় দূত ও পুণ্যাত্মাগণের সম্ভ্রম ডুলিয়া নামে খ্যাত করেন।

অতএব মনুষ্য যখন বাহ্য চিহ্ন দ্বারা কাহার সম্মান করে, তখন তাহার মনস্থ অনুসারে হইয়া থাকে। আমি যখন জানু পাতিত করিয়া, যোড় হস্তে আপন পিতার নিকট কোন কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করি, তখন তাঁহাকে সম্মান করি, কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করি না। আব বার আমি যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তখনও জানু পাতিয়া, কর যোড়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, কিন্তু এই সম্ভ্রম ঐশ্বরিক; কিম্বা আমি ক্রুশে হত যীশুর একটী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া আপন মস্তক নত করি; ইহাও এক প্রকার ভজনা, এই ভজনা পুত্র ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টকে দেওয়া হয়; আর যখন কোন পুণ্যাত্মার প্রতিকৃতি

দেখিয়া, মস্তক নত করি, তখন এই সম্মান যাঁহার প্রতিকৃতি তাঁহাতেই অর্পিত হয়।

সত্য আমরা ছবি ও মূর্ত্তির সম্ভ্রম করি, আমরা বিবেচনা করি না যে, সেই ছবি বা মূর্ত্তির নিজের কোন গুণ আছে। তাহা জড় পদার্থ মাত্র, কিন্তু তাহা যাঁহার প্রতিকৃতি, তাঁহারই সম্মান করি। যে সময় আমরা কোন পুণ্যাত্মা বা স্বর্গীয় দূতের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে জানু পাতি বা মস্তক নত করি, তখন সেই প্রতিকৃতির নয়, কিন্তু যাঁহার প্রতিকৃতি সেই প্রকৃত ব্যক্তির সম্ভ্রম করি।

অনেকে কাথলিকদের নিন্দা করিয়া বলে, কাথলিকেরা প্রতিকৃতির সম্মান সম্বন্ধে, আপনাদের মণ্ডলীর শিক্ষা গোপন করিয়া থাকে; তজ্জন্ত এই সম্বন্ধে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা কি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ত্রেন্ত সভার পঞ্চবিংশ সমাবেসনে নিষ্পত্তি হয় যে,—

"খ্রীষ্টের, ঈশ্বরের কুমারী মাতার, ও অপরাপর পুণ্যাত্মাদের প্রতিমূর্ত্তি বিশেষরূপে পূজা ঘরে রাখিতে এবং তাহাদিগকে যথা যোগ্য মান সম্ভ্রম দিতে হয়; (কিন্তু) পূর্ব্বতন দেব পূজকদের মত তাহাদিগতে ঈশ্বরত্ব বা কোন গুণ আছে, এমন বিশ্বাস করিতে হয় না, (সুতরাং) তাহাদিগকে পূজা করিতে হয় না, বা তাহাদের নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে হয় না, বা তাহাদিগেতে কোন আস্থা কি ভরসা করিতে হয় না। যে সম্ভ্রম তাহাদিগকে দেওয়া যায়, তাহা যাহার প্রতিমূর্ত্তি তাহাকে দত্ত হয়। এই প্রকারে আমরা যে প্রতিমূর্ত্তি চুম্বন করি, বা যাহার

সম্মুখে মস্তক নত করি, কিম্বা যাহাকে সষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, তাহা দ্বারা খ্রীষ্টের পূজা ও পুণ্যাত্মাগণের সম্মান করি।

অতএব বিশপগণ মনোযোগ পূর্ব্বক শিক্ষা দিবেন যে, আমাদের পরিত্রাণের নিগূঢ়তত্ত্ব সমূহের ইতিহাস (যাহা) প্রতিমূর্ত্তি বা অন্য কোন উপায়ে প্রকাশিত হয়, (তাহা) লোকদিগকে বিশ্বাস্য বিষয় গুলি শিক্ষা দেয়, তাহাতে স্থিরীকৃত করে, এবং সতত তাহা স্মরণ করায়। পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা বহুতর উপকার পাওয়া যায়, কেননা তদ্দ্বারা যীশু খ্রীষ্ট হইতে প্রাপ্ত অনুগ্রহ ও শিক্ষা গুলি অবগত হওয়া যায় আর পুণ্যাত্মাদের অদ্ভুত কর্ম্ম ও সুদৃষ্টান্ত গুলি দৃষ্ট হইয়া, এই সকলের জন্য, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, প্রেম, পূজা, ও ধর্ম্ম পালন করিতে এবং পুণ্যাত্মাদের সুদৃষ্টান্তের অনুগামী হইতে উত্তেজিত করে।”

সংক্ষেপে প্রতিমূর্ত্তি পরিত্রাণের জন্য আবশ্যক নয়; কিন্তু তাহা মানিতে ও রাখিতে নিষেধ নাই, বরং তদ্দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাওয়া যায় ও ভক্তির উত্তেজনা হয়।

প্রটেষ্টাণ্টগণ যে প্রকার বলে, সেই প্রকারে, ঈশ্বর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও তাহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করেন নাই; বরং আমরা দেখিতে পাই, তিনি মোশীকে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া, ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন; যথা “তুমি আরো নিয়মসিন্দুকের দুই পার্শ্বে পিটা স্বর্ণের দুইটী কেরূব প্রস্তুত কর।” যাত্রা ২৫। ১৮ “একটী পিত্তলের সর্প প্রস্তুত কর, এবং চিহ্নের জন্য উর্দ্ধে রাখ; যে কেহ দংষ্ট হইয়া, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবে, সে বাঁচিবে।” গণনা ২১। ৮।

কাথলিকেরা স্বর্গীয় দূত ও পুণ্যাত্মাগণকে ও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি সম্মান করিয়া, ন্যায্যতারক্ষা করে, আর সেই সম্মান ঈশ্বরকেই দিয়া থাকে; কেননা ঈশ্বরই তাঁহাদিগকে আপনার বিশ্বস্তসেবক জানিয়া, আপন গৌরবের অংশী ও স্বর্গের অধিকারী করিয়াছেন। আমরা কেবল ঈশ্বরের নিমিত্তই তাঁহাদিগকে সম্ভ্রম করি, কারণ যদি ঈশ্বর তাঁহাদিগকে আপন গৌরবের সহভাগী না করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের সম্মান করিতাম না। আমরা কয়িনের কি ইস্করিতীয় যিহুদার বা তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তির সম্মান করি না। আমরা ঈশ্বরের সম্ভ্রমের জন্যই তাঁহার বিশ্বস্ত সেবকদিগের ও তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তির সমাদর করি।

কিন্তু হিন্দুগণ আপনাদের উপাস্য প্রতিমূর্ত্তির প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে, তাহা এককালে দেব পূজা। দেব পূজা কি? কোন সৃষ্টি বস্তুকে বা তাহাদের প্রতিমূর্ত্তিকে পূজা বা ভজনা করা। হিন্দুগণ প্রকৃত দেব পূজক; কেননা তাহারা কালী, দুর্গা প্রভৃতি অলীক দেব দেবীর ও তাহাদের প্রতিমূর্ত্তির পূজা করে, তাহাদিগেতে গুণ আছে এমন বিশ্বাস করে, তাহাদিগেতে আস্থা ও ভরসা রাখে, তাহাদের উদ্দেশে বলি অর্পণ করে, তাহাদের নিকট আপনাদের প্রার্থনীয় বিষয় যাচ্ঞা করে।

হিন্দুগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে, যে তাহারা তাহাদের ঈশ্বরগণের প্রতিমূর্ত্তির পূজা করে না, বা এই রূপ নির্জ্জীব পদার্থে কোন আশা ভরসা করে না; কিন্তু

খ্রীষ্টিয়দের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তির সম্মান করিয়া, যাহার প্রতি মূর্ত্তি তাহারই সম্মান করে।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়, হিন্দুরা প্রতিমারই পূজা করিয়া থাকে; নিম্নে তাহার কারণ দর্শান যাইতেছে।

প্রথমতঃ যদি হিন্দুগণ আপনাদের ঈশ্বরগণের সম্মান হেতু তাহাদের প্রতিমূর্ত্তির সম্মান করে এবং সেই সকল প্রতিমাকে অচেতন পদার্থ জ্ঞান করে, তবে তাহারা তাহাদের উদ্দেশে আতব চাউল, কলা, সন্দেশ প্রভৃতি নৈবেদ্য উৎসর্গ করে কেন? আর তাহাদের পুরোহিত প্রতিমার পূজা করিবার পূর্ব্বেই সেই প্রতিমূর্ত্তিতে প্রকৃত দেবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার কথাই বা কেন বিশ্বাস করে?

দ্বিতীয়তঃ আমরা পূর্ব্বে দেখিলাম যে, বলি কেবল ঈশ্বরকেই অর্পণ করা যায়। তবে তাহারা প্রতিমার সম্মুখে বলি দেয় কেন? ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তাহাদের উপাস্য প্রতিমাই বলি গ্রহণ করে। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উদ্দেশে বলি অর্পণ করা দেব পূজা বা প্রতিমা পূজা করা হয়।

তৃতীয়তঃ ইহা স্বীকার্য্য যে সুশিক্ষিত হিন্দুগণ প্রতিমা নির্জীব পদার্থ জ্ঞান করে, আর তাঁহারা তাঁহাদের সম্মান করিয়া প্রকৃত ব্যক্তিরই সম্মান করেন। তাহা হইলেও তাঁহারা প্রতিমা পূজক। কেননা যিনি আমাদের স্রষ্টা, পালক ও ত্রাতা তাঁহার বা তিনি যাঁহাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন, তাহাদের সম্মান হেতু তাঁহাদের ও তাঁহাদের কোন চিহ্নের সম্মান করা যাইতে 'পারে'।

কিন্তু যাহারা আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও ত্রাণ কর্ত্তা নয় বা ঈশ্বর যাহাদিগকে সম্মান্বিত করেন নাই, তাহাদের বা তাহাদের কোন চিহ্নের সম্মান করিলে, যিনি প্রকৃত কর্ত্তা তাঁহার অপমান করা হয়। এই হেতু প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমি তোমার প্রভু ঈশ্বর, আমার সমক্ষে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক; তুমি তোমার নিমিত্ত কোন খোদিত বস্তু নির্ম্মাণ করিওনা; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে, অথবা পৃথিবীর নীচস্থ জলেতে, যাহা যাহা আছে, তাহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না। তুমি তাহাদের ভজনা করিও না, কিম্বা তাহাদের সেবা করিও না; আমিই তোমার প্রভু ঈশ্বর।" যাত্রা পুস্তক ২০।২-৫। এই বচনে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, যে ঈশ্বর এককালে চাহেন না, যে আমরা কোন অলীক ঈশ্বরগণের ও তাহাদের প্রতিমার ভজনা করি।

হিন্দুদিগের পূজা কেবল প্রতিমা পূজা নহে অথচ অশ্লীল ও লজ্জাজনক। তাহাদের প্রতিমা গুলি অনেক সময় উলঙ্গ থাকে; তাহাদের ধর্ম্মের পদ্ধতি ক্রমে তাহাদের দেবালয়ের প্রাচীর সকল দেব দেবীগণের অশ্লীল লীলা প্রদর্শক চিত্রে বা খোদিত মূর্ত্তিতে পূর্ণ; বাসবের প্রতিকৃতির পরেই লিঙ্গ উপাসকদিগের লিঙ্গদেব কি পর্য্যন্ত লজ্জাস্কর; দেবালয়ের সেবা দাসীগণ বিশেষ বিশেষ মহোৎসব দিনে, কতদূর অশ্লীল সংগীত করিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া শুচিতা রক্ষা করা দুরোহ ব্যাপার, তাহারা দেবতাগণের সেবাদাসী নহে কিন্তু দুরন্ত বেশ্যা।

অধিকন্তু হিন্দুগণ অলীক দেব দেবীর আরাধনা করিয়া ক্ষান্ত হয় না, তাহারা সর্পের ও ভূতের পূজা করে। কে না জানে, এই দেশে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে, মনসা দেবীর পূজা হয়। আব তাহারা সন্তান পাইবার আশয় হাজরা ও পেঁচ পেঁচীর পূজা করে।

হিন্দুগণ দিয়াবল কর্ত্তৃক চালিত হওয়াতে সত্য ঈশ্বর ভিন্ন সজীব কি নির্জীব সকলেবই পূজা করে। কেবল সত্য ঈশ্বরের সেবা করা, কি স্বাভাবিক কি ঐশী সকল ব্যবস্থা সঙ্গত; কেননা ঐশী ব্যবস্থা বলে," তুমি কেবল তোমার প্রভু ঈশ্বরের ভজনা ও কেবল তাঁহারই সেবা করিবে।" মথি ৪।১০।

আমরা দেখিতে পাই যে ঈশ্বরেব পূজার জন্য যে প্রকার রীতি নীতি প্রচলিত, দিয়াবলের পূজার জন্য সেই রূপ রীতি নীতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারা বলিতে পারে না যে খ্রীষ্টীয়েরা সেই রীতি নীতি দেবপূজকদের হইতে গ্রহণ করিয়াছে, বরং দেবপূজকরাই ঈশ্বব পূজকদের হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছে। কেননা আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখি, আমাদের আদি পিতা মাতা ঈশ্বরেব উদ্দেশে বলি অর্পণ করিতেন; এই রীতি মহা জলপ্লাবন পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকে। তৎপরে নোহের সন্তান সন্ততি সেই রীতি ব্যবহার করে, পরে বাবেলের দুর্গ নির্ম্মাণ সময় নোহের বংশ দেশ দেশান্তরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।

কালক্রমে মানবকুল কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, সজীব ঈশ্বরেব জ্ঞান হারাইল। তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে যে ভাবে

পূজা করিতে শিখিয়াছিল, তাহা সৃষ্টিকর্ত্তাকে না দিয়া, সৃষ্ট বস্তু সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি, পশু, বৃক্ষ, শেষে ধাতু, প্রস্তর ও মৃণ্ময় খোদিত নির্জ্জীব পদার্থকে দিতে আরম্ভ করিল।

ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদিগকে আরো জ্ঞাত করে, যে ঈশ্বর পূজকগণ ঈশ্বরের উপাসনা জন্য যে রীতি ব্যবহার করে, দিয়াবল আপন ভক্তগণকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত আপন সেবার জন্য সেই রীতি ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়।

অধিকন্তু পাদ্রি সি দাল্লেট্ সাহেব বলেন, ভারতবর্ষ আদি বহুতর প্রতিমাপূজক দেশ আপনাদের ধর্ম্মের রীতি নীতি কাথলিক ধর্ম্ম হইতে গ্রহণ করিয়াছে। সকলেই জানে, যীশু খ্রীষ্টের দ্বাদশ প্রেরিতের মধ্যে, সাধু বর্থো-লোমেয় ও থোমা ভারতে সুসমাচার করিয়া, বহুতর লোককে খ্রীষ্টাশ্রিত করেন। সাধু পিতরের বিশপাধিবাস ভারতবর্ষ হইতে বহুদূর হইলেও, পূর্ব্বকালে অতিকষ্টে পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজ্য সহ ধর্ম্ম বিষয়ে যোগাযোগ ছিল। এই প্রেরিতদ্বয় যে সকল মণ্ডলী সংস্থাপন করিয়া যান, তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই, কিন্তু খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ যে এক কালে বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছিল, তাহাই বা কে বলিতে পারে? কোন কোন বিদ্বান লোক সন্দেহ করেন যে, কৃষ্ণের ও শেষে বুদ্ধেরও কাহিনী আমাদের ত্রাতার ইতিহাসের অপভ্রংশ মাত্র। অনুসন্ধান জন্য আমাদের অধিক দূর না যাইয়া, নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে ভারতে প্রচলিত কোন কোন হিন্দু ধর্ম্মপ্রথা তদ্দেশের

কোন, কোন স্থানে প্রচলিত এক সময় উন্নতশীল সত্য ধর্ম্মের কলঙ্কিত চিহ্ন মাত্র।" (Controv. Catech. p. 347, 4th Edit.)

—•:o:•—

১৫শ অধ্যায়।

কাথলিক ও হিন্দু যাজকদের মধ্যে বিভিন্নতা।

হিন্দু যাজকগণ প্রকৃত যাজক নহে; কেননা প্রথমতঃ তাহারা যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা নিরূপিত রীতি অনুসারে যাজক পদ পায় নাই, তিনি আপন দ্বাদশ প্রেরিত ও তাঁহাদের প্রকৃত উত্তর পদধারীগণকে যাজক নিযুক্ত করিতে ক্ষমতা দিয়াছেন; কিন্তু হিন্দু যাজকগণ আপনাদের যাজকত্বপদ অক্ষমতা প্রাপ্ত লোক হইতে পাইয়াছে, বা আপনারাই গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদিগের ঈশ্বরগণ মিথ্যা সুতরাং তাহাদের যাজকগণও মিথ্যা। তৃতীয়তঃ হিন্দু যাজকগণ বেদ পুরাণ প্রভৃতির মিথ্যা শিক্ষা দ্বারা লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করে, সুতরাং তাহারা যাজক পদের যোগ্য নহে। চতুর্থতঃ তাহাদের অধিকাংশই বিবাহ ও সংসার আশ্রমী হইয়া আত্ম মঙ্গলের জন্য সতত ব্যস্ত, সুতরাং কিসে যজমানদের আত্মিক

মঙ্গল হয়, সেই বিষয় প্রায়ই চেষ্টা পায় না। তীর্থস্থলে গেলেই, এই বিষয়ের সত্যাসত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন তীর্থযাত্রী তীর্থস্থানে গেলে, তত্রস্থ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে থলি ঝাড়াকবে, প্রতিকথায় তাহার স্থানে অর্থ যাচ্ঞা করে, এমন কি তাহার নিকট হইতে অর্থ লইবার জন্য, তাহার নিকট হইতে ঋণ পত্র পর্য্যন্ত লইয়া থাকে, তাহার সাক্ষ্য জগন্নাথ তীর্থের পাণ্ডাগণ।

যীশুখ্রীষ্ট কাথলিক মণ্ডলিব মধ্যেই প্রকৃত যাজকত্বপদ স্থাপন করিয়াগিয়াছেন; তিনি আপন প্রেরিতগণকে বলিলেন, "স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা যাইযা সকল জাতিকে শিক্ষা দেও, তাহাদিগকে পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত কর।" মথি ২৮।১৮-১৯।

আমরা উক্ত বচনে দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর কাথলিক যাজকগণকে মনোনীত করিয়া. পবিত্র সংস্কার সমূহ প্রদান, ও পবিত্র মিসাবলি অর্পণ ও ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করিতে, মনুষ্যদিগকে আত্মিক পবিত্রাণের পথে চালাইতে অন্যান্য লোক হইতে পৃথক কৃত করিয়াছেন। এই যাজক পদ যেন জগতের শেষ পর্য্যন্ত থাকে, এই হেতু আমাদের ধন্য ত্রাতা আপন মণ্ডলীমধ্যে পবিত্র অভিষেক সংস্কার স্থাপন করিয়াছেন, এই সংস্কার দ্বারা বিশপ, পুরোহিত ও অন্যান্য পরিচারকগণ অভিষিক্ত হইয়া, আপন আপন পদযোগ্য কার্য্য করিতে ক্ষমতা ও ঈশ্বরের প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

কাথলিক যাজকগণ বাধ্যতার প্রতিজ্ঞা করিয়া, আপনাদের ইচ্ছা দমন পূর্ব্বক প্রধানের আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছেন। আজীবন শুচিতায় ব্রতী হইয়া সর্ব্ববিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা, এমন কি পারিবারিক সুখও বিসর্জ্জন দিয়া, নির্ম্মলতার আকর ঈশ্বর তুল্য শুদ্ধ সত্ত্ব থাকিতে যত্নশীল হন। অধিক কি বলিব, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার জন্য আপন আপন পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া, দূর দেশে গমন করেন এবং সেই স্থানে থাকিয়া, পুরস্কার স্বরূপ অপমান, অত্যাচার, তাড়না, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন। প্রকৃত যাজকগণ এই রূপে স্বার্থ শূন্য হইয়া এবং আপনাদের স্বাস্থ্য ও জীবন তৃণ জ্ঞান করিয়া, স্বর্গ-পথ ভ্রান্ত আত্মাগণের অন্বেষণার্থে পৃথিবীর চারিদিগে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। এই কারণেই কাথলিক যাজকগণ যাজকত্ব কার্য্যে, কি হিন্দু, কি প্রটেষ্টাইণ্ট, কি অপরাপর মিথ্যা ধর্ম্মের যাজকগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। আমরা স্থিম্ম ফ্রাঙ্কিস যাবিয়ার নামক জনৈক কাথলিক যাজকের জীবনী সংক্ষেপে উল্লেখ করিব, তাহাতে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন, কাথলিক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে ঈদৃশ যাজক পাওয়া যাইতে পারে না।

উক্ত মহাত্মা ইউরোপের অন্তঃপাতী পিরানিজ পর্ব্বতের তলভূমিস্থ যাবিয়ার নামে দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজ বংশজাত ছিলেন। তিনি ...

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, উচ্চতর শিক্ষার আশায় প্যারিসের বিশ্ব বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক বিজ্ঞান, ধর্ম্মবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। যেশুইট সমাজ সংস্থাপক সাধু ইগ্নাসিয়ুসের আজ্ঞাধীন হইয়া, তিনি ঈদৃশ শুদ্ধ সত্ব ও পবিত্রতা লাভ করেন, যে বর্ত্তমান কালের লোকেরা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন। পর্ত্তুগালের রাজা ৩য় যোহন ভারৎবর্ষে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী স্থাপন জন্য পোপের নিকট এক জন প্রেরিতের যাচ্ঞা করেন। পোপ ও সাধু ইগ্নাসিয়ুস বিনিস, বোলোগ্না ও রোমে ফ্রাঙ্কিস যাবিয়ারের প্রৈরিতিক কার্য্যে সন্তুষ্ট হওয়াতে, তাঁহাকেই ভারতে প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন। ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে লিস্বন রাজধানী হইতে পোতারোহণ পূর্ব্বক পর বৎসর পোর্ত্তুগিজদের অধিকৃত ভারতের রাজধানী গোয়া নগরে উপনীত হইলেন।

যাবিয়ার তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, নগরবাসিগণ ধর্ম্মবিষয়ে অত্যন্ত মূর্খ ও ভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ মহম্মদীয়, মুর, ও কদাচারী খ্রীষ্টীয়। আচার ব্যবহারে পর্ত্তুগিজদিগকে খ্রীষ্টিয়ের ন্যায় নহে, কিন্তু অবিশ্বাসীদের ন্যায় দেখা যাইত; তাহারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম শিক্ষা না পাওয়াতে এবং কোন বিশপাধিবাসের অধীন না থাকাতে, তাহারা অতিরিক্ত ধন লালসায়, অশাসিত কাম দোষে ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ ছিল। যাবিয়ার গোয়া নগরে অবতীর্ণ হইয়া, প্রথমে নগরবাসীদের চরিত্র সংশোধন করিতে যত্নশীল হইলেন। তিনি অনবরত শ্রম করিয়া ও

পবিত্র আত্মার প্রসাদে ও আপন বাক্যের মাধুর্য্যগুণে কএক মাসের মধ্যে নগরবাসীদের আচরণ সংশোধনে কৃতকার্য্য হইলেন। অনন্তর তিনি গোয়া হইতে বহির্গত হইয়া, দক্ষিণাভিমুখে পশ্চিম উপকূলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। এই অঞ্চলবাসীগণ সরল প্রকৃতির লোক ছিল, এবং তাহাদের স্বাধীন রাজাগণ পর্ত্তুগিজদিগের সহিত মিত্রতা রাখিয়া আপনাদের রাজ্য শাসন করিতেন। যাবিয়ার মালাবর ভাষা সুন্দর রূপে না জানাতে, কোন এক প্রকারে তত্রস্থ অধিবাসীদের কথা বুঝিতে পারিতেন। তত্রস্থ দেবপূজকগণ তাঁহার সদাচার, নম্রতা ও পরোপকার আদি গুণ দেখিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। তাহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার শুনাতে, ঈশ্বরের প্রসাদে তাঁহার কথা বুঝিয়া বিশ্বাস ও বাপ্তাইজিত হইতে নিবেদন করিল। তিনি উপকূলভাগ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে বহুজন পূর্ণ তুবঙ্কোড় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন; তিনি এই স্থানে প্রচার করিয়া, মাসেকের মধ্যে স্বহস্তে দশ সহস্র লোক বাপ্তাইজিত করেন। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রদেশটী খ্রীষ্টীয় হইলে, যাবতীয় দেবমন্দির ভগ্ন এবং পঁয়তাল্লিশটী সজীব ঈশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হইল। এই স্থানে তিনি বহু ভাষা বলিবার শক্তি প্রাপ্ত হইলেন, আরো তিনি এইস্থানে বহুতর আশ্চর্য্য কার্য্য অর্থাৎ পীড়িতদিগকে সুস্থ, ও মৃতদিগকে সজীব করিলেন। অনন্তর তিনি দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বউপকূল দিয়া সাধুতোমা প্রেরিত যে মালিয়াপুরে সাক্ষ্যমর হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত গমন করিলেন।

যাবিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে বহুদূর পর্য্যন্ত যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করিবার নিমিত্ত, মালিয়াপুর হইতে বঙ্গোপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া, মালকায় এবং তথা হইয়া মলোকা দ্বীপপুঞ্জে খ্রীষ্টের ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে চলিলেন। মলোকা দ্বীপে একজন যাপানবাসীর সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হওয়াতে, তিনি তাহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়া, পৌল নামে বাপ্তাইজিত করিলেন। তাঁহারা দুইজনে পোতারোহণ পূর্ব্বক যাপানে গমন ও পৌলের জন্মভূমি কাঙ্গোসিমায় অবতীর্ণ হইলেন। যাপানবাসীরা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান ও দর্শন শাস্ত্র প্রিয়, কিন্তু তাহাদের বোঞ্জে নামক যাজকদের প্রবঞ্চনায় যোড়িত,; বোঞ্জেগণ তাহাদিগকে নানাবিধ জড়োপাসনায় ব্যাপৃত রাখিয়া, আপনাদিগের ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিত। যাবিয়ার যাপানবাসীদের নিকট সুসমার প্রচার করিলেন, তাঁহার প্রচারে সহস্র সহস্র যাপানী খ্রীষ্টীয় হইল, কিন্তু তিনি আপন আশানুরূপ ফল পান নাই। বোঞ্জেরা তাঁহার সুসমাচার প্রচারে বিস্তর বাধা দিলেও, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, যাপানীরা চীনদিগকে সমাদর করে, তাহারা খ্রীষ্টীয় না হইলে, যাপান রাজ্যে যথোচিত ফল লাভ হইবে না। কারণ যাপানীদের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিলে পর, এই আপত্তি করিল, চীনেরা কি আপনাদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে? শেষে তিনি বুঝিলেন, চীন দিগকে খ্রীষ্টীয় করিতে না পারিলে, যাপানে কিছু করা অসাধ্য। চীন রাজ্য খ্রীষ্টীয় হইবার সময় উপস্থিত না

হইলেও, তিনি চীনে যাইয়া, সুসমাচার প্রচার পূর্ব্বক বহুতর আত্মাকে খ্রীষ্টের যো আলিতে আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইলেন। তিনি যাপানে সার্দ্ধ দুই বৎসর শ্রম করিলে পর, চীনে যাত্রা করিলেন। তিনি সাঞ্জিয়ানো দ্বীপে পোত হইতে নামিলেন, কিন্তু চীনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। এইস্থানে তাঁহার প্রবল জ্বর হওয়াতে, তিনি ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর প্রভুতে বিশ্রাম করিলেন।

এই সুপ্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ পূর্ব্ব রাজ্যে দশ বৎসর কাথলিক ধর্ম্ম ব্যাপ্ত করিয়া, প্রথম শতাব্দীতে প্রেরিতগণ যে প্রকার আশ্চার্য্য কর্ম্ম করিলেন, তিনিও এই সময়ে নানাবিধ আশ্চার্য্য কর্ম্ম করিয়া, অবিশ্বাসীদিগকে চমৎকিত করিলেন। একজনের প্রচার ও অদ্ভুত ক্ষমতায় একটী নূতন জগৎ খ্রীষ্টীয় হইল, দেবপূজক রাজন্যবর্গ খ্রীষ্টের যো আলিতে আপনাদের গ্রীবা আবদ্ধ করিলেন, এই প্রথমবার পূর্ব্বরাজ্যে সুসমাচারের ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল, প্রাচীন কালের লোকেরা যে রাজ্যের নামও শুনে নাই, সেই রাজ্যে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম স্থাপিত হইল। এই লোক কে? না ফ্রান্সিস যাবিয়ার নামক জনৈক রোমান কাথলিক যাজক।

এখন জিজ্ঞাস্য, কাথলিক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে উক্ত মহাত্মার তুল্য যাজক পাওয়া যায়? আর কোন ধর্ম্মের যাজক আপন ধর্ম্ম প্রচার জন্য, তাঁহার মত কষ্ট স্বীকার, তাঁহার মত আশ্চর্য্য কর্ম্ম ও তাঁহার মত বহুজন

লোককে আপন ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহার মত শুচি, পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ছিলেন? যদি তাঁহার তুল্য যাজক আর কোন ধর্ম্মে না পাওয়া যায়, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, কাথলিক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম সত্য নহে। সুতরাং যদি কেহ আপন আত্মার পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষী হয়, তবে তাহার জন্য কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

১৬শ অধ্যায়।

কাথলিক সন্ন্যাসী ও হিন্দু সন্ন্যাসী, এবং কাথলিক কুমার কুমারী ও হিন্দু কুমার কুমারীর বিভিন্নতা।

হিন্দুগণ আপনাদের সন্ন্যাসীগণের বড়ই প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই কাথলিক সন্ন্যাসীদের সমকক্ষ হইতে পারে না। সর্ব্ব সাধারণের মত এই যে, যাহারা সন্ন্যাসী হইবেন, তাঁহারা জাগতিক সুখ স্বচ্ছন্দতাকে বিসর্জন দিয়া, নির্জন বাস, প্রার্থনা, ও অপরাপর কার্য্যে ব্রতী থাকিবেন। কিন্তু হিন্দু যোগী, ঋষি, ও সন্ন্যাসীগণ তাহা করেন না; তাঁহারা পারিবারিক সুখ সম্ভোগ, বিশেষ

রূপে স্ত্রী সহবাস সুখ ত্যাগ করেন না। হিন্দুদের বিখ্যাত সপ্তঋষি কশ্যপ, অত্রি, ভরদ্বাজ, গৌতম, যামদাগ্নি ও বশিষ্ঠ বিবাহিত ছিলেন; কেননা আমরা হিন্দুশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, গৌতম প্রভৃতির পত্নীদিগকে দেবগণ ভ্রষ্ট করিয়াছিল; এমন কি কোন কোন ঋষি বেশ্যা গমন ও পরদার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। আমরা মহাভারতে পাঠ করি যে, ইন্দ্রদেব বিশ্বামিত্রের পরীক্ষা জন্য তাহার নিকট একজন বেশ্যা প্রেরণ করেন; বিশ্বামিত্র তাহার প্রলোভনে পড়িয়া, তাহার সহিত ব্যভিচার করেন। অধিক আর কি বলিব, মৎস্যগন্ধা নাম্নী ধীবর কন্যা পরাশর মুনি কর্তৃক বলেতে ধৃত হইয়া, ব্যাস মুনিকে গর্ভে ধারণ করে।

এখনও অনেক মোহন্ত সন্ন্যাসী দেখা যায়, তাহারা প্রায় উলঙ্গ থাকিতে লজ্জা বোধ করে না; আর তাহারা পরিমিত ভোগী না হইয়া, সাতিশয় ভোগবিলাষী, তাহাদের কেহ কেহ প্রকাশ্য ভাবে সকল প্রকার মাংস ভোজন করে, এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকে, এমন কি কেহ কেহ শুকরের মত বিষ্ঠা পর্য্যন্ত খাইতে লজ্জিত হয় না।

অনেক সন্ন্যাসী নানা ছলনা করিয়া, বিশেষ রূপে সেবা-দাসী নাম দিয়া, উপপত্নী পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকে। যে ভাবের কুক্রিয়া করিতে লম্পটেরাও কুণ্ঠিত হয়, তাহারা তাদৃশ পাপাচার পর্য্যন্ত গোপনে করিয়া থাকে। এই ভাবের কার্য্যে বিশেষ রূপে-গুরু বা কুলপুরহিত নামে খ্যাত সন্ন্যাসীগণই করে; তাহারা যজমানের বাটীতে

উপস্থিত হইয়া, তাহারই উপরে খায় আর তাহারই ঝি বহু নষ্ট করে। আর কতক সন্ন্যাসী মঠে বাস করে; সাধারণ লোকের বিশ্বাস এই যে, তাহারা স্ত্রী সংসর্গ বিহীন, কিন্তু বিজ্ঞ হিন্দুগণ তাহা কোন ক্রমে প্রত্যয় করে না।

কোন কোন হিন্দু তপস্বী নানাবিধ বাহ্য তপস্যা ও প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বিশেষ রূপে লোকদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্যই করে। এই বিষয়ের একটী উদাহরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

যে সময়ে লা. বোর্দোনাই পণ্ডিচারির গবর্ণর ছিলেন, সেই সময় কএকজন ঠক একটী লোককে একটী সিন্দুকে বদ্ধ করিয়া ও মাথায় লইয়া, দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে পণ্ডিচারিতে উপস্থিত হইল। তাহারা ইতিপূর্ব্বে যে যে স্থানে গেল, তত্রস্থ হিন্দুগণ সিন্দুকে আবদ্ধ ব্যক্তির অত্যন্ত ভক্তি করিল। বাহকগণ বলিয়া বেড়াইত, এই যোগী মহাপুরুষ, ইনি বায়ু কি আলোক পর্য্যন্ত ব্যবহার করেন না, আর কত কাল হইতে যে অনাহারে আছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইনি আপন তপস্যা দ্বারা ভারতের যাবতীয় দেবগণকে পরাস্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গবর্ণর সাহেব হিন্দুদিগের আশ্চর্য্য কর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। উক্ত ঠকেরা তাঁহার অধিকারে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের বাহিত যোগীর অদ্ভুত তপস্যার কথা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি উক্ত যোগীর সিন্দুকের চারিদিকে প্রহরী রাখিয়া, আদেশ করিলেন, যেন কেহ সিন্দুকের নিকট আসিতে না পারে। যোগী

এই ভাবে কএক দিন কাটাইলে পর, অনাহারে আর থাকিতে না পারিয়া, সিন্ধুকের অভ্যন্তর হইতে চাবি দিয়া একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র খুলিয়া, প্রহরীদিগকে কহিল; অনাহারে আমার আর প্রাণ বাঁচে না, আমাকে কিছু খাইতে দেও, তাহারা তাহাকে খাইতে দিল এবং বাহক-গণকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া ছাড়িয়া দিল। যেন তাহারা ভবিষ্যতে লোকদিগকে আর প্রবঞ্চনা করিতে না পারে। Voyage dans Hindoustan en 1802, tom. 11, P. 48.

কোন কোন সময়ে এই প্রকার ঠক যোগীদিগের দল বৃদ্ধি হইয়া, ভারতের বিস্তর ক্ষতি করিল। মোগল সম্রাট্ আরঙ্গিবের রাজত্ব কালে, এই প্রকার বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী একটী বৃদ্ধা মায়াবী স্ত্রীর অধীনে একত্রিত হইয়া, সম্রাট্ প্রেরিত একদল সৈন্য পর্য্যন্ত পরাস্ত করে। ব্রিটিশ গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিং সাহেবের রাজত্বকালে, ঈদৃশ বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী ও ফকির মিলিত হইয়া, বঙ্গদেশে উৎপাত আরম্ভ করে; গভর্ণর সাহেবকে বহুতর দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য প্রেরণ করিয়া, তাহাদিগকে দূরীকৃত করিতে হইল। তাহারা দেশের মধ্যে পড়িয়া, লুটপাট করিত; ঘর দরজা পোড়াইয়া দিত, ও যার পর নাই উপদ্রব করিত। হিন্দু যোগী, মোহন্ত ও সন্ন্যাসীদিগের এইরূপ অবস্থা হইলেও লোকেরা তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে।

কেবল সত্য ধর্ম্ম শুচি, নিষ্কলঙ্ক, দরিদ্র, ইন্দ্রিয় সংযমক, নম্র, পবিত্র ও অমত্ত সন্ন্যাসী প্রদানে সক্ষম।

ক্যাথলিক মণ্ডলীর সন্ন্যাসীগণ আপনাদিগকে সাংসারিক ও অনুচিত প্রেম হইতে পৃথককৃত করে, বিবাহ শয্যার সুখও বিসর্জন দেয়, জাগতিক বিষয় হইতে আপনাদের মন উত্তোলন করে, পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা আপনাদের মন পবিত্র করে, এবং যাহাতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে সেবা ও প্রেম করিতে পারে সেই চেষ্টাতেই থাকে।

একদা এক ব্যক্তি আমাদের ধন্য ত্রাতার নিকট সিদ্ধ হইবার পরামর্শ চাহিলে, তিনি বলিলেন, "যদি সিদ্ধ হইতে চাও, তবে তোমার যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, দরিদ্রদিগকে দেও, তাহাতে তুমি স্বর্গে ধন পাইবে; পরে আসিয়া আমার অনুবর্ত্তী হও।" মথি ১৯। ২১-। স্বর্গীয় জ্ঞান উক্ত পরামর্শ দিলেন; যাহারা বিবেচনা পূর্ব্বক এই পথ অবলম্বন করেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহে ভাল ছাড়া মন্দ কর্ম্ম করেন না। পূর্ব্বকালে মিশর দেশে খ্রীষ্টীয়দের প্রতি তাড়না আরম্ভ হইলে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পালন জন্য প্রান্তরে যাইয়া বাস করিলেন। তাহারা মিশরের প্রান্তর মধ্যে সৌসমাচারিক পরামর্শ মতে পার্থিব অসারতা হইতে পৃথককৃত হইয়া, ধ্যান, প্রার্থনা ও তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। নিম্ন থেবাইস বাসী সাধু আন্তনিই প্রথমতঃ এই সকল সন্ন্যাসীদিগকে দলবদ্ধ করিয়া মঠ বাসী করেন। তিনি তাহাদের নিমিত্ত কোন লিখিত নিয়ম করেন নাই; তিনি তাহাদিগকে সদুপদেশ ও স্বর্গীয় আদর্শ দ্বারা শিক্ষা দিতেন। নিত্রিয়া প্রদেশের প্রান্তরে সাধু আন্তনির শিষ্যগণ অনূ্যন পঞ্চাশটী মঠ

স্থাপন করেন। উচ্চ থেবাইসের জনশূন্য তাবেউনী অঞ্চলে সাধু পাকোমিউস ও তাঁহার সৌকশত সহচর বসতি করিতেন। সাধু পাকোমিউস পর্যায়ক্রমে পুরুষদের জন্য নয়টী ও নারীদিগের জন্য একটী মঠ স্থাপন ও তাহাদের নিমিত্ত লিখিত নিয়ম প্রণয়ন করেন; মঠবাসীগণ উক্ত নিয়ম মতে চলিতেন।

সন্ন্যাস সম্প্রদায় প্রথা ক্রমান্বয়ে মিশর হইতে বালুকাময় লিবিয়া প্রদেশ, সিরিয়া ও পালেস্তাইনের অরণ্য মধ্যে দিয়া, পোন্তস ও এউজাইন সাগরের উপকূল বর্ত্তী ভূভাগে ব্যাপ্ত হইল। সাধু আথানাসিয়ুস যে সময়ে রোমে গমন করেন, সেই সময় তিনি সন্ন্যাস প্রথা পশ্চিম রাজ্যে প্রচলিত করিলেন। তুর্সবাসী সুবিখ্যাত সাধু মার্তিন গল রাজ্যে, সন্ন্যাস সম্প্রদায় প্রচলিত করেন, এবং গ্রেট্ ব্রিটন রাজ্যও এই প্রথা প্রচলিত করে। আফ্রিকা দেশে ৩৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধু আগস্তিনের সন্ন্যাস সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইল। সাধু আগস্তিন এই সকল সন্ন্যাসীদের নিমিত্ত একটি নিয়ম প্রস্তুত করেন। পশ্চিম রাজ্যে যে যে মহাত্মা সন্ন্যাসীদের জন্য মঠ স্থাপিত করিলেন, তাহাদের মধ্যে সাধু বেনেদিক্ত, সাধু দমিনিক, আসিসির্ন্নী বাসি সাধু ফ্রান্সিস, এবং সাধু ইগ্নাসিয়ুস লায়লা অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

ইদানিন্তন বহুতর সন্ন্যাস সম্প্রদায় নির্জনে বাস করিয়া, আপনাদের আত্মার হিত মাত্র প্রার্থী না হইয়া, যাহাতে অপরাপর ব্যক্তিদের আত্মারও পরিত্রাণ হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন পাইয়া থাকেন। কাথলিক মণ্ডলীর সন্ন্যাস

সম্প্রদায় সকল, তাঁহার বহুতর সৈন্য দল সদৃশ, ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতির অধীনে, ভিন্ন পরিচ্ছদে, ভিন্ন ভিন্ন রণ কৌশলে, ঈশ্বরের রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক, শয়তানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহাকে আক্রমণ ও তাহার আক্রমণ নিবারণ করিয়া আসিতেছেন। পোপই তাহাদের সকলের প্রধান; সকল সেনাপতি তাঁহার নামে আপন আপন সম্প্রদায়ের নিয়মাবলী প্রচলিত করিয়া আসিতেছেন, আর আর সকলে তাঁহাকে আপনাদের প্রধান নায়ক বলিয়া স্বীকার করেন। কোন কোন সম্প্রদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছেন; কোন কোন সম্প্রদায় যুবকদিগের শিক্ষাব ভার লইয়াছেন; কোন কোন সম্প্রদায় পীড়িত দিগের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, কোন কোন সম্প্রদায় ক্রীতদাসদিগকে মুক্তি দান ও কারাবাসীদিগকে সান্ত্বনা করিতে নিযুক্ত আছেন; কোন কোন সম্প্রদায় খ্রীষ্টীয়দের মধ্যে থাকিয়া, পাপের মূল উৎপাটন ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করিতে ব্যাপৃত আছেন; কোন কোন সম্প্রদায় দেবপূজকদের নিকট খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। অল্প সংখ্যক সম্প্রদায় প্রান্তরে ও গিরি গহ্বরে অবস্থিতি করিতেছেন; আর বহু সংখ্যক সম্প্রদায় বহুজন পূর্ণ নগর সমূহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।

এখন কি আমরা বলিতে পারি না যে, কাথলিক সন্ন্যাসীদের সহিত হিন্দু সন্ন্যাসীদের কোন তুলনাই হইতে পারে না?

হিন্দুদিগের সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চ ও সপ্ত কুমারী বা সতী দেবদাসী ও অপরাপর পবিত্রা নারীগণকে কুমারী বলা যাইতে পারে না। যে সকল নারী সম্পূর্ণ রূপে শুচি এবং যাহারা পুরুষকে চিনে না, এমন কি ব্যবস্থাসিদ্ধ বৈবাহিক শয্যা পর্য্যন্ত বিসর্জন দেন, কেবল তাহাদিগকেই কুমারী বলা যায়। হিন্দুগণ যাহাদিগকে কুমারী বলেন, তাহারা এই উপাধি পাইবার যোগ্য নহে; কেননা কুমারী হইবার জন্য যতদূর শুচিতা আবশ্যক, তাহাদের কাহারই তাহা ছিল না।

তাহারা যে পঞ্চ নারীকে সুপ্রসিদ্ধ কুমারী বলেন; তাহাদের মধ্যে গৌতমের ভার্য্যা অহল্যা একজন; দেবেন্দ্র তাহার সতীত্ব নষ্ট করে; দ্বিতীয় জন দ্রৌপদী; তিনি একই সময় পঞ্চ পাণ্ডবকে বিবাহ করেন; তৃতীয় রামের স্ত্রী সীতা; তিনি পর পুরুষ রাবণের গৃহে কএক বৎসর বাস করেন; আর রাবণ তাহাকে রূপসী দেখিয়াই হরণ করিয়া লইয়া যান। চতুর্থ বালির পত্নী তারা; তিনি আপন স্বামীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবকে বিবাহ করেন; পঞ্চম রাবণের ভার্য্যা মন্দোদরী। অপর সপ্ত কুমারীর একজন ব্রহ্মার স্ত্রী ব্রহ্মাণী; দ্বিতীয় শিবের ভার্য্যা মহেশ্বরী; তৃতীয় কুমারস্বামীর পত্নী কৌমারী; চতুর্থ বিষ্ণুর পত্নী নারায়ণী; পঞ্চম বরাহ অবতারে বিষ্ণুর ভার্য্যা বরাহী; ষষ্ঠ ইন্দ্রের ভার্য্যা ইন্দ্রানী; সপ্তম বীরভদ্রের স্ত্রী কালী।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টের ধর্ম্মে যাহাদিগকে কুমারী বলে, হিন্দুদের মধ্যে এমন একটী নারী না

থাকাতে, তাহারা বিবাহিতা বা ভ্রষ্টা নারীগণকে কুমারী নামে খ্যাত করে; এমন কি তাহারা বরাহ আকারে বিষ্ণুর স্ত্রী শুকরীকেও কুমারী বলিতে লজ্জিত হয় না। যে শুচিতা স্বর্গবাসী দৈত্য ধর্ম্ম, তাহা কি একটী নিকৃষ্ট পশুকে দেওয়া যাইতে পারে?

যে ধর্ম্মের লোকদের এই ভ্রষ্ট জ্ঞান যে, নারীগণ কেবল মানব বংশ বৃদ্ধি ও পুরুষের কামরিপু চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কুমারী হওয়া অসম্ভব। যে সকল নারী আপন ধর্ম্ম মতে ব্যবস্থাসিদ্ধ পুরুষ পাইতে পারে না, তাহারা অব্যবস্থাসিদ্ধ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া, তাহার উপপত্নী হয়। দেবদাসীগণ মন্দিরের সেবার জন্য উচ্ছৃষ্ট হইলেও, তাহারা নিলর্জ্জ পরপুরুষবিলাসিণী ও বারাঙ্গনা মাত্র।

শৈব ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক প্রকার স্ত্রী লোক আছে, তাহারা আপনাদিগকে স্বস্ব মনোনীত দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিলেও, তাহারা প্রকৃত নর্ত্তকী মাত্র এবং ভ্রষ্টতা ও বেশ্যা বৃত্তির বিষয়ে দেবদাসীদের সমতুল।

যদি আমরা প্রকৃত কুমারী দেখিতে বাসনা করি, তবে কেবল সত্য অর্থাৎ কাথলিক ধর্ম্মের মধ্যে পাইতে পারি। কাথলিক কুমারীগণ হিন্দু কুমারীগণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিন্দু কুমারীগণ যে প্রকৃতির ঈশ্বরগণের আরাধনা করে, তাহাদের কুমারিত্বও সেই ভাবে রক্ষিত হয়; অর্থাৎ তাহাদের ঈশ্বরগণ মাংসের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহারাও সুযোগ পাইলে, আপনাদের

সতীত্ব বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন না। কি লজ্জার বিষয় তাহাদের কোন কোন ধর্ম্ম ব্যবস্থায় বলে যে, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীর সহবাস প্রার্থী হইলে, সে যদি তাহার কামনা পূর্ণ না করে, তবে তাহাকে তাহার নিমিত্ত পাপ গ্রস্ত হইতে হয়। কাথলিক ধর্ম্মের কুমারীগণ আপনাদের বিশুদ্ধ কুমারীত্ব যীশু খ্রীষ্টকে উৎসর্গ করে; আর তাহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিঃশরীর দূতের তুল্য প্রিয়। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা তাহাদের বিষয় বলেন যে, "তাহারা স্বর্গে ঈশ্বরের দূতের মত হইবে" মথি ২২।৩০। এই হেতু সাধু আম্ব্রোজিয় বলেন, যাহারা আপনাদের শুচিতা রক্ষা করে, তাহারা স্বর্গীয় দূত; আর যাহারা তাহা নষ্ট করে, তাহারা দিয়াবল। বারোনিয়ুস লেখেন, জেওর্জিয়া নাম্নী একটী কুমারীর মৃত্যুকালে, তদীয় মস্তকোপরি কতকগুলি কপোত উড়িতে দেখা যায়; তাহাকে সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত গৃর্জা ঘরে আনা হইলে, কপোতগুলি সেই স্থানেও উড়িয়া গেল, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত দেহ সমাধিস্থ না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কপোতগুলি গেল না। উক্ত পারাবতগুলি দৃষ্টে, দর্শকগণের এই জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, এই কুমারীর শুচি দেহের সম্মান হেতু স্বর্গীয় দূতগণ পারাবতের আকারে দেখা দিলেন।

যে সকল কুমার কুমারীগণ আপনাদিগকে এককালে ঈশ্বরের হস্তে সমার্পণ করেন, তাঁহাদের অবস্থা সকলের অপেক্ষা ভাল। বিবাহিত লোকদিগের সংসারের মধ্যে যে সকল আপদ বিপদে পড়িবার আশঙ্কা আছে, তাহাদের

তাহা নাই। তাহাদের কি পারিবারিক লোকদের প্রতি, কি জাগতিক ধন সম্পত্তির প্রতি, কি বেশ ভূষার প্রতি কোন আশক্তি নাই। বিবাহিতা স্ত্রীদিগকে সম অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকদিগের সমান ও স্বামীর সন্তোষ জন্য বেশ ভূষা করিতে হয়; কিন্তু কুমারীদিগকে আপনাদের প্রিয় যীশু খ্রীষ্টকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত একটী মাত্র বস্ত্র দিয়া শরীর আচ্ছাদন করিলেই যথেষ্ট, আর ব্রতী কুমারীগণকে সংসারের ভাবনা, পরিবারের ভাবনা, ও স্বামীর ভাবনা ভাবিতে হয় না; তাহাদের একমাত্র ভাবনা, তাহাদের হৃদয়ের একমাত্র বাসনা যীশু খ্রীষ্টকে সন্তুষ্ট করা; তাহারা তাঁহাকেই আপনাদের শরীর ও আত্মা এবং যাবতীয় মমতা উৎসর্গ করে। তাহারা সংসার শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, তাহারা বন্ধু বান্ধব, জ্ঞাতি কুটুম্বের বশীভূত নহে; এবং ব্রতের নিয়ম মতে জাগতিক গোলযোগ হইতে এককালে পৃথক্। এই হেতু তাহারা প্রার্থনা, ধ্যান ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে অধিক সময় পায়। তাহাদের মন সাংসারিক ভাবনা শূন্য হওয়াতে আত্মিক বিষয়ে মগ্ন থাকে, ও ঈশ্বরের সহিত মিলন রাখিতে পারে। ব্রতী কুমারীর জন্য ঈশ্বরের সহিত নিত্য কথোপকথন ভিন্ন তাহার আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই; তাহার শরীর শুচিতায় ও তাহার আত্মা, ঈশ্বর সহ আলাপ পরিচয় পবিত্রীকৃত হয়।

অগণ্য কুমারীগণের শুচিতা ও পবিত্র জীবনী যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর গৌরব। ইদানীং কোন্ ধর্ম্মের কুমারীগণ

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই নরাত্মা মঙ্গল হেতু ঈশ্বরের নিকট প্রর্থনা করিতে নিবিষ্ট, জগতের পাপ মোচন জন্য ব্যাস্ত, যুবতীগণের শিক্ষার্থে নিযুক্ত, এবং শিশু সন্তানগণের, পাড়িতদিগের, ও বৃদ্ধ সকলের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবতী আছেন? আঃ! কাথলিক কুমারীগণের স্বার্থশূন্য প্রেমে বিমোহিত হইতে হয়।

—•:o:•—

১৭শ অধ্যায়।

কাথলিক ধর্ম্মের প্রতিকূলে হিন্দুদিগের কতিপয় আপত্তির উত্তর।

১ম। হিন্দু মাত্রই বলে যে, কাথলিক ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট হইলেও তাহা ইউরোপীয়দিগেরি জন্য, আর হিন্দু ধর্ম্ম ভারতবাসীদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু এই কথা কোন মতে স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা প্রথমতঃ কাথলিক ধর্ম্ম অর্থাৎ সত্য ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের অগ্রবর্ত্তী ধর্ম্ম। বোধ হয়, পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে, আমরা চতুর্দশ অধ্যায় প্রকাশ করিয়া আইলাম যে, মহা জলপ্লাবনের পূর্ব্বে পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকের একই ধর্ম্ম ছিল; পরে বাবেলের দুর্গ নির্ম্মাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, সকলেই একই ধর্ম্ম পালন করিল। অতএব হিন্দুদিগের আদি পুরুষগণ

অপরাপর জাতির ন্যায় আটার শত বৎসরাবধি সত্য ধর্ম্ম পালন করিলেন। তাহার পর হিন্দুগণ সত্য ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতির উপাসনা আরম্ভ করিল। অতএব সত্য ধর্ম্ম বিদেশীয় ধর্ম্ম নহে, তাহা হিন্দুদের আদি পুরুষদিগের ধর্ম্ম; তাহারা কালক্রমে সৃষ্টি-কর্ত্তার সম্মান সৃষ্টি বস্তুকে দিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয়তঃ সত্য ধর্ম্ম কেবল ইউরোপীয়দের নহে, আমেরিকা, আফ্রিকা, এসিয়া ও সামুদ্রিক দ্বীপবাসীগণ ইহা যাজন করিয়া থাকে, এই বিষয় সত্য কি না, হিন্দুগণ ভূগোলশাস্ত্র পাঠ করিলেই তাহা জানিতে পারে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই ধর্ম্ম প্রচলিত বলিয়া, এই ধর্ম্মের নাম "কাথলিক ধর্ম্ম" অর্থাৎ সার্ব্ব ধর্ম্ম।

তৃতীয়তঃ সত্য ধর্ম্মের মধ্যে এক সজীব ঈশ্বরের পূজার পদ্ধতি থাকাতে, লোকে যে জাতি ও যে দেশীয় হউক না কেন, সে সত্য ধর্ম্ম জানিতে ও পালন করিতে বাধ্য। কেননা কি ভাবে পূজা করিলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, তিনি তাহা আপন সত্য ধর্ম্মে প্রকাশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তের জন্য; অনেক ইংরাজের দুইটী পুত্র হয়, বাল্যকাল হইতে আপন পিতার নিকট একটী ইংলণ্ডে, আর অপর পুত্রটী বহুকাল হইতে ভারতে বাস করিল। এখন জিজ্ঞাস্য; যে পুত্র ইংলণ্ডে পিতার নিকট বাস করে, সেই কি কেবল পিতাকে সম্মান করিতে বাধ্য? কেননা সে ইংলণ্ডে আছে; আর যে পুত্রটী ভারতে থাকে, সে কি পিতাকে সম্মান করিতে বাধ্য নহে? কেননা সে দূর দেশ

ভারতে বহুকাল হইতে বাস করিতেছে। তদ্রূপ যদি ইউরোপীয় কাথলিকগণ সত্য ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা, ও ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সম্মান, ভক্তি ও পূজা করে, তবে হিন্দু ও অপরাপর জাতিগণও সেই ঈশ্বরকে পূজাদি করিতে বাধ্য; কেননা তিনি তাহাদিগকেও সৃষ্টি করিলেন ও জল, বায়ু, ভক্ষ্য প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যদি তাহারা এক সত্য ঈশ্বরকে সম্মান দিতে অস্বীকৃত হয়, তবে তাহারা বিশ্বাস ঘাতক ও কৃতঘ্ন বলিয়া নরকে অনন্ত শাস্তি পাইবে। দিয়াবলগণ আপনারাই এই কথা স্বীকার করিল; তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

একদা সাধু দমিনিক বহুতর শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে লোকেরা একজন বহুসংখ্যক ভূতগ্রস্থ লোককে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিয়া রোগী ব্যক্তি হইতে ভূতগণকে বহির্গত করিতে নিবেদন করিল। তিনি তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, কিন্তু তিনি ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি হইতে ভূতগণকে বহির্গত করিবার অগ্রে, উপস্থিত লোকদের শিক্ষার্থে ভূতগুলিকে কএকটী প্রশ্ন করিলেন, তাহার মধ্যে এই একটী, তোমাদের অধীন নরকস্থ লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক কি জাতের? ভূতেরা রোগী ব্যক্তির মুখ দিয়া এই উত্তর করিল, "তুমি ত নিঃসন্দেহে অবগত আছে যে, সকল সত্যচ্ছেদী ও অবিশ্বাসিগণ আমাদের অধিকার ভুক্ত।"
(Chronicles of the order of St. Dominic.)

দিয়াবলদিগের সাক্ষ্য দেখিলে? তাহাদের বাক্যগুলি স্পষ্ট ও নিশ্চয়; তাহারা বলিল, সকল দেবপূজক, সুতরাং মিথ্যা ঈশ্বরগণ পূজক হিন্দুরা চিরকালের জন্য নরকে পতিত হয়, কেননা তাহারা তাহাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা না করিয়া, মিথ্যা ঈশ্বরগণকে বরং সজীব ঈশ্বরের প্রধান বৈরী দিয়াবলদিগের সম্মান করে। অতএব যে ধর্ম্মে থাকিলে, নিশ্চই মরণান্তে অনন্ত যাতনাগ্রস্ত হইতে হইবে, সেই ধর্ম্মে পাগল ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না।

২য়। হিন্দুদের একটী প্রবাদ বাক্য আছে, হরিণপি হরেণপি ব্রহ্মাণপি সুরয়িবপি, ল্লালাথাল্লী কিতরেকা পরিমর্ত্ত ন্নশিয়তে," অর্থাৎ বিষ্ণু, ব্রহ্মা বা অন্য ঈশ্বরগণ যাহা ললাটে লিখিয়াছেন তাহা লোপ করা অসম্ভব। যদি ভগবান আমার কপালে লিখিয়া দিয়া থাকেন যে, আমি হিন্দু থাকিব, তবে হিন্দু থাকিব, তবে হিন্দু থাকা আমার দোষ নহে।

ঈশ্বর যে আমাদের কপালে আমাদের নির্বন্ধ লিখিয়া দিয়া থাকেন, আর কপালে যাহা লিখিত থাকে, তাহা দেখা যায়, কিন্তু বুঝা যায় না। এইটী তাহাদের ভ্রম, তবে মূর্খ লোকে নর কপালে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থির যোড় দেখিয়া, সেই গুলিকে লিখিত বচন কল্পনা করে।

কপালে যাহা আছে, তাহা হইবেই হইবে, বলিয়া আপনার দোষ এড়াইতে চেষ্টা করা নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। দোষ করিব, সেইগুলি আমাদের কপালে লিখিত আছে, কিন্তু সেই দোষ করিয়া পরের ক্ষতি করিব, তাহা

লিখিত নাই কেন? আর তাহাও যদি লিখিত থাকে, তবে তাহার জন্য অপরাধী শাস্তির যোগ্য হয় কেন? যখন অপরাধী ব্যক্তি ঈশ্বরের অভিমতে করে, তখন তাহাকে তদীয় অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া অন্যায়। অনুমান কর, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও টাকা চুরি করে, তবে সেই ব্যক্তিকে ধরা, ও তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা যায় কেন? অতএব ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, ঈশ্বর কাহারও কপালে কিছু লেখেন নাই, তবে দুষ্ট লোকে আপন ইচ্ছায় জানিয়া শুনিয়া চুরি করে ও শাস্তির যোগ্য হয়।

অতএব হিন্দুগণ বলিতে পারে না, যে তাহারা অদৃষ্টের বশীভূত হইয়া, সত্য ঈশ্বরের পূজা করে না, এবং তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। হিন্দুগণ এই প্রকার অলীক আপত্তি করিয়া, যীশু খ্রীষ্টের নিকট নির্দোষ হয় না, বরং আরও দণ্ডনীয় হয়; কেননা নির্ম্মল পাপদ্বেষী ঈশ্বর মনুষ্যকে পাপ করান, এই কথা বলা আরও দূষ্য। হিন্দুগণ যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রতিমা পূজক থাকে, ও সেই ধর্ম্মে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে তাহারা অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভাগী হইবে। মনুষ্য যে আপন দোষে দণ্ডনীয় হয়, তদ্বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

ফ্রান্সিস রোদ্রিগ্ পাদ্রি উল্লেখ করেন যে, যে সময়ে ইংলণ্ডে কাথলিক ধর্ম্ম উন্নতশীল হয়, সেই সময়, ইংলণ্ডের রাজা অর্টবের্টের রূপসী কন্যাকে বিবাহ জন্য অনেকানেক যুবরাজ রাজবাটীতে উপস্থিত হন। ইংলণ্ডাধিপতি আলূরু

কন্যাকে মনোমত স্বামী গ্রহণ করিতে বলেন; রাজকন্যা পিতাকে এই মাত্র উত্তর দিলেন, পিতঃ! আমি চিরকুমারী থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। তাহাতে রাজা পোপের নিকট হইতে কন্যার জন্য নিষ্কৃতি লইলেন, অর্থাৎ পোপ তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু কন্যাটী কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি এই মাত্র বলিলেন, আমি যীশু খ্রীষ্ট ভিন্ন আর কোন বর প্রার্থী নহি; আরও তিনি আপন পিতার নিকট এই অনুরোধ করিলেন, যেন তিনি তাঁহাকে আপন বাটীতে একাকী থাকিতে দেন। কন্যাটী পিতার বিশেষ স্নেহের পাত্র হওয়াতে, তিনি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তাহার জীবিকা জন্য একটী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। রাজকন্যা নির্জনে থাকিয়া কেবল ধ্যান, প্রার্থনা, উপবাস, সতত পবিত্র সংস্কার গ্রহণ, পীড়িতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া পীড়িতদের শুশ্রূষা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম্ম করিতেন। কিয়দ্দিনান্তর তিনি পীড়িত হইয়া যুবাকালেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

এক রাত্রিতে তাঁহার রক্ষিকা দাসী প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময়, সে একটী ভারী শব্দ শুনিতে পাইল, আর দেখে যে, দিয়াবল সমূহ বেষ্টিত, শৃঙ্খল বদ্ধ, ও অগ্নির মধ্যবর্ত্তী একটী স্ত্রীলোক, তাহার কক্ষে উপস্থিত। সে উক্ত রক্ষিকা দাসীকে কহিল, তুমি আমাকে চিন না, আমি অউগুবের্ট রাজার হতভাগ্য কন্যা। তখন রক্ষিকা তাঁহাকে কহিল, তুমি এত পুণ্য কর্ম্ম করিলে পর,

পরিণামে নরকগামিনী হইয়াছ? নারকী আত্মা কহিল, হাঁ; আমি আপন দোষে নরকে পতিত হইয়াছি। দাসী জিজ্ঞাসিল, কেমন করিয়া? আত্মাটী বলিল, তুমি ত জান, আমি কোন একটী পুস্তক পাঠ করাতে, যুবাকালে একজন বালক ভৃত্যকে প্রেম করিলাম, ও তাহার কথা শুনিতে ভাল বাসিতাম। একদা সে আমার হইয়া উক্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, আমাকে চুম্বন করিল, আমি দিয়াবলের পরীক্ষায় পতিত হইয়া, তাহার সহিত পাপ করিলাম। আমি আমার এই পাপ স্বীকার করিতে গিয়া, আমার পাপ যাজককে বলিতে আরম্ভ করিলাম; যাজক আমার উক্ত পাপের কথা শুনিয়া, তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, কি! রাজকন্যা হইয়া এ প্রকার পাপ! আমার তখন লজ্জা হওয়াতে আমি বলিলাম, না, কেবল স্বপ্নের কথা। অনন্তর আমি সেই পাপের জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ও বহুবিধ দয়ার কার্য্য করিলাম, যেন ঈশ্বর আমাকে বিনা পাপ স্বীকারে উক্ত পাপের ক্ষমা প্রদান করেন। মরিবার সময় আমি পুরোহিতকে বলিলাম আমি বড় পাপীয়সী; তিনি আমাকে বলিলেন, এ সব চিন্তা দূর কর, এ কেবল শয়তানের পরীক্ষা। আমি মরিলে পর, অনন্তকাল জন্য নরকে দণ্ডিত হইয়াছি। অনন্তর সেই নারকী আত্মা উচ্চ ধ্বনি করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সেই কক্ষ অনেক দিন পর্য্যন্ত এক প্রকার অসহ্য দুর্গন্ধে পূর্ণ ছিল।

উক্ত রাজকন্যা নরক হইতে আসিয়া স্বীকার করিল

যে, সে আপন দোষে নষ্ট হইয়াছে। সে এমন কথা বলে নাই যে, আমার কপালে লিখিত ছিল, তাহাতে এইরূপ ঘটিয়াছে। হিন্দুদের প্রতিও তাহাই ঘটিবে, তাহারা নরকে পতিত হইলে, বলিবে, আমি আপন দোষেই পরিত্রাণ হারাইলাম; এমন কথা বলিবে না যে, আমার কপালে যাহা ছিল, তাহাই হইয়াছে।

৩য়। অনেকের আপত্তি এই যে, মনুষ্য যে ধর্ম্মেই থাকুক না কেন, সে আপন ধর্ম্ম নিশ্ছিদ্র রূপে পালন করিলে নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে। সুতরাং হিন্দুগণ আপন ধর্ম্ম পালন করিয়া মুক্তি পাইবে।

না; কাথলিক ধর্ম্মই কেবল সত্য ধর্ম্ম; এই ধর্ম্মের বাহিরে থাকিলে, কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। কেন না, পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করিতে হয়। আর কোন ধর্ম্ম যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে না। অতএব কাথলিক মণ্ডলীর বাহিরে পরিত্রাণ নাই।

মনুষ্যগণ যেন এই বিষয়ে সন্দেহ না করে, এই নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্ট আপন প্রেরিতগণ ও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগণকে বলিলেন, "তোমরা সমস্ত পৃথিবীতে যাও, এবং প্রত্যেক প্রাণীর নিকট সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করিবে ও বাপ্তাইজিত হইবে, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে বিশ্বাস না করিবে, সে দণ্ডিত হইবে।" মার্ক ১৬। ১৫-১৬। যীশু খ্রীষ্টের এই বাক্য মতে যাহারা কাথলিক মণ্ডলীর যাজকগণের কথা শুনিয়া, যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিবে,

ও বাপ্তাইজিত হইবে, কেবল তাহারাই স্বর্গরাজ্য লাভ করিবে। কিন্তু যাহারা কাথলিক মণ্ডলীর কথায় বিশ্বাস ও তাহার আজ্ঞা সকল পালন করিতে এবং বাপ্তাইজিত হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইতে চাহে না, তাহারা নিশ্চয়ই অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

এই ধর্ম্ম শিক্ষা যুক্তি সঙ্গত। মনুষ্যের ভাগ্য এই পৃথিবীতে আরম্ভ হইয়া, কবরের অপরদিকে সম্পূর্ণ হইবে। কাথলিক মণ্ডলীর বাহিরে পরিত্রাণ নাই; এই বচনের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যখন স্থির করিয়াছেন যে, এই পথ অবলম্বন করিলে স্বর্গরাজ্য লাভ হইবে, এতদ্ভিন্ন অন্য পথ নাই, তখন তাহাই আমাদের ভাগ্য। বিজ্ঞান অনুসারে ইহা ভিন্ন আর কিছুই সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। অনুমান কর, যদি একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আপন সৈন্যগণকে বলেন, "সৈন্যগণ, ঐ দুর্গ দেখিতেছ? কল্য আমরা উহা আক্রমণ করিব।" "নায়ক, কোন দিকে আক্রমন করিবেন?" "উত্তর দিকে, ঐ দিক ভিন্ন, আর কোন দিক্‌ সুবিধাজনক নহে, আর তাই আমার ইচ্ছা।" "বুঝিলাম।"

একটী সৈন্যাধ্যক্ষের বল ও সৈন্যদলের কর্ত্তব্য কি তাহা দেখ। আমরাই সেই দল; দুর্গ আমাদের অমর চরমাবস্থা, সেই দিকই আমাদের লক্ষ্য; আর ঈশ্বরই সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি আমাদের ভাগ্যের একমাত্র কর্ত্তা। তিনি আমাদিগকে যে পথে চালাইতে ইচ্ছা করেন, সেই দিকেই চালাইতে পারেন. সেই বিষয়ে আমাদের

কিছু বলিবার অধিকার নাই। তিনি যখন আমাদিগকে আমাদের শক্তির অসাধ্য কিছু করিতে বলেন না, তখন আমরা বলিতে পারি না যে, আমরা পারিব না। আমাদের ইহা বলা ভাল নহে যে, ইহা আমাদের ভাল লাগে না; কেননা, আমরা যাহা ভাল কল্পনা করিব, তাঁহাকে যে তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহা নয়; কিন্তু আমরাই তাঁহার ইচ্ছাধীন হইব, আর তাঁহার ইচ্ছা এই যে, যদি আমরা অনন্ত দণ্ড এড়াইতে ও সুখময় স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা কাথলিক ধর্ম্ম অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের স্থাপিত ধর্ম্ম মতে চলিবে। অতএব হিন্দুগণ যদি কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন না করে, এবং একরোখ হইয়া প্রতিমা পূজার মধ্যেই থাকে, তবে যে তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে। এই বিষয়ের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

সাধু ফ্রান্সিস যাবিয়ার আপন সহচর ফের্নাণ্ডেজ যাপানের অন্তঃপাতী কাঙ্গোক্সিমায় অবস্থিতি করণ কালীন, তদ্দেশবাসী একটী দেবপূজক বালিকার মৃত্যু হয়। তাহার পিতা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, যাবিয়ারের নিকট উপস্থিত হয়, ও আপন স্নেহপাত্রী কন্যার প্রাণ দান জন্য নিবেদন করে। উক্ত সাধু শোকান্বিত পিতার প্রতি সদয় হইয়া, আপন সহচরের সহিত একটী কুঠরিতে প্রবেশ করিয়া, প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, ক্ষণেক পরে প্রত্যাগত হইয়া, সেই পিতাকে বলিলেন, "বাটী যাও, তোমার কন্যা বাঁচিল।" বাস্তবিক সেই কন্যা জীবিত হইয়া, আপন পিতার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছিল। পিতা আপন

মৃত কন্যাকে পাইয়া, মহা আহ্লাদে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। অনন্তর কন্যাটী আপন পিতাকে বলিল, পিতঃ! আমি প্রাণ ত্যাগ করিলে পর দেখি, বিকটাকার দুইটী দিয়াবল আসিয়া, আমাকে ধরিল, তাহারা আমাকে একটী অতুলস্পর্শ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত, কিন্তু দুইজন মহিমান্বিত ও সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আমাকে তাঁহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া; সজীব করিলেন, কিন্তু এই সকল যে কিরূপে হইলে, তাহার কিছুই জানি না। বালিকাটী অল্পক্ষণ পরে যাবিয়ার ও তাঁহার সঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "এই সেই দুইজন আমার উদ্ধারকারী।" উভয় পিতা ও কন্যা দেবপূজকদের চরম যে নরক ভোগ ও কাথলিক ধর্ম্ম যে সত্য তাহা জানিয়া, বাপ্তাইজিত হইতে নিবেদন করিল। Le Dogme de l' enfer Par le P. F. X. Schouppe, S. J.

হিন্দুগণ যদি নরকগামী হইতে না চাহে, তবে তাহাদিগের উক্ত দুইজন যাপানবাসীর ন্যায় কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত। কাথলিক ধর্ম্ম ভিন্ন কাহারও পরিত্রাণ নাই।

১৮শ অধ্যায়।

হিন্দুদিগের আর কতিপয় আপত্তির উত্তর।

৪র্থ। হিন্দুগণের একটী আপত্তি এই যে, তাহারা নানা দেব দেবীর পূজা করিলেও, তাহাদের পূজা কেবল এক ঈশ্বরে দত্ত হয়। তাহারা বলে, প্রতি দেশে এক একজন রাজা থাকিলেও, রাজ কার্য্যের সুবিধার জন্য, রাজার অধীন অনেক রাজ কর্ম্মচারী থাকে; তদ্রূপ একমাত্র ঈশ্বর থাকিলেও, তিনি কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত, ব্রহ্মাকে সৃষ্টির ভার, বিষ্ণুকে রক্ষার ভার, শিবকে বিনাশের ভার এবং অপরাপর উপদেবতাগণকে অন্যান্য সামান্য কার্য্যের ভার দিয়াছেন। অতএব তাহারা উক্ত দেব দেবীগণকে পূজা করিলেও, ঈশ্বরকেই পূজা করিয়া থাকে।

তাহাদের এই আপত্তি খাটে না। প্রথমতঃ একজন রাজা যতই পরাক্রমশালী হউন না কেন, তিনি মানুষ আর তিনি আপন মানুষিক দুর্ব্বলতা হেতু, আপন রাজ্যের কার্য্য সুবিধা করিবার নিমিত্ত, আপন অধীনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া, রাজ কার্য্যের সুবিধা করিয়া থাকেন। কিন্তু সত্য ঈশ্বরের পক্ষে তাহা খাটে না; তিনি সর্ব্বশক্তিমান হওয়াতে, জগতের সুশাসন জন্য, তাঁহার অপর কাহারও প্রয়োজন নাই; তিনি সর্ব্বসামর্থশালী হওয়াতে, বিনা কষ্টে এই প্রকার সহস্র সহস্র জগতের সুশাসন করিতে

পারেন। অতএব তিনি যে জগতের সুশাসন জন্য, অপরাপর দেব দেবী নিযুক্ত করিবেন, এটী ভ্রম মাত্র। তিনি আপন সৃষ্টি শাসন জন্য, কাহাকেও ভার দেন নাই, বরং তিনি অপরাপর দেব দেবী স্বীকার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা—"আমার সম্মুখে তোমার অন্য কোন দেবতা না থাকুক।" যাত্রা ২০। ৩।

দ্বিতীয়তঃ; রাজকর্ম্মচারীগণ আপনাদের রাজার অধীন, তাহারা তাঁহার নামেই ও তাঁহারিই উপকার হেতু সম্মান পায় ও রাজস্ব আদায় করে; সুতরাং তাহারা রাজ্যের প্রজা হইতে যে সম্মানাদি পায়, তাহা রাজাতেই বর্ত্তায়। কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অপরাপর উপদেব দেবীগণ ঈশ্বরের পরম শত্রু হওয়াতে, তাহারা হিন্দুগণ হইতে যে সম্মান, নৈবেদ্য, ও পূজা পায়, তাহা কোন মতে ঈশ্বরে বর্ত্তে না। অনুমান কর, যদি কোন বাঙ্গালী নেপালের রাজাকে রাজস্ব দেয়, তবে কি সেই খাজনা ইংরাজ গবর্মেণ্টের মালখানায় জমা পড়িবে? কিম্বা যদি কোন নেপালী বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট গভর্ণরকে সম্মান করে, তবে কি নেপালের রাজা সেই সম্মানে সন্তুষ্ট হইবেন? কখনই নয়; বরং গুরুদত্ত দণ্ডনীয় হইবে। সেই প্রকার হিন্দুগণ তাহাদের দেবতাগণকে যে সম্মান প্রদান করে, তাহা ঈশ্বরের প্রাপ্য হওয়াতে তাহারা তাহার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট দণ্ডনীয় হইবে।

যাহা ঈশ্বরের প্রাপ্য, তাহা ঈশ্বরকে না দিয়া দেব দেবীগণকে দিলে যে দণ্ড হয়, তাহা এড়াইবার নিমিত্ত

রোমিনা ও থেওনিলা নাম্নী দুইটী খ্রীষ্টীয় নারী মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। দেশাধিপতি লিসিয়স উক্ত দুই নারীকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও মিথ্যা দেব প্রতিমা পূজা করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা তাঁহার এ আজ্ঞা পালন করিতে স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করিলেন, তাহাতে দেশাধিপতির আদেশে একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ও তাহার পার্শ্বে মিথ্যা দেবতাগণের বেদী প্রস্তুত হইল; লিসিয়স কথিত দুই খ্রীষ্টীয় নারীকে কহিলেন, "হয় তোমরা আমাদের দেব উদ্দেশে ধূপের আরতি দেও, না হয়, এই অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হও; তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই মনোনীত কর।" তাঁহারা তদ্দণ্ডে অকাতরে উত্তর করিলেন, "আমরা এই অগ্নিরাশি ভয় করি না, ইহা ক্ষণেক পরে নির্ব্বাণ হইবে; আমরা নরকের অগ্নি ভয় করি, তাহা কখনই নির্ব্বাণ হইবে না। আমরা সেই আগুনে না পুড়িবার জন্য আপনাদের দেবতাগণ ঘৃণা ও যীশু খ্রীষ্টের ভজনা করি।" এইরূপে উল্লিখিত দুই খ্রীষ্টীয় নারী অলীক দেব দেবীর উদ্দেশে ধূপ ধুনা জ্বালাইয়া, অনন্ত অগ্নিতে পতিত হওনাপেক্ষা সত্য ঈশ্বরের জন্য ভয়ানক মৃত্যু সহ্য করিয়া স্বর্গে যাওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। হিন্দুদেরও এই বীর স্বভাবা নারীর মত হওয়া উচিত।

৫ম। কোন কোন হিন্দু বলে, ইউরোপীয় ও কাথলিকগণ মদ্য মাংস ভোজন করে, হিন্দুদের নিকট ইহা ঘৃণ্য।

সভ্য ইউরোপীয় ও কাথলিকগণ মদ্য মাংস খায়, কিন্তু তাহাতে কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করার বাধা কি? কাথলিক মণ্ডলী এমন কথা বলে না যে, মদ্য মাংস খাইতে হয়, বা যাহারা খায়, তাহাদের সহিত ভোজন করিতে হয়, বরং কাথলিক মণ্ডলী প্রায়শ্চিত্তের কারণ আপনার যাবতীয় সন্তানগণকে সপ্তাহের প্রত্যেক শুক্র ও শনিবার এবং বৎসরের মধ্যে মহোপবাসের চল্লিশ দিন ও অপরাপর উপবাস দিনে মাংস খাইতে নিষেধ করেন। কাথলিক মণ্ডলী আরও বলিয়া আসিতেছেন যে, যাহারা মদ্য মাংস না খাইয়া থাকিতে পারে, তাহারা উত্তমতর কার্য্যই করে। এই হেতু কোন কোন সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসীগণ মাংস ভোজন না করিতে অভ্যাস করিয়া থাকেন। কাথলিক মণ্ডলী মদ্য মাংস খাইতে একেবারে নিষেধ করেন না, কেননা অনেকের শরীর রক্ষার্থে তাহার ব্যবহার প্রয়োজন। তবে অধিকাংশ কাথলিক মদ্য মাংস খায় বলিয়া, ধর্ম্ম গ্রহণে কোন আপত্তি হইতে পারে না। অধিকাংশ শাক্ত ও শৈব মদ্য মাংস ভোজন পান করে, অথচ যাহারা খায় না, তাহারা উঁহাদিগের ধর্ম্ম অবজ্ঞা বা উঁহাদিগকে অস্পর্শ জ্ঞান করে না। শেষে কথা এই যে ঈশ্বর মাংস খাইতে অনুমতি করিয়াছেন। (আদি পুস্তক ৯। ২-৩) আর হিন্দু ব্যবস্থা মতে সকলেই এমন কি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত মদ্য মাংস খাইতে পারে; আর হিন্দুগণও খাইত।

বেদ ও মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে,

প্রাচীন আর্য্যগণ, এমন কি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত দেবোদ্দেশে অর্পিত গাভীর মাংস আপনাদের অতিথির সহিত ভোজন করিত; আর অশ্বমেদ যজ্ঞের সময় যাজক ও যজ্ঞের পরিচারকগণ যজ্ঞীয় অশ্বের মাংস ভোজন করিত। মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ৫ম পুস্তকের ষড়্‌বিংশ প্রভৃতি পদে লেখে, "দ্বিজগণ দেবোদ্দেশে বলীকৃত ও নিয়মিত মতে মন্ত্রপূত হইলে পর, কি যখন ইচ্ছা করে, কিম্বা ধর্ম্মের কারণে যখন করিতে বাধ্য, কিম্বা যখন তাহার জীবন শঙ্কটাপন্ন হয়, তখন মাংস খাউক। জীবন রক্ষা জন্যই ব্রহ্মা এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।......যাহারা প্রত্যহ ব্যবস্থাসিদ্ধ মদ্য মাংসে জীবন ধারণ করে, তাহারা পাপ করে না; কারণ ব্রহ্মা কতক প্রাণীকে ভক্ষিত হইতে ও কতককে ভক্ষণ করিতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" আরো ৫৬ পদে মনু বলেন, "মাংস ভোজন, উত্তেজক মদ্যপান, ও কামিনীর প্রেমে আসক্ত হওয়া পাপ নয়; মনুষ্যের প্রবৃত্তি তাহা করিতে চায়; কিন্তু তাহা হইতে বিরত থাকা অতি উত্তম।"

মনুর এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতে শিক্ষিত হিন্দুগণ মদ্য মাংস ভোজন পান করে; কিন্তু দেশাচারের ভয়ে প্রকাশ্যে করিতে সাহস করে না।

মনু মদ্য মাংস ব্যবহারের যে নিয়ম দিয়া গিয়াছেন, কাথলিক মণ্ডলী তাহার বিপরীত কিছু বলেন না; কাথলিক মণ্ডলীও বলেন, মদ্য মাংস ও কামিনীর সহবাস ব্যবস্থাসিদ্ধ কিন্তু যে কেহ তাহা হইতে বিরত থাকে, সে আরও উত্তম কার্য্য করে। অতএব যদি কোন হিন্দু কাথলিক

ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে পর, মদ্য মাংস প্রভৃতি ব্যবহার করিতে না চাহে, তবে সে আরও ভাল কার্য্য করে।

৬৯। কোন কোন হিন্দু বলে, খ্রীষ্টীয় হইলে, তাহার জাতি থাকিবে না, সে সমাজ চ্যুত হইবে। কাথলিক মণ্ডলীর এমন নিয়ম নাই, যে কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় হইলে, তাহাকে আপন দেশীয় আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে ও সকলের সঙ্গে খাইতে হয়। যীশু খ্রীষ্ট দেশীয় আচার ব্যবহারের বিপর্য্যয় ঘটাইতে আসেন নাই; তিনি ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের পুনর্মেল করিতে, সত্য ধর্ম্মের শিক্ষা দিতে, এবং আমাদের ঈশ্বরের ও মনুষ্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জ্ঞাত করিতে আসিয়াছিলেন। আর জাতিগণের আহারের বিষয় কোন কথা বলেন নাই, কেবল যাহা দূষ্য, তাহাই করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

এই হেতু কাথলিক মণ্ডলী বিদেশাগত মিসনারিগণকে আদেশ করেন, যেন তাহারা কোন জাতির রীতি ও ব্যবহারাদি নীতি ও ধর্ম্মের বিপরীত না হইলে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করেন। ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের আচার ব্যবহার চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে প্রচলিত করা অপেক্ষা আর অধিক অসঙ্গত বিষয় কি? খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম কোন জাতির রীতি প্রভৃতি অবজ্ঞা বা নষ্ট করে না, বরং তাহা রক্ষা করিতেই ইচ্ছুক, এই রীতি প্রকৃতি যদি মন্দ না হয়, তবে যেন মিসনারি মহাশয়গণ তদ্বিনিময়ে অন্য দেশীয় রীতি প্রকৃতি প্রচলিত না করেন।

যে সকল কাথলিক যাজক এই দেশে সুসমাচার প্রচার করেন, তাহারা উপরোক্ত আদেশ পালন করিয়া থাকেন। যাবতীয় কাথলিকের এক বিশ্বাস, এক প্রকার সাক্রামেন্ত, এক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান, আর সকলেই স্বস্ব দেশের আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে। জাতীয় আচার ব্যবহারের সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই; জাতীয় আচার ব্যবহার সামাজিক বিষয়, আত্মিক বিষয় নয়; এই কারণেই ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা খ্রীষ্টীয় হইলেও, আপন আপন জাতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এই সম্বন্ধে কাথলিক মণ্ডলী কোন আপত্তি করেন না। বঙ্গে এই প্রথা প্রচলিত নাই; যাহারা খ্রীষ্টীয় হন, তাহারা স্বজাতির সহিত মিলন ছিন্ন করেন; যদি কেহ স্বজাতীয় আচার ব্যবহার বজায় রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কাথলিক মণ্ডলীর কোন ওজর আপত্তি নাই।

সর্ব্ব জাতির অন্ন গ্রহণ করা, যদি হিন্দুগণ হেয় জ্ঞান করেন, তবে তাহা গ্রহণ না করিলেই পারেন। তাহারা কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, বিজাতীয় বা হেয় হইতে পারেন না, কেননা কাথলিকেরা স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তার সন্তান, যীশু খ্রীষ্টের ভ্রাতা ও স্বর্গের অধিকারী; কিন্তু তাহাদের স্বজাতীয় হিন্দুগণ সৃষ্টিকর্ত্তাকে অবজ্ঞা ও দিয়াবলকে আপনাদের পিতা বলিয়া স্বীকার করাতে দণ্ডের পাত্র ও নরকের যোগ্য হয়।

৭ম। কেহ কেহ বলে কাথলিক ধর্ম্ম ভাল, কিন্তু কাথলিকদের আচার ব্যবহার হিন্দুদের অপেক্ষা ভাল নহে।

সত্য কোন কোন কাথলিকের এমন কি অনেকের আচার ব্যবহার তাহাদের ধর্ম্মানুরূপ নহে, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ হইতে পারে না। যদি কোন সুশিক্ষিত সৈন্য দলের কোন কোন সেনা মন্দ হয়, তাহাতে শিক্ষার কোন দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সেই সেই সেনার দোষ। মহানুভব আলেক্সাণ্ডারের সৈন্য দলের মধ্যে একজনের নাম তাহার স্বভাবানুসারে ভীরু ছিল; তিনি তাহাকে বলিতেন, "হয় তুমি তোমার নাম, না হয়, তোমার স্বভাব পরিবর্ত্তন কর।" এই প্রকার, কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষা সত্য, উৎকৃষ্ট ও পবিত্র হইলেও কোন কোন কাথলিকের চরিত্র দুষ্য না বলিয়া থাকা যায় না। তাহাতে আমরা এই বলিতে পারি যে, যাহারা কাথলিক মণ্ডলীর মধ্যে থাকিয়াও তাহার শিক্ষানুরূপ আচরণ করে না, তাহারা হিন্দুদের অপেক্ষা গুরুতর শাস্তি পাইবে। কিন্তু তাহাদের আচরণ মন্দ বলিয়া, কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ না করা, যুক্তি সঙ্গত বা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলা যাইতে পারে না।

লোকে কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, কি চরিত্রের লোক হয়, যিনি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাধু লুক লিখিত প্রেরিতদের ক্রিয়ায় বর্ণিত আদিম খ্রীষ্টীয়দের বিবরণ পাঠ করিতে পারেন। প্রেরিত লুক বলেন যে, বহুতর লোক যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলেই এক মন, এক প্রাণ, ও এক প্রেম বন্ধনে বদ্ধ ছিল; কেহ আপন ধন সম্পত্তি স্বীয় ব্যবহার জন্য নয়, কিন্তু সাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিত।

তাহারা আপনাদের ভূমি ও আবাস বাটী বিক্রয় করিয়া, সাধারণের ব্যায় নির্ব্বাহার্থে তাহার মূল্য প্রেরিতদের হস্তে অর্পণ করিত। কেহ কাহারও কোন অভাব জানিলে, অবিলম্বে তাহার প্রতিকার করিত। তাহাদের অন্তরে পবিত্র আত্মা দত্ত শান্তি ছিল; তাহাদের মুখ দেখিলেই বোধ হইত, তাহারা আন্তরিক শান্তি ভোগ করিতেছে। তাহাদের আতিথ্য, ভ্রাতৃপ্রেম, যথা সময়ে মন্দিরে উপবেসন, পূজাদির সময় তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া দর্শকগণ চমকিত হইত। (প্রেঃ ক্রিঃ ২)

খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর আদিম অবস্থায় দেব পূজক হইতে মতান্তরীকৃত খ্রীষ্টিয়দের কি প্রকার চরিত্র ছিল, সাধু পৌলের পত্রদ্বারা তাহা জানা যায়; তাহারা খ্রীষ্টীয় হইবার পূর্ব্বে হিন্দুদের ন্যায় অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইত, নানাবিধ কদাচারে লিপ্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছিল না, কেবল তাহা নয়, তাহাদের চরিত্র দূষ্য ও কদাচারে লিপ্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ মাত্র তাহাদের আচরণ সম্পূর্ণরূপে বিপরীত হইল। তাহারা বাপ্তিজমের জলে আপনাদের পাপ প্রক্ষালন করিলে পর, আপনাদের শিক্ষক সুসমাচার প্রচারকদের আদেশ মতে চলিতে লাগিল। তাহাদের আচরণের এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, তাহাদের পূর্ব্ব অসৎ সঙ্গীগণ তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইল। লম্পট ও ভোগবিলাসীগণ শুচি ও পরিমিত ভোগী এবং বিবাদীগণ ধীর ও শান্ত প্রকৃতি হইল; দুরাকাঙ্ক্ষাগণ এখন আর জাগতিক মান সম্ভ্রমের অনুগামী না হইয়া, আপনাদের ইন্দ্রিয় দমনে সযত্ন হইল।

তাহারা সাবকাশ পাইলে, প্রার্থনায় মনোনিবেশ করিত; সকল কার্য্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা তাহাদের বসনা হওয়াতে, তাহাদের দিবসিক কার্য্যাদি পবিত্রীকৃত হইত। সাংসারিক কর্ম্মের সময়, তাহারা আত্মিক বিষয়ের অযত্ন করিত না; তাহাদের শরীর কার্য্য করিত, কিন্তু মন স্বর্গের দিকে উত্তোলিত থাকিত। ঈশ্বর স্বর্গে অক্ষয় ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন জানিয়া, তাহারা যে কোন কার্য্য করিত, তাহা সাতিশয় যত্ন সহকারে করিত। ভাল, এখন আমরা কোনটীর প্রশংসা করিব, ঈশ্বরের কার্য্যকারী প্রসাদের বা সেই সকল খ্রীষ্টীয়দের বিশ্বস্ততার? আমাদের উচিত যে, অমরা প্রথমটীর প্রশংসা করিয়া, দ্বিতীয়টীর অনুগামী হই। সাধু পাকোমিউস তৎকালীন নব খ্রীষ্টীয়দের আচরণ দেখিয়া, যাহা করিয়াছিলেন, আমাদেরও তাহাই করা ভাল।

মহানুভব কনস্তান্তাইন সম্রাটের সৈন্যাধ্যক্ষ পাকোমিউস যুদ্ধ জাহাজ লইয়া, মাক্সেন্তিয়ূসের প্রতিকূলে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তিনি আপন সৈন্য সমভিব্যাহারে বহু কষ্টে একটী নগরে উপস্থিত হইলেন; তন্নিবাসীগণ তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া, সানন্দে তাহাদের যাবতীয় অভাবের প্রতিকার করিল। পাকোমিউস পুরবাসীগণের ঈদৃশ সদাচরণে বিমোহিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন মতাবলম্বী, পরকে সাহায্য করিতে তোমাদের এত আগ্রহ কেন? তাহাতে তাহারা উত্তর করিল, আমরা খ্রীষ্টীয়, অভাবীদের অভাব সাধ্যমতে দূরীকৃত করাই আমাদের

ধর্ম্মের একটী শিক্ষা। তাহাতে তিনি আপন বিবেক মতে চালিত হইয়া, তদ্দণ্ডে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বীকার করিলেন। এই সকল খ্রীষ্টীয়দের সদাচার ও প্রেমের কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

পাঠক, তুমিও ইহার অনুকরণ কর, আর উক্ত মহানুভব সাধুর ন্যায়, সয়তানের দাস না হইয়া যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত অনুচর হও, তাহাতে নরকের অসীম যন্ত্রণার ভাগী না হইয়া, স্বর্গে অনন্ত সুখ পাইবে।

১৭শ অধ্যায়।

হিন্দুদিগের আর কতিপয় আপত্তির উত্তর।

৮ম। কেহ কেহ আপত্তি করে, পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করা অনুচিত। এই কথা কোনমতে খাটে না; প্রথমতঃ, হিন্দুদের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রায় আঠারশত বৎসরাবধি সত্য ঈশ্বরের পূজা করিতেন; তখন অলীক দেব দেবীর ও জড় উপাসনা সূত্রপাত হয় নাই। সুতরাং কোন হিন্দু সৃষ্টবস্তুর পূজা ত্যাগ করিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার পূজা করিলে বলা যায় না, যে তিনি আপন পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন; বরং বলিতে হয়, তিনি আপন আদিম পিতৃগণের ধর্ম্ম পুনঃগ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদের পূর্ব্ব পুরুষগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না; কেননা তাঁহারা তৎকালে খ্রীষ্টের সুসমাচার পান নাই। তাঁহারা সত্য ধর্ম্মের বিষয় জানিতে না পারাতে, মিথ্যা ধর্ম্মে থাকিয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু ইদানীং সেই কথা খাটেনা, কেননা আজকাল ভারতের সকল স্থানেই, কাথলিক যাজকগণ আপনাদের আচার, ব্যবহার বিদ্যালয় ও পুস্তকাদি প্রচারিত করিয়া, দেখাইয়া দিতেছেন যে, কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন না করিলে, কাহারও পরিত্রাণ নাই। সুতরাং আধুনিক হিন্দুগণ

বলিতে পারেন না যে, তাঁহারা কাথলিক ধর্ম্মের বিষয় কিছু জানে না।

তৃতীয়তঃ, পূর্ব্ব পুরুষগণের রীতি নীতি উত্তম হইলে, তাহার অনুকরণ করা ভাল, কিন্তু তাহা মন্দ বুঝিলে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তমটী অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। এই মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া, ইংরাজ গবর্মেণ্ট পূর্ব্বতন রাজ শাসন পদ্ধতি মন্দবুঝিয়া তাহা ত্যাগ ও ইউরোপীয় সুশাসন প্রণালী প্রচলিত করিয়াছেন। আর দেখ ইউরোপীয় বস্ত্র ও ঔষধাদি দেশী বস্ত্র ও ঔষধাদি অপেক্ষা ভাল হওয়াতে, বুদ্ধিমান হিন্দুগণ তাহাই ব্যবহার করিতেছেন। হিন্দুগণ আপনাদের নৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া যাহা উত্তমতম তাহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না, তবে যে ধর্ম্মে থাকিলে, নরকগামী হইতে হইবে, সেই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন কেন?

হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যধর্ম্ম পালন না করাতে, যদি নরকগামী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণের সেই পথ অবলম্বন করা মন্দ; এই সম্বন্ধে নিম্নে একটী গল্প উদ্ধৃত হইতেছে।

জনেক অতিরিক্ত সুদগ্রাহীর দুইটী পুত্রছিল; তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিল। কিছুদিন পর, কনিষ্ঠ পুত্রের এই প্রতীতি জন্মিল যে অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করা ভারী দুষ্কর্ম্ম, তাহাতে সে সেই ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু বনবাসী হইল। তিনি বাটী পরিত্যাগ করিয়া বনে

যাইবার পূর্ব্বে আপন পিতা ও ভ্রাতাকে তাঁহার অনুকরণ করিতে মিনতি করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আপনাদের পূর্ব্ব দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত রহিল, কিছুদিন পর, তাহারা পরলোক গমন করিল। ঈশ্বর উক্ত প্রান্তরবাসীকে তাঁহার জনক ও সহোদরের দুরবস্থা অনুগ্রহ করিয়া, দেখিতে দিলেন। এক দিন উক্ত নব সন্ন্যাসী স্বর্গীয় সুখে অভীভূত হইয়া, একটী পর্ব্বতোপরি নীত হইলেন, এবং একটী গিরিতলে একটী অগ্নিময় হ্রদে আপন পিতা ও ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। পিতা আপন পুত্রকে কহিতেছে, "রে দুর্ভাগা পুত্র, তোর অভিসম্পাত হউক, আমি তোর জন্যই অন্যায় কার্য্য করিয়া আপন আত্মাকে হরাইলাম।" আর পুত্রটী আপন পিতাকে কহিতেছে, "রে অযোগ্য পিতঃ, আমি তোরে অভিশাপ করি, তুই আমাকে কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া নষ্ট করিলি।" "নির্ব্বোধ পুত্র; তোর অভিসম্পাত হউক, তুই তোর পিতার পাপের সহভাগী হইলি।" "নির্দয় পিতঃ, তোর অভিসম্পাত হউক, তুই আমারে এই সর্ব্বনাশের মধ্যে আনিলি।"

পূর্ব্বোক্ত অতিরিক্ত সুদগ্রাহী পিতা পুত্র আপনাদেরর মন্দ ব্যবসায় ত্যাগ না করাতে দুই জনেই নরকগামী হইল; সুবোধ কনিষ্ঠ পুত্র আপন পৈতৃক ব্যবসায় মন্দ বুঝিয়া, ত্যাগ করিতে সাহস করিয়া আপন আত্মাকে বাঁচাইল, অর্থাৎ মরণান্তে অক্ষয় স্বর্গ সুখ লাভ করিল।

৯ম। কেহ কেহ বলে, আমি খ্রীষ্টীয় হইলে, আমাকে পিতা, মাতা, জ্ঞাতি কুটুম্বাদি ছাড়িতে হইবে।

কিন্তু অনেকে খ্রীষ্টীয় হইয়া আপনাদের সদাচরণ দ্বারা পিতা মাতা প্রভৃতির মন পরিবর্ত্তন করিল; যদি তাহাও না হয়, তাহা হইলে, ঈশ্বর তোমার পিতা, যীশু তোমার ভ্রাতা, আর কাথলিকগণ তোমার আত্মীয় হইবেন।

আমাদের ত্রাণকর্ত্তা এই সম্বন্ধে কি বলেন শুন; যে কেহ আপন পিতা মাতাকে আমাঅপেক্ষা অধিক প্রেম করে, সে আমার যোগ্য নহে। মথি ১০। ৩৭-। অন্যত্র যে কেহ আমার ও আমার বাক্যের বিষয় লজ্জিত হইবে, মনুষ্য পুত্র যখন স্বীয় প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনিও তাঁহার বিষয় লজ্জিত হইবেন। লূক ৯। ২৬-।আর একস্থানে মনুষ্য যদি সমস্ত জগৎ লাভ করিয়া, আপন আত্মাকে হারায়, তবে তাহার ফল কি? মার্ক ৮।৩৬-।

যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, তোমার আত্মীয়গণকে হারাইবার ভয় হইলে, জনৈক রাজার বিষয় স্মরণ করিয়া সাহস কর।

বৃত্তোবাসী ধন্য যোহন পাদ্রি ইউরোপ হইতে ভারতের দক্ষিণে মাদ্রাজে আগমন করিলে, তাঁহার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে সুসমাচার প্রচার জন্য মালাবারে প্রেরণ করিলেন। তিনি সুসমাচার প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, বহুতর হিন্দু তাঁহার বাক্য শুনিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি আপন প্রচারের স্থান সংকীর্ণ বুঝিয়া, মাঠে প্রচার করিতেন। তাঁহার প্রচারে বহুতর হিন্দু মনঃপরিবর্ত্তন করিল; আর এই সময়ে তিনি দশ দিনের মধ্যে দ্বাদশ সহস্র হিন্দুকে বাপ্তাইজিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করণের কথা শুনিয়া, চারিদিক্ হইতে তাঁহার নিকট বিস্তর লোকের আগমন হইত। তরিয়দেবম্ নামক মালাবারের জনৈক রাজা কোন্‌মতে আপন পীড়া আরোগ্য করিতে না পারিয়া, সুস্থতা লাভ জন্য যোহন বৃত্তো পাদ্রির ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে মনন করিলেন, ও তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। যোহন পাদ্রি তরিয়দেবম্ রাজার নিকট আপনার একজ কাটিকিষ্ট পাঠাইয়া দিলেন। কাটিকিষ্ট মহাশয় তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মূল মূল বিষয় শিক্ষা দিলেন। রাজা কাথলিক ধর্ম্মের বিশ্বাসের সংক্ষেপ বলিলে পর; কাটিকিষ্ট মহাশয় তাঁহার নিকট সাধু যোহনের সুসমাচার পাঠ করিলেন, পরক্ষণে রাজা আপন অসাধ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। অনন্তর তরিয়দেবম্ রাজা লোক দ্বারা যোহন পাদ্রিকে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি বাপ্তাইজিত হইতে ইচ্ছা করেন। পাদ্রি মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি আপনাকে বাপ্তইজিত করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনার পাঁচটী পত্নী, আপনি একটী স্ত্রীর অধিক রাখিতে পারেন না তখন রাজা বলিলেন, আপনার এই আদেশ পালন করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। তিনি আপনার পাঁচটী স্ত্রীকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, আমি ঈশ্বরের ধর্ম্মে থাকিয়া পাঁচটী স্ত্রী রাখিতে পারি না, পরে তিনি শেষ স্ত্রীকে রাখিয়া অপর চারিটীকে ত্যাগ করিলেন ও পাদ্রি মহাশয়ের নিকট বাপ্তাইজিত হইলেন। Life of the B. Joan of Britto.

উল্লিখিত তরিয়দেবম্ রাজার যখন প্রতীতি জন্মিল যে, কাথলিক ধর্ম্ম অবলম্বন ও পালন না করিলে, পরিত্রাণ নাই, তখন তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার বাধা স্বরূপ বহুপত্নী ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। হিন্দুগণ স্বীয় আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে কুণ্ঠীত হন কেন? তবে কি তাহারা নরকগামী হইতে বাসনা করেন?

১০ম। কেহ কেহ ভাবেন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য বটে, কিন্তু এখন না, মরিবার সময় গ্রহণ করিব। ইহাতে ঈশ্বর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন, কেননা জীবদ্দশায় তাঁহাকে প্রেম ও তাঁহার সেবা করা বিধেয়; যীশু খ্রীষ্ট বলেন, "তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত, তোমার সমস্ত প্রাণের সহিত, ও তোমার সমস্ত মনের সহিত প্রেম করিবে।" মথি ২২।৩৭। ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতিকূলে জীবন কালে স্বস্ব কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া, যখন আর পাপ করিতে পারিবে না, তখন স্বীয় পাপের জন্য খেদ করা ও পরিত্রাণ পাইবার আশা করা, কি বলা যায়? ঈশ্বরকে উপহাস করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই রূপ আশা করাতে, প্রকারন্তে ঈশ্বরকে এই কথা বলা হয়, "প্রভো, আমার যখন আপনাকে বিরক্ত করিবার আর শক্তি থাকিবে না, তখন আপনাকে আর বিরক্ত করিব না, তখন আমার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া, আপনার ইচ্ছামতে কার্য্য করিব। যখন দেখিব যে, আমার গলায় ফাঁস বাঁধিয়াছে, তখন আমি স্বীকার করিব যে, আমি আপনাকে বিরক্ত করিয়া কুকার্য্য করিয়াছি। যতক্ষণ আমি

আমার প্রভু থাকিব, ততক্ষণ আমি আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিব। যতক্ষণ পাপ ও দেবপূজকতা আমাকে ত্যাগ না করে, ততক্ষণ আমি পাপ ও প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিব না।" মরণ কাল উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কাল বিলম্ব করা ও উক্ত রূপ কথা বলা সমান। এই প্রকার কথাতে কি ঈশ্বর বিরক্ত হন না? বার বার ঈশ্বরের আহ্বান অবজ্ঞা পূর্ব্বক পাপের উপর পাপ করিলে, তাঁহাকে বিরক্ত করিলে, তিনি যে প্রসাদ প্রদান করিয়া, তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে আকর্ষণ করেন, তিনি তাহা রহিত করেন, তাহাতে আহত ব্যক্তি জ্ঞানান্ধ হইয়া, আর সত্য পথ দেখিতে পায় না, সুতরাং সে পরিত্রাণে বঞ্চিত হয়। শুন, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া, এই প্রকার ব্যক্তিদিগকে কি বলেন, আমি ডাকিলাম, এবং তোমরা অসম্মত হইলে, আমি আমার হস্ত বিস্তার করিলাম, এবং কেহ মনোযোগ করিলে না, তোমরা আমার সমস্ত পরামর্শ অবজ্ঞা করিলে, এবং আমার অনুযোগ তুচ্ছ করিলে, আমিও তোমাদের বিনাশে হাসিব, এবং তোমরা যাহা ভয় করিলে, তাহা যখন তোমাদের উপরে আসিবে, তখন আমিও পরিহাস করিব। তখন তাহারা আমাকে ডাকিবে, কিন্তু আমি শুনিব না। হিতোপদেশ ১।২৪- ইত্যাদি।

মরণ কাল পর্য্যন্ত মন পরিবর্ত্তন করিতে কাল বিলম্ব করা বিপদ জনক। প্রথমতঃ দৈবাৎ মৃত্যু হইতে পারে। লোকে ভাবে মরণকালে তাহার বুদ্ধি স্থির থাকিবে,

তাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাপ্তিজম গ্রহণ করিয়া পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু এইটী তাহাদের ভ্রম। কে জানে মরণকালে জ্বর বিকার হইয়া, সে বুদ্ধি হারা বা তাহার বাকরোধ হইতে পারে। তাহার কি টঙ্কার হইয়া বুদ্ধি নষ্ট হইতে পারে না? তাহার কি পক্ষঘাত হইতে পারে না? এসব কিছু না হউক, তাহার ত গুরুতর শীরোপীড়া উপস্থিত হইয়া আপন ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে অক্ষম হইতে পারে? মনুষ্য যতই বলবান হউক না কেন, মৃত্যুকালে অতি অল্প লোকের বুদ্ধি স্থির থাকে। সুতরাং স্থির চিত্তে আপন মন প্রস্তুত ও পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া উঠিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ হিপ্পোক্রেটস্ চিকিৎসকের কথামতে বলবান লোকদের কঠিন রোগই হইয়া থাকে। পার্লেমো নগরবাসী সিজর নামক জনৈক নাটক অভিনেতার প্রতি এই প্রকার ঘটিয়াছিল। উক্ত সিজর আপনার একটী মিত্রের নিকট প্রকাশ করেন যে, লা নুসা পাদ্ৰি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যদি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে আপন অসচ্চরিত্র সংশোধন না করেন, তবে তাহার মন্দ মৃত্যু হইবে। আমি ত দেশ বিদেশে ঘুরিলাম, নানা পীড়ায় ভুগিনাম একবার মরণাপন্নও হইলাম; বর্ত্তমান মাসে আমার সেই বার বৎসর পূর্ণ হইবে, এই মাসে ত আমি আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বলবান বুঝিতেছি। এই মাসে তিনি একটী নূতন প্রকারের নাটকের অভিনয় করিবার জন্য আপন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর নাটক অভিনয় করিতে যাইবার সময়, তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া

উদ্দরে প্রাণত্যাগ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে একজন নটীর ক্রোড়েই প্রাণটা হারাইলেন। দেখ মনুষ্যের জীবন কেমন ক্ষণভঙ্গুর! Sermon YLI. of st. Alph. M. Liguori.

বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই প্রকারে মন্দ মৃত্যুতে হঠাৎ মরিতে শুনিলেও, কোন্ নির্ব্বোধ, সময়ে আপন মন পরিবর্ত্তন করিতে ও বাপ্তিজম সংস্কার গ্রহণ করিতে কাল বিলম্ব করে? তাহারা উক্ত সিজরের ন্যায় অকস্মাৎ মরিতে ও অনন্ত অগ্নিতে পতিত হইতে পারে। অতএব পাঠক, আপন মন পরিবর্ত্তন করিতে ও বাপ্তাইজিত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিলম্ব করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, মন পরিবর্ত্তন করিতে মরণ কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা, বড়ই বিপদ জনক; কেননা শেষ পীড়াতে বুদ্ধি ও জ্ঞান নষ্ট না হইলেও, অনেকে প্রবঞ্চিত হয়; কারণ পীড়িত ব্যক্তি কখনই মনে স্থান দেয় না যে, বর্ত্তমান পীড়াই তাহার শেষ। সে আপনাকে ভুলায়; আর আপন কুপথেই থাকে। আর যদি সৌভাগ্যক্রমে, বুঝিতে পারে যে, এই মৃত্যুই তাহার অন্তিম, তাহা হইলেও, পীড়ার গ্লানি, ঔষধের শক্তি, বা শারীরিক ও মানসিক কষ্ট প্রযুক্ত প্রার্থনা করিতে, পুস্তক পড়িতে, মন স্থির রাখিতে, এবং বাপ্তিজম সংস্কার উপযুক্ত রূপে গ্রহণ জন্য কাথলিক ধর্ম্মের যে যে বিশ্বাস সূত্র বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা জানিতে ও আপন স্রষ্টার প্রতিকূলে যে যে পাপ করিয়াছে তাহার, মৃত্যু মত্য শয্যায় অনুতাপ করিতে কতদূর পারিবে?

পাপাচারী ব্যক্তির পক্ষে মন পরিবর্ত্তন করাই কঠিন বিষয়, আরবার তাহা না হইলে, মনের পরিবর্ত্তন ও পাপের আশক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরকে প্রেম করিবার নিমিত্ত ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ আবশ্যক করে। যে যে পাপ বহুকালের অভ্যাস প্রযুক্ত দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে, সেই সেই পাপ, সকল মন্দতা অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করা, আর যাহা এযাবৎকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত অবলম্বন ও প্রেম করা, সহজ ব্যাপার নহে। সুস্থাবস্থায় এই কার্য্য সম্পাদন করা যদি সুকঠিন হয়, আর অনেক গাঢ় ধ্যান ও প্রার্থনা করিবার পর সহজে সুসম্পন্ন হয় না, তখন যে একজন অজ্ঞ দেবপূজক মরণকালে এই কার্য্যের সমাধা করিতে সক্ষম হইবে, উহা কতদূর যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে? অতএব হিন্দুর মৃত্যু শয্যায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম স্বীকার ক... প্রত্যাশা ধূমের ন্যায় অপসারিত হইয়া, অন্তিমে আপনা... নরকের অনন্ত অগ্নিতে দেখিতে পাইবে।

একজন পাপী আপন পাপের জন্য অনুতাপ সংস্কার গ্রহণ করিতে কাল বিলম্ব করাতে পরিণামে সে নরকে পতিত হইল। পুণ্যবান বেদে ইতিহস বেত্তা লেখেন যে একব্যক্তি প্রথমতঃ ধর্ম্মবিষয়ে উদ্যোগী ছিল, পরে নাস্তিশীতোষ্ণ ও নরকযোগ্য পাপে পতিত হইল, আর আজ করি, কাল করি, এই ভাবে আপন পাপ স্বীকার করিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। শেষে সঙ্কটাপন্ন রোগাক্রান্ত হইল, তখনও আপন পাপ স্বীকার করিলনা, মনেমনে আশা করিল, সুস্থ হইয়া

স্তাপরূপে আপন পাপ স্বীকার করিব। শেষে প্রতিহিংসার দিন উপস্থিত হইল; সে মুর্চ্ছাপন্ন হইয়া দেখে তাহার পদতলে নরক উদ্‌ঘাটিত; কিছুক্ষণ পরে সে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, উপস্থিত লোকেরা তাহাকে তাহার পাপ স্বীকার করিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু সে এইমাত্র বলিল, "আর সময় নাই, আমি দণ্ডিত হইয়াছি।" উপস্থিত লোকেরা তাহাকে অনেক আশা ভরসা দিয়া সাহস প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু সে বলিল, "তোমরা সময় নষ্ট করিতেছ কেন? আমি ত দণ্ডিত হইয়াছি। আমি নরক উদ্‌ঘাটিত দেখিতেছি; আমি সেই স্থানে যিহুদা, কায়ফা ও যীশুখ্রীষ্টের হত্যাকারীগণকে দেখিতেছি; আর তাহার পার্শ্বে আমারও স্থান দেখিতেছি, কেননা আমিও তাহাদের মত পাপস্বীকার করিতে বহুদিন বিলম্ব করাতে, যীশুর রক্তের অবমাননা করিলাম।" এই প্রকারে উক্ত হতভাগা বিনা পাপস্বীকারে প্রাণত্যাগ করিয়া কুকুর শিয়ালের মত গৃজার বাহিরে কবর প্রাপ্ত হইল, আর তাহার আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত একটী প্রার্থনা বলা হইলনা। Bede. Hist. Angl. cap. Xiii.

যাহারাকাথলিক ধর্ম্ম সত্য বলিয়াও, তাহা অবলম্বন করিতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষাকরে, তাহাদের প্রতি এইরূপ দুরাবস্থা ঘটিতে পারে।

তৃতীয়তঃ মনঃপরিবর্ত্তন করিতে মরণকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা বড়ই সঙ্কটজনক, কেননা তাহারা সয়তানের প্রতারণায় পড়িতে পারে। এমনকি হইতে পারে, যে লুচিফার নামক

শয়তান নরাত্মাকে আপনার করিবার আজীবন কাল শ্রম করিল, সে কি মরণ কালে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে? বরং সেই সময় তাহার সমস্ত রাগ ঝাড়িবে। কোন স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ শেষ হইবার সময়, যে পক্ষের যত সৈন্য ও রণ কৌশল থাকে, সকলই ব্যবহার করে। কেননা সেই সময় যুদ্ধের ফলাফল নিরূপিত হয়। সেই সময় যদি পরাস্ত হয়, তবে জয়ের আর আশা থাকেনা, যদি জয় লাভ হয়, তবে পরাজয়ের আর আশঙ্কা থাকেনা। এই কারণে, এই সময় দুইপক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করে। মনুষ্যের মৃত্যুকালেও সেইরূপ ঘটনা ঘটে। নরকাধিপতি জানে যে, মরণকালই তাহার জয়লাভের সময়, সেই সময়, যাহা করিয়া উঠিতে পারে, এই নিমিত্ত সে এই সময়, আপন সমস্ত কোপ ঝাড়িতে ত্রুটি করেনা। এই কথা সত্য কি না, ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখ; প্রভু বলেন,"দিয়াবল মহাক্রুদ্ধ হইয়া, নামিয়া আসিল!" তাহাকে দেখ, সে প্রচণ্ড ক্রোধের সহিত "তোমাদের নিকট" আসিতেছে; তাহাকে দেখ, তাহাকে দেখ "মহা ক্রুদ্ধ হইয়া!" এই প্রকার বিজাতীয় রাগ হয় কেন! "কেননা সে জানে যে, তাহার অতি অল্প সময় আছে।" প্রেঃ ভং ১২। ১২। যদি সয়তান এই সময় নরাত্মাকে একবার হস্তগত করিতে পারে, তবে সেই আত্মাটীকে হারাইবার তাহার আর আশঙ্কা থাকে না। এই নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রের মত বর্ত্তমান আসন্নকালে, আপনার সকল রাগ দেখায়! সে শৃঙ্খল

বিমুক্ত হইয়া ও মুমূর্ষ ব্যক্তির শয্যার সন্নিধানে, উপস্থিত হইয়া, ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত করে, এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, মুমূর্ষ ব্যক্তিকে নৈরাশ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়া, স্পষ্টাক্ষরে দেখায় যে, সে আজীবন কাল, বহুসংখ্যক পাপ করিয়া, ঈশ্বরকে বিরক্ত এবং ঈশ্বরের কতশত প্রসাদ ও আহ্বান তুচ্ছ করিয়াছে। হায়! সে নরাত্মার বিশ্বাস জন্মাইতে ছাড়িবে না যে, তাহার জন্য যাহা হইবার, তাহা হইয়াগিয়াছে, তাহার পরিত্রাণ পাইবার আর আশা নাই, এখন সেই বিষয় চেষ্টা পাওয়া, পণ্ড শ্রম মাত্র। এই প্রকারে নৈরাশ হইয়া বহুতর নরাত্মা পরিত্রাণ হারাইল; সেই সম্বন্ধে এই স্থানে একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে।

অনেক পাপাচারী যুবককে তাহার কদাচার জন্য তিরস্কার করা হইলে, সে এই কথা বলিত, "আমার একটী সর্ব্বশক্তিমান সাধু আছেন, সেটী ঈশ্বরের প্রসাদ।" শেষে তাহার মরণকাল উপস্থিত, সে ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় হওয়াতে, একজন পাদ্রি আনিতে লোক পাঠাইল; সে আপন পাপ স্বীকার জন্য, প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিল, এমন সময়ে সয়তান তাহাকে তাহার সমস্ত পাপের একটী তালিকা দেখাইল, সে তাহা দেখিয়া, ভয়ে অভীভূত হইল, ও চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল "পাপ সমূহের কতবড় তালিকা!" এবং পাপ স্বীকার করিবার পূর্ব্বেই, পরিত্রাণের বিষয় নৈরাশ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। (Ca ancus's Sermons.

মরণকাল উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত মন পরিবর্ত্তন করিতে

বিলম্ব করা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; তথাচ হে হিন্দু পাঠক যদি সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তোমার বিহিত বোধ হয়, তবে সেই সময় উপস্থিত হইলে, নৈরাশ হইও না; জান যে ঈশ্বরের দয়া অসীম, সেই সময় উপস্থিত না হওন পর্য্যন্ত ঠিক পথে চল, তাহা হইলে, সেই সময় তুমি যীশুর দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত দস্যুর ন্যায় ঈশ্বরের সহিত পুনর্মেল করিতে ও স্বর্গীয় সুখ পাইতে পারিবে; উক্ত চোরকে ত্রাণকর্ত্তা কি বলিয়াছিলেন, জান? তিনি তাহাকে বলেন, আমি সত্যই তোমাকে বলিতেছি, তুমি অদ্যই আমার সঙ্গে পরমদেশে যাইবে। লূক ২৩। ৪৩। পাঠক, আপন আত্মার পরিত্রাণের বিষয় নৈরাশ হইও না; যদিও তোমার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিলম্বে গ্রহণ করা যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয়, তথাচ নিম্নলিখিত কারণ প্রযুক্ত সত্বর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে কালবিলম্ব করিও না।

চতুর্থতঃ, মরণকাল পর্য্যন্ত মনপরিবর্ত্তন করিতে বিলম্ব করা সাতিশয় সঙ্কটাপন্ন; কেননা সেই সময় তুমি তোমার আত্মীয় স্বজন দ্বারা প্রতারিত হইলেও পার; তাহারা তোমার আসন্ন পীড়ার সময়, বলিতে পারে, তোমার মরিবার সময়, এখনও উপস্থিত হয় নাই, শেষে তোমার আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, তুমি বুদ্ধি হারা হইতে ও তোমার পরিত্রাণ হারাইতে পার। আরও তোমার হিন্দু কুটুম্বাদি কাথলিক ধর্ম্মের প্রতি তোমার বিদ্বেষ ভাব জন্মাইতে পারে, আর যাহাতে, তুমি খ্রীষ্টীয় না হও, সেই বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা পাইতে পারে। সুতরাং তুমি

অনন্তকাল জন্য তোমার পরিত্রাণ হারাইবে। আর এইরূপ দুর্দশা যে অনেকের প্রতি ঘটিল, তাহা নিম্ন উদাহরণে প্রকাশ পাইবে।

দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী হস্‌সেনের অনতিদূরবর্ত্তী একটী গ্রামে একজন হিন্দু স্বর্ণকর বাস করিত; একজন কাথলিক পাদ্রি তাহাকে সততই হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে সুপরামর্শ দিতেন, উক্ত স্বর্ণকর এইমাত্র বলিত, মরিবার সময় বাপ্তাইজিত হইব। শুন, পরিণামে কি কুফল ফলিল। কএক বৎসর পর, উক্ত পাদ্রি সাহেব সেই স্থান হইতে স্থানান্তরীকৃত হইলেন ও অন্য একজন পাদ্রি সাহেব তাঁহার পরিবর্ত্তে আইলেন; উক্ত স্বর্ণকর পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই স্থানের পাদ্রি সাহেব কি কোন খ্রীষ্টীয় তাহার মৃত্যুর বিষয় কতকদিন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। এই ব্যক্তি যে প্রকার বলিয়াছিল, সেই মত কার্য্য করিল না কেন? অর্থাৎ আসন্নকালে পাদ্রি সাহেবকে ডাকাইয়া বাপ্তাইজিত হইল না কেন? সম্ভবতঃ তাহার হিন্দু আত্মীয় কুটুম্বগণ তাহাকে খ্রীষ্টীয়ান না হইতে দিবার জন্য, পাদ্রিকে ও কোন খ্রীষ্টীয়কে তাহার পীড়ার বিষয় জানায় নাই। দেখ, সেই স্বর্ণকর কালবিলম্ব করাতে পরিণামে তাহার কি দুর্দশা হইল! সে বাপ্তাইজিত না হইয়া মরিয়া গেল।

পাঠক, উল্লিখিত স্বর্ণকরের অপ্রতিকার ক্ষতি দেখিয়া সতর্ক হও; অন্তিম পীড়া পর্য্যন্ত বিলম্ব করিও না তাহাতে পরিণামে তোমার সর্ব্বনাশ হইবে। ১ দে পূজক থাকিয়া,

মৃত্যু শয্যায় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আশা ছাড়, শত্রুকে তোমার আত্মা ভুলাইয়া বিপদের মধ্যে রাখিতে দিও না, অতলস্পর্শ ভূগুর কাঁদায় বসিয়া রঙ্গ রস করিও না, দেখিতেছ না, তোমার মস্তকোপরি ঈশ্বরের খড়্গ লম্বমান রহিয়াছে। যে বলবান ও পরাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত পারা যায় না ও যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে দোষের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিতে সক্ষম, তাঁহার সহিত মিলন করিতে কোন্ বুদ্ধিমান বিলম্ব করে? অতএব দেখ, দেবপূজকের পক্ষে বিরক্তীকৃত ঈশ্বরের সহিত মিলন করা কতদূর প্রয়োজন, কেননা সে যাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছে, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন; ঈশ্বরের শত্রু হওয়া কি ভয়ানক বিষয়। এমন কি একদিনের জন্যও তাঁহার সহিত শত্রুতা রাখিতে হয় না; কে জানে সেই দিন তাহার জন্য শেষদিন হইতে পারে।

অতএব প্রিয় পাঠক, প্রভুর সহিত মিলন করিতে বিলম্ব করিও না আজ নয়, কাল, বলিয়া দেরি করিও না, কেননা ঈশ্বরের ক্রোধ হঠাৎ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে তিনি প্রতিহিংসার দিনে তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। ইক্লিং ৫।৮ ৯। স্মরণে রাখিও যে, জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ঙ্কর বিষয়। ইব্রিয় ১০।৩১।

স্মরণরাখিও, যে অবস্থায় পরিত্রাণ সন্দেহের স্থল, সেই অবস্থায় তুমি বড় একটা সতর্ক হইতে পারনা। সাধু গ্রেগ। "মনুষ্য যদি সমস্ত জগৎ লাভ করে, কিন্তু নিজ আত্মা হারায়, তাহা হইলে তাহার কি লাভ হইল? অথবা

আত্মার বিনিময়ে মনুষ্য কি দিবে? কারণ মনুষ্যপুত্র আপন পিতার মহিমায় দূতগণ সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন। আর তখন তিনি প্রত্যেক জনকে স্ব স্ব কার্য্যানুসারে ফল দিবেন। মথি ১৬।২৬-২৭। প্রভু স্বর্গ হইতে, অগ্নিশিখার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া, যাহারা ঈশ্বরকে জানেনা আর যাহারা আমাদে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বাধ্য হয়না, তাহাদি[illegible] প্রতিফল দিবেন। তাহারা প্রভুর মুখ হইতে ও তাঁহার পরাক্রমের প্রভাব হইতে সর্ব্বনাশের অনন্ত শাস্তি ভুগিবে। ২য় থেসে ১। ৭-৯।

IMPRIMATUR.

✠ F. POZZI.

BISHOP OF KRISHNAGAR.